আল্লামা মুফতি তাকি উসমানি

দরসে তিরমিযী

(পঞ্চম খণ্ড)

সম্পাদনা

আল্লামা আবদুল কুদ্দুস (দা.বা.)

মুহ্তামিম ও শাইখুল হাদীস: ঢাকা নগরীর ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী বিদ্যাপীঠ
জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ মাদরাসা
খলীফা: ভারত উপমহাদেশের স্বনামধন্য বুযুর্গ
আল্লামা আবরারুল হক সাহেব (রহ.) এবং
জামেয়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত, শাইখুল ইসলাম,
মাওলানা শাহ্ আহ্মদ শফী সাহেব (দা.বা.)

আনোয়ার লাইব্রেরী
[একটি রুচিশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭১৫০২৭৫৬৩, ০১৯১৩৬৮০০১০

সূচিপত্র

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে দিয়াত (রক্তপণ) অধ্যায়–১৪

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে দণ্ডবিধি অধ্যায়-১৫

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে শিকার অধ্যায়-১৬

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কোরবানি অধ্যায়-১৭

মা'নত ও কসম অধ্যায়-১৯

জেহাদের ফজিলত পর্ব–২৩

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে জেহাদ অধ্যায়-২১

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে পোশাক-পরিচ্ছদ অধ্যায়-২২ (মতন পৃ. ৩০২)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

أَبْوَابُ الدِّيَاتِ

عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে দিয়াত (রক্তপণ) অধ্যায়-১৪

بَابُ مَا جَاءَ فِي الدِّيَةِ كَمْ هِيَ مِنَ الْإِبِلِ

অনুচ্ছেদ-১ প্রসংগ : দিয়াত কয়টি উট (মতন পৃ. ২৫৮)

١٣٩١-عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْ دِيَةِ الْخَطَاءِ عِشْرِيْنَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرِيْنَ بَنِيْ مَخَاضٍ ذُكُوْرًا وَعِشْرِيْنَ بِنْتَ لَبُوْنٍ وَعِشْرِيْنَ جَذْعَةً وَعِشْرِيْنَ حِقَّةً [২১৭]

১৩৯১ । **অর্থ :** খিশফ ইবনে মালেক হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে মাসউদ রা.-কে বলতে শুনেছি ভুলক্রমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুদণ্ডের মুক্তিপণ এমনভাবে নির্ধারণ করেছেন যে, বিশটি বিনতে মাখাজ, বিশটি ইবনে মাখাজ, বিশটি বিনতে লাবুন, বিশটি জায'আ এবং বিশটি হিক্কা। এমনভাবে মোট একশটি উট হবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবন-আবু হিশাম রিফায়ি-ইবনে আবু জায়িদা, আবু খালেদ আহমার-হাজ্জাজ ইবনে আরতাত সূত্রে এ অনুচ্ছেদে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ রা. এর হাদিসটি এ সূত্র ব্যতিত অন্য কোনো সূত্র আমরা জানিনা। এটি আবদুল্লাহ হতে মাওকুফ হিসেবেও বর্ণিত আছে। অনেক আলেম এ মত অবলম্বন করেছেন। এটি ইমাম আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব।

ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, দিয়াত তিন বছরে নেওয়া হবে। প্রত্যেক বছর রক্তপণের এক তৃতীয়াংশ। তাঁরা মতপোষণ করেছেন যে, ভুলক্রমে মৃত্যুদণ্ডের দিয়াত আসে আকিলার ওপর। তাদের অনেকে মতপোষণ করেছেন যে, আকিলা হলো পুরুষের পিতার পক্ষ হতে আত্মীয়-স্বজন। মালেক ও শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব এটাই। অনেকে বলেছেন, দিয়াত শুধু পুরুষের ওপর মহিলা এবং বাচ্চা আসাবার ওপর না। তাদের মধ্যে হতে প্রতিটি ব্যক্তির ওপর চাপানো হবে এক দিনারের এক চতুর্থাংশের দায়িত্ব।

আর অনেকে বলছেন, অর্ধ দিনার পর্যন্ত। যদি দিয়াত পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে ভালো, অন্যথায় তাদের নিকটবর্তী গোত্রগুলোর দিকে লক্ষ করা হবে এবং তাদের ওপর তা ওয়াজিব করা হবে।

---

[২১৭] আবু দাউদ- باب في الدية كم هي : كتاب الديات, নাসায়ি- كتاب البيوع باب ذكر اسنان دية الخطاء

١٣٩٢ -عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُوْلِ فَإِنْ شَاءُوْا قَتَلُوْا وَإِنْ شَاءُوْا أَخَذُوْا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلَاثُوْنَ حِقَّةً وَثَلَاثُوْنَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُوْنَ خَلِفَةً وَمَا صَالَحُوْا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذٰلِكَ لِتَشْدِيْدِ الْعَقْلِ

১৩৯২। **অর্থ :** হজরত আমার ইবনে শুয়াইব তাঁর পিতা তাঁর দাদা সূত্রে বর্ণিত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইচ্ছাকৃত যে ব্যক্তি কোনো মুমিনকে কতল করবে তাকে নিহতের অভিভাবকদের কাছে অর্পণ করা হবে। তাঁরা ইচ্ছা করলে তাকে কতল করবে। আর ইচ্ছা করলে দিয়াত গ্রহণ করবে। দিয়াত হলো ত্রিশ হিক্কা, ত্রিশ জায'আ ও চল্লিশ খালিকা বা গাভিন উটনি। আর যার ওপর তাঁরা ইচ্ছা করলে তাকে কতল করবে। আর ইচ্ছা করলে দিয়াত গ্রহণ করবে। দিয়াত হলো ত্রিশ হিক্কা, ত্রিশ জায'আ ও চল্লিশ খালিফা (গাভিন উটনি)।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. এর হাদিসটি حسن غريب।

শাফেয়ি রহ. বলেন, ইবনে মাখাজের স্থলে ইবনে লাবুন দেওয়া হবে। আর হানাফিগণ ইবনে মাখাজ বলেন। এ অনুচ্ছেদের হাদিসটি হানাফিদের দলিল।

দরসে তিরমিযী

ইচ্ছাকৃত মৃত্যুদণ্ডের রক্তপণ

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُوْلِ فَإِنْ شَاءُوْا قَتَلُوْا وَإِنْ شَاءُوْا أَخَذُوْا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلَاثُوْنَ حِقَّةً وَثَلَاثُوْنَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُوْنَ خَلِفَةً وَمَا صَالَحُوْا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذٰلِكَ لِتَشْدِيْدِ الْعَقْلِ.[২১৮]

ইমাম শাফেয়ি রহ. এ হাদিসের ভিত্তিতে বলেন, নিহতের অভিভাবকদের স্বাধীনতা আছে, ইচ্ছা করলে তাঁরা قصاص নিতে পারবে, আর ইচ্ছা করলে রক্তপণ নিতে পারবে। হানাফিগণ বলেন, নিহতের অভিভাবকদের আসল হক হলো قصاص। অবশ্য দিয়াতের ওপর সন্ধি হতে পারে। সুতরাং এক তরফাভাবে নিহতের অভিভাবকরা। দিয়াতকে আবশ্যক করতে পারে না। বরং যদি ঘাতকের সঙ্গে সন্ধি হয়ে যায় যে, আমরা তোমার কাছ হতে قصاص নিবো না, তুমি আমাদেরকে দিয়াত দাও এবং ঘাতক তা মঞ্জুর করে নেয় তাহলে দিয়াত আদায় করতে হবে। সুতরাং এ অনুচ্ছেদের হাদিসে যে বলা হয়েছে- إِنْ شَاءُوْا أَخَذُوْا الدِّيَةَ অর্থাৎ, যদি তাঁরা ইচ্ছা করে তাহলে ঘাতকের সম্মতি ও তাঁর সঙ্গে সন্ধির মাধ্যমে তাঁরা দিয়াত বা রক্তপণ আদায় করতে পারে।

কারণ, যদি ঘাতক দিয়াত এবং সন্ধি মঞ্জুর না করে, তখন অভিভাবকদের শুধু কিসাসের অধিকারই অবশিষ্ট থাকবে।

দিয়াতের বিবরণ এ হাদিসে যে দেওয়া হয়েছে এটাকে বলে দিয়াতে মুগাল্লাজা অর্থাৎ কঠোর রক্তপণ। এর

---

[২১৮] আবু দাউদ- كتاب الديات, باب ولى العمد يرضى بالدية, ইবনে মাজাহ- ابواب الديات, باب من قتل عمدا فرضوا بالدية–

আগে যে হাদিসটি এসেছে তাতে দিয়াত ছিলো ৫ ভাগ তথা বিশটি বিনতে মাখাজ, বিশটি বনী মাখাজ, বিশটি বিনতে লাবুন, বিশটি হিক্কা, বিশটি জায'আ। এটা ছিলো ভুলক্রমে মৃত্যুদণ্ডের রক্তপণ। আর ইচ্ছাকৃত মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রে হয় দিয়াতে মুগাল্লাজা। ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মতে দিয়াতে মুগাল্লাজা অনুরূপই হয় যেমন এ অনুচ্ছেদের হাদিসে তিন ভাগে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, ত্রিশটি হিক্কা, ত্রিশটি জায'আ এবং চল্লিশটি অন্তঃসত্ত্বা উটনি।

হানাফিদের মতে, দিয়াতে মুগাল্লাজা হয় ৪ ভাগে অর্থাৎ পঁচিশটি বিনতে মাখাজ, পঁচিশটি বিনতে রাবুন, পঁচিশটি হিক্কা এবং পঁচিশটি জায'আ।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে বিভিন্ন বর্ণনায় দিয়াতে মুগাল্লাজা এমনভাবে ৪ ভাগে বর্ণিত আছে।

হানাফিগণ এ অনুচ্ছেদের হাদিসের এই জবাব দেন যে, প্রথমদিকে দিয়াতে মুগাল্লাজা এমনভাবে তিনভাগে ছিলো কিন্তু পরবর্তীতে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. ৪ ভাগে দিয়াতে এর সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। যা দ্বারা বুঝা যায় যে, পরবর্তীতে আমল ৪ ভাগে দিয়াতে মুগাল্লাজার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। যা থেকে যায় যে, পরবর্তীতে আমল ৪ ভাগের ওপর হয়ে গিয়েছিলো। এর সমর্থন এভাবেও হয় যে, যদি শাফেয়িদের উক্তি অনুযায়ী ৪৯টি উটনি ভাগে দেওয়া হয় যেগুলোর পেটে উট হয়ে যাবে। অথচ দিয়াত হলো একশটি উট। হানাফিগণ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর বর্ণনাকে প্রাধান্য দেন।[২১৯]

بَابُ مَا جَاءَ فِي الدِّيَةِ كَمْ هِيَ مِنَ الدَّرَاهِمِ

অনুচ্ছেদ–২ প্রসংগে : দিয়াত কত দিরহাম (মতন পৃ. ২৫৮)

١٣٩٣ -عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ اِثْنَي عَشَرَ أَلْفاً [২২০]

১৩৯৩। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়াত (রক্তপণ) বারো হাজার দিরহাম নির্ধারণ করেছেন।

١٣٩٤- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

১৩৯৪। **অর্থ :** সাইদ... ইকরিমা সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাতে "ইবনে আব্বাস রা. হতে" কথাটি উল্লেখ করেননি। হজরত ইবনে উয়াইনার হাদিসে এর চেয়ে বেশি আলোচনা রয়েছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটিতে মুহাম্মদ ইবনে সালেম ব্যতিত "ইবনে আব্বাস রা. হতে" কথাটি অন্য কেউ উল্লেখ করেছেন বলে আমরা জানি না। অনেক আলেমের মতে এ হাদিসের ওপর আমল অব্যাহত। আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব এটাই।

---

[২১৯] বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য-বাদায়ে-৭/২৫৬, দুররে মুখতার- ৬/৫৭৩, কাশ্শাফুর কিনা'-৬১৭, আশ্শরহুল কাবির-দারদির-৪/২৬৬, ইলাউস সুনান-১৮/১৪৭।

[২২০] ইবনে মাজাহ- ابواب الديات, باب دية الخطاء

অনেক আলেম মতপোষণ করেছেন যে, দিয়াত হলো দশ হাজার। সুফিয়ান সাওরি ও কুফাবাসীর মত এটাই।

ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেছেন, আমি দিয়াত শুধু একশ উট কিংবা এর মূল্যই জানি। এছাড়া আর কিছু জানি না।

অনেক বর্ণনায় দশ হাজার দিরহামের উল্লেখ রয়েছে। দুই বর্ণনার মাঝে সামঞ্জস্য আদেশ এভাবে করা হয় যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে দুই প্রকার দিরহাম প্রচলিত ছিলো। যে দিরহাম কম ওজনের হতো, সেটি দ্বারা দিয়াত হতো বারো হাজার দিরহাম। আর যে দিরহামটির ওজন ছিলো বেশি সেটি দ্বারা দিয়াত হতো দশ হাজার দিরহাম।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُوْضِحَةِ

অনুচ্ছেদ- ৩ : জখমের দিয়াত প্রসংগে (মতন পৃ. ২৫৮)

١٣٩٥ -عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ : اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ.[২২১]

১৩৯৫। **অর্থ :** আমর ইবনে শুয়াইব রহ. তাঁর পিতা সূত্রে তিনি স্বীয় দাদা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, যেসব জখমে হাড় দেখা যায়, তাতে পাঁচটি পাঁচটি করে উট ওয়াজিব।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن।

অনেক আলেমদের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। এটি সুফিয়ান সাওরি, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব যে, সুস্পষ্ট জখমে পাঁচটি উট আবশ্যক।

পূর্ণ দিয়াত, একশটি উট। এটা পূর্ণ দিয়াতের তিনভাগের একভাগ হয়। সুতরাং হয়তো দিয়াতে পাঁচটি উট দিবে কিংবা একশ দিরহামের বিশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ, পাঁচশ দিরহাম দেওয়া আবশ্যক।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ دِيَةِ الْأَصَابِعِ

অনুচ্ছেদ-৪ : আঙুলের দিয়াত প্রসংগে (মতন পৃ. ২৫৮)

١٣٩٦ -عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْ دِيَةِ الْأَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ عَشَرَةٌ مِّنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ اِصْبَعٍ.[২২২]

১৩৯৬। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হাত এবং পায়ের আঙুলগুলোর দিয়াত সমান। সেটি হলো প্রতিটি আঙুলের দিয়াত দশটি উট। সুতরাং

---

[২২১] ইবনে মাজাহ- ابواب الديات, باب الموضحة, আবু দাউদ- كتاب الديات, باب ديات الاعضاء

[২২২] আবু দাউদ- كتاب الديات, باب ديات الاعضاء

যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কারো হাত কিংবা পায়ের আঙুল কেটে ফেলে তাহলে তাহলে পূর্ণ দিয়াতের এক দশমাংশ দিতে হবে। কিংবা দশটি উট দিয়ে দিবে। কিংবা এক হাজার দিরহাম দিয়ে দিবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিসটি এ সূত্রে حسن صحيح غريب। আলেমদের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। সুফিয়ান সাওরি, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এ মতই পোষণ করেন।

١٣٩٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ هٰذِهِ وَهٰذِهِ سَوَاءٌ يَعْنِيْ الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ.[২২৩]

১৩৯৭। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। এটা ও এটা অর্থাৎ কনিষ্ঠাঙ্গুল এবং বৃদ্ধাঙ্গুল সমান। উভয়টির দিয়াত দশটি দশটি করে হবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَفْوِ

অনুচ্ছেদ –৫ : দৈহিক কষ্ট ক্ষমা করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৫৮)

١٣٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ أَبِي إِسْحٰقَ حَدَّثَنَا أَبُوْ السَّفَرِ قَالَ : دَقَّ رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشٍ سِنَّ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَاسْتَعْدٰى عَلَيْهِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لِمُعَاوِيَةَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ هٰذَا دَقَّ سِنِّيْ قَالَ مُعَاوِيَةُ إِنَّا سَنُرْضِيْكَ وَأَلَحَّ الْآخَرُ عَلٰى مُعَاوِيَةَ فَأَبْرَمَهُ فَلَمْ يَرْضَهُ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ شَأْنَكَ بِصَاحِبِكَ وَالدَّرْدَاءِ جَالِسٌ عِنْدَهُ قَالَ أَبُوْ الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِيْ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِيْ جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيْئَةً قَالَ الْأَنْصَارِيْ أَأَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ؟ قَالَ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِيْ قَالَ فَإِنِّيْ أَذَرُهَا لَهُ قَالَ مُعَاوِيَةُ لَا جَرَمَ لَا أُخَيِّبُكَ فَأَمَرَ لَهُ بِمَالٍ.[২২৪]

১৩৯৮। **অর্থ :** আবুস সফর রহ. তাবেয়িনের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন, কুরাইশের এক লোক, আনসারি এব ব্যক্তির দাঁত ভেঙে ফেলেছিলো। যার দাঁত ভেঙেছিলো সে মুয়াবিয়া রা. এর কাছে ফরিয়াদ করলো এবং বললো, আমিরুল মুমিনিন সে আমার দাঁত ভেঙে ফেলেছেন। মুয়াবিয়া রা. বললেন, আমি তোমাকে খুশি করে দেবো। এর উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, এর পরিবর্তে আমি তোমাকে পয়সার ব্যবস্থা করে দিবো। তথা তাঁর নিকট হতে টাকা নিয়ে দিবো। যার ফলে তুমি খুশি হয়ে যাবে। তবে দ্বিতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ, যার দাঁত ভেঙেছিলো সে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর কাছে বার বার অনুরোধ করলো, এমনকি তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করলো। অর্থাৎ, সে এর ওপর

---

[২২৩] নাসায়ি- كتاب الديات, باب عقل الاصابع, ইবনে মাজাহ- كتاب الديات, باب دية الاصابع

[২২৪] ইবনে মাজাহ- ابواب الديات, باب العفو فى القصاص

বার বার দাবি করলো যে, আমাকে কিসাসই নিয়ে দিন এবং এ পরিমাণ বার বার অনুরোধ করলো যে, মুয়াবিয়া রা. অক্ষম হয়ে গেলেন। মুয়াবিয়া রা. বললেন, তুমি জানো আর তোমার সঙ্গী জানে। উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, তাকে আমি তোমার হাওয়ালা করছি। তুমি কিসাস নিয়ে নাও। হজরত আবুদ দারদা রা. সে মজলিসেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে শুনেছি, যে ব্যক্তির দৈহিক কোনো কষ্ট-তকলিফ পৌছলো, আর সে কষ্টদাতাকে মাফ করে দিলো, আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তাঁর মাকাম বুলন্দ করে দেন এবং পাপ মোচন করেন। যে আনসারির দাঁত ভেঙেছিলো সে এই হাদিসটি শুনে আবুদ দারদা রা.কে জিজ্ঞেস করলো, আপনি নিজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একথাটি শুনেছেন? আবুদ দারদা রা. বললেন, আমার কর্ণদ্বয় একথা শুনেছে। আমার অন্তর এ কথা সংরক্ষণ করেছে। তখন আনসারি বললো, আমি তাকে ছেড়ে দিচ্ছি। মুয়াবিয়া রা. বললেন, অবশ্যই আমি তোমাকে ব্যর্থ বা নিরাশ করবো না। হজরত মুয়াবিয়া রা. বললেন, আমি অবশ্যই তোমাকে নিরাশ করবো না। সুতরাং হজরত মুয়াবিয়া রা. তাকে কিছু মাল দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি غريب।

এটি আমরা এছাড়া অন্য কোনো সূত্রে জানি না। আবুস সফরের শ্রবণ আবুদ দারদা হতে আমি জানি না। আবুস্ সফরের নাম হলো সাইদ ইবনে আহমদ। তাকে ইবনে মুহাম্মদ সাওরিও বলে।

ইমাম তিরমিযী রহ. এই হাদিসটি একথা বর্ণনা করার জন্য এনেছেন যে, কিসাসের অধিকারি অভিভাবকের অধিকারি অভিভাবকের অধিকার আছে قصاص ক্ষমা করে দেওয়ার। অবশ্য ক্ষমা করে দেওয়া উত্তম। এর ওপর সওয়াবের ওয়াদা আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ رُضِخَ رَأْسُهُ بِصَخْرَةٍ

অনুচ্ছেদ–৬ প্রসংগ : পাথর দিয়ে যার মাথা বিদীর্ণ করা হলো (মতন পৃ. ২৫৯)

١٣٩٩ -عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ فَأَخَذَهَا يَهُوْدِيٌّ فَرَضَخَ رَأْسَهَا بِحَجَرٍ وَأَخَذَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْحُلِيِّ قَالَ فَأُدْرِكَتْ وَبِهَا رَمَقٌ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ مَنْ قَتَلَكِ أَفُلَانٌ ؟ قَالَتْ بِرَأْسِهَا لَا قَالَ فَفُلَانٌ؟حَتَّى سَمَّى الْيَهُوْدِيَّ فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ نَعَمْ قَالَ فَأُخِذَ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.[২২৫]

১৩৯৯। **অর্থ :** আনাস রা. বলেন, এক মহিলা স্বীয় ঘর হতে বের হলো। তাঁর গায়ে কিছু অলংকার ছিলো। এক ইহুদি সে মেয়েটিকে ধরে এনে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দিলো এবং তাঁর গায়ে যে অলংকার ছিলো সেগুলো সে নিয়ে নিলো। লোকজন সে মেয়েটির কাছে পৌছলো। তখন মেয়েটি মুমূর্ষু অবস্থায়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এলেন। তিনি সে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে কে হত্যা করলো? তারপর তিনি নাম নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন–অমুক ব্যক্তি? মেয়েটি মাথায় ইশারায় বললো, না। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন লোকের নাম সে মেয়েটির সামনে উচ্চারণ করলেন। প্রতিটি নাম শুনে সে নেতিবাচক

---

[২২৫] বোখারি- كتاب القسامة والمحاربين والقصاص باب القصاص فى القتل -মুসলিম ,كتاب الديات, باب من اقاد بالحجر- بالحجر-

ইঙ্গিত করতো। এমনকি যখন সে ইহুদির নাম উল্লেখ করলেন, যে তাকে কতল করেছিলো তখন সে মেয়েটির ইঙ্গিতে বললো, হ্যাঁ। বর্ণনাকারি বলেন, তারপর সে ইহুদিকে পাকড়াও করা হলো। সে স্বীকার করলো, আমি তাকে কতল করেছি। ফলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন এবং সে ইহুদির মস্তকও দুটি পাথরের মাঝে রেখে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হলো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমর অব্যাহত। আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব এটিই। আর অনেক আলেম বলেছেন, তলোয়ার ব্যতিত قصاص নেই।

দরসে তিরমিযী

পাথর কিংবা সমজাতীয় জিনিস দ্বারা কতল করা কিসাসের কারণ কি-না? আলেমগণের মতানৈক্য

এ হাদিসটির সঙ্গে দুটি মাসআলা সম্পৃক্ত।

প্রথম মাসআলা : এ হাদিস দ্বারা অধিকাংশ ফোকাহায়ে কেরাম এর ওপর দলিল পেশ করেছেন যে, যদি কতলের অস্ত্র ধারালো না হয় যেমন পাথর দ্বারা কাউকে মেরে ফেলা হলো তাহলে তখন যদি সে পাথর এতো বড় হয় যে, তা নিক্ষেপ করার ফলে সাধারণত মৃত্যু এসে যায়, তাহলে এ পদ্ধতিতে কতল করাও কিসাসের কারণ। যেমন, অধিকাংশ ফোকাহায়ে কেরামের মতে কতলের কারণে কিসাস ওয়াজিব এর সংজ্ঞা হলো, এমন কোনো মাধ্যমে অন্যকে কতল করা, যে মাধ্যমটিকে সাধারণত কতল করার জন্য যথেষ্ট মনে করা হয়। চাই সেটি তলোয়ার হোক, চাকু হোক, খঞ্জর হোক, কিংবা কোনো বড় পাথর হোক, কিংবা বড় ডাণ্ডা এবং লাটি হোক, যা দেখে প্রতিটি মানুষ বলবে যে, সাধারণত এর দ্বারা মারলে মানুষের মৃত্যু হয়ে যায়। এ কতলটিকে ইচ্ছাকৃত হত্যাই মনে করা হবে। এর ফলে قصاص নেওয়া হবে। এটা ইমামত্রয় ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহ. এর মাজহাব।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত যে, তাঁর মতে সে কতল ইচ্ছাকৃত হত্যার অন্তর্ভুক্ত হবে যাতে হত্যার উপকরণ ধারালো হয়, কোনো হাতিয়ার হয় যেমন তলোয়ার, চাকু, খঞ্জর ইত্যাদি। তবে যদি কোনো ওজনি জিনিস দ্বারা কাউকে কতল করা হয়, যেমন বড় পাথর কিংবা বড় লাঠি, তাহলে এটি ইচ্ছাকৃত মৃত্যুদণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হবে না; বরং ইচ্ছাকৃতের অনুরূপ হত্যার মধ্যে শামিল হবে। সুতরাং এতে ঘাতক হতে قصاص নেওয়া হবে না; বরং দিয়াত ওয়াজিব হবে। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর প্রসিদ্ধ মাজহাব এটাই।

ইমাম সাহেব রহ. এর বিশুদ্ধ মাজহাব

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর এই মাজহাব অনুধাবনের বিষয়ে ভুল হয়ে যায়। প্রথম কথা তো ইমাম সাহেব রহ. বলেন, ইচ্ছাকৃত মৃত্যুদণ্ডের সম্পর্ক মানুষের স্বীয় অন্তরের ইচ্ছার সঙ্গে যে, সেই ব্যক্তি বাস্তবেও কতল করার ইচ্ছা করেছে কিনা? বস্তুত মনের ইচ্ছা এমন একটি বিষয় যা গোপন। এ কারণে আমরা সে উপকরণের মাধ্যমে দলিল পেশ করবো, যে উপকরণটি সে ব্যবহার করেছে। সুতরাং যদি সে কতল করার জন্য তলোয়ার, ছুরি ইত্যাদি ব্যবহার করে তাহলে আমরা মনে করবো সে ইচ্ছাকৃতভাবে কতল করেছে। এসব উপকরণ হত্যার জন্যই ব্যবহৃত হয়, শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় না। কোনো শিক্ষক স্বীয় ছাত্রকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার জন্য খঞ্জর, চাকু, ছুরি ইত্যাদি ব্যবহার করেন না। না পিতা সন্তানকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার জন্য এসব উপকরণ ব্যবহার করেন। সুতরাং এসব উপকরণ ব্যবহারে কতল ব্যতিত অন্য কোনো

সম্ভাবনা নেই। সুতরাং আমরা বলবো, এই ইত্যাদি ইচ্ছাকৃত হয়েছে। এর বিপরীত লাঠি এবং পাথর। কারণ, এগুলো মূলত কতলের জন্য তৈরি করা হয়নি; বরং এসব উপকরণ শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। যেহেতু এসব উপকরণের মধ্যে উভয় ধরনের সম্ভাবনা বিদ্যমান–

১. এর মাধ্যমেই কতল করা উদ্দেশ্য।

২. কতল করা উদ্দেশ্য ছিলো না; বরং শুধু আঘাত দেওয়া উদ্দেশ্য ছিলো। সুতরাং এতে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। এই সন্দেহের কারণে ইচ্ছাকৃত কতল প্রমাণিত হবে না। قصاص বাতিল হয়ে যাবে।

এটা হবে তখন, যখন ঘাতক নিজে এটা স্বীকার করবে না যে, আমার কতল করার ইচ্ছা ছিলো না। তবে যদি সে স্বীকার করে, আমার ইচ্ছা কতল করারই ছিলো তারপর সে হত্যায় লাঠি কিংবা পাথর ব্যবহার করেছে, তখন ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতেও এটি হবে ইচ্ছাকৃত কতল এবং কিসাসের কারণ।

হানাফিদের দলিল

ইমাম সাহেব রহ. ইবনে মাজাহ্ শরিফের একটি হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন। তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لَا قَوَدَ اِلَّا بِالسَّيْفِ।[২২৬] তলোয়ার ব্যতিত قصاص নেই।

অনেক বর্ণনায় এভাবে শব্দগুলো এসেছে لَا قَوَدَ اِلَّا بِالْحَدِ يْدَةِ। তলোয়ার ব্যতিত قصاص হয় না। কিংবা বলেছে, ধারালো অস্ত্র ব্যতিত قصاص হয় না। এর দ্বারা দলিল পেশ করে ইমাম সাহেব রহ. বলেন, তলোয়ার এবং ধারালো অস্ত্র দ্বারা কতল কিসাসের কারণ।

জমহুর ইসলামি আইনবিদের দলিল

অধিকাংশ ফোকাহায়ে কেরাম এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন যে, এ ঘটনায় এই ইহুদি মেয়েটিকে পাথর দ্বারা মাথা বিদীর্ণ করে কতল করেছে। আর এই পাথরটি ধারালো অস্ত্র ছিলো না। তা সত্ত্বেও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হত্যাটিকে ইচ্ছাকৃত সাব্যস্ত করে কিসাসের কারণ সাব্যস্ত করেছেন এবং এই ইহুদি হতে قصاص নিয়েছেন। এর দ্বারা বুঝা গেলো যদি কোনো বড় পাথর দ্বারা কাউকে কতল করে তাহলে সেটিও ইচ্ছাকৃত কতল এবং কিসাসের কারণ হয়। ইমাম সাহেব রহ. দলিলের যে হাদিসটি পেশ করেছিলেন– لَا قَوَدَ اِلَّا بِالسَّيْفِ এর সনদের ওপর কালাম করতে গিয়ে অধিকাংশ ফোকাহায়ে কেরাম বলেন, এই হাদিসটি প্রামাণ্য না। তাঁর স্বীয় সমর্থনে একেতো এ অনুচ্ছেদের হাদিসটি পেশ করেন, আর দ্বিতীয়ত পেশ করেন কোরআনে কারিমে আয়াত–اِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ অর্থাৎ, জানের বদলে জান। এই আয়াতে কোনো তাফসিল বর্ণিত হয়নি যে, অস্ত্র ধারালো হলে কিসাস নেওয়া হবে অন্যথায় قصاص নেওয়া যাবে না।

আবু হানিফা রহ. এর দ্বিতীয় দলিল

ইমাম সাহেব রহ. এর দ্বিতীয় দলিল যাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– اَلَا اِنَّ قَتِيْلَ قَتْلِ الْعَمْدِ قَتِيْلَ الْحَجَرِ وَالْعَصَا اَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[২২৭] অর্থাৎ, ইচ্ছাকৃত হত্যায় নিহত সে ব্যক্তি যাকে কতল করা হয়েছে পাথর কিংবা লাঠি দ্বারা।

---

[২২৬] ইবনে মাজাহ- كتاب الديات, باب لا قود الا بالسيف, দারাকুতনি, ৩/১০৬, আস-সুনানে কুবরা-বায়হাকি- ৮/৬৩।

[২২৭] আবু দাউদ- ابولب الديات, باب دية شبه العمد مغلظة, ইবনে মাজাহ- كتاب الديات, باب فى الدية كم هى

আর এ অনুচ্ছেদের হাদিস। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর বিরুদ্ধে দুই কারণে দলিল হতে পারে না– ১. এই বর্ণনায় এই ইহুদি স্বয়ং স্বীকার করেছে যে, আমি কতল করেছি। বস্তুত স্বীকারোক্তির পর ইচ্ছা প্রমাণিত হয়ে যায়। আর ইমাম সাহেব রহ. এর মাজহাব তখন, যখন ঘাতক স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি না করে। তবে যদি ঘাতক স্বীকার করে তাহলে এটাকে ইচ্ছাকৃত হত্যাই মনে করা হবে। সুতরাং এ বিষয়টি বিতর্কিত বিষয় হতে খারিজ। ২. ইমাম সাহেব রহ. মতে যদিও পাথর কিংবা লাঠি দ্বারা কতল ইচ্ছাকৃত কতলের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং শরয়ি মতে কিসাসের কারণ না, কিন্তু যদি রাষ্ট্রপ্রধান এবং শাসক অনুভব করে যে, এর অপরাধ মারাত্মক কঠিন এবং এর ফলে অন্যান্য অপরাধীদের সাহস বাড়ার আশংকা আছে, তাহলে তখন ফিৎনা খতম করার উদ্দেশে শাসন হিসেবে, (তা'জির হিসেবে) কতল করার নিদেশ দিলে এটার অবকাশ তাঁর কাছে আছে। তখন সে কতল قصاص হিসেবে মনে করা হবে না; বরং তাজিরও শাসনার্থে মনে করা হবে। সুতরাং এ অনুচ্ছেদের হাদিসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ইহুদিকে যে কতল করিয়েছেন সেটি ছিলো তাজির হিসেবে, قصاص হিসেবে না।[২২৮]

বর্তমান যুগে ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. এর উক্তির ওপর ফতওয়া হওয়া সঙ্গত

ইমাম সাহেব রহ. যদিও এর মূল মাজহাব এটাই যে, ভারি জিনিস দ্বারা কতল করলে قصاص আসে না, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের মাজহাবও মজবুত। এমনভাবে আমাদের যুগে কতল ও লুটপাটের বাজার গরম, তাতে অপরাধীদের সাহস ভঙ্গ এবং অপরাধীদের অপকীর্তির প্রায়শ্চিত্ত পর্যন্ত পৌছানোর জন্য যদি সংখ্যাগরিষ্ট ফোকাহায়ে কেরামের মাজহাব অবলম্বন করা হয়, তাহলে সঙ্গতই হবে। তাই পরবর্তী হানাফিগণ বলেছেন, যদি কেউ অন্যকে বিষ পান করিয়ে কতল করে তাহলে ইমাম সাহেব রহ. এর মূল মাজহাবে قصاص নেই। কেনোনা, ঘাতক বিষ পান করিয়েছে, ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করেনি। সুতরাং ইচ্ছাকৃত কতল হয়নি; বরং ইচ্ছাকৃত মৃত্যুদণ্ডের মতো হয়েছে। তবে পরবর্তী হানাফিগণ ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. এর উক্তির ওপর ফতওয়া দিতে গিয়ে বলেন, বর্তমান যুগে অপরাধের মূলোৎপাটনের জন্য সঙ্গত হলো ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. এর উক্তি ওপর ফতওয়া দেওয়া এবং যে বিষ পান করাবে তার হতেও قصاص নেওয়া। সুতরাং যেমনভাবে বিষের মাসআলায় পরবর্তী হানাফিগণ ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. এর উক্তির ওপর ফতওয়া দিয়েছেন, তেমনভাবে যদি আমাদের যুগে ব্যাপকভাবে তাদের উক্তির ওপর ফতওয়া দিতে গিয়ে বলা হয় যে, যদি কোনো ব্যক্তি যে কোনো সময় এমন কোনো অস্ত্র ব্যবহার করে যার ফলে মৃত্যু প্রবল হলো, তাহলে এটাকে ইচ্ছাকৃত হত্যাই মনে করা হবে এবং এমন করা সঙ্গত হবে। যাতে প্রকৃত অর্থে অপরাধীদের মূলোৎপাটন করা সম্ভব হয়।

ঘাতককে কতল করা হবে কিভাবে?

দ্বিতীয় মাসআলাটি : এ হাদিস দ্বারা শাফেয়ি রহ. ও অনেকে এর ওপর দলিল পেশ করেছেন যে, ঘাতককে সে পন্থায়ই কতল করা হবে যে পন্থায় সে নিহতকে কতল করেছিলো। যেমন যদি ঘাতক খঞ্জর দ্বারা কতল করে থাকে তাহলে তাকেও খঞ্জর দ্বারাই কতল করা হবে। আর যদি ঘাতক গুলি মেরে থাকে তাহলে ঘাতককেও গুলি

---

[২২৮] দ্র. দুররে মুখতার- ৬/৫২৮, মুগনির মুহতাজ- ৪/৩, আশ্শারহুল কাবির-দারদির দুসুকিসহ- ৪/২৪২, ইলাউস সুনান- ১৮/৮৪।

করা হবে। আর যদি ঘাতক পাথর দ্বারা কতল করে থাকে তাহলে ঘাতককেও পাথর দ্বারা কতল করা হবে। যেনো তাঁদের মতে قصاص অনুরূপ কর্ম দ্বারা হবে। ব্যতিক্রম শুধু সে পদ্ধতি যখন সে কাজটি স্বত্বাগতভাবে হারাম হয়, তখন অনুরূপ কর্ম দ্বারা قصاص নেওয়া হবে না। বরং স্বত্তাগতভাবে হারাম হয়, তখন অনুরূপ কর্ম দ্বারা قصاص নেওয়া হবে না। বরং তলোয়ার দ্বারা নেওয়া হবে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যক্তি অপরকে সমকামিতা কিংবা জেনা করে কতল করেছে, তাহলে যেহেতু উভয় কাজ সত্তাগতভাবে হারাম, সেহেতু তাদের হতে অনুরূপ কর্ম দ্বারা قصاص নেওয়া হবে না। আর এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা তাঁরা দলিল পেশ করেন যে, এ ঘটনার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ইহুদির মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে قصاص নিয়েছেন। কেনোনা, সে কতল করেছিলো মস্তক বিচূর্ণ করে।

ইমাম সাহেব রহ. এর মাজহাব

ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, قصاص নেওয়ার সময় কতলের পদ্ধতিতে আনুরূপ্যের প্রতি লক্ষ্য করা হবে না। ঘাতক নিহত ব্যক্তিকে যে কোনো পন্থায়ই কতল করুক না কেনো ঘাতক হতে قصاص সর্বদা তলোয়ার দ্বারাই নেওয়া হবে। এর মাধ্যমেই তাকে কতল করা হবে। তাঁরা لَا قَوَدَ اِلَّا بِالسَّيْفِ হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন। পূর্বোযুক্ত মাসআলায় যখন এ হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করা হয়েছিলো, তখন এর অর্থ এই ছিলো যে, قصاص ততোক্ষণ পর্যন্ত ওয়াজিব হয় না যতোক্ষণ পর্যন্ত তলোয়ার দ্বারা কতল না করা হয়। এই মাসআলাতে এই হাদিসের অর্থ এই যে قصاص শুধু তলোয়ার দ্বারাই নেওয়া হবে।

প্রশ্ন : একই হাদিসের দুটি আলাদা আলাদা অর্থ কিভাবে নেওয়া যায়? কারণ এটা হলো উমুমে মুশতারাক। স্বয়ং ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে উমুকে মুশতারাক অবৈধ। অর্থাৎ, একই শব্দ দ্বারা একই সময়ে দুটি অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া যায় না।

জবাব : لَا قَوَدَ اِلَّا بِالسَّيْفِ বাক্যটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকবার কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। একস্থানে যখন তিনি ব্যবহার করেছেন তখন তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো, قصاص তলোয়ার দ্বারা কতল করা ব্যতিত ওয়াজিব হবে না। আর দ্বিতীয় স্থানে যখন তিনি ব্যবহার করেছিলেন, তখন তাঁর উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, قصاص তলোয়ার ব্যতিত অন্য কিছু দ্বারা নেওয়া যাবে না। এমনভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ উদ্দেশ্য করেছেন। সুতরাং এই প্রশ্ন ঠিক না।

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের জবাব

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের জবাব ইমাম আবু হানিফা রহ. এই দেন যে, এ ঘটনায় ইহুদির মস্তক চূর্ণ করে কতল করা হয়েছে। এর কারণ এটা ছিলো না যে, অনুরূপ জিনিস দ্বারা قصاص ওয়াজিব ছিলো; বরং তাজির ও শাসনার্থে তিনি এমন কতল করা সঙ্গত মনে করেছেন। আমরাও বলি মূলত قصاص তলোয়ার দ্বারাই নেওয়া হবে। তবে যদি বিচারক বা শাসক কোনো বিশেষ স্থানে অনুভব করেন যে, যেমন পাষণ্ড পদ্ধতিতে ঘাতক নিহত ব্যক্তিকে কতল করেছিলো সেও এর যোগ্য। তাকে এ পন্থায়ই কতল করা উচিত, অতএব তাকে সে পন্থায় কতল করার নির্দেশ বিচারক দিতে পারেন। যেহেতু এ বিষয়ের ঘটনায় সে মেয়েটির সঙ্গে মারাত্মক বাড়াবাড়ি ও

কঠোরতা প্রদর্শন করা হয়েছিলো, সেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকজনকে উপদেশ গ্রহণ করার জন্য তা'জিরার্থে তাঁর মস্তক চূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যথায় আসল আদেশ এটি ছিলো না। আসল আদেশ সেটিই ছিলো যেটি তিনি **لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ** হাদিসে বর্ণনা করেছেন।[২২৯]

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَشْدِيدِ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ

অনুচ্ছেদ–৭ : মুমিন মৃত্যুদণ্ডের কঠোরতা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৫৯)

١٤٠٠ –عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ.[২৩০]

১৪০০। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার কাছে গোটা দুনিয়া শেষ হয়ে যাওয়া কোনো মুসলমান নিহত হওয়ার চেয়ে অনেক বেশি সহজ। যেনো আল্লাহ তা'আলার কাছে একজন মুসলমান কতল করার চেয়ে বড় পাপ এবং এর চেয়ে অধিক অপছন্দনীয় নিজ্জিস অন্য কোনোটি নেই। তাছাড়া বর্তমান যুগে মানুষ মশা মাছির চেয়েও মূল্যহীন হয়ে গেছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার-মুহাম্মদ ইবনে জাফর-শো'বা-ইয়ালা ইবনে আতা-তাঁর পিতা-আবদুল্লাহ ইবনে আমর অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাহলে মারফু' আকারে তিনি বর্ণনা করেননি।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি ইবনে আবু আদির হাদিস অপেক্ষা আসাহ্।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত সাদ, ইবনে আব্বাস, আবু সাইদ, আবু হুরায়রা, উকবা ইবনে আমের, ইবনে মাসউদ ও বুরাইদা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. এর হাদিসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, ইবনে আবু আদি–শো'বা–ইয়ালা ইবনে আতা–তাঁর পিতা–আবদুল্লাহ ইবনে আমর–নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে। বস্তুত মুহাম্মদ ইবনে জাফর ও একাধিক বর্ণনাকারি এটি বর্ণনা করেছেন শো'বা হতে ইয়ালা ইবনে আতা সূত্রে। তাহলে তিনি এটি মারফু' আকারে বর্ণনা করেননি। অনুরূপ বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান সাওরি ইয়ালা ইবনে আতা হতে মাওকুফ সূত্রে। এটি মারফু হাদিস অপেক্ষা আসাহ্।

بَابُ الْحُكْمِ فِي الدِّمَاءِ

অনুচ্ছেদ– ৮ : খুনের ফয়সালা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৫৯)

١٤٠١ –عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحْكَمُ بَيْنَ الْعِبَادِ فِي الدِّمَاءِ.[২৩১]

---

[২২৯] দ্র. দুররে মুখতার- ৬/৫৩৭, কাশশাফুল কিনা'- ৫/৬২৮, আশশারহুল কাবির- ৪/২৬৫, আল মুহাজ্জাব- ২/১৮৬, ইলাউস সুনান- ১৮৯৪।

[২৩০] ইবনে মাজাহ- ابو اب الديات, باب التغليظ فى قتل مسلم ظلما

[২৩১] বোখারি- كتاب القسامة والمحاربين والقصاص يوم القيامة, باب, মুসলিম- كتاب الديات, باب القصاص يوم القيامة المجازاة بالدماء فى الاخرة

১৪০১। **অর্থ :** আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সর্বপ্রথম কিয়ামত দিবসে বান্দাদের মাঝে যে বিষয়ে ফয়সালা করা হবে সেটি হবে খুন সংক্রান্ত।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবদুল্লাহ রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

একাধিক বর্ণনাকারি আ'মাশ হতে অনুরূপই মারফু' আকারে বর্ণনা করেছেন। আর অনেকে আ'মাশ হতে বর্ণনা করেছেন। তাহলে তাঁরা মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেননি।

١٤٠٢ - حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّ اَوَّلَ مَا يُقْضٰى بَيْنَ الْعِبَادِ فِي الدِّمَاءِ.

১৪০২। **অর্থ :** আবদুল্লাহ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সর্বপ্রথম বান্দাদের মাঝে ফয়সালা হবে খুন সংক্রান্ত।

অর্থাৎ, যদি কাউকে খুন করে, কারো প্রাণ নিয়ে নেয়, তাহলে সেটার ফয়সালা হবে সর্বপ্রথম এর সম্পর্ক বান্দার হকের সঙ্গে। যে সব বর্ণনায় এসেছে যে, নামাজের ফয়সালা হবে সর্বপ্রথম এগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে নামাজ সংক্রান্ত ফয়সালা হবে সর্বপ্রথম।

কয়েকজনে মিলে কতল করলে সবার নিকট হতে قِصَاصْ নেওয়া হবে প্রসংগে (মতন পৃ. ২৫৯)

١٤٠٣ -عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِيِّ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْحَكَمِ الْبَجَلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ وَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرَانِ : عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ السَّمَاءِ وَاَهْلَ الْاَرْضِ اِشْتَرَكُوْا فِيْ دَمِ مُؤْمِنٍ لَاَكَبَّهُمُ اللهُ فِي النَّارِ.[২০২]

১৪০৩। **অর্থ :** আবু সাইদ এবং আবু হুরায়রা রা. হতে আমি শুনেছি। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, যদি সমস্ত আসমানবাসী ও সমস্ত জমিনবাসী কোনো একজন মুমিন হত্যায় অংশগ্রহণ করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি غريب।

আবুল হাকাম বাজালি হলেন আবদুর রহমান ইবনে আবু নু'ম কুফি।

অর্থাৎ, যদি কারো হত্যায় একাধিক ব্যক্তি শরিক থাকে এবং তাদের সংখ্যা যতো বেশিই হোক না কেনো আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে এ কতলের কারণে সাজা দিবেন। এ থেকে বুঝা গেলো, যদি এক ব্যক্তির হত্যায় কয়েকজন অংশীদার থাকে তাহলে সবার কাছ হতে قصاص নেওয়া হবে।

---

[২০২] আল মুসনাদুল জামে'- ৬/৩৫১

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ اِبْنَهُ يُقَادُ مِنْهُ أَمْ لَا

অনুচ্ছেদ- ৯ প্রসংগ : কেউ তার ছেলেকে কতল করলে তার নিকট হতে قصاص নেওয়া হবে কি-না? (মতন পৃ. ২৫৯)

১٤٠٤ -عَنْ جَدِّهٖ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ : حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُقِيْدُ الْأَبَ مِنْ اِبْنِهٖ وَلَا يُقِيْدُ الْاِبْنَ مِنْ أَبِيْهِ.[২৩৩]

১৪০৪। **অর্থ :** সুরাকা ইবনে মালেক রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে আমি হাজির এমন অবস্থায় তখন যে, তিনি বাপকে তার ছেলে হতে قصاص নিয়ে দিচ্ছেন। তবে ছেলেকে তার বাপ হতে قصاص নিয়ে দিতেন না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি এ ব্যতিত অন্য কোনো সূত্রে সুরাকা ইবনে মালেক হতে আমরা জানি না। তাহলে এর সনদ صحيح না। এটি ইসমাইল ইবনে আব্বাস, মুসান্না ইবনে সাব্বাহ বর্ণনা করেছেন। বস্তুত মুসান্না ইবনে সাব্বাহকে হাদিসে দুর্বল সাব্যস্ত করা হয়।

এ হাদিসটি আবু খালেদ আহমার- হাজ্জাজ ইবনে আরতাত-আমর ইবনে শুয়াইব-তাঁর পিতা-তাঁর দাদান-উমর রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। এ হাদিসটি আমর ইবনে শুয়াইব হতে মুরসাল হিসেবেও বর্ণিত হয়েছে। এ হাদিসটিতে ইজতেরাব রয়েছে।

ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত, বাপ যখন ছেলেকে কতল করে তখন তাকে এর বদলে কতল করা হবে না এবং যখন পিতা পুত্রকে অপবাদ দেয় তখন তাঁর ওপর দণ্ড জারি করা হবে না।

١٤٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدِ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا الْأَحْمَرُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ.

১৪০৫। **অর্থ :** উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, সন্তানের বদলে পিতা হতে قصاص নেওয়া হবে না।

١٤٠٦ - عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَا تُقَامُ الْحُدُوْدُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ.

১৪০৬। **অর্থ : ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মসজিদে দণ্ড কার্যকর করা যাবে না এবং পিতাকে পুত্র হত্যার কারণে দণ্ড দেয়া যাবে না।**

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম রহ. বলেছেন, ইসমাইল ইবনে মুসলিম এছাড়া অন্য কোনো সনদে আমরা এ হাদিসটি জানি না। **ইসমাইল ইবনে মুসলিম মক্কি সম্পর্কে অনেক আলেম তাঁর স্মরণশক্তির বিষয়ে কালাম করেছেন।**

---

[২৩৩] আল মুসনাদুল জামে'- ৬/৪২

بَابُ مَا جَآءَ لَا يَحِلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُّسْلِمٍ اِلَّا بِاِحْدٰى ثَلَاثٍ

অনুচ্ছেদ-১০ প্রসংগ : তিন কাজের কোনো একটি ব্যতিত কোনো মুসলমানের রক্ত হালাল হয় না (মতন পৃ. ২৫৯)

١٤٠٧ -عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُّسْلِمٍ يَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ اِلَّا بِاِحْدٰى ثَلَاثٍ اَلثَّيِّبُ الزَّانِيْ وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِيْنِه الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.[২৩৪]

১৪০৭। **অর্থ** : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত। প্রিয়নবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো মুসলমানের খুন হালাল হয় না যে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ এর সাক্ষ্য দেয়, তবে তাকে হত্যা করা হালাল হবে যে, তিন কারণের কোনো একটি পাওয়া গেলে-

১. বিবাহিত হওয়ার পর জেনা করলে।

২. জানের বদলে জান।

৩. যে ব্যক্তি স্বীয় দীন বর্জন করে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত উসমান, আয়েশা ও ইবনে আব্বাস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ইসা রহ. বলেছেন, ইবনে মাসউদ রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

মুরতাদের সাজা মৃত্যুদণ্ড

বর্তমান যুগে অনেক আধুনিক লোক মুরতাদের মৃত্যুদণ্ডকে অস্বীকার করেছে। বলেছে যে, মুরতাদকে কতল করার আদেশ শরিয়তে নেই। তাঁরা কোরআনে কারিমের নিম্নেযুক্ত আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করে- لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ (সূরা বাকারা, আয়াত-২৫৬)

'দীনের ব্যাপারে কোনো জোর জবরদস্তি নেই।'

সুতরাং যদি কেউ মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে তাকে কতল করা হবে না। তারা এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারাও দলিল পেশ করতে গিয়ে বলে যে, এই হাদিসে শব্দটি اَلتَّارِكُ لِدِيْنِه এর কয়েদ। হাদিসের অর্থ শুধু মুরতাদ হয়ে যাওয়া মৃত্যুদণ্ডের কারণ না, যতোক্ষণ পর্যন্ত এর সঙ্গে جماعة বা দল হতে বিচ্ছেদ তথা বিদ্রোহ না পাওয়া যাবে। সুতরাং যখন কেউ মুরতাদ হয়ে বিদ্রোহে লিপ্ত হয়, তখন সেটা মৃত্যুদণ্ডের কারণ হবে। শুধু মুরতাদ হওয়া মৃত্যুদণ্ডের কারণ না।

---

[২৩৪] বোখারি-كتاب الديات, باب قول الله تعالى মুসলিম- كتاب القسامة والمحاربين والقصاص, باب ما يباح به دم المسلم النفس بالنفس والعين بالعين :

তাহলে এই দলিল সঠিক না। কেনোনা, অন্যান্য বর্ণনায় ব্যাপক আকারে বলা হয়েছে–مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ তথা যে তার দীন পরিবর্তন করবে তাকে কতল করো। তাছাড়া প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের যুগের অনেক ঘটনা বিদ্যমান রয়েছে যেগুলোতে বিদ্রোহ না হওয়া সত্ত্বেও মুরতাদকে কতল করা হয়েছে। বস্তুত اَلْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ–اَلتَّارِكُ لِدِيْنِهِ এর বিশদ বিবরণ দাতা, স্বতন্ত্র কয়েদ না। সুতরাং এ হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করা ঠিক না।

اَلْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ কেনো বাড়ানো হলো?

প্রশ্ন : এ অনুচ্ছেদের হাদিসে اَلْمُفَارِقُ لِلْجُمَاعَةِ যে সিফত নেওয়া হয়েছে এর ফায়দা কি? কারণ, اَلتَّارِكُ لِدِيْنِهِ শব্দে প্রতিটি মুরতাদ অন্তর্ভুক্ত। যে মুরতাদ হয়ে যাবে সে জামাত হতেও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

জবাব : আমি আগেই এর কথা বলেছি। এর জন্য কোনো নতুন ফায়দা তালাশ করার প্রয়োজন হয় না এবং এটি আগের বাক্যের শুধু ব্যাখ্যা হয়। এটিতো হলো একটি মূলনীতিগত জবাব।

মুরতাদ দুই প্রকার।

প্রশ্ন : তাহলে সিফাতে কাশিফা নেওয়ার হেকমত কি? কারণ, اَلتَّارِكُ لِدِيْنِهِ শব্দতো সম্পূর্ণ স্পষ্ট ছিলো। তাহলে اَلْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ এর মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা হয়। ব্যাখ্যা দরকার ছিলো কি?

জবাব : মুরতাদ দুই প্রকার।

এক প্রকার মুরতাদ হলো যারা খোলাখুলি ইসলাম পরিহার করে এবং বলে আমি ইসলামে থাকছি না। যেমন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে কিংবা ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করে এবং মুরতাদ হওয়ার পর নিজেকে মুসলমান বলে না।

দ্বিতীয় মুরতাদ হলো, যে জরুরিয়াতে দীনের মধ্য হতে কোনো জিনিস অস্বীকার তো করে এবং এর ফলে ইসলাম হতে সে খারিজ হয়ে যায় কিন্তু তা সত্ত্বেও সে নিজেকে মুসলমানই বলে এবং মুসলমান হওয়ারও দাবি করে। ইসলাম হতে বহির্ভূত হওয়ার কথা স্বীকার করে না; যেমন কাদিয়ানি। তারা ইসলামের গণ্ডি বহির্ভূত, কিন্তু নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করে। তারা বলে না যে আমরা ইসলাম হতে বেরিয়ে গেলাম।

সুতরাং যদি শুধু اَلتَّارِكُ لِدِيْنِهِ বলা হতো এবং اَلْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ কয়েদ বা শর্ত না লাগানো হতো, তাহলে শুধু মুরতাদের প্রথম প্রকার এর অন্তর্ভুক্ত হয়, দ্বিতীয় প্রকার অন্তর্ভুক্ত হতো না। কেনোনা, কেউ বলতে পারতো যে, اَلتَّارِكُ لِدِيْنِهِ সে, যে খোলাখুলি তথা প্রকাশ্যভাবে বলে, আমি ইসলাম ছেড়ে দিয়েছি। তবে যখন اَلْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ শব্দ বৃদ্ধি করেছেন, তখন এর দ্বারা এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়ে গেলো যে, চাই সে মুরতাদ ইসলামের গণ্ডি বহির্ভূত হওয়ার কথা স্বীকার না-ই করুক না কেনো, যদি সে এমন কোনো আকিদা অবলম্বন করে যেটি মুসলমানদের দলের আকিদা হতে ভিন্ন এবং জরুরিয়াতে দীন অস্বীকার করছে তবুও সে মুরতাদের পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং اَلتَّارِكُ لِدِيْنِهِ এর ফায়দা হলো, এতে মুরতাদের দ্বিতীয় প্রকারও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো। চাই সে নিজেকে মুসলমান বলে স্বীকার করুক বা না-ই করুক, উভয় সুরতে সে তাঁর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। যদি اَلْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ না বলতো, اَلتَّارِكُ لِدِيْنِهِ হতো তাহলে তখন এই সম্ভাবনাও ছিলো যে, এর দ্বারা সে মুরতাদ উদ্দেশ্য হতো, যে প্রকাশ্যে বলে, আমি ইসলাম মানি না। এ কারণে اَلْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ এর সিফাত দ্বারা এই ফায়দা অর্জিত হয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَقْتُلُ نَفْسًا مُعَاهَدَةً

অনুচ্ছেদ- ১১ : যে কোনো জিম্মিকে কতল করে প্রসংগে (মতন পৃ. ২৫৯)

١٤٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ هُوَ الْبَصْرِيُّ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَلَا مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهِ فَقَدْ أَخْفَرَ بِذِمَّةِ اللهِ فَلَا يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا.[২০৫]

১৪০৮। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো জিম্মির প্রাণ কতল করে, যার জন্য আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের দায়-দায়িত্ব ছিলো যে, তার জান নেওয়া যাবে না, তাহলে সে ব্যক্তি আল্লাহর দায়-দায়িত্বের চুক্তি ভঙ্গ করলো। সুতরাং সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। বস্তুত জান্নাতের খুশবু সত্তর বছরের দূরত্বে অবস্থান করেও পাওয়া যাবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু বকরা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

এটি একাধিক সূত্রে আবু হুরায়রা রা. এর সনদে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ بِلَا تَرْجَمَةٍ

অনুচ্ছেদ-১২ (শিরোনামহীন) (মতন পৃ. ২৫৯)

١٤٠٩ -عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَدَى الْعَامِرِيَّيْنِ بِدِيَةِ الْمُسْلِمِ وَكَانَ لَهُمَا عَهْدٌ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ[২০৬]

১৪০৯। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত। প্রিয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'জন আমিরি ব্যক্তির দিয়াত তাই প্রদান করিয়েছেন যা সাধারণ মুসলমানদের রক্তপণ হয়ে থাকে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি غريب।

এছাড়া অন্য কোনো সূত্রে আমরা জানিনা। আবু সাইদ বাক্কালের নাম হলো সাইদ ইবনে মারজুবান।

মুসলমান এবং জিম্মির দিয়াত সমান

অধিকাংশ ফুকাফায়ে কেরামের মতে জিম্মির দিয়াতও তাই যা মুসলমানের। এতে কোনো পার্থক্য নেই। মূল দলিল কোরআনে কারিমের আয়াত- وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ.

---

[২০৫] মুসনাদে আহমদ- ৫/৩৬-৩৮, মুসতাদরাকে হাকেম- ১/৪৪, আত তারগিব ওয়াত তারহিব- ৩/২৯৯, মাজমাউজ জাওয়াইদ- ৬/২৯৩।

[২০৬] আল মুসনাদুল জামে'- ৯/২৭৯।

অর্থা, যে, কওমের সঙ্গে তোমাদের চুক্তি রয়েছে যদি সে নিহত ব্যক্তি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে তার দিয়াত তাঁর পরিবারের লোকজনের কাছে অর্পণ করা হবে। এই আয়াতে দিয়াত শব্দটি ব্যাপক এসেছে। মুসলমানের দিয়াত আর জিম্মির রক্তপণে কোনো পার্থক্য করেনি। অবশ্য সামনে অনেক বর্ণনা আসছে, যেগুলোতে জিম্মির দিয়াতকে মুসলমানের দিয়াত হতে হয়ত অর্ধেক কিংবা এক তৃতীয়াংশ সাব্যস্ত করা হয়েছে। অনেক ইসলামি আইনবিদ এটা অবলম্বন করেছেন। তবে সেসব বর্ণনা কোরআনে কারিমের এই আয়াত এবং এ অনুচ্ছেদের হাদিসের তুলনায় জয়িফ। সনদগতভাবেও দুর্বল। সুতরাং অধিকাংশ আলেম এটা গ্রহণ করেননি।[২৩৭]

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حُكْمِ وَلِيِّ الْقَتِيْلِ فِي الْقِصَاصِ وَالْعَفْوِ

অনুচ্ছেদ-১৩ : قصاص ও ক্ষমার ক্ষেত্রে নিহতের অভিভাবকের আদেশ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৬০)

١٤١٠ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ وَ يَحْيَى بْنُ مُوْسَى قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ هُرَيْرَةَ : لَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَّعْفُوَ وَإِمَّا أَنْ يَّقْتُلَ.[২৩৮]

১৪১০। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত। আল্লাহ তা'আলা যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে মক্কা বিজয় করিয়েছেন, তিনি তখন লোকজনের মাঝে দাঁড়িয়ে আল্লাহ তা'আলার হামদ ও সানা করলেন, তারপর বললেন, যদি কারো কোনো ব্যক্তিকে কতল করা হয় তখন তার দু'টি এখতিয়ার থাকে-হয়তো ক্ষমা করে দিবে নয়ত قاتل কে কতল করে দিবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত ওয়াইল ইবনে হুজর, আনাস, আবু শুরাইহ, খুয়াইলিদ ইবনে আমর রা... হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য মক্কা মুকাররামাকে শুধু সামান্য সময়ের জন্য হালাল করা হয়েছিলো

١٤١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اِبْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبَرِيُّ عَنْ أَبِيْ شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْفِكَنَّ فِيْهَا دَمًا وَلَا يَعْضِدَنَّ فِيْهَا شَجَرًا فَإِنْ تَرَخَّصَ مُتَرَخِّصٌ فَقَالَ أُحِلَّتْ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَإِنَّ اللهَ أَحَلَّهَا لِيْ وَلَمْ يُحِلَّهَا لِلنَّاسِ وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِيْ سَاعَةً مِنْ

---

[২৩৭] দ্র. বাদায়ে'- ৭/২৫৪, দুররে মুখতার- ৬/৫৭৪, আশশারহুল কাবির-দারদির- ৪/২৬৭, মুগনিল মুহতাজ- ৪/৫৭, আল-মুহাজ্জাব- ২/১৯৭।

[২৩৮] বোখারি- كتاب العلم, باب كتابة العلم – মুসলিম- كتاب الحج, باب تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها

نَهَارٍ ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِنَّكُمْ مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هٰذَا الرَّجُلَ مِنْ هُذَيْلٍ وَإِنِّيْ عَاقِلُهُ فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ إِمَّا أَنْ يَقْتُلُوْا أَوْ يَأْخُذُوْا الْعَقْلَ.[২০৯]

১৪১১। **অর্থ :** আবু শুরাইহ কা'বি রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা মক্কা মুকাররমাকে সম্মান দান করেছেন। লোকজন তা দেয়নি। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকাল দিবসে বিশ্বাস রাখে সে যেনো কখনও তাতে কোনো খুন না করে এবং না নিজে উৎপন্ন কোনো গাছ কাটে। যদি কোনো অবকাশ অর্জনকারি অবকাশ লাভ করতে চায় অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি মক্কা বিজয়ের ঘটনা দ্বারা দলিল পেশ করে একথা বলে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য মক্কাকে হালাল করা হয়েছিলো, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য হালাল করেছিলেন, লোকদের জন্য হালাল করেননি। আর আমার জন্য শুধু দিনের একটি অংশেই হালাল করেছিলেন। তারপর কিয়ামত পর্যন্ত এটাকে হারাম সাব্যস্ত করে দেওয়া হয়েছে। তারপর বললেন, হে খোজাআ' গোত্রের লোকজন! তোমরা হোজাইল গোত্রের এ ব্যক্তিকে কতল করেছো। আমি তাঁর দিয়াত দিচ্ছি। এই বনু খোজাআ গোত্র মুসলমানদের মিত্র ছিলো। তাঁরা মক্কা বিজয়ের সময় বর্বরতার যুগের খুনের বদলায় হোজাইর গোত্রের এক ব্যক্তিকে কতল করেছিলো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, যদি এভাবে বদলা ও প্রতিশোধের ধারা অব্যাহত থাকে, তাহলে এই শত্রুতার আগুন প্রজ্বলিত থাকবে। তাই প্রিয় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিয়াত নিজে পরিশোধ করেছেন। তারপর বলেছেন, যার কোনো ব্যক্তি নিহত হয়ে যায় তার ওয়ারিসদের দুটি এখতিয়ার থাকবে, হয়তো ঘাতককে কতল করবে; কিংবা রক্তপণ আদায় করবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ইসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

শায়বানও এটি ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাছির সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবু শুরাইহ খুজায়ি রা. এর সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, যার কোনো ব্যক্তি নিহত হয়েছে, তার অধিকার আছে তাকে হত্যা করার কিংবা ক্ষমা করে দেওয়ার কিংবা রক্তপণ নেওয়ার।

অনেক আলেম এ মাজহাব পোষণ করেছেন। আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব এটাই।

দরসে তিরমিযী

বনু খোজা'আ ছিলো মুসলমানদের বন্ধু। তারা মক্কা বিজয়ের সময় জাহেলি যুগের খুনের বদলা নিতে গিয়ে হুজাইল গোত্রের একজনকে হত্যা করেছিলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, যদি এমনিভাবে প্রতিশোধ নেওয়ার ধারা চালু থাকে, তাহলে শত্রুতার আগুন আরো বাড়তে থাকবে। ফলে তিনি নিজের পক্ষ থেকে দিয়াত আদায় করলেন। তারপর বললেন, যাদের কোন লোক নিহত হবে, তখন নিহত ব্যক্তি ওয়ারিসদের দুটি বিষয়ে স্বাধীনতা দেওয়া হবে। হয়তো হত্যাকারিকে হত্যা করবে অথবা দিয়াত গ্রহণ করবে।

এ অনুচ্ছেদের ২য় হাদিস-

١٤١٢ -عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قُتِلَ رَجُلٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُفِعَ الْقَاتِلُ إِلٰى وَلِيِّهٖ فَقَالَ الْقَاتِلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ قَوْلُهُ صَادِقًا

---

[২০৯] দ্র.- মুসনাদে আহমদ- ৬/৩৮৪, নাসায়ি–كتاب المناسك, تحريم صيدها وخلاها

فَقَتَلَهُ دَخَلَتَ النَّارَ فَخَلَّى عَنْهُ الرَّجُلُ قَالَ وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ قَالَ فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ قَالَ فَكَانَ يُسَمَّى ذَاتَ النِّسْعَةِ.[২৪০]

১৪১২। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় এক ব্যক্তিকে কতল করা হয়েছিলো। ঘাতককে নিহতের অভিভাবকের কাছে অর্পণ করা হয়েছিলো قصاص নেওয়ার জন্য। ঘাতক বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কসম খেয়ে বলছি, আমি মৃত্যুদণ্ডের ইচ্ছা করেছিলো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহতের অভিভাবককে বললেন, যদি সে তার এ কথায় সত্যবাদী হয় যে, তাঁর ইচ্ছা কতল করা ছিলো, তারপরও যদি তুমি তাকে কতল করে দাও তাহলে তুমি জাহান্নামে প্রবেশ করবে। ফলে নিহতের অভিভাবক ঘাতককে ছেড়ে দিলো, قصاص নিলো না। এই ঘাতকের কাঁধের ওপর ছিলো একটি ফিতা বা রশি বাঁধা। যখন তাকে ব্যতিত হলো তখন সে স্বীয় ফিতা টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো। এ কারণে সে ঘাতকের উপাধি পড়েছিলো ফিতাওয়ালা।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। نسعةশব্দে অর্থ–রশি বা ফিতা।

কাউকে অন্যায়ভাবে কিসাসে যেনো কতল করা না হয়

এ হাদিসে বলা হয়েছে, যদি কাউকে অন্যায়ভাবে কিসাসে কতল করা হয়, তাহলে তখন ঘাতকের ওপর উল্টা আজাব হবে। এটা তখন, যখন তার নিরপরাধ হওয়া এবং কিসাসের কারণ না হওয়া স্পষ্ট হয়ে যায়। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়ানত হিসেবে এই আদেশ বলেছিলেন, বিচার হিসেবে না। বিচারর হিসেবে ফয়সালা ছিলো যখন ঘাতক হওয়া প্রমাণিত হবে তখন শুধু তার কসম খাওয়ার ফলে قصاص বাতিল হবে না। তবে যদি প্রবল ধারণা হয় যে, এই ঘাতক সঠিক বলছে, তাহলে তখন উচিত দিয়াত হিসেবে তাকে ছেড়ে দেওয়া।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُثْلَةِ

অনুচ্ছেদ– ১৪ : লাশ মুছলা (বিকৃতি) নিষেধ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৬০)

١٤١٣ –عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيْرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا فَقَالَ اُغْزُوْ بِسْمِ اللهِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ قَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ اُغْزُوْا وَلَا تَغُلُّوْا وَلَا تَغْدِرُوْا وَلَا تَمْثُلُوْا وَلَا تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا فِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ.[২৪১]

১৪১৩। **অর্থ :** হজরত সুলাইমান ইবনে বুরাইদা স্বীয় পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে কোনো সৈন্যবাহিনীর নেতা নিযুক্ত করতেন, তখন তাকে বিশেষভাবে ওসিয়ত করতেন আল্লাহকে ভয় করার এবং তার সঙ্গে যেসব মুসলমান যাচ্ছেন তাদের সঙ্গে কল্যাণমূলক আচরণের ওসিয়ত করতেন, তারপর বলতেন আল্লাহর নামে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করো, কাফেরদের বিরুদ্ধে লড় এবং গণিমতের মালে খেয়ানত করো না, চুক্তি ভঙ্গ করো না, কোনো লাশ বিকৃতি করো না, কোনো শিশুকে কতল করো না।

---

[২৪০] ইবনে মাজাহ-–كتاب الديات, باب العفو عن القاتل ,ابو لب الديات, আবু দাউদ- باب الامام يامر بالعفو فى الدم

[২৪১] আবু দাউদ- كتاب الجهاد, باب فى دعاء المشركي, মুসনাদে আহমদ- ৫/৩৫২।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, শাদ্দাদ ইবনে আউস, ইমরান ইবনে হুসাইন, আনাস, সামুরা, মুগিরা, ইয়ালা ইবনে মুররা ও আবু আইউব রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, বুরাইদা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

ওলামায়ে কেরাম লাশ বিকৃতি অপছন্দ করেছেন।

١٤١٤ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ.[২৪২]

১৪১৪। **অর্থ :** শাদ্দাদ ইবনে আউস রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি জিনিসের প্রতি ইহসান করা আবশ্যক সাব্যস্ত করেছেন। যখন তোমরা কাউকে কতল করবে তখন ভালোরূপে কতল করবে। তাঁর মৃত্যুদণ্ডের ধরণ সুন্দর করবে। তার মৃত্যুদণ্ডের ধরণ সুন্দর করবে। قتلة শব্দটি ثغبى এর ওজনে। এটি হলো اسم بيئت । যেমন, جِلْسَةٌ বসার ধরণ।) আর যখন তোমরা কোনো জানোয়ারকে জবাই করবে তখন তাঁর জবাইয়ের ধরণও সুন্দর করো। অর্থাৎ, এমন পন্থা অবলম্বন করো যার ফলে প্রাণির সবচেয়ে কম কষ্ট হয়। তোমাদের উচিত তোমাদের ছুরি তেজ করা। شَفْرَةٌ অর্থ ছুরি, ফলা। আজকালকের ক্ষুরকেও شَفْرَةٌ বলে। কেনোনা, যদি এগুলো ভোঁতা হয় তাহলে জানোয়ারের কষ্ট বেশি হবে।) এবং তোমরা জবাইয়ের পশুকে আরাম দাও।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

আবুল আসআছ সান'আনির নাম হলো শুরাহিল ইবনে আদ্দাহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ دِيَةِ الْجَنِيْنِ

অনুচ্ছেদ– ১৫ : পেটের বাচ্চার দিয়াত প্রসংগে (মতন পৃ. ২৬০)

١٤١٥ –عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَضٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي الْجَنِيْنِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَقَالَ الَّذِي قَضٰى عَلَيْهِ أَيُعْطٰى مَنْ لَّا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذٰلِكَ بَطَلَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّ هٰذَا لَيَقُوْلُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ بَلْ فِيْهِ غُرَّةٌ أَوْ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ.[২৪৩]

১৪১৫। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেটের বাচ্চা সম্পর্কে গোর্‌রা তথা গোলাম কিংবা বাঁদি প্রদানের ফয়সালা দিয়েছেন। যার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত হয়েছিলো সে বললো, আমরা কি এর দিয়াত দিবো, যে না পান করেছে, না খেয়েছে, না চিৎকার দিয়েছে, না কেঁদেছে? এমন জিনিস

---

[২৪২] আবু দাউদ- كتاب الاضاحى, باب فى النهى ان تصبر البهائم والرفق بالذبيحة, মুসনাদে আহমদ- ৪/১২৩।

[২৪৩] মুসলিম- كتاب القسامة و باب دية جنين, নাসায়ি- كتاب القسامة, باب دية الجنين ووجوب الدية فى قتل الخطاء-المراة-

তো বেকার তথা ধর্তব্যহীন হওয়া উচিত। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই ব্যক্তিতো কবিগিরি দেখাচ্ছে। কেনো নয়? এতে এক গোর্‌রা ওয়াজিব। অর্থাৎ একটি গোলাম বা বাঁদি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হামাল ইবনে মালেক ইবনে নাবিগা ও মুগিরা ইবনে শো'বা রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ইসা রা. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

ওলামায়ে কেরামের মতে, এর ওপর আমল অব্যাহত।

অনেকে বলেছেন, গোর্‌রা হলো একটি গোলাম কিংবা বাঁদি কিংবা পাঁচশ দিরহাম। আর অনেকে বলেছেন, একটি ঘোড়া কিংবা খচ্চর।

١٤١٦ -عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ : أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا ضَرَّتَيْنِ فَرَمَتْ إِحْدَهُمَا الْأُخْرٰى بِحَجَرٍ أَوْ عَمُوْدِ فُسْطَاطٍ فَأَلْقَتْ جَنِيْنَهَا فَقَضٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي الْجَنِيْنِ غُرَّةً أَوْ أَمَةً أَوْ جَعلَهُ عَلٰى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ.[২৪৪]

১৪১৬। **অর্থ :** মুগিরা ইবনে শো'বা রা. হতে বর্ণিত দুই মহিলা ছিলো পরস্পরে সতীন, একই ব্যক্তির স্ত্রী। এক মহিলা অপর মহিলাকে পাথর কিংবা তাবুর স্তম্ভ ছুঁড়ে মারলো, ফলে যে মহিলাকে আঘাত করা হয়েছিলো তা পেটের বাচ্চা পড়ে যায় তথা গর্ভপাত ঘটে। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেটের বাচ্চা ক্ষেত্রে গোর্‌রার সিদ্ধান্ত দেন। অর্থাৎ, একটি গোলাম কিংবা বাঁদি সে মহিলাকে দিয়ে দেওয়া হবে, যার গর্ভপাত ঘটানো হয়েছে। এই গোর্‌রা মহিলার আসাবার ওপর ওয়াজিব করে দিয়েছেন। এ থেকে বুঝা গেলো, যদি কোনো ব্যক্তি পেটের বাচ্চা ফেলে দেয় তথা গর্ভপাত ঘটায় তাহলে তার দায়িত্বে গোর্‌রা তথা একটি গোলাম কিংবা একটি বাঁদি দেওয়া ওয়াজিব হবে। যেখানে গোলাম বাঁদি নেই, যেমন বর্তমানে নেই, তাহলে তখন পূর্ণ রক্তপণের বিশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ, পাঁচশত দিরহাম দিতে হবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত হাসান রহ. বলেছেন, জায়েদ ইবনে হুবাব আমাদেরকে এ হাদিসটি সুফিয়ান–মানসুর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও বর্ণনা করেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

অনুচ্ছেদ– ১৬ প্রসংগ : কোনো মুসলমানকে কোনো কাফেরের বদলে কতল করা যাবে না (মতন পৃ. ২৬০)

١٤١٧ -عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنَا أَبُوْ جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ : يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ هَلْ عِنْدَكُمْ سَوْدَاءُ فِيْ بَيْضَاءَ لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللهِ ؟ قَالَ لَا وَالَّذِيْ فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عَلِمْتُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيْهِ اللهُ رَجُلًا فِي الْقُرْاٰنِ وَمَا فِي الصَّحِيْفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيْفَةِ ؟ قَالَ الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الْأَسِيْرِ وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ.[২৪৫]

---

[২৪৪] আবু দাউদ باب دية الجنين ,كتاب الديات, মুসনাদে আহমদ- ৪/২৪৫।

[২৪৫] নাসায়ি–ابواب الديات باب لا يقتل مسلم بكافر – ইবনে মাজাহ ,كتاب القسامة وباب دية جنين المرأة

১৪১৭। **অর্থ :** আবু জুহাইফা রা. বলেন, আমি আলি রা. কে জিজ্ঞেস করলাম, আমিরুল মুমিনিন। আপনাদের কাছে কি কোনো কালো জিনিস আছে, যেটি শ্বেত শুভ্র জিনিসের মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। সাদা দ্বারা উদ্দেশ কাগজ, কালো দ্বারা উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, আপনার কাছে কি এমন কোনো লেখা আছে যা আল্লাহর কিতাবে নেই? তখন হজরত আবু জুহাইফা রা. রাফেজিদের এই অপপ্রচার খতম করার জন্য হজরত আলি রা. কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আলি রা. জবাবে বললেন, সে সত্তার শপথ যিনি শস্যদানাকে বিদীর্ণ করেছেন। (যখন শস্যদানা জমিনে ফেলা হয় তখন আল্লাহ তা'আলা সেটিকে বিদীর্ণ করেন। إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى তিনিই শস্য আঁটি হতে অংকুর সৃষ্টিকারি। (সূরা আনআম : ৯৫)) আর যে সত্তা রূহকে সৃষ্টি করেছেন তার শপথ, আমার জানা এমন কোনো জিনিস নেই যেগুলো আল্লাহর কিতাবে নেই এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে আমাকে বলেছেন, তাহলে শুধু এমন কিছু অনুধাবনযোগ্য কথা ব্যতিক্রম যেগুলো আল্লাহ তা'আলা কোনো ব্যক্তিকে কোরআনে দান করেছেন। অর্থাৎ যখন আল্লাহ তা'আলা কাউকে কোরআনের জ্ঞান দান করেন এবং তিনি কোরআনে কারিমে ফিকির করেন, চিন্তা করেন, তখন অনেক সময় কোরআনে কারিমের এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিজয় উদ্ভাসিত হয় যেগুলো এর আগে লোকজনের জানা ছিলো না। সে অনুধাবনশক্তি আল্লাহ তা'আলা আমাকে দান করেছেন। আমি কোরআনে কারিমের তাফসির এবং ব্যাখ্যায় এমন কোনো কথা বলবো যা অন্যদের জানা নেই, তাহলে সেটা ভিন্ন বিষয়। তবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে স্বতন্ত্র কোনো বিধি-বিধান দেননি। সুতরাং আলি রা. একটি ব্যতিক্রমভুক্তি করেছেন অনুধাবনের।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আলি রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

অনেক আলেমের মতে, এর ওপর আমল অব্যাহত। এটি সুফিয়ান সাওরি, মালেক ইবনে আনাস, ইমাম শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব। তাঁরা বলেছেন, কোনো মুমিনকে কাফেরের বদলে কতল করা যাবে না। আর অনেক আলেম বলেছেন, মুসলমানকে চুক্তিকারি জিম্মির বদলে কতল করা যাবে। প্রথম উক্তিটি আসাহ্।

দরসে তিরমিযী

আলি রা.কে কি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো বিশেষ উপদেশ দিয়েছিলেন?

আলি রা. দ্বিতীয় ব্যতিক্রমভুক্তি করেছেন সহিফার যে, আমার কাছে একটি সহিফা আছে, তাতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে শ্রুত বক্তব্যগুলো রয়েছে, যেগুলো আমি নিজে লিখেছিলাম। তিনি তখন জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা সে সহিফায় কি আছে? এই প্রশ্ন তাই করেছেন যাতে ভ্রান্ত অপপ্রচারকারিদের এ উদ্দেশ্য এবং ওজর অবশিষ্ট না থাকে যে, এই সহিফাতে বিশেষ ওসিয়ত লেখা ছিলো যে, তুমি আমার পর খলিফা হবে। তাই তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করেছেন এই সহিফায় কি আছে? হজরত আলি রা. জবাব দিলেন, এই সহিফায় দিয়াতের বিধি-বিধান এবং বন্দিদের মুক্তকরণ সংক্রান্ত বিধি-বিধান রয়েছে এবং কোন অবস্থায় বন্দিদেরকে ছাড়া যাবে আর কোন অবস্থায় ছাড়া যাবে না এবং কোনো মুমিনকে কোনো কাফেরের পরিবর্তে কতল করা যাবে না।

জিম্মি হত্যার قِصَاص মুসলমান হতে নেওয়া যাবে?

ফোকাহায়ে কেরামের মতপার্থক্য

ইমামত্রয় এই হাদিসের শেষ বাক্য وَاَنْ لَّا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ দ্বারা এর ওপর দলিল পেশ করেছেন যে, যদি কোনো মুসলমান কোনো জিম্মিকে কতল করে তাহলে মুসলমানকে قصاص হিসেবে কতল করা যাবে না। হানাফিদের মতে জিম্মিকে কতল করাও পার্থিব বিধি-বিধান হিসেবে এমনি যেমন মুসলমানকে কতল করা। সুতরাং যেমনভাবে কতল করা যাবে না। সুতরাং যেমনভাবে মুসলমান কতল করলে قصاص আবশ্যক হয়, এমনই জিম্মিকে কতল করার ফলেও قصاص ওয়াজিব হবে।

হানাফিদের দলিলাদি

হানাফিদের প্রথম দলিল কোরআনে কারিমের আয়াত اِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ এই আয়াতে মুসলমান কিংবা কাফেরের কোনো শর্ত নেই। দ্বিতীয়ত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিম্মিদেরকে কতল করার ব্যাপারে কত কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। এমনকি বলেছেন, যে ব্যক্তি জিম্মিকে কতল করবে সে জান্নাতের খুশবুও লাভ করবে না। অথচ জিম্মিরা কাফের। সুতরাং তা সত্ত্বেও এর মৃত্যুদণ্ডের ব্যাপারে এতো ভয়ংকর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। এর দ্বারা বুঝা গেলো, তাকে কতল করাও এমনই পাপ, যেমন কোনো মুসলমানকে কতল করা।

জিম্মিকে যখন বলা হলো যে, তার জান নিরাপদ, অতএব এবার তার জানে এবং মুসলমানদের জানে পার্থিব বিধানে কোনো পার্থক্য অবশিষ্ট নেই। এ কারণে বিভিন্ন সাহাবায়ে কেরাম হতে বিশেষ করে হজরত ওমর রা. হতে প্রমাণিত আছে যে, তিনি জিম্মির পরিবর্তে মুসলমানকে কতল করেছেন। এটি হানাফিদের দলিল।

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের জবাব

এ অনুচ্ছেদের হাদিসে বিষয় বলা হয়েছে, কোনো মুমিনকে কোনো কাফেরের পরিবর্তে কতল করা যাবে না। হানাফিদের পক্ষ হতে এই বাক্যটির তিনটি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। একটি ব্যাখ্যা এই করা হয়েছে যে, এই হাদিসে কাফের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হরবি। অর্থাৎ, কোনো মুমিনকে কোনো হরবি তথা কাফের অধ্যুষিত এলাকার মুসলিম শত্রুর বদলে কতল করা যাবে না। এর সমর্থন এর দ্বারাও হয় যে, অনেক বর্ণনায় একটি বাক্যের পর আরেকটি বাক্য আছে وَلَا ذُوْ عَهْدٍ فِيْ عَهْدِهٖ অর্থাৎ, কোনো জিম্মিকে কাফেরের পরিবর্তে কতল করা হবে না। তখন ذُوْ عَهْدٍ শব্দটি كَافِرٌ শব্দের ওপর আত্‌ফ। বস্তুত আত্‌ফ দলিল করে ভিন্নতা। এতে বুঝা গেলো, কাফের দ্বারা উদ্দেশ্য হরবি আর ذو عهد দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জিম্মি।

এই হাদিসের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই করা হয়েছে যে, কোনো মুসলমানকে কোনো কাফেরের সাক্ষীর ভিত্তিতে কতল করা যাবে না।

তৃতীয় ব্যাখ্যা শাহ সাহেব রহ. উল্লেখ করেছেন। সেটি হলো এ বাক্যটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যেমন হাদিস শরিফে এসেছে اَلَا اِنَّ دِمَاءَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعَةٌ অর্থাৎ, বর্বর যুগের খুন এখন মাফ করে দেওয়া হয়েছে। যদি জাহেলি যুগে কাউকে কেউ কতল করে থাকে তাহলে এর বদলে মুসলমান হওয়ার পর কতল করা যাবে না। এবার এই বাক্যের অর্থ এই হলো যে, মুমিনকে সে কাফেরের বদলে কতল করা যাবে না যাকে সে মুমিন জাহেলি যুগে কতল করেছিলো।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ دِيَةِ الْكُفَّارِ

অনুচ্ছেদ– ১৭ : কাফেরদের দিয়াত প্রসংগে (মতন পৃ. ২৬১)

١٤١٨ - حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ دِيَةُ عَقْلِ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ

১৪১৮। **অর্থ :** আমর ইবনে শুয়াইব তাঁর পিতা হতে তিনি তাঁর (সামখের) দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন, কোনো মুসলমানকে কাফেরের বদলে কতল করা যাবে না। একই সনদ সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, "কাফেরের দিয়াত মুসলমানের দিয়াতের অর্ধেক।"

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. এর বর্ণিত হাদিসটি حسن।

ইহুদি ও খ্রিস্টানের দিয়াতের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম মতপার্থক্য করেছেন। অনেক আলেম ইহুদি ও খ্রিস্টানের দিয়াতের ক্ষেত্রে হাদিসে যা বর্ণিত হয়েছে সে মতই অবলম্বন করেছেন।

হজরত ইবনে আবদুল আজিজ রহ. বলেছেন, ইহুদি ও খ্রিস্টানের দিয়াত মুসলমানের দিয়াতে অর্ধেক। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এ মতই পোষণ করেন।

হজরত উমর ইবনে খাত্তাব রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, ইহুদি ও খ্রিস্টানের দিয়াত চার হাজার দিরহাম। আর অগ্নি উপাসকের দিয়াত আটশত দিরহাম। মালেক ইবনে আনাস, শাফেয়ি ও ইসহাক রহ. এ মতই পোষণ করেন।

অনেক আলেম বলেছেন, ইহুদি ও খ্রিস্টানের দিয়াত মুসলমানের দিয়াতের মতো। সুফিয়ান সাওরি ও কুফাবাসীর মত এটাই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَبْدَهُ

অনুচ্ছেদ–১৮ : যে ব্যক্তি তাঁর গোলামকে কতল করে প্রসংগে (মতন পৃ. ২৬১)

١٤١٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ.[২৪৬]

১৪১৯। **অর্থ :** সামুরা রা হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় গোলামকে কতল করে আমরাও তাকে কতল করবো। আর যে ব্যক্তি তাঁর গোলামের কোনো অঙ্গ কর্তন করে আমরাও তার অঙ্গ কর্তন করবো। অর্থাৎ, যদি মনিব স্বীয় গোলামের বিরুদ্ধে কোনো অপরাধ করে তাহলে তার কাছ হতে قصاص নেওয়া হবে।

---

[২৪৬] আবু দাউদ-الديات ابو اب باب هل يقتل الحر بالعبد-ইবনে মাজাহ-كتاب الديات, باب من قتل عبده او مثل به ايقاد منه-الديات,

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن غريب।

অনেক তাবেয়ি আলেম এ মতপোষণ করেছেন। তন্মধ্যে রয়েছেন ইবরাহিম নাখয়ি রহ.। আর অনেক আলেম বলেছেন, স্বাধীন ও গোলামের মাঝে প্রাণ হত্যায় ও তার চেয়ে কমে قصاص নেই। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হাসান বসরি ও আতা ইবনে আবু রাবাহ। এটি ইমাম আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব।

আর অনেকে বলেছেন, যখন কেউ তার গোলামকে কতল করবে, তার বদলে তাকে কতল করা যাবে না। আর যখন অন্যের গোলামকে কতল করবে, তখন তাকে এর বিনিময়ে কতল করা যাবে। সুফিয়ান সাওরি ও কুফাবাসীর মত এটাই।

দরসে তিরমিযী

স্বীয় গোলামকে কতল করার পরে قِصَاص আসবে না

ইমাম চতুষ্টয় কিন্তু এই হাদিসটির ওপর আমল করেন না। সমস্ত ইমাম একথা বলেন যে, স্বীয় গোলামকে কতল করার পরে قصاص আসে না। অনেক বর্ণনাও দলিল। যৌক্তিক দলিল হলো, গোলামের قصاص নেওয়ার হক বা অধিকার মনিবের আছে। নিয়ম হলো যদি ঘাতক নিজেই قصاص নেওয়ার অধিকারি হয় তাহলে তার قصاص বাতিল হয়ে যায়। কেনোনা, দাবিকারি (বাদী) এবং যার কাছে দাবি করা হয় (বিবাদী) উভয়ই এক হতে পারে না।

অবশিষ্ট আছে, এ অনুচ্ছেদের ব্যাপারটি। এতে সংখ্যাগরিষ্ট ফোকাহায়ে কেরাম এই ব্যাখ্যা করেন যে, عَبْدُهٗ দ্বারা عَبْدُهٗ السَّابِقُ الْمُعْتَقُ তথা তার পুরানো মুক্তকৃত গোলাম উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য হলো, যে ব্যক্তি স্বীয় মুক্তকৃত গোলামকে কতল করে, সে গোলাম উদ্দেশ্য নয় যেটি এখনও তার গোলামিতে রয়েছে। অনেক আলেম এই ব্যাখ্যা করেন যে, এই আদেশ শুধু সতর্ক করার জন্য তিনি দিয়েছিলেন যাতে লোকজন এ রকম পদক্ষেপ না নেয়। তবে এই ব্যাখা আমার মতে সঠিক না। কেনোনা, এতে এই অর্থ যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু সতর্ক করার জন্য অবাস্তব একটি কথা বলে ফেললেন। তবে এই তাবিলের (সদার্থের) এই ব্যাখ্যা করতে পারেন যে, সতর্ক দ্বারা উদ্দেশ্য সে মনিব যদিও কিসাসের কারণ তো হয় না, কিন্তু তাজির হিসেবে আমরা তাকে কতল করতে পারি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ هَلْ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

অনুচ্ছেদ–১৯ : স্ত্রী তাঁর স্বামীর দিয়াতের ওয়ারিস প্রসংগে (মতন পৃ. ২৬১)

١٤٢٠ - عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ : اَلدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتّٰى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ وَرِّثْ اِمْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا.[২৮৭]

[২৮৭] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক- ৯/৩৯৮, মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা- ৯/৩১৩।

১৪২০। **অর্থ** : সাইদ ইবনে মুসাইয়্যিব **রহ. বললেন,** ওমর রা. বলতেন, রক্তপণ আকিলার ওপর ওয়াজিব হবে এবং মহিলা তার স্বামীর রক্তপণ হতে মিরাস হিসেবে কোনো অংশই পাবে না। এমনকি জাহ্হাক ইবনে সুফিয়ান কিলাবি রা. ওমর রা. কে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে লিখে পাঠিয়েছিলেন যে, আশইয়াম জিবাবি রা. এর স্ত্রীকে তাঁর স্বামীর রক্তপণের ওয়ারিস বানানোর জন্যে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

ওলামায়ে কেরামের মতে এর আমল অব্যাহত।

দরসে তিরমিযী

নিহত স্বামীর রক্তপণ স্ত্রীও পাবে

ওমর রা. এর সংশয়ের কারণ এই ছিলো যে, রক্তপণ আকিলা হতে আদায় করা হতো। বস্তুত আকিলাতে শুধু পুরুষ অন্তর্ভুক্ত হয়, মহিলা না। সুতরাং যেহেতু দিয়াত প্রদানে মহিলা অন্তর্ভুক্ত হয় না সেহেতু গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কেনো অন্তর্ভুক্ত হবে? তাই হজরত ওমর রা. শুরুতে এই ফয়সালা করেছিলেন। তবে পরবর্তীতে যখন নস সামনে এসে যায় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তপণ হতে মহিলাকে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তখন তিনি তার মত থেকে ফিরে এসেছেন।

আকিলা হবে কে?

ভুলক্রমে কতল এবং ইচ্ছাকৃত মৃত্যুদণ্ডের মত মৃত্যুদণ্ডের রক্তপণ হয় আকিলার ওপর। এবার প্রশ্ন হলো আকিলা কারা হবে? বিশেষত আমাদের যুগে এ বিষয়টি অনেক জটিল হয়ে গেছে। যখন গোত্রনির্ভর জীবন ছিলো তখন তো আকিলা নির্ণয় করা সহজ ছিলো। কেনোনা, কবিলার লোকজন কাছে কাছে থাকতো এবং তাদের মাঝে পারস্পরিতো সহযোগিতা ও মদদ হতো। তাই প্রতিটি ব্যক্তির গোত্র তাঁর আকিলা ছিলো। সে গোত্র রক্তপণ পরিশোধ করতো। তবে বর্তমান যুগে এবং বিশেষত শহুরে জীবনে আকিলা কাকে সাব্যস্ত করা হবে? কথা হলো, বর্ণনাসমূহ দ্বারা জানা যায় যে, আকিলা হওয়া নির্ভর করে পারস্পরিক সহায়তা সহযোগিতার ওপর। সুতরাং যেসব লোকের মাঝে পারস্পরিক সহায়তা সহযোগিতা রয়েছে তাঁরা আকিলা। সুতরাং যেখানে কোনো গোত্র রয়েছে আর সেই গোত্রগুলো সুশৃংখল এবং সবাই জানে যে, এর কবিলা বা গোত্র অমুক তাহলে সে গোত্র তাঁর আকিলা। সে তাঁর রক্তপণ পরিশোধ করবে। আর যদি গোত্র না হয় কিন্তু সুশৃংখল ভাতৃত্ব রয়েছে তাহলে তাঁরা রক্তপণ পরিশোধ করবে। আর যদি ভাতৃত্বও না থাকে তাহলে যেমন আজকাল ট্রেড ইউনিয়ন হয়ে থাকে এবং তাদের মাঝে পারস্পরিক সহায়তা সহযোগিতা হয়ে থাকে, তাহলে এই ট্রেড ইউনিয়ন তাঁর আকিলা হতে পারে। সারকথা, প্রতিটি ব্যক্তির আকিলা বিভিন্ন রকম হতে পারে তাঁর অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে।

এর দলিল হচ্ছে, প্রাথমিক দিকে তো রক্তপণ আকিলার ওপর হতো। ওহে ওমর রা. তার খেলাফতকালে আহলে দিওয়ানকে (দফতরের লোকজনকে) আকিলা নির্ধারণ করেছিলেন। দিওয়ান বলতে বুঝায় এক রেজিস্ট্রারে যাদের নাম রেজিস্ট্রিযুক্ত তারা। যেমন তাঁরা এক বিভাগের চাকুরে কিংবা যেমন একটি সেনা ইউনিটের সিপাহি। তাদের সবাইকে পরস্পরে একে অপরের আকিলা সাব্যস্ত করেছিলেন। চাই গোত্রগতভাবে তাঁরা পরস্পরে এক হোক বা না হোক। এর দ্বারা বুঝা গেলো, মূলত নির্ভরতা পারস্পরিক সহায়তা সহযোগিতার ওপর। সুতরাং যে সম্প্রদায়ের মাঝে পারস্পরিক সহায়তা সহযোগিতা পাওয়া যাবে তাকে তাঁর আকিলা বলতে পারেন। আর যেখানে এটা জানা যাবে না সেখানে আকিলা কে? তখন দিরাত স্বয়ং ঘাতকের সম্পদ হতে আবশ্যক হবে।

আকিলার ওপর রক্তপণ এ কারণে ওয়াজিব করেছেন, যাতে আকিলা তাকে এই ধরনের অপরাধ হতে বিরত রাখে এবং এভাবে তাকে প্রশিক্ষণ দিবে যাতে সে মৃত্যুদণ্ডের জন্য তৈরি না হয়। আর যদি কখনও মৃত্যুদণ্ডের জন্য প্রস্তুত হয় তাহলে আকিলা তাকে বাধা দিবে এবং এই রক্তপণ তিন বছরে আদায় করা হবে। এক ব্যক্তি হতে এক বছরে তিন দিরহামের বেশি আদায় করা হবে না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِصَاصِ

অনুচ্ছেদ– ২০ : قِصَاصْ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৬১)

١٤٢١ – عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ يَعُضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعُضُّ الْفَحْلُ لَا دِيَةَ لَكَ فَأَنْزَلَ اللهُ الْجُرُوْحَ قِصَاصٌ.[২৪৮]

১৪২১। **অর্থ :** ইমরান ইবনে হুসাইন রা. বললেন, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির হাত কেটে ফেলেছিলো। কামড়দাতার দুটি দাঁত পড়ে গেলো। তাঁরা দু'জন ফয়সালার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাজির হলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের মধ্য হতে এক ভাই এমনভাবে স্বীয় ভাইকে কামড় দেয় যেমনভাবে উট কামড় দেয়। তোমাদের জন্য কোনো রক্তপণ নেই।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইয়ালা ইবনে উমাইয়া, সালামা ইবনে উমাইয়া (তাঁরা দু'জন ভাই ছিলেন) রা. এ অনুচ্ছেদে হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, ইমরান ইবনে হুসাইন রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

আত্মরক্ষার সীমা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদিসে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি বলে দিয়েছেন যে, প্রতিটি মানুষের নিজের আত্মক্ষার অধিকার আছে। নিজের আত্মরক্ষার জন্য সে যে কোনো কাজ করুক এবং এ কাজের ফলে অন্যের ক্ষতি হোক তবুও সে এর জন্য দায়ী হবে না। তাহলে শর্ত হলো সে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে এটুকু কাজই করবে যতোটুকু কাজ আত্মরক্ষার জন্য আবশ্যক ছিলো। যেমন, এক ব্যক্তি তোমার হাত মুচড়ে দিলো, তুমি আত্মরক্ষার্থে তাকে একটি ঘুষি মেরে দিলে তোমার আত্মরক্ষা হয়ে যায়, কিন্তু তুমি উঠে গুলি করে দিলে, তাহলে এটা আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি স্বীয় আত্মরক্ষার এই অধিকারে সীমালঙ্ঘন করে তাহলে আত্মরক্ষার অধিকার অবশিষ্ট থাকে না। তখন আদালত এবং বিচারপতি এই সিদ্ধান্ত দিলেন যে, এই ব্যক্তি স্বীয় আত্মরক্ষায় যেসব অবস্থায় এ কাজ করেছিলো এ অবস্থাসমূহে আত্মরক্ষার আবেদন এই ছিলো যে সে এই কাজ করতো, না তার চেয়ে কম হলেও কাজ চলতো। তবে সে সীমালঙ্ঘন করে অন্যকে কতল করেছে, তাহলে তখন قصاص আদায় করা হবে।

---

[২৪৮] আবু দাউদ–كتاب للديات, باب فى الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه, ইবনে মাজাহ- ابواب الديات, باب من عض رجلا فنزع يده فند رثناياه–

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَبْسِ فِي التُّهْمَةِ

অনুচ্ছেদ- ২১ : অপবাদের কারণে বন্দি প্রসংগে (মতন পৃ. ২৬১)

١٤٢٢ -عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ ثُمَّ خَلَّى عَنْهُ.[২৪৯]

১৪২২। **অর্থ :** বাহজ ইবনে হাকিম স্বীয় পিতা হতে তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপবাদের ক্ষেত্রে বন্দি করেছিলেন। পরে তাকে ছেড়ে দিলেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, বাহজ-তাঁর পিতা-তাঁর দাদা সূত্রে বর্ণিত হাদিসটি حسن।

ইসমাইল ইবনে ইবরাহিম বাহজ ইবনে হাকিম হতে এ হাদিসটি এরচেয়ে পূর্ণাঙ্গতর ও দীর্ঘতর বর্ণনা করেছেন।

দরসে তিরমিযী

এই হাদিস থেকে বুঝা গেলো, যদি কোনো ব্যক্তির কোনো অপরাধে অভিযুক্ত হয়, তাহলে তাকে বন্দি করা যায় অবস্থা যাচাই করার জন্য। তবে শুধু বন্দি করা যাবে, কোনো শাস্তি দেওয়া যাবে না। তারপর যাচাইয়ের পর যদি অপরাধ প্রমাণিত হয় তাহলে সেই অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। যদি অপরাধ প্রমাণিত না হয় তাহলে মুক্ত করে দিতে হবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِه فَهُوَ شَهِيْدٌ

অনুচ্ছেদ- ২২ : নিজের সম্পদের হেফাজত করতে গিয়ে নিহত ব্যক্তি শহিদ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৬১)

١٤٢٣ - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ وَ حَاتِمُ بْنُ سِيَاهِ الْمَرْوَزِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَوْفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِه فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِيْنَ.[২৫০]

১৪২৩। **অর্থ :** সাইদ ইবনে জায়েদ রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায় সে শহিদ।

যে (অন্যের) এক বিঘত জমি (অন্যায়ভাবে) গ্রাস করে কিয়ামতের দিন এই জমি সাত স্তর হয়ে তার গলায় ফাঁস হবে।

---

[২৪৯] আবু দাউদ- كتاب الاقضية, باب فى الحبس فى الدين وغيره

[২৫০] নাসায়ি- كتاب المحاربة, باب من قتل دون ماله, আবু দাউদ- كتاب الادب, باب فى قتال اللصوص

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত হাতেম ইবনে সিজ্জাহ মারওয়াজি এই হাদিসটিতে আরো অতিরিক্ত বিবরণ দিয়েছেন। মা'মার বলেন, আমার কাছে জুহরি হতে এটি পৌঁছেছে। তবে আমি তাঁর কাছ হতে শুনিনি। তিনি এ হাদিসটিতে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন– "যে ব্যক্তি তার সম্পদের হেফাজতে নিহত হয়, সে শহিদ"। অনুরূপ বর্ণনা করেছেন শুয়াইব ইবনে আবু হামজা এই হাদিসটি জুহরি-তালহা ইবনে আবদুল্লাহ-আবদুর রহমান ইবনে আমর ইবনে সাহল-সাইদ ইবনে জায়েদ রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে।

হজরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রহ. বর্ণনা করেছেন, জুহরি-তালহা ইবনে আবদুল্লাহ-সাইদ ইবনে জায়েদ সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে। তাতে তিনি সুফিয়ান-আবদুর রহমান ইবনে আমর শব্দটি উল্লেখ করেননি। এ হাদিসটি حسن صحيح।

١٤٢٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ.

১৪২৪। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে আমর সূত্রে বর্ণিত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তাঁর সম্পদের রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহিদ।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আলি রা. সাইদ ইবনে জায়েদ, আবু হুরায়রা, ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস ও জাবের রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বরেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. এর হাদিসটি حسن।

এ হাদিসটি তাঁর হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। অনেক আলেম ব্যক্তির জন্য তাঁর নিজের জান ও সম্পদের হেফাজত করতে গিয়ে যুদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছেন। ইবনে মুবারক রহ. বলেছেন, তার মাল দুই দিরহাম হলেও তাঁর রক্ষা করতে গিয়ে যুদ্ধ করবে।

١٤٢٥ – عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سُفْيَانُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ أُرِيْدُ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ هُوَ فَهُوَ شَهِيْدٌ.

১৪২৫। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার মাল কেউ গ্রাস করার মনস্থ করেছে, তারপর সে ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে লড়াই করার পর নিহত হলো তাহলে সে শহিদ।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার-আবদুর রহমান ইবনে মাহদি-সুফিয়ান-আবদুল্লাহ ইবনে হাসান-ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে তালহা-আবদুল্লাহ ইবনে আমর সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

١٤٢٦ – عَنْ سَعْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ ن وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دِيْنِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ.

১৪২৬। **অর্থ :** সাঈদ ইবনে জায়েদ রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করতে শুনেছি যে, তার সম্পদের সংরক্ষণ করতে গিয়ে নিহত হয়েছে সে শহিদ। যে তাঁর দীনের হেফাজত করতে গিয়ে নিহত হয়েছে সে শহিদ। আর যে ব্যক্তি তাঁর নিজের খুনের হেফাজত করতে গিয়ে নিহত হয়েছে সে শহিদ। আর যে তাঁর পরিবারের হেফাজত করতে গিয়ে নিহত হয়েছে, সে শহিদ।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

একাধিক বর্ণনাকারি ইবরাহিম ইবনে সা'দ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইয়াকুব হলেন, ইবনে ইবরাহিম ইবনে সা'দ ইবনে ইবরাহিম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আউফ জুহরি।

এসব শহিদ তাঁরা, যারা পার্থিব বিধানেও শহিদ এবং পরকালীন দিক দিয়েও শহিদ। সুতরাং তাদেরকে গোসল দেওয়া হবে না এবং তাদেরকে তাদের কাপড়েই দাফন করা হবে। অনেক শহিদ এমন হয়ে থাকে যারা পার্থিব আদেশ হিসাবে শহিদ না, কিন্তু পরকালের দিকে লক্ষ্য করে শহিদ হয়ে থাকে। যেমন হাদিস শরিফে আছে, যদি কোনো ব্যক্তি ওপর হতে পড়ে মরে যায় তাহলে সে শহিদ, কিংবা কোনো দুর্ঘটনায় কারো ইন্তেকাল হয়ে যায় তাহলে সে শহিদ কিংবা মহামারিতে মৃত্যু লাভ করে তাহলে সে শহিদ। এরা সবাই পরকালীন প্রতিদান ও সওয়াবের দিক দিয়ে শহিদ। তবে পার্থিব আদেশ হিসাবে তাদের ওপর শাহিদের আহকাম জারি হবে না। সুতরাং তাদের গোসল দেওয়া আবশ্যক।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَسَامَةِ

অনুচ্ছেদ– ২৩ : কাসামাহ (শপথ) প্রসংগে (মতন পৃ. ২৬১)

١٤٢٢ –عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِيْ حَثْمَةَ قَالَ يَحْيٰى وَحَسِبْتُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ أَنَّهُمَا قَالَا : خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَ مُحَيِّصَةُ بْنِ مَسْعُوْدِ بْنِ زَيْدٍ حَتّٰى إِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ تَفَرَّقَا فِيْ بَعْضِ مَا هُنَاكَ ثُمَّ إِنَّ مُحَيِّصَةَ وَجَدَ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيْلًا قَدْ قُتِلَ فَدَفَنَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هُوَ وَ حُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ ذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ لِيَتَكَلَّمَ قَبْلَ صَاحِبَيْهِ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَبِّرْ لِلْكُبْرِ فَصَمَتَ وَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مَعَهُمَا فَذَكَرُوْا لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَقْتَلَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَالَ لَهُمْ أَتَحْلِفُوْنَ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا فَتَسْتَحِقُّوْنَ صَاحِبَكُمْ أَوْ قَاتِلَكُمْ قَالُوْا وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ ؟ قَالَ فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُوْدُ بِخَمْسِيْنَ يَمِيْنًا قَالُوْا وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ ؟ فَلَمَّا رَاٰى ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَعْطٰى عَقْلَهُ.[২৫১]

---

[২৫১] দ্র. বোখারি–كتاب القسامة, باب القسامة, كتاب الديات, মুসলিম- باب القسامة, كتاب القسامة

১৪২৭। **অর্থ :** সাহল ইবনে আবু হাছমা এবং রাফে' ইবনে খাদিজ রা.। তাঁরা দু'জন সাহাবি। তাঁরা বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে সাহল ইবনে জায়েদ এবং মুহাইয়িসা ইবনে মাসউদ ইবনে জায়েদ রা. এই দুই সাহাবি একই সঙ্গে বের হলেন। খায়বর পর্যন্ত যেয়ে দু'জন পৃথক হয়ে গেলেন। তার কিছুক্ষণ পর হজরত মুহাইয়িসা ইবনে মাসউদ রা. আবদুল্লাহ ইবনে সাহল রা. কে নিহত পান এবং দাফন করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলেন। হজরত আবদুর রহমান ইবনে সাহল রা. বয়সে তিনজনের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। হজরত আবদুর রহমান ইবনে সাহল রা. স্বীয় দুই সঙ্গীর আগে কথা বলতে চাইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বড়কে প্রাধান্য দাও। ফলে তিনি নীরব হয়ে গেলেন এবং তাঁর চাচাতো ভাইয়েরা কথা আরম্ভ করলেন। তারপর তিনি সে দু'জনের সঙ্গে কথা বললেন। ফলে তাঁরা রাসূলুল্লাহ আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সাহল রা. এর নিহত হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, তোমরা কি পঞ্চাশটি কসম খাওয়ার জন্য প্রস্তুত আছ? যার ফলে তোমরা স্বীয় সঙ্গীর অধিকারি হয়ে যাও?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে খায়বরের ইহুদিরা পঞ্চাশটি কসম খেয়ে তোমাদেরকে মুক্ত করে দিবে। তারা বললেন, আমরা কিভাবে কাফেরদের শপথ গ্রহণ করে নি? যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বিষয়টি দেখলেন তখন তিনি তাদের রক্তপণ বায়তুল মাল তথা রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে পরিশোধ করে দেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হাসান ইবনে আলি খাল্লাল-ইয়াজিদ ইবনে হারুন-ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ, বুশাইর বিন ইয়াসার-সাহল ইবনে আবু হাছমা ও রাফে' ইবনে খাদিজ রা. অনুরূপ অর্থবোধক হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

ওলামায়ে কেরামের মতে, কাসামার ক্ষেত্রে এ হাদিসের ওপর আমর অব্যাহত। মদিনার অনেক ফকিহ কাসামার ফলে কিসাসের মতপোষণ করেছেন।

কুফাবাসী প্রমুখ অনেক আলেম বলেছেন, কাসামা قصاص ওয়াজিব করে না। এটি শুধু রক্তপণ ওয়াজিব করে।

দরসে তিরমিযী

কসম খাওয়ার মাসআলা

কাসামতের ক্ষেত্রে এই ঘটনাটি মূলের মর্যাদা রাখে। কাসামত দুটি মারাত্মক জটিল ফিকহি মাসআলা। এর বিস্তারিত বর্ণনা ইসলামি আইনবিদগণের মাঝে এতো মারাত্মক মতপার্থক্য আছে যে, ইমাম ইবনুল মুনজির রহ. যিনি ইজমা বিষয়ক একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন كِتَابُ الْإِجْمَاعِ নামে, তাতে তিনি বলেছেন যে, কাসামত সম্পর্কে কোনো মাসআলা সর্বসম্মত নেই, শুধুমাত্র একটি মাসআলা ব্যতিত। সেটি হলো কসম আল্লাহর নামে করতে হবে। এই বিষয়ে শুধু ঐকমত্য রয়েছে। তাছাড়া কোনো মাসআলাই সর্বসম্মত নেই। এতে প্রচণ্ড মতপার্থক্য আছে। আবার প্রত্যেক ফকিহের কাছে কাসামতের ধারণা ভিন্ন ভিন্ন আবার এই মাসআলা অনুধাবনের ক্ষেত্রেও অনেক ভুল বুঝাবুঝি হয়। হাদিসের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যাগুলোতেও এই মাসআলাটি যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এর ফলেও মারাত্মক পেরেশানি সৃষ্টি হয়েছে। একজন কর্তৃক অপরজনের মাজহাব বর্ণনায়ও অনেক ভ্রান্তি হয়েছে।

কাসামত এর নির্দিষ্ট সময়

কাসামত শুরু হয় তখন যখন কোনো ব্যক্তিকে কোনো জায়গায় নিহত পাওয়া যায় এবং এর মৃত্যুদণ্ডের ঘটনা কেউ না দেখে থাকে। হানাফিদের মতে কাসামতের কর্মপদ্ধতি হলো-কাসামত তখন ওয়াজিব হয়, যখন

কোনো ব্যক্তিকে এমন কোনো স্থানে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়, যে স্থানটি হয়তো কোনো এক ব্যক্তির মালিকানাধীন, কিংবা কয়েকজনের যৌথ মালিকানাধীন। যেমন কোনো নিহত ব্যক্তি কারো ঘরে পাওয়া গেলো। তখনও কাসামত আবশ্যক হবে। কিংবা নিহত ব্যক্তিকে মহল্লার মধ্যে এমন জায়গায় পাওয়া গেলো, যেটিকে পুরো মহল্লার যৌথ মালিকানা মনে করা যায়। তখনও কাসামত ওয়াজিব হবে। তবে যদি সে জায়গাটি মহল্লাবাসীর যৌথ মালিকানা না হয়, যেমন সাধারণ জনপদ এর ওপর কোনো নিহত ব্যক্তি পাওয়া গেলো, তাহলে কাসামত ওয়াজিব হবে না। কিংবা মনে করুন, দারুল উলুমের এই এরিয়ায় কোনো নিহত ব্যক্তি পাওয়া গেলো, আল্লাহ না করুক, তাহলে কাসামত হবে। কেনোনা, এই জায়গাটিকে দারুল উলুমওয়ালাদের যৌথ মনে করা হয়। তবে যদি দারুল উলুমের বাইরে সামনের সড়কে কোনো নিহত ব্যক্তি পাওয়া যায় তাহলে কাসামত আবশ্যক না।

কাসামত বা কসম খাওয়ার পদ্ধতি

নিহত ব্যক্তির অভিভাবকরা যদি এই মহল্লার লোকদেরকে অভিযুক্ত করে, যে মহল্লা হতে নিহত ব্যক্তির লাশ বের হলো তখন কাসামত হয়। তবে যদি নিহত ব্যক্তির অভিভাবকরা বলে, আমরা বলতে পারি না যে, মহল্লাবাসী কতল করেছে, না অন্য কোনো ব্যক্তি কতল করে এখানে ফেলে রেখে দিয়েছে এবং মহল্লাবাসীকে অভিযুক্ত না করে তখনও কাসামত হবে না। আর যদি নিহতের অভিভাবকরা বলে, আমাদের প্রবল ধারণা তো এটাই যে, যে মহল্লায় লাশ পাওয়া গেছে সে মহল্লার লোকেরা কতল করেছে, কিংবা কমপক্ষে সে মহল্লাবাসিরা ঘাতক কে তা জানে, তাহলে তখন বিচারক নিহতের অভিভাবকদেরকে বললেন যে, তোমরা মহল্লাবসীদের মধ্য হতে পঞ্চাশ ব্যক্তিকে বাছাই কর, যাদের ব্যাপারে তোমাদের সন্দেহ হয়। নিহতের অভিভাবকরা মহল্লাবাসীদের হতে পঞ্চাশজনকে বাছাই করবে। তারপর বিচারপতি সে। পঞ্চাশজনকে বললেন, তোমরা সবাই নিম্নেযুক্ত শব্দে শপথ কর–بِاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَمَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا অর্থাৎ, আমরা শপথ করছি যে, এই নিহত ব্যক্তিকে আমরা কতল করিনি, আর এর ঘাতক সম্পর্কে আমরা জানি না যে, কে তাকে কতল করেছে। যদি তারা শপথ করতে অস্বীকার করে তাহলে তাদেরকে বন্দি করে রাখা হবে এবং এতোক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্য হতে কোনো ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডের কথা স্বীকার না করে। কিংবা ঘাতকের ঠিকানা বলে না দেয় যে, অমুকে কতল করেছে, কিংবা কসম খেতে সম্মত হয়ে যায়। আর যদি সে পঞ্চাশজন ওপরযুক্ত বাক্যে কসম খায় তাহলে এর ফলে পুরো মহল্লাবাসীর ওপর এই নিহতের রক্তপণ আবশ্যক হবে। এ পদ্ধতি হলো হানাফিদের মতে।

ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মতে কাসামতের পদ্ধতি

শাফেয়ি রহ. বলেন, কাসামত তখন ওয়াজিব হবে যখন নিহতের অভিভাবকরা মহল্লাবাসীদের মধ্য হতে কোনো এক ব্যক্তি কিংবা কয়েক ব্যক্তি সম্পর্কে রীতিমতো দাবি করে যে, তারা কতল করেছে এবং নিদর্শনাদিও নিহতের অভিভাবকদের দাবির সমর্থন করে। যেমন এই নিদর্শন থাকবে যে, যাদের বিরুদ্ধে দাবি তাদের সঙ্গে নিহতের পুরনো শত্রুতা চলে আসছিলো। এটা হলো তাদের দাবি যথার্থ হওয়ার নিদর্শন। কিংবা যেমন এই নিদর্শন রয়েছে যে, এই নিহতের মহল্লার সঙ্গে লড়াই হয়েছিলো এবং এ লড়াইয়ের পর এ ব্যক্তিকে নিহত পাওয়া গেছে। এটাও এর নির্দশন যে, হত্যাকারি এই মহল্লারই লোক। এমন নিদর্শনাদিকে শাফেয়িগণ নাম দেন لوث বলে। সুতরাং শাফেয়িদের মতে যদি দাবির সঙ্গে নিদর্শনাদিও মওজুদ থাকে তাহলে এক্ষেত্রে নিহতের অভিভাবকদেরকে কসম দেওয়া হবে এবং তারা স্বীয় কসমে বলবে, আমরা কসম খেয়ে বলছি, এ ব্যক্তিই কিংবা এই লোকগুলোই ঘাতক। যদি নিহতের অভিভাবকরা শপথ করে তাহলে মহল্লাবাসীর ওপর রক্তপণ ওয়াজিব হবে।

যদি শুধু নিহতের অভিভাবকদের দাবি হয় কিন্তু সমর্থনে কোনো নিদর্শন না থাকে, তাহলে তখন মহল্লাবাসী হতে নিম্নেযুক্ত ভাষায় কসম নেওয়া হবে– بِاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَمَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا অর্থাৎ, আল্লাহর কসম, আমরা তাকে কতল করিনি এবং তার ঘাতক কে তাও আমরা জানি না। কিংবা যদি দাবির সঙ্গে এর সমর্থনে কোনো নিদর্শন তাকে, কিন্তু নিহতের অভিভাবকরা স্বয়ং কসম খেতে অস্বীকার করে তাহলে তখনও মহল্লাবাসী হতে শপথ নেওয়া হবে যে, بِاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَمَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا তথা আল্লাহর শপথ, আমরা তাকে কতল করিনি এবং কে তাকে কতল করেছে তাও আমরা জানি না। যদি মহল্লাবাসী কসম খায় তাহলে মহল্লাবাসী দায়মুক্ত হয়ে যাবে। এবার তাদের কাছ হতে রক্তপণ দাবি করা যাবে না।

মহল্লাবাসী যদি কসম খেতে অঙ্গীকার করে তাহলে তাদের এই অস্বীকৃতি এর নিদর্শন হয়ে যাবে যে, নিহতের অভিভাবকদের দাবি যথার্থ। তখন নিদর্শন পেয়ে যাওয়ার বিধি-বিধান জারি হবে। সুতরাং এরপর নিহতের অভিভাবদেরকে কসম দেওয়া হবে যে, তোমরা এ মর্মে কসম খাও যে, তারা কতল করেছে। যদি নিহতের অভিভাবকরা কসম খায় তাহলে মহল্লাবাসীর ওপর দিয়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর যদি নিহতের অভিভাবকরা কসম খেতে অস্বীকার করে তাহলে রক্তপণ ওয়াজিব হবে না; বরং তারা দায়মুক্ত হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব এটাই।

আপনি এই মাজহাবে দেখেছেন, যদি নিহতের অভিভাবকরা কসম খেয়ে নেয় তাহলে মহল্লাবাসীর ওপর রক্তপণ আসে। তবে ইমাম মালেক ও আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর একটি বর্ণনা হলো, যদি দাবি হয় ইচ্ছাকৃত মৃত্যুদণ্ডের এবং নিহতের অভিভাবকরা কসম খায় তাহলে তখন قِصَاصْ ওয়াজিব হয়ে যাবে, দিয়াত আসবে না। যেনো শাফেয়ি, মালেকি ও হাম্বলিদের মতে কাসামত অপরাধ সাব্যস্ত করার একটি পন্থা। এর ফলে বিবাদীর ওপর অপরাধ প্রমাণিত হয়ে যায়। সুতরাং যদি দাবি হয় ইচ্ছাকৃত মৃত্যুদণ্ডের তাহলে মালেকি এবং হাম্বলিদের মতে قِصَاصْ আসবে। কিন্তু শাফেয়িদের মতে তখন অপরাধ প্রমাণিত হয়ে যাবে কিন্তু قِصَاصْ আসবে না বরং আসবে রক্তপণ।

আর শাফেয়িদের মাজহাবে আপনি দেখেছেন, মহল্লাবাসী যদি কসম খায় যে, بِاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَمَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا তাহলে তারা দায়মুক্ত হয়ে যায়। না তাদের ওপর রক্তপণ আসবে, না قصاص। অথচ হানাফিদের মতে কসম খাওয়া সত্ত্বেও রক্তপণ ওয়াজিব হবে। এর কারণ হলো, হানাফিদের মতে কাসামত অপরাধ দলিল করার মাধ্যম না। সুতরাং এর মাধ্যমে মহল্লাবাসীর বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হয় না। তবে মহল্লাবাসীর ওপর একটি ঐক্যবদ্ধ দায়িত্ব আরোপ করা হয় যে, একথা ঠিক; তোমরা কতল করনি, কিন্তু তোমাদের মহল্লায় মৃত্যুদণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। কেনোনা, তোমাদের দায়িত্ব ছিলো, কোনো ব্যক্তি তোমাদের মহল্লায় এসে কাউকে কতল করলে তাকে বাধা দেওয়া এবং স্বীয় মহল্লার ব্যবস্থাপনা এভাবে করা যাতে এখানে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কতল করার দুঃসাহস না হয়। যেহেতু তোমরা হেফাজতে ত্রুটি করেছো সেহেতু তোমাদের ওপর দিয়াত আবশ্যক হবে।

কাসামতের জন্যে কি দাবি আবশ্যক?

প্রত্যক ইমামের মতে কাসামতের রূপ ভিন্ন ধরনের। তাই এখতেলাফের স্থান নির্ণয় করাও সহজ না। অবশ্য মৌলিকভাবে এখতেলাফি মাসআলা তিনটি। এখতেলাফি মাসআলা হলো কাসামত বিধিবদ্ধ হওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দাবি করা আবশ্যক কি-না? ইমামত্রয়ের মতে সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দাবি করা আবশ্যক। দাবি ব্যতিত কাসামত হবে না। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দাবি করা আবশ্যক না। অবশ্য শুধু এতোটুকু আবশ্যক যে, নিহতের অভিভাবকরা

মহল্লাবাসীকে ইজমালিভাবে অভিযুক্ত করবে। যেমন বলবে, আমাদের তো সন্দেহ হলো, এই মহল্লারই লোকজনের মধ্য হতে কেউ কতল করেছে।

ইমামত্রয় বলেন, বিচারপতির কাছে কোনো মুকাদ্দমা দাবি ব্যতিত আসতে পারে না। যতোক্ষণ পর্যন্ত বাদী বিবাদী মওজুদ না হবে ততোক্ষণ পর্যন্ত দাবি হতে পারে না এবং বিচারকও তখন দখল নিতে পারেন যখন বাদী এবং বিবাদী নির্ধারিত হয়। যদি বাদী এবং বিবাদী নির্দিষ্ট না হয় তাহলে মুকাদ্দমা কিভাবে চলবে? এবং বিচারকের কাছে কিভাবে আসবে? যেমন কোনো ব্যক্তি আদালতে মুকাদ্দমা দায়ের করলো যে, আমার গ্রন্থ চুরি হয়ে গেছে। বিচারপতি জিজ্ঞেস করবেন, কে চুরি করেছে? বাদী বলবে, আমার জানা নেই কে চুরি করেছে। আপনি মুকাদ্দমা চালান। স্পষ্ট বিষয়, বিচারক এমন মুকাদ্দমা চালাতে পারেন না যতোক্ষণ পর্যন্ত কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাবি না করবে যে, অমুকে চুরি করেছে। সুতরাং আমাদের মতে বিবাদী নির্দিষ্ট করা আবশ্যক।

কাসামতের জন্যে দাবি আবশ্যক

আহনাফদের মতে কাসামতের ব্যাপারটি সাধারণ মুকাদ্দমা হতে ভিন্ন ধরণের। সুতরাং সাধারণ মুকাদ্দমাগুলোর ওপর এটিকে قِصَاص করা যায় না। এ ব্যাপারটি মূলত কারও বিরুদ্ধে কোনো দাবি সাব্যস্ত হওয়া বা না হওয়ার না। বরং এর উদ্দেশ্য হলো, ঐক্যবদ্ধ দায়-দায়িত্বের মূলনীতি নির্ধারণ করা যে, মহল্লাবাসীর ওপর সহায়তা সহযোগিতা এবং হেফাজতের দায়িত্ব অর্পিত হয় সেটি তারা পূর্ণরূপে আদায় করেছে কি-না। সুতরাং এতে কোনো নির্ধারিত বিবাদী হওয়া আবশ্যক না। এ অনুচ্ছেদের হাদিসে খায়বরের যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে তাতের না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেছেন যে, তোমাদের দাবি কার বিরুদ্ধে? আর না দাবিকর্তা বাদীরা বলেছে যে, অমুক ব্যক্তি কতল করেছে। বরং শুধু এতোটুকু বলেছে যে অমুক স্থানে আমাদের নিহত ব্যক্তিকে পাওয়া গেছে। তবে কোনো নির্ধারিত দাবি মওজুদ ছিলো না। তা সত্ত্বেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাসামত জারি করেছেন। এর দ্বারা বুঝা গেলো, কাসামতের জন্য সুনির্দিষ্ট দাবি আবশ্যক না; বরং ব্যাপক অভিযোগের ভিত্তিতে কাসামত হতে পারে। এটা ছিলো প্রথম এখতেলাফ মাসআলা।[২৫২]

কারা কসম করবে? ফোকাহায়ে কেরামের মতপার্থক্য

কসম করা নিয়ে হানাফিগণ বলেন, মহল্লাবাসীকে কসম দেওয়া হবে, যদি তারা কসম খায় তাহলে তাদের ওপর দিয়াতও ওয়াজিব হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ি রহ. খায়বরের ঘটনা দ্বারা দলিল পেশ করেন যে, যখন সে তিনজন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সাহল রা. এর মৃত্যুদণ্ডের কথা আলোচনা করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এটাই বলেছিলেন যে, তোমরা কি পঞ্চাশটি শপথ করতে পারো, যার ফলে তোমরা ঘাতকের অধিকারি হয়ে যাও? এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম নিহতের অভিভাবকদের ওপর কসম পেশ করেছেন। যখন তারা শপথ করতে অস্বীকার করলো, তখন তিনি বললেন যে, ইহুদিরা তোমাদেরকে দায়মুক্ত করে দিবে পঞ্চাশটি কসম খেয়ে।

হানাফিদের দলিল

হানাফিদের দলিল বায়হাকি ইত্যাদিতে বর্ণিত একটি ঘটনা। সেটি হলো ফারুকে আজম রা. এর খিলাফত আমলে একজন নিহত ব্যক্তিকে দু'টি জনপদ তথা ওয়াদি'আ এবং শাকিলের মাঝে পাওয়া যায়। তিনি নির্দেশ দিলেন যে, দেখতে হবে এই নিহত ব্যক্তি উভয় জনপদের মধ্য হতে কোন্টির অধিক নিকটবর্তী। পরিমাপ

---

[২৫২] দ্র. বাদায়ে'- ৭/২৮৬, ২৭৭, আশশারহুল কাবির- ৪/২৮৭, মুগনিল মুহতাজ- ৪/১১১, আল মুহাজ্জাব- ২/৩১৮, কাশশাফুল কিনা'- ৬/৭৪, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম- ২/৩৭৬।

ইত্যাদির ফলে জানা গেলো, সে নিহত ব্যক্তি ওয়াদিআর অধিক নিকটবর্তী। ফলে তিনি ওয়াদি'আর লোকজনকে একত্রিত করে তাদেরকে বললেন, তোমাদের মধ্য হতে পঞ্চাশজন নিম্নোযুক্ত ভাষায় কসম করবে- مَا قَتَلْنَاهُ وَمَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا 'আল্লাহর কসম আমরা তাকে কতল করিনি এবং তার ঘাতক কে তাও জানি না।'

পঞ্চাশ ব্যক্তি যখন কসম করলো তখন তিনি বললেন, এবার এ নিহত ব্যক্তির রক্তপণ পরিশোধ করো। তখন তারা বললো, لَا اِيْمَانُنَا دَفَعَتْ عَنْ اَمْوَالِنَا وَلَا اَمْوَالُنَا دَفَعَتْ عَنْ اِيْمَانِنَا তথ্য না আমাদের শপথ আমাদের মাল রক্ষা করেছে, আর না আমাদের সম্পদ আমাদের কসম প্রতিহত করেছে। তাদের উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, মূলনীতি হলো, যখন কোনো ব্যক্তি কারো বিরুদ্ধে দাবি করে যেমন অর্থ দাবি করলো এবং বাদীর কাছে দলিল নেই, তখন বিবাদী থেকে কসম নেওয়া হয়, যদি সে কসম করে তাহলে দাবি খারিজ, অন্যথায় যে অর্থের দাবি করেছিলো তা বিবাদী পরিশোধ করবে। যার অর্থ, যদি বিবাদী কসম করে তাহলে টাকা ওয়াজিব হয় না। আর যদি টাকা দিয়ে দেয় তাহলে কসম ওয়াজিব হয় না। দু'টি বিষয় একত্রে জমা হতে পারে না। শপথ সম্পদকে রক্ষা করে আর সম্পদ শপথকে প্রতিহত করে।

ওমর রা. এর জবাব

হজরত ওমর রা. জবাবে বললেন, اَمَّا اِيْمَانُكُمْ فَلِدَفْعِ الْقِصَاصِ عَنْكُمْ অর্থাৎ, তোমাদের যে শপথ নেওয়া হয়েছে তা তোমাদের قِصَاص প্রতিহত করার জন্য। সুতরাং শপথ করার ফায়দা হলো, তোমাদের ওপর قِصَاص এর না। وَاَمَّا اَمْوَالُكُمْ فَلاَنَّ الْقَتِيْلِ وُجِدَ بَيْنَ ظَهْرَ اِنَيْكُمْ এবং দিয়াত তাই গ্রহণ করা হচ্ছে যে, নিহতকে তোমাদের কাছে পাওয়া গেছে। অনেক বর্ণনায় এসেছে-এরপর হজরত ওমর ফারুক রা. বললেন, كَذَالِكَ قَضٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْكَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ এমনভাবে ফারুকে আজম রা. এর এই ফয়সালা মারফু' এর পর্যায়ভুক্ত হয়ে গেলো। এ হাদিসটি হানাফিদের মাজহাব বিবরণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্পষ্ট। কেনোনা, এতে কসম মহল্লাবাসীকে দেওয়া হয়েছে। এরপর রক্তপণও তাদের ওপর ওয়াজিব।

শাফেয়িদের দলিল ও এর জবাব

কিতাবুল উম্মে হজরত ইমাম শাফেয়ি রহ. এ মাসআলাটি উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, লোকজন ওমর ফারুক রা. এর ঘটনা দ্বারা দলিল পেশ করেন। তবে আমি দশবারের অধিক ওয়াদি'আ এবং শাকিল জনপদগুলোতে গিয়েছি, সেখানকার লোকজনের কাছে এ ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি, তখন প্রতিটি ব্যক্তি এ ঘটনা সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। এর থেকে বুঝা গেলো ও ঘটনাটি নির্ভরযোগ্য মনে হয় না।

এর জবাবে হানাফিরা বলেন, যদি এ ঘটনার সনদ صحيح হয়, তাহলে ইমাম শাফেয়ি রহ. এর এই ইরশাদ এটাকে রদ করার জন্য যথেষ্ট না। কেনোনা, ইমাম শাফেয়ি রহ. এ ঘটনার কমপক্ষে দেড়শ বছর পরে এসেছেন। যদি কোনো জনপদে যেয়ে দেড়শ বছর আগে সংঘটিত কোনো ঘটনা সম্পর্কে যাচাই করা হয় এবং সে ঘটনা জানার মতো কোনো ব্যক্তি না পাওয়া যায়, তাহলে এর দ্বারা এটা আবশ্যক হয় না যে এ ঘটনাই সংঘটিত হয়নি। অথচ এর সনদও এ কারণে সেকাহ যে এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন সূত্রে।

খায়বরের ঘটনার জবাব

এখন কথা হলো খায়বরের ঘটনা নিয়ে। এতে বাহ্যত মনে হয়, তখন নিহতের অভিভাবকদেরকে প্রথমে শপথ দেওয়া হয়েছিলো। এর জবাব হলো, খায়বরের ঘটনার বিবরণে বর্ণনাগুলো এক বিভিন্নধর্মী ও মুজতারিব

যে এগুলোর মধ্য হতে একটিকে প্রাধান্য দেওয়া এবং অপরটিকে জয়িফ সাব্যস্ত করা মুশকিল। এ অনুচ্ছেদের হাদিসে যে বর্ণনা এসেছে, তাতে নিঃসন্দেহে নিহতের অভিভাবকদেরকে কসম দেওয়া হয়েছে। তবে অন্যান্য বর্ণনায় যেগুলো আমি সবিস্তারে তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিমে একত্রিত করেছি– সেসব বর্ণনায় রয়েছে যে, কসমগুলো প্রথমতই ইহুদিদেরকে দেওয়া হয়েছিলো। সহিহ বোখারিতেও একটি বর্ণনা আছে যে, প্রথমত মহল্লাবাসীকে এই কসম দেওয়া হবে। বাকি রইলো সেসব বর্ণনা যাতে বর্ণিত হয়েছে, প্রথমত নিহতের অভিভাবকদের কসম দেওয়া হয়েছিলো, তাদের সম্পর্কে আমার প্রবল ধারণা হলো–আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন–বস্তুত নিহতের এসব অভিভাবক অর্থাৎ, মুহাইয়্যিসা, হুয়াইয়্যিসা এবং আবদুর রহমান ইবনে সাহল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, যদি তোমাদের ধারণা এই হয় যে, তাকে ইহুদিরা কতল করেছে, তাহলে তোমাদের উচিত দলিল পেশ করা। তোমরা সাক্ষী আনো। আর যদি সাক্ষী না থাকে তাহলে তোমরা নিজেরা সাক্ষী দাও যে, অমুকে কতল করেছে। এই দাবি তিনি তাদের কাছে এ জন্যে করেছেন যাতে তাদের আবেগ প্রশমিত হয় এবং দলিল পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায় যে, যখন তোমাদের কাছে কোনো সাক্ষী নেই এবং তোমরা শপথ করার জন্যও প্রস্তুত নও, তাহলে কারও ওপর কিসাসের দাবি কিভাবে বৈধ হতে পারে? অতএব দলিল পূর্ণাঙ্গ করার জন্য তাদের হতে কসম দাবি করলেন, বিধিবদ্ধতা হিসেবে দাবি করেননি। তাই তারা জবাবে বললেন, আমরা কিভাবে কসম খাবো? আমরাতো সে ঘটনায় উপস্থিত ছিলাম না। সারকথা, আসল দাবি তাদের কাছ হতে এই করা হয়েছিলো যে, তোমরা সাক্ষী পেশ করো। তবে অনেক বর্ণনাকারি অর্থগত বিবরণ দিতে গিয়ে সাক্ষ্যের শব্দকে ইয়ামিন শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে যে, তাদের হতে দাবি করা হয়েছিলো তোমরা কসম খাও। সাক্ষ্য দেওয়া এবং কসম খাওয়া এ দুটি অর্থগতভাবে এ নিকটবর্তী যে, এগুলোতে শুধু শাস্ত্রগত পার্থক্য আছে। অনেক বর্ণনায় শাহাদত তথ্য সাক্ষ্য শব্দ আছে। সুতরাং হতে পারে একজন বর্ণনাকারি শাহাদত শব্দ ব্যবহার করেছেন, আর এটারই বিবরণ দেওয়ার জন্য কোনো বর্ণনাকারি ইয়ামিন শব্দ ব্যবহার করে ফেলেছেন। এমনস্থানে ইয়ামিন শব্দটি ইয়ামিন হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি; বরং ব্যবহৃত হয়েছে সাক্ষ্য হিসেবে।

হানাফিদের দ্বিতীয় দলিল

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দ্বিতীয় দলিল নিম্নেযুক্ত প্রসিদ্ধ হাদিস– اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِىْ وَالْيَمِيْنُ عَلٰى مَنْ اَنْكَرَ তথা প্রমাণে দায়িত্ব বাদীর ওপর। আর কসমের দায়িত্ব বিবাদীর ওপর। অর্থাৎ, যে অস্বীকার করে তার ওপর।

কাসামতে নিহতের অভিভাবকরা বাদী হয়, আর মহল্লাবাদী হয় অস্বীকারকারি তথা বিবাদী। তাই এই মূলনীতির দাবিও হলো মহল্লাবাসীকে শপথ করানো।[২৫৩]

শাফেয়িদের পক্ষ হতে প্রশ্ন ও এর জবাব

প্রশ্ন : যখন আপনার মতে নিহতের অভিভাবকদের ওপর কসম নেই; বরং মহল্লাবাসীর ওপর কসম আসবে। কারণ, সে দাবি অস্বীকারকারি, অতএব এর দাবি হলো যখন মহল্লাবাসী শপথ করবে তখন তাদের ওপর কিছু ওয়াজিব না হওয়া, না কিয়াস, না রক্তপণ। অথচ আপনার কাছে মাসআলা হলো, যদি মহল্লাবাসী কসম খায় তাহলে তাদের ওপর রক্তপণ ওয়াজিব।

হানাফিগণ বলেন যে, এই প্রশ্নের জবাব হজরত ফারুকে আজম রা. দিয়েছেন। সেটি হলো কসম তাদের হতে তাই নেওয়া হয়েছে, যাতে তাদের ওপর হতে কিয়াস খতম হয়ে যায়। আর রক্তপণ তাই ওয়াজিব যে, তাদের পক্ষ হতে হেফাজতের ক্ষেত্রে ত্রুটি পাওয়া গেছে। সুতরাং তাদের ওপর রক্তপণ ওয়াজিব।

---

[২৫৩] আসসুনানুল কুবরা-বায়হাকি- ১০/২৫২, তাকমিলাতুল ফাতহিল মুলহিম- ২/৫৪৮।

শাফেয়িগণ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরের ঘটনায় স্বয়ং রক্তপণ পরিশোধ করেছেন। মহল্লাবাসীর ওপর আবশ্যক করেননি।

হানাফিগণ এর জবাবে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই রক্তপণ বায়তুল মাস তথা রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে তাই পরিশোধ করেছেন যে, সে ইহুদিরা রক্তপণ পরিশোধ করার ক্ষমতা রাখতো না। অন্যথায় আসল আদেশ এটাই যে, দিয়াত মহল্লাবাসীর ওপর ওয়াজিব হয়। অনেক বর্ণনায় এটাও এসেছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদিদের ওপরই দিয়াত আবশ্যক করেছিলেন। তবে পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য করে বাইতুলমাল হতে দিয়াত পরিশোধ করে দিয়েছেন।[২৫৪]

কাসামতের দ্বারা দিয়াত আসবে না قصاص?

কাসামতের ফলে রক্তপণ ওয়াজিব হয়, না قِصَاصْ। হানাফি এবং শাফেয়িগণের মতে দিয়াত ওয়াজিব হয়। মালেকি এবং হাম্বলিদের মতে قِصَاصْও আসে। মালেকি এবং হাম্বলিগণ এ অনুচ্ছেদের হাদিসে নিম্নের বাক্য দ্বারা দলিল পেশ করেন,

أَتَحْلِفُوْنَ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا فَتَسْتَحِقُّوْنَ صَاحِبَكُمْ-

অর্থাৎ, তোমরা যদি শপথ করো তাহলে তোমরা ঘাতকের অধিকারি হয়ে যাবে।' এ বাক্যটি সাধারণত তখন ব্যবহার করা হয় যখন ঘাতককে قِصَاصْ নেওয়ার জন্য নিহতের অভিভাবকদের কাছে অর্পণ করা হয়। এর দ্বারা বুঝা গেলো, কাসামতের ফলে قِصَاصْও আসতে পারে। তবে হানাফিগণ বলেন, অন্যান্য বর্ণনায় সুস্পষ্ট ভাষায় এসেছে যে, কাসামতের ফলে দিয়াত ওয়াজিব হয়। কেনোনা, কাসামত দলিলের জন্য একটি দুর্বল পদ্ধতি। এর ফলে قِصَاصْ ততোক্ষণ পর্যন্ত আসবে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত সাক্ষী এবং দলিল না থাকবে। শাফেয়িগণও একথাই বলেন।

---

[২৫৪] দ্র. বাদায়ে'- ৭/২৯৪, দুররে মুখতার- ৬/৬২৭, আশশারহুল কাবির-দারদির- ৪/২৯৩, মুগনিল মুহতাজ ৪/১১৫, কাশশাফুল কিনা'- ৬/৭৪, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম ২/২৮০।

أَبْوَابُ الْحُدُوْدِ
عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে দণ্ডবিধি অধ্যায়–১৫

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ
অনুচ্ছেদ–১ : যার ওপর দণ্ডবিধি আবশ্যক না প্রসংগে (মতন পৃ. ২৬৩)

١٤٢٨ -عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ وَعَنِ الْمَعْتُوْهِ حَتَّى يَعْقِلَ.[২৫৫]

১৪২৮। **অর্থ :** আলি রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন ব্যক্তি হতে কলম তুলে নেওয়া হয়েছে। তথা তাদের ওপর হতে দায়-দায়িত্ব তুলে নেওয়া হয়েছে।

১. ঘুমন্ত ব্যক্তি যতোক্ষণ না সে সচেতন হয়।

২. শিশু যতোক্ষণ পর্যন্ত সে যুবক এবং বালেগ না হয়।

৩. পাগল যতোক্ষণ না তার মধ্যে আকল-জ্ঞান আসে, তাকে কোনো কাজের জিম্মাদার সাব্যস্ত করা যায় না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আয়েশা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আলি রা. এর হাদিসটি এই সূত্রে غريب।

একাধিক সূত্রে এটি আলি রা. এর সনদে হজরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে। আর অনেকে উল্লেখ করেছেন, "বালক হতে যতোক্ষণ না তার স্বপ্নদোষ হবে" বাক্যটি। আমরা হজরত আলি ইবনে আবু তালেব রা. হতে হাসান রহ. এর শ্রবণ সম্পর্কে জানি না।

এ হাদিসটি আতা ইবনে সাইব-আবু জাবইয়ান-আলি ইবনে আবু তালেব সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আ'মাশ এটি আবু জাবইয়ান-ইবনে আব্বাস-আলি সূত্রে মাওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এটি তিনি মারফু' আকারে বর্ণনা করেননি। ওলামায়ে কেরামের মতে এ হাদিসের ওপর আমল অব্যাহত।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত হাসান রহ. আলি রা. এর যুগে ছিলেন এবং তিনি তাকে পেয়েছেন। তাহলে তার হতে তার শ্রবণ সম্পর্কে আমরা জানি না। আবু জাবইয়ানের নাম হলো হুসাইন ইবনে জুনদুব।

---

[২৫৫] মুসনাদে আহমদ- ১/১১৬, ১১৮, ১৪০, আল মুসনাদুল জামে'- ১৩/২৮৬।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ دَرْءِ الْحُدُوْدِ

অনুচ্ছেদ–২: দণ্ডবিধি অপসারণ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৬৩)

١٤٢٩ -عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَدْرِءُوْا الْحُدُوْدِ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُّخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يُّخْطِئَ فِي الْعُقُوْبَةِ.[২৫৬]

১৪২৯। **অর্থ** : আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যথাসম্ভব মুসলমানদের হতে দণ্ডবিধি অপসারণ করা। আর যদি তার জন্য দণ্ড হতে বের হওয়ার কোনো পন্থা বের হয় তাহলে তার রাস্তা ছেড়ে দাও। কেনোনা, শাসক কর্তৃক ক্ষমার ক্ষেত্রে ভুল করা শাস্তিতে ভুল করা অপেক্ষা উত্তম।

হান্নাদ-ওয়াকি-ইয়াজিদ ইবনে জিয়াদ-মুহাম্মদ ইবনে রবি'আর হাদিসের মতো হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাহলে তিনি তা মারফু' আকারে বর্ণনা করেননি।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু হুরায়রা ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আয়েশা রা. এর হাদিসটি মারফু' আকারে আমরা কেবল মুহাম্মদ ইবনে রবি'আ-ইয়াজিদ ইবনে জিয়াদ দিমাশকি-জুহরি-ওরওয়া-আয়েশা রা. সূত্রেই কেবল নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতেই জানি।

হজরত ওয়াকি ইয়াজিদ ইবনে জিয়াদ হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাহলে মারফু' আকারে বর্ণনা করেননি। অবশ্য ওয়াকি'র বর্ণনাটি আসাহ্। অনুরূপ হাদিস একাধিক সাহাবি হতে বর্ণিত আছে। তাঁরা এমনটি বলেছেন।

ইয়াজিদ ইবনে জিয়াদ দিমাশকি হাদিসে জয়িফ। ইয়াজিদ ইবনে আবু জিয়াদ কুফি তার চেয়ে মজবুত ও অগ্রগামী।

দরসে তিরমিযী

মহলের ক্ষেত্রে এবং কাজের ক্ষেত্রে সংশয়

সংশয় দুই প্রকার। যথা :

১. মহলের ক্ষেত্রে সংশয়।

২. কর্মের ক্ষেত্রে সংশয়।

১. যখন কেউ স্ত্রীর অনুমতিতে স্ত্রীর বাঁদির সঙ্গে জেনা করলো, তখন জেনাতো হয়েছে–কিন্তু যেহেতু সে স্ত্রীর বাঁদি ছিলো এবং স্বয়ং স্ত্রী তাকে অনুমতি দিয়েছে এ কারণে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে বোধহয় এর অনুমতি আছে। এটাকে বলে মহলের ক্ষেত্রে সংশয়। এমন সন্দেহের ক্ষেত্রে শাসন হিসেবে শাস্তিতো দেওয়া যায়, কিন্তু শরয়ি দণ্ডবিধি জারি হবে না।

২. অপরাধ দলিল হওয়ার ক্ষেত্রেই সন্দেহ যে, সে এ কাজটি করেছে কি-না? তখন না তো শরয়ি দণ্ডবিধি প্রয়োগ হবে, না শাসন হিসেবে এবং তা'জির হিসেবে তার ওপর কোনো শাস্তি জারি হবে। এটাকে বলে কর্মের ক্ষেত্রে সন্দেহ-সংশয়।

---

[২৫৬] আল মুসনাদুল জামে- ২০/৪১।

بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّتْرِ عَلَى الْمُسْلِمِ

অনুচ্ছেদ—৩ : মুসলমানের দোষ ঢেকে রাখা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৬৩)

١٤٣٠ -عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ الْاٰخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلٰى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ.[২৫৭]

১৪৩০। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোনো মুসলমানের একটি মুসিবত দূর করবে আল্লাহ তা'আলা আখিরাতে তার মুসিবত দূর করবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ ঢেকে রাখবে আল্লাহ তা'আলা ইহকাল এবং পরকালে তার দোষ ঢেকে রাখবেন। আল্লাহ তা'আলা ততোক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সহায়তা অব্যাহত রাখেন যতোক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার ভাইয়ের সহায়তা করে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত উকবা ইবনে আমের ও ইবনে উমর রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন একাধিক ব্যক্তি আমাশ-আবু সালেহ-আবু হুরায়রা সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আবু আওয়ানার বর্ণনার মতো।

হজরত আসবাত ইবনে মুহাম্মদ-আ'মাশ-আবু সালেহ-আবু হুরায়রা সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। এটি ছিলো প্রথম হাদিস অপেক্ষা আসাহ্। আমাদের কাছে এটি বর্ণনা করেছেন উবাইদ ইবনে আসবাত ইবনে মুহাম্মদ। তিনি বলেছেন, আমাকে আমার পিতা আমাশ হতে ও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

আলোচ্য অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদিস

١٤٣١ - عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيْ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِيْ حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.[২৫৮]

১৪৩১। **অর্থ :** সালেম তার পিতা (আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা.) হতে বর্ণনা করেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সুতরাং তার ওপর জুলুম না করে, তাকে ধ্বংসের মুখে ফেলা না দেয়। আর যে তার মুসলিম ভাইয়ের হাজত পুরা করায় রত আল্লাহ তা'আলা তার হাজত পূরণে রত। যে কোনো মুসলমান ভাইয়ের কোনো বিপদ দূর করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার একটি বড় বিপদ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিম ভাইয়ের দোষ ঢাকবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তার দোষ ঢাকবেন।

---

[২৫৭] মুসনাদে আহমদ- ২/২৫২, মুসতাদরাকে হাকেম- ৪/৩৮৪।

[২৫৮] আবু দাউদ كتاب الادب, باب المواخاة, মুসনাদে আহমদ- ২/৯১।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح غريب।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّلْقِيْنِ فِي الْحَدِّ

অনুচ্ছেদ–৪ : দণ্ডের ক্ষেত্রে তালকিন দেওয়া প্রসংগে (মতন পৃ. ২৬৩)

١٤٣٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِيْ عَنْكَ ؟ قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنِّيْ ؟ قَالَ بَلَغَنِيْ أَنَّكَ وَقَعْتَ عَلٰى جَارِيَةِ آلِ فُلَانٍ قَالَ نَعَم فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَرَ بِهٖ فَرُجِمَ.[২৫৯]

১৪৩২। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত মাইজ ইবনে মালেক রা.কে বললেন, তোমার সম্পর্কে আমার কাছে যে কথাটি পৌঁছেছে সে কথাটি কি সত্য। হজরত মাইজ রা. জিজ্ঞেস করলেন আমার সম্পর্কে কি কথা পৌঁছেছে? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে তুমি অমুক বংশের বাঁদির সঙ্গে সহবাস করেছো। হজরত মাইজ রা. বললেন, হ্যাঁ। এরপর তিনি চার বার সাক্ষ্য দিলেন অর্থাৎ, স্বীকার করলেন। তারপর নবী করিম আদেশ জারি করলেন এবং তাকে প্রস্তরাঘাতে কতল করা হলো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত সাইব ইবনে ইয়াজিদ রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিসটি حسن।

শো'বা এ হাদিসটি দিমাক ইবনে হারব-সাইদ ইবনে জুবাইর সূত্রে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাহলে তাতে তিনি ইবনে আব্বাস রা. এর কথা জিকির করেননি।

দরসে তিরমিযী

উভয় বর্ণনার মাঝে সামঞ্জস্য আদেশ

প্রশ্ন : অন্যান্য রেওয়ায়াত দ্বারা জানা যায় যে, মাইজ রা. স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসেছিলেন। এসে যখন তিনি অপরাধ স্বীকার করলেন তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হতে মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে নিয়ে গেলেন। আবার তিনি অপরদিকে এসে স্বীকার করলেন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় মুখ ফিরিয়ে ফেললেন। এমনভাবে চারবার তিনি স্বীকার করলেন। আর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ফিরিয়ে ফেলেন। অথচ এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আগে সংবাদ পৌঁছে গিয়েছিলো। তারপর তিনি তাকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

উভয় বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য আদেশ এভাবে হয় যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদতো আগেই পেয়েছিলেন এবং পরে তিনি তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা ছিলো মাইজ যদি অস্বীকার করে

---

[২৫৯] আবু দাউদ-كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك, মুসনাদে আহমদ- ১/২৪৫।

তাহলে ব্যাপারটি শেষদেষ করে দিবেন। তবে তিনি এসে স্বীকার করলেন যে, আমি এ অপরাধ করেছি। তখন তিনি মুখ ফিরিয়ে ফেললেন। আবার যখন অপরদিক হতে এসে স্বীকার করলেন, তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চেহারা ঘুরিয়ে ফেললেন। এমনকি চারবার তিনি স্বীকার করলেন। অতঃপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে প্রস্তরলাগাতে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেন। এমনভাবে উভয় বর্ণনা স্বস্থানে ঠিক হয়ে যায়।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ دُرْءِ الْحَدِّ عَنِ الْمُعْتَرِفِ إِذَا رَجَعَ

অনুচ্ছেদ-৫ : স্বীকারোক্তি ফিরে গেলে তার হতে দণ্ডবিধি মওকুফ করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৬৪)

١٤٣٣ -عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ مَاعِزِ الْأَسْلَمِيُّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ زَنٰى فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الْأٰخِرِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ قَدْ زَنٰى فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الْأٰخِرِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ قَدْ زَنٰى فَأَمَرَ بِهِ فِي الرَّابِعَةِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْحَرَّةِ فَرُجِمَ بِالْحِجَارَةِ فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ فَرَّ يَشْتَدُّ حَتّٰى مَرَّ بِرَجُلٍ مَعَهُ لَحْيُ جَمَلٍ فَضَرَبَهُ بِهِ وَضَرَبَهُ النَّاسُ حَتّٰى مَاتَ فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ فَرَّ حِيْنَ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ وَمَسَّ الْمَوْتِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَلَّا تَرَكْتُمُوْهُ.[২৬০]

১৪৩৩। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাইজ আসলামি রা. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে আরজ করলেন, আমি জেনা করেছি। পরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চেহারা ফিরিয়ে ফেললেন। তারপর তিনি অপরদিক হতে এসে বললেন, আমি জেনা করেছি। এবারও তিনি চেহারা ফিরিয়ে ফেললেন। আবার আরেক দিক হতে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জেনা করেছি। তিনি যখন এভাবে চতুর্থবার স্বীকার করলেন, তখন নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করলেন এবং তাকে হার্‌রা নামক স্থানে নিয়ে যাওয়া হলো। বস্তুত হার্‌রা বলা হয় কালো পাথর বিশিষ্ট জমিকে। সেখানে তাকে পাথর মেরে কতল করা হয়। যখন তার পাথর নিক্ষেপে কষ্ট অনুভব হলো এবং পালাতে লাগলেন, এমনকি এমন এক ব্যক্তির কাছে দিয়ে অতিক্রম করতে লাগলেন যার কাছে উটের চোয়ালের হাড্ডি ছিল, তিনি সে হাড্ডি তার ওপর নিক্ষেপ করলেন। অন্যান্য লোকও তাকে মারলো। অবশেষে তার ইন্তেকাল হলো। পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরাম যেয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ বিষয়টি আলোচনা করলেন যে, যখন তার পাথর নিক্ষেপে কষ্ট হলো তখন তিনি দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেনো?

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن।

একাধিক সূত্রে এটি হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদিসটি জুহরি-আবু সালামা-জাবের ইবনে আবদুল্লাহ সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

---

[২৬০] বোখারি – كتاب الحدود, باب لا يرجم المجنون

দরসে তিরমিযী

জেনাকারির জন্য চারবার স্বীকার করা আবশ্যক

ফোকাহায়ে কেরামের মতপার্থক্য

হানাফিগণ এই হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করে বলেন, যতোক্ষণ পর্যন্ত অপরাধী চারবার স্বীকার না করবে ততোক্ষণ পর্যন্ত তার ওপর প্রস্তরাঘাত মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি জারি হবে না। যদি এক কিংবা দু'বার স্বীকার করে তাহলে এটা প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি প্রয়োগ কি করার জন্য যথেষ্ট।

যদি কোনো ব্যক্তি একবারও স্বীকার করে তবুও তাকে প্রস্তরাঘাতে কতল করা হবে। তারা হজরত আসিফ রা. এর ঘটনা দ্বারা দলিল পেশ করেন। যখন আসিফের অপরাধ সম্পর্কে জানা গেলো এবং অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দণ্ডবিধি প্রয়োগ করার নির্দেশ দিলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনাইস রা. কে বললেন,

اِغْدِ يَا اُنَيْسُ اِلٰى اِمْرَاَةِ هٰذَا فَاِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا.

অর্থাৎ, উনাইস। তুমি তার স্ত্রীর কাছে যাও যার সঙ্গে সে জেনা করেছে। যদি সে স্বীকার করে তাহলে তাকে প্রস্তরাঘাতে কতল করো। এই হাদিসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা বলেননি যে, যদি চারবার স্বীকার করে। বরং সাধারণতভাবে বলেছেন, যখন স্বীকার করে নেয় তখন তাকে প্রস্তরাঘাতে কতল করো। এতে বুঝা গেলো একবার স্বীকারও যথেষ্ট। হানাফিগণ এই হাদিসের এ জবাবে বলেন, فَاِنِ اعْتَرَفَتْ এর অর্থ, যদি প্রসিদ্ধ নিয়মানুযায়ী স্বীকার করে তাহলে প্রস্তরাঘাতে কতল করো। বস্তুত প্রসিদ্ধ নিয়ম হলো চারবার স্বীকারোক্তি আদায় করা।

প্রস্তরাঘাতের সময় পালিয়ে যাওয়া মানে স্বীকারোক্তি হতে প্রত্যাবর্তন

হানাফিগণ এ হাদিস হতে আরেকটি মাসআলা এই বের করেন যে, যদি প্রস্তরাঘাতের সময় যাকে পাথর নিক্ষেপ করা হচ্ছে সে পালিয়ে যায়, তাহলে মনে করা হবে সে স্বীয় স্বীকারোক্তি হতে প্রত্যাবর্তন করেছে। তাহলে শর্ত হলো, তার স্বীকারোক্তির মাধ্যমে অপরাধ প্রমাণিত হতে হবে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, هَلَّا تَرَكْتُمُوْهُ অর্থাৎ, তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেনো? ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, শুধু পালিয়ে যাওয়ার ফলে স্বীকারোক্তি হতে ফিরে যাওয়া প্রমাণিত হবে না। বরং যতোক্ষণ পর্যন্ত সে মৌখিকভাবে প্রত্যাবর্তন না করবে ততোক্ষণ পর্যন্ত তাকে ছাড়া যাবে না।

উভয় মাজহাবের মাঝে সামঞ্জস্য আদেশ করতে গিয়ে হজরত শাহ সাহেব রহ. বলেন, যদি লোকটি কষ্টের কারণে পালায় তাহলেতো দণ্ডবিধি বাতিল না হওয়াই উচিত। কেনোনা, স্বাভাবিকভাবে মানুষ কষ্ট-তকলিফে ভয় পায়। সুতরাং তার পলায়নের কারণে ফিরে যাওয়া প্রমাণিত হবে না। আর যদি সে ফিরে যাওয়ার জন্য পালায় তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হবে তুমি কি স্বীকারোক্তি হতে ফিরে যাচ্ছ? যদি সে বলে আমি ফিরে যাচ্ছি, তাহলে দণ্ডবিধি বাতিল হয়ে যাবে। অবশ্য হানাফিদের জাহেরি মাজহাব এটাই যে, যাকে পাথর মারা হচ্ছে সে চাই কষ্টের কারণে পালাক কিংবা স্বীকারোক্তি হতে প্রত্যাবর্তনের কারণে পালাক, উচিত ছিলো উভয় অবস্থাতে তাকে ছেড়ে দেওয়া।[২৮১]

---

[২৮১] দ্র. বাদায়ে'- ৭/৪৯ আল মাবসূত- ৯/৯১, হাশিয়াতুদ দুসুকি - ৪/৩১৮, মুগনিল মুহতাজ- ৪/১৫০।

এ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদিস

١٤٣٤ -عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ اعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَبِكَ جُنُوْنٌ ؟ قَالَ لَا-قَالَ أَحْصَنْتَ ؟ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَيْرًا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.[২৬২]

১৪৩৪। **অর্থ :** জাবের রা. হতে বর্ণিত যে, আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে জেনার ব্যাপারে স্বীকার করলো। চারবার স্বীকারোক্তির পর করিম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি পাগল? সে বললো, না। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বিবাহিত? সে বললো, হ্যাঁ। তারপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন এবং তাকে ঈদগাহে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। তবে যখন তার গায়ে পাথর লাগে তখন সে পালাতে চেষ্টা করে। লোকজন তাকে পাকড়াও করে পাথর নিক্ষেপ করলো। এমনিভাবে সে মারা গেলো। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্পর্কে ভালো কথা বললেন কিন্তু তার জানাজা নামাজ পড়াননি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

অনেক আলেমের মতে, এ হাদিসের ওপর আমল অব্যাহত যে, জেনা স্বীকারকারি ব্যক্তি যখন নিজের ব্যাপারে চারবার স্বীকারোক্তি করে তাহলে তার ওপর দণ্ডবিধি কায়েম করা হবে। এটি আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব।

অনেক আলেম বলেছেন, যখন নিজের ব্যাপারে সে একবার স্বীকারোক্তি করবেন, তখন তার ওপর দণ্ডবিধি কায়েম করা হবে। মালেক ইবনে আনাস ও শাফিই রহ. এর মাজহাব এটাই। যারা একথা বলেন তাদের দলিল হলো, হজরত আবু হুরায়রা ও জায়েদ ইবনে খালেদ রা. এর হাদিস। হাদিসটি হলো দু'ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বাদানুবাদ করতে করতে এলো। একজন বললো, হে আল্লাহর রাসূল। আমার ছেলে এ লোকের স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করেছে।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে উনাইস। তুমি এ মহিলার কাছে সকালে যাও। যদি সে স্বীকার করে তাহলে তাকে পাথর মেরে কতল করো। তিনি একথা বলেননি "সে মহিলা যদি চার বার স্বীকার করে.... ।"

দরসে তিরমিযী

হজরত মাইজ রা. এর জানাজা নামাজ পড়ালেন না কেনো?

প্রশ্ন : রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাইজ রা. এর জানাজা নামাজ পড়াননি, কিন্তু গামেদি মহিলার জানাজা নামাজ আদায় করেছেন। এতে কি হেকমত? এতে আমার কাছে যে হেকমত মত পরিলক্ষিত হয় সেটি হলো, গামেদি মহিলার ঘটনায় ব্যাপারটি ছিলো, সে মহিলা জানতো জেনা স্বীকার করার পর আমার

---

[২৬২] বোখারি- كتاب الحدود، باب رجم المحصن

এই পরিণতি হবে। তা সত্ত্বেও সে জেনার কথা স্বীকার করে। বরং এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, এখন তোমার পেটে বাচ্চা আছে, যখন এ বাচ্চা জন্ম নিবে এবং খাওয়া ও পান করার যোগ্য হবে, তখন আমার কাছে এসো। তখন সে মহিলা চলে গেলো। সন্তান প্রসব হওয়ার পর সে তার বাচ্চাকে দুধ পান করালো। যখন সে বাচ্চার আর দুধের প্রয়োজন রইলো না, তখন আবার সে মহিলা নিজের ওপর শরয়ি দণ্ডবিধি জারি করানোর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলেন। অথচ সে জানতো যে, আমাকে পাথর মেরে মেরে কতল করা হবে। তা সত্ত্বেও উপস্থিত হয়ে গেছে। এমনভাবে সে তওবার অনেক সক্রিয় পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। তবে এর পরিপন্থি হজরত মাইজ রা. এর ঘটনা। তার সম্পর্কে বর্ণনা বিভিন্ন রকম আছে। এক বর্ণনায় আছে, যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ওপর প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের ফয়সালা করলেন, তখন তিনি বললেন, লোকজন আমাকে মারিয়েছে। কেনোনা, যে সমস্ত লোকের কাছে আমি উল্লেখ করেছিলাম তারাই আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে যেয়ে অপরাধ স্বীকার করো এবং ক্ষমা চেয়ে নাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং আমি সেটা মনে করেই এসেও গিয়েছিলাম। পরবর্তীতে আমি জানতে পারলাম আমাকে প্রস্তরাঘাতে কতল করা হচ্ছে। এতে বুঝা গেলো, তার ধারণা ছিলো, যদি তিনি আগে জানতে পারতেন যে, আমাকে এভাবে পাথর নিক্ষেপে কতল করা হবে তাহলে সম্ভবত এভাবে স্বীকার করতেন না এবং পরে প্রস্তরাঘাতের সময় পালিয়ে যেতেন। এতে বুঝা গেলো, যে দৃঢ়তা গামেদি মহিলার ঘটনায় আছে এবং যতোটা বিশদ বিবরণ তার ঘটনায় রয়েছে যে, নিজের পরিণতি জানা সত্ত্বেও নিজেকে নিজে পেশ করেছে এবং এসে স্বীকার করেছে, এটা হজরত মাইজ রা. এর ঘটনায় নেই। সম্ভবত এই কারণে প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত মাইজ রা. এর জানাজা নামাজ পড়েননি এবং গামেদি মহিলার জানাজা নামাজ পড়েছেন। বরং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্পর্কে এই পর্যন্ত বলেছেন, গামেদি মহিলা এমন তওবা করেছে যদি এই তওবার এক দশমাংশও গোটা মদিনাবাসীর মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয় তাহলে গোটা মদিনাবাসীর ক্ষমা হয়ে যাবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ أَنْ يَّشْفَعَ فِي الْحُدُوْدِ

অনুচ্ছেদ–৬ : দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে সুপারিশ করা নিষেধ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৬৪)

١٤٣٥ –عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَانُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِيْ سَرَقَتْ فَقَالُوْا مَنْ يُّكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ؟ فَقَالُوْا مَنْ يَّجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِيْ حَدٍّ مِّنْ حُدُوْدِ اللهِ ؟ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَأَيْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.[২৬৩]

১৪৩৫। **অর্থ :** আয়েশা রা. হতে বর্ণিত। মাখজুমি এক মহিলা চুরি করেছিলো। তার বিষয়টি কুরাইশকে ভাবিয়ে তুলল। মাখজুম গোত্রের এক মহিলা চুরি করেছিলো যার ফলে চুরির দণ্ডবিধি তার ওপর ওয়াজিব

---

[২৬৩] বোখারি- كتاب الحدود, باب قطع للسارق الشريف মুসলিম- كتاب الحدود, باب اقامة الحد على الشريف والوضيع وغيره والنهي الخ

হয়েছিলো। এ ব্যাপারে কুরাইশ চিন্তিত হলেন, এবারতো তার হাত কাটা যাবে। তারা পরস্পরে পরামর্শ করলেন, কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলবে এবং তার কাছে সুপারিশ করবে যাতে তার ওপর দণ্ডবিধি প্রয়োগ না করা হয়। অনেকে পরামর্শ দিলেন হজরত উসামা ইবনে জায়েদ রা.। সে ব্যতিত কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রিয়। পরে তারা হজরত উসামা রা. এর কাছে গেলেন। তাকে বললেন, আপনি যেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কথা বলুন। ফলে হজরত উসামা রা. যেয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কথা বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি আল্লাহর দণ্ডবিধি হতে একটি দণ্ডবিধি সম্পর্কে সুপারিশ করছো? এরপর তিনি দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখলেন। বললেন, তোমাদের আগেকার লোকদের এ কারণে ধ্বংস করা হয়েছে যে, তাদের অভ্যাস ছিলো যখন তাদের মধ্যে কোনো অভিজাত ও উঁচু বংশের লোক চুরি করতো তখন তারা তাকে ছেড়ে দিতো। আর যখন কোনো কমজোর ব্যক্তি চুরি করতো তখন তার ওপর দণ্ডবিধি প্রয়োগ করতো। এর ফলে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ফাতেমাও চুরি করতো তাহলে আমি তার হাত কর্তন করতাম।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত মাসউদ ইবনে আ'জমা, ইবনে উমর ও জাবের রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আয়েশা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

তাকে মাসউদ ইবনুল আ'জামও বলা হয়। এ হাদিসটি তারই।

এ থেকে বুঝা গেলো শরয়ি দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে সুপারিশ করাও অবৈধ। এসব দণ্ডবিধির ব্যাপারে কারো কোনো তফাত নেই যে, অমুকের ওপর দণ্ডবিধি জারি করা যাবে আর অমুকের ওপর করা যাবে না; বরং আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান। প্রত্যেককেই আইনের সামনে জবাবদিহি করতে হবে। এটা আল্লাহ তা'আলার কানুন। কোনো মানুষের সৃষ্ট না। তাই এতে না সুপারিশের অবকাশ আছে, না ব্যতিক্রমভুক্তির সুযোগও।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَحْقِيْقِ الرَّجْمِ

অনুচ্ছেদ– ৭ : রজম সম্পর্কে যাচাই করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৬৪)

١٤٣٦ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : رَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَرَجَمَ اَبُوْ بَكْرٍ وَرَجَمْتُ وَلَوْلَا اَنِّيْ اَكْرَهُ اَنْ اَزِيْدَ فِيْ كِتَابِ اللهِ لَكَتَبْتُهُ فِي الْمَصْحَفِ فَاِنِّيْ قَدْ خَشِيْتُ اَنْ تَجِيْءَ اَقْوَامٌ فَلَا يَجِدُوْنَهُ فِيْ كِتَابِ اللهِ فَيَكْفُرُوْنَ بِهٖ.

১৪৩৬। **অর্থ :** উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রস্তরাঘাতে কতল করেছেন। আবু বকর রা. প্রস্তরাঘাতে কতল করেছেন। আমিও করেছি। যদি আল্লাহর কিতাবে বৃদ্ধিকে অপছন্দ না করতাম তাহলে আমি তা মুসহাফ শরিফে অবশ্যই লিপিবদ্ধ করতাম। কেনোনা, আমি আশংকা করি, কিছু সম্প্রদায়ের আগমন ঘটবে তারা আল্লাহর কিতাবে তা পাবে না। তখন তারা তা অস্বীকার করে বসবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আলি রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত উমর রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

একাধিক সূত্রে এটি হজরত উমর রা. হতে বর্ণিত হয়েছে।

١٤٣٧–عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ فَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَرَجَمْنَاهُ بَعْدَهُ وَإِنِّيْ خَائِفٌ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ فَيَقُولَ قَائِلٌ لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ فَيَضِلُّوْا بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ حَبَلٌ أَوْ اِعْتِرَافٌ.[২৬৪]

১৪৩৭। **অর্থ :** উমর রা. একবার বললেন, আল্লাহ তা'আলা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হক সহকারে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর ওপর কিতাব নাজিল করেছেন। তাঁর ওপর যে গ্রন্থ অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে একটি আয়াত ছিলো প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডেরও। পরে এই আয়াতের ওপর আমল করার উদ্দেশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও প্রস্তরাঘাতে কতল করেছেন। তাঁর পর আমরাও প্রস্তারাঘাতে কতল করেছি। আমি আশংকা করছি, লোকজনের ওপর দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হবে। তখন কোনো বলার ব্যক্তি বলবে, আমরা আল্লাহর কিতাবে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ পাইনা। তারপর সে এই ফরজ বিষয়টিকে বর্জন করে গোমরাহ হয়ে যাবে যেটি আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেছিলেন। ভালো করে মনে রেখো, ওই ব্যক্তির ওপর রজম হক যে জেনা করেছে, যখন সে বিবাহিত হয় এবং তার বিরুদ্ধে দলিল কায়েম হয় কিংবা মহিলা গর্ভবতী হয় কিংবা সে নিজে জেনার কথা স্বীকার করে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আলি রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

একাধিক সূত্রে এটি হজরত উমর রা. হতে বর্ণিত হয়েছে।

হজরত ওমর রা. এর শংকা এবং বর্তমান যুগ

হজরত উমর ফারুক রা. এ হাদিসে বলেছেন, আমার আশংকা রয়েছে, যখন দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়ে যাবে তখন লোকজন বলবে, আল্লাহর কিতাবে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের আয়াত মওজুদ নেই। ফলে তারা প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের কথা অস্বীকার করবে। এমন মনে হয় যে, হজরত ফারুকে আজম রা. আমাদের বর্তমান যুগ দেখে একথাটি বলেছিলেন। এ কারণে আজকাল লোকজন এটাই বলে যে, কোরআনে কারিমে তো শুধু বেত্রাঘাতের কথা রয়েছে।

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

'জেনাকারি নারী পুরুষ প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করো।' (সূরা নূর, আয়াত–২)

এতে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের উল্লেখ নেই। এ কারণে তারা প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের বিধিবদ্ধতাকেই অস্বীকার করে ফেলেছে।

---

[২৬৪] মুসনাদে আহমদ- ১/২৩, মুসলিম- كتاب الحدود، باب رجم الثيب

প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের আয়াত কি কোনো সময় কোরআনে কারিমের অংশ ছিলো?

হজরত ওমর ফারুক রা. বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তাতে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের আয়াতও ছিলো। এ উক্তির অর্থ সাধারণভাবে এটাই বর্ণনা করা হয় যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য নিম্নেযুক্ত প্রসিদ্ধ আয়াত,

اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَارْجِمُوْهُمَا اَلْبَتَّةَ نَكَالًا مِّنَ اللهِ وَ اللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

'বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা যখন জেনা করে তখন তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ হতে শাস্তিস্বরূপ অবশ্যই পাথর নিক্ষেপে কতল করো। আল্লাহ তা'আলা পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।'

এ আয়াতটি কোরআনে কারিমে প্রথমে বিদ্যমান ছিলো। পরবর্তীতে এর পাঠ মানসুখ হয়ে যায়। তবে আদেশ মানসুখ হয়নি। পরবর্তী হাদিসে হজরত উমর ফারুক রা. বলেন, যদি আমার এ আশংকা না হতো যে, আমার সম্পর্কে লোকজন বলবে, তিনি আল্লাহর কিতাবে বৃদ্ধি করেছেন, তাহলে আমি এ আয়াতটি কোরআনে কারিমে লিখে দিতাম। এর দ্বারা বুঝা যায়, এ আয়াতটি কোরআনে কারিমের অংশ ছিলো।

বলা হয়, এ আয়াতটি কোরআনে কারিমে প্রথমে বিদ্যমান ছিলো। পরবর্তীতে এর তিলাওয়াত মানসুখ হয়ে যায়। তবে আদেশ মানসুখ হয়নি। পরবর্তী হাদিসে হজরত উমর ফারুক রা. বলেন, যদি আমার এ আশংকা না হতো যে, আমার সম্পর্কে লোকজন বলবে, তিনি আল্লাহর কিতাবে বৃদ্ধি করেছেন, তাহলে আমি এ আয়াতটি কোরআনে কারিমে লিখে দিতাম। এর থেকে বুঝা যায়, এ আয়াতটি কোরআনে কারিমের অংশ ছিলো।

প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের এ আয়াতটি তাওরাতের অংশ ছিলো

কিন্তু তত্ত্বানুসন্ধানের পর যে বিষয়টি আমার কাছে صحيح মনে হয়–আল্লাহ ভালো জানেন। সঠিক হলে তা আল্লাহর পক্ষ হতে আর ভুল হলে আমার পক্ষ হতে ও শয়তানের পক্ষ হতে– সেটি হলো এ আয়াতটি কোরআনে কারিমের অংশ কখনও ছিলো না; বরং বস্তুত এটি তাওরাতের আয়াত ছিলো। তবে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ এলো, তখন তাওরাতের এ আয়াতের আদেশকে উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার জন্যও বাকি রাখা হয়। ওহীর মাধ্যমে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলে দেওয়া হয় যে এটি তাওয়াতে আয়াত, এর আদেশ আপনার উম্মতের জন্যও অবশিষ্ট আছে। এ কারণে এ আয়াত কখনও কোরআন হিসেবে লেখা হয়নি। বরং এক বর্ণনায় আছে, একবার এক সাহাবি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ الخ যেহেতু আয়াতই। অতএব এটাকে কি আমি কোরআনে কারিমের অন্যান্য আয়াতের সঙ্গে লিখবো? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। এর কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে, যদি বৃদ্ধ বিবাহিত না হয় তাহলে প্রস্তরাঘাতে কতল হয় না। আর যদি বিবাহিত বৃদ্ধ না হয় তাহলে প্রস্তরাঘাতে কতল করা হয়। এতে বুঝা গেলো, প্রস্তরাঘাতে কতল বৃদ্ধ হওয়ার ওপর নির্ভর করে না। সুতরাং এ আয়াতটি লিখো না। যদি এ আয়াতটি কোরআনে কারিমের অংশ হতো তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা লিখতে অস্বীকার করতেন কিভাবে? এবং একথা কিভাবে বলতেন যে, এ আয়াতে শায়েখ শব্দ আছে। আর শায়েখ তথা বৃদ্ধের ওপর প্রস্তরাঘাতে কতল নির্ভর করে না। কেনোনা, এটা কোরআনে কারিমের শব্দ। আর কোরআনে কারিমে পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন মর্জিতে এটা বলতে পারেন না যে, কোরআনে কারিমের অমুক শব্দের ওপর এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। সুতরাং এটাকে কোরআন মনে করো না। এর দ্বারা বুঝা গেলো, এই আয়াতটি শুরু হতেই কোরআনে কারিমের অংশ ছিলো না, বরং তাওরাতের অংশ ছিলো।

তাওরাতের অংশ হওয়ার দলিল

তাওরাতের অংশ হওয়ার দলিল হলো, তাফসিরে রুহুল মা'আনিতে একটি রেওয়ায়াত আছে, যখন ইহুদিদের মধ্যে জেনার একটি ঘটনা সংঘটিত হলো, তখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে বললো, আমাদের মধ্যে একজন নর ও নারী জেনা করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন প্রস্তরাঘাতে কতল সম্পর্কে তাওরাতে তোমরা কি পাও? তারা বললো, তাওরাতের আদেশ অনুযায়ী তাদেরকে অপমান করি এবং বেত্রাঘাত করি। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছো। তাতে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের আয়াত রয়েছে। তারা তাওরাত আনলো এবং তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পড়তে আরম্ভ করলো। তখন আবদুল্লাহ ইবনে সুরিয়া রজমের আয়াতের ওপর নিজের হাত রেখে এর পূর্বাপরের আয়াত পাঠ করলো। তখন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. তাকে বললেন, স্বীয় হাত উঠাও। যখন সে তার হাত উঠালো তখন দেখা গেলো সেখানে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের আয়াতটি আছে। অবশ্য যেহেতু এ আয়াতের আদেশ উম্মতে মুহাম্মদিয়ার ওপর বাকি রাখা হয়েছে এবং ওহীর মাধ্যমে রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলে দেওয়া হয়েছে যে, এর আদেশ আপনার উম্মতের ওপর অবশিষ্ট আছে, সেহেতু এটাকে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেছেন। সুতরাং সে প্রশ্ন মূলোৎপাটিত হয়ে গেলো যে, যদি এ আয়াতের আদেশ অবশিষ্ট হতো তাহলে এ আয়াতের পাঠ মানসুখ করে দেওয়া হলো কেনো।

দ্বিতীয় মাসআলা হলো, হজরত ফারুকে আজম রা. এ হাদিসে বলেছেন, যখন দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়ে যাবে তখন লোকজন প্রস্তরাঘাতে হওয়ার কথা অস্বীকার করবে। যেমন বর্তমানে অস্বীকার করছে। তারা দলিল এই পেশ করে যে, কোরআনে নাজিল হয়েছে নিম্নেযুক্ত আয়াত,

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

'জেনাকারি নারী পুরুষ প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করো।' (সূরা নূর, আয়াত-২)

প্রস্তরাঘাতে কতল সম্পর্কে কোনো আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। বাকি আছে হাদিসগুলো। এগুলো খবরে ওয়াহিদ। খবরে ওয়াহিদ দ্বারা আল্লাহর কিতাবের ওপর বৃদ্ধি হতে পারে না। আবার এটাও হতে পারে যে, প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের বিধানাবলি এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার আগেকার। আর এ আয়াত সেগুলোকে মানসুখ করে দিয়েছে।

যারা প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডকে অস্বীকার করে তাঁরা এ দুটো কথাই বলে। প্রথম কথা হলো প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের হাদিসগুলো খবরে ওয়াহিদ না, বরং অর্থগতভাবে মুতাওয়াতির। আমি তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিমে একটি চিত্র দিয়ে বলেছি যে, প্রস্তরাঘাতে কতল সংক্রান্ত হাদিসগুলো ৫২ জন সাহাবি হতে বর্ণিত। সুতরাং এগুলো অর্থগতভাবে মুতাওয়াতির হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। বস্তুত অর্থগতভাবে মুতাওয়াতির হাদিসগুলো দ্বারা আল্লাহর কিতাবে বৃদ্ধিও করা যায়। দ্বিতীয় কথা হলো, এটা বলা ভুল যে, প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের আহকাম এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার আগেকার। এর দলিল হলো, এ আয়াতটি হলো সূরা নূরের। বস্তুত সূরা নূর অপরাধের ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছিলো। অপরাধের ঘটনা ঘটেছিলো ৬ হিজরিতে। প্রস্তরাঘাতে কতল সংক্রান্ত সমস্ত ঘটনা ঘটেছে ৬ হিজরির পর। এর দলিল হলো, ইসলামে সর্বপ্রথম প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের ঘটনা ঘটেছিলো ইহুদিদের ব্যাপারে। যার ঘটনা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রস্তাঘাতে মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে হজরত আবদুল্লাহ ইবনুল হারেস রা. বলেন, আমি তাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যাকরীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। বস্তুত এই সাহাবি ৭ম হিজরির পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এর অর্থ এই ইহুদি নারী পুরুষের প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের ঘটনা ৭ম হিজরির পর সংঘটিত হয়েছে। এটা ইসলামে সর্বপ্রথম প্রস্তরাগাতে কতল ঘটনা। প্রস্তরাঘাতে

মৃত্যুদণ্ডের অন্যান্য ঘটনা ঘটেছে এর পরে। সুতরাং এটা বলা ঠিক নয় যে, প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের ঘটনাগুলো এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার আগেকার।

একশত বেত্রাঘাত সংক্রান্ত আয়াতের ওপর প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : আল্লাহর কিতাবে আয়াতটি ব্যাপক। এতে বিবাহিত অবিবাহিতের কোনো পার্থক্য করা হয়নি। হাদিসগুলোতে বিবাহিতকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ কারণে হাদিস দ্বারা আয়াতকে এক ধরনের মানসুখ করা হয়েছে। এর জবাব হলো, বস্তুত একটি মানসুখকরণ নয়; বরং আমার ঝোঁক এদিকে (আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন), কোরআনে কারিমের আয়াত اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ الخ এ যে আদেশ দেওয়া হয়েছে সেটি ব্যাপক। বিবাহিত অবিবাহিত উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। শুধু অবিবাহিতের সঙ্গে বিশেষিত না। কোরআনে করিম একশ বেত্রাঘাতের সাজা নির্ধারিত করেছে। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহিতের জন্য একশ বেত্রাঘাতের সঙ্গে দ্বিতীয় শাস্তি অর্থাৎ প্রস্তরাঘাতে কতল বৃদ্ধি করেছেন। যেনো বিবাহিত ব্যক্তি দু'টি সাজার উপযুক্ত হয়।

১. একশ বেত্রাঘাত। ২. প্রস্তরাঘাতে হত্যা।

এ কারণেই যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের ঘোষণা দেন তখন সে ঘোষণায় বলেন, جلد مأة والرجم অর্থাৎ, তার ওপর একশ বেত্রাঘাত এবং প্রস্তরাঘাতে হত্যা। সুতরাং যে বিবাহিত ব্যক্তি জেনা করবে তার ওপর আল্লাহর কিতাবের আলোকে একশ বেত্রাঘাত ওয়াজিব। আর সুন্নতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোকে ওয়াজিব হলো প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড।

দু'টি শাস্তিকে এক সঙ্গে প্রয়োগ করা যায়

কিন্তু মূলনীতি হলো যখন কোনো ব্যক্তি ওপর দু'টি শাস্তি একত্রিত হয় তন্মধ্যে একটি শাস্তি এমন হয়, যেটি মানুষকে মৃত্যু দান করে তখন ছোট শাস্তি বড় শাস্তির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে রাষ্ট্র প্রধানের অধিকার আছে, তিনি ইচ্ছা করলে একশ বেত্রাঘাতের শাস্তিকে মৃত্যুর সাজার মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়ে শুধু প্রস্তরাঘাতে কতল করতে পারেন। আর যদি ইচ্ছা করেন তাহলে উভয় শাস্তি জারি করতে পারেন। তাই হজরত আলি রা. যখন শুরাহা হামদানীয় নামক এক মহিলাকে পাথর নিক্ষেপে কতল করেছেন, যার ঘটনা আপনি صحيح বোখারিতে পাবেন, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃহস্পতিবার একশ বেত্রাঘাত করেছেন আর শুক্রবারে করেছেন প্রস্তরাঘাতে হত্যা। তারপর তিনি বললেন- جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللهِ وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'আমি সে মহিলাকে আল্লাহর কিতাবের আলোকে বেত্রাঘাত করেছি আর প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড কায়েম করেছি আল্লাহর রাসূলের সুন্নতের আলোকে।'

এই দুটো শাস্তিকে প্রবিষ্ট করে দিয়েছেন অন্যান্য খোলাফা। তার দ্বারা বুঝা গেলো বিবাহিতের ওপর উভয় শাস্তি স্ব স্ব কারণে প্রমাণিত। আর সূরা নূরের আয়াতকে রহিত করেনি প্রস্তরাঘাতে হত্যার হাদিস এবং না তাতে করেছে কোনো কয়েদ ও তাখসিস; বরং এটাকে স্ব স্থানে ঠিক রেখে আরেকটি শাস্তি বৃদ্ধি করেছে। এটা হলো আমার তাহকিক। আমি এ বিষয়ে আলোচনা করেছি তাকমিলায়ে ফাতহুর মুলহিমে। এর ওপর ভিত্তি করে সমস্ত বর্ণনাতে সামঞ্জস্য বিধান হয়ে যায়।

অন্তঃসত্ত্বা হওয়া জেনাকারি রমণী হওয়ার জন্য যথেষ্ট দলিল?

তৃতীয় কথা হলো, এই হাদিসের হজরত ওমর ফারুক রা. বলেছেন أَوْكَانَ حَمَلٌ এর দ্বারা দলিল করতে গিয়ে ইমাম মালেক রহ. বলেন, যদি কোনো কুমারি কন্যার পেটে সন্তান এসে যায় তাহলে এটা তার ব্যভিচারিণী

হওয়ার অকাট্য দলিল। এর ওপর ভিত্তি করে তার ওপর জেনার শাস্তি জারি হবে। এমনভাবে যদি সে মহিলা তালাকপ্রাপ্তা কিংবা বিধবা হয়, আর স্বামী হতে তার বিচ্ছিন্নতা এতো আগে হয়েছে যেটি গর্ভের অধিকাংশ মুদ্দতের বেশি। যেমন এক মহিলার স্বামী ইন্তেকাল করেছে ৫ বছর আগে এবার সে মহিলার গর্ভ স্পষ্ট হয়ে গেছে, তাহলে ইমাম মালেক রহ. এর মতে এ গর্ভ তার জেনাকারিণী হওয়ার অকাট্য দলিল। সুতরাং এর ভিত্তিতে তাকে প্রস্তরাঘাতে কতল করা যায়। চাই জেনার ওপর সাক্ষী থাকুক বা না-ই থাকুক। আর সে স্বীকার করুক বা নাই করুক। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফোকাহায়ে কেরাম বলেন, শুধু গর্ভ প্রকাশ হওয়ার ফলে জেনা প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের কারণ সাব্যস্ত হয় না। কেনোনা, এখানে এটারও সম্ভাবনা আছে যে, তার সঙ্গে কেউ জোরপূর্বক মিলিত হয়েছে (ধর্ষণ করেছে)। কারণ, জোরপূর্বক এ কর্ম করা হলে তার ওপর প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি জারি হতে পারে না। এই সন্দেহের কারণে শুধু গর্ভের ভিত্তিতেই প্রস্তরাঘাতে কতল করা যাবে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ ফোকাহায়ে কেরাম এ অনুচ্ছেদের হাদিসের এই জবাব দেন যে, أَوْكَانَ حَمَلٌ পূর্ববর্তী বাক্য أَوَاعْتِرَافٌ এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়বে। মাঝখানে او শব্দটি منع الخلو এর জন্য অর্থাৎ, এখানে মুনফাসিলা হাকিকিয়া নয়; বরং مَانِعَةُ الْخُلُوِّ যার অর্থ গর্ভ এবং স্বীকারোক্তি উভয়টি একত্রিত হতে পারে। সুতরাং যখন কোনো মহিলার পেটে বাচ্চা আসবে তখন এর ফলে তার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে, অবশেষে সে মহিলা স্বীকার করে নিবে। এবার সে মহিলার যে শাস্তি দাবি করা হবে সেটি স্বীকারোক্তির কারণে হবে, অন্তঃসত্তার কারণে না।[২৬৫]

আলোচ্য অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদিস

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : رَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَرَجَمَ اَبُوْ بَكْرٍ وَرَجَمْتُ وَلَوْلَا اَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَزِيْدَ فِي كِتَابِ اللهِ لَكَتَبْتُهُ فِي الْمُصْحَفِ فَإِنِّيْ قَدْ خَشِيْتُ أَنْ تَجِيْءَ أَقْوَامٌ فَلَا يَجِدُوْنَهُ فِيْ كِتَابِ اللهِ فَيَكْفُرُوْنَ بِهٖ.[২৬৬]

অর্থ : হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রস্তরাঘাতে কতল করেছেন। আবু বকর সিদ্দিক রা. প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড কায়েম করেছেন। আমিও প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড কায়েম করেছি। আমি যদি এ জিনিসটি অপছন্দ না করতাম যে লোকজন বলবে, তিনি আল্লাহর কিতাবে বৃদ্ধি করেছেন, তাহলে আমি প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের আয়াতটিকে মুসহাফ শরিফে লিখে দিতাম। কারণ, আমার আশংকা হচ্ছে– পরবর্তীতে কিছুসংখ্যক লোক এমন না এসে যায়, যারা প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড কায়েমকে কোরআনে কারিমে না পেয়ে অস্বীকার করে বসে।

হজরত উমর রা. এর উক্তির ব্যাখ্যা

প্রশ্ন : এ হাদিস দ্বারা অনেকে দলিল পেশ করতে গিয়ে বলেন, প্রস্তরাঘাত সংক্রান্ত আয়াত হয়তো কোরআনে কারিমের মধ্যে ছিলো। তাহলে তো এটাকে কোরআনে কারিমে লেখা উচিত ছিলো। চাই লোকজন যা কিছুই বলুক না কেনো। যদি এটা কোরআনে কারিমের আয়াত না হয় তাহলে হজরত উমর রা. এটাকে কোরআনে কারিমে লেখার ইচ্ছাই বা কেনো করলেন?

জবাব : মুসনাদে আহমদে এর বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। উমর রা. বলেছিলেন, আমার ইচ্ছা ছিলো এটাকে মুসহাফ শরিফের টীকার লিখে দিবো। যাতে এটাকে কোরআনে কারিমের অংশ তো মনে না করা হয় কিন্তু এটা

---

[২৬৫] দ্র. আল ফিকহুল ইসলামি ওয়াআদিল্লাতুহু- ৬/৪৭, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম- ২/৪৩৩।

[২৬৬] মুসনাদে আহমদ- ১/৩৬, আল মুসনাদুল জামে'- ১৩/৫৮৮।

মনে করা হয় যে, প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ সত্য। এ কারণে বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা এ বিষয়টি সামনে আসে যে, অনেক সাহাবি কিছু তাফসিরমূলক বাক্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে শুনে স্বীয় মুসহাফগুলোর টীকায় লিখেছিলেন। উমর রা. টীকাতেই লেখার ইচ্ছা করেছিলেন। তবে আশংকা ছিলো পরবর্তীতে লোকজন এটিকে আল্লাহর কিতাবের দিকেই সম্বন্ধযুক্ত করবে এবং কিতাবুল্লাহতে বৃদ্ধি ঘটাবে। এই আশংকায় আমি লিখছি না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجْمِ عَلَى الثَّيِّبِ

অনুচ্ছেদ– ৮ : বিবাহিতা জেনাকারিকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড কায়েম করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৬৪)

١٤٣٨ – عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ سَمِعَهُ مِنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَ شِبْلٍ : أَنَّهُمْ كَانُوْا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فَقَالَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهُ مِنْهُ أَجَلْ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَائْذَنْ لِيْ فَأَتَكَلَّمَ إِنَّ ابْنِيْ كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هٰذَا فَزَنَا بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُوْنِيْ أَنَّ عَلَى ابْنِيْ الرَّجْمَ فَفَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ ثُمَّ لَقِيْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَزَعَمُوْا أَنَّ عَلَى ابْنِيْ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَةِ هٰذَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هٰذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.[২৬৭]

১৪৩৮। **অর্থ :** উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রা, জায়েদ ইবনে খালেদ ও শিবল রা. এর কাছে শুনেছেন। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় দুই ব্যক্তি তাদের বিবাদ নিয়ে মীমাংসার জন্য তাঁর কাছে আসে। তাদের একজন দাঁড়িয়ে বলে, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে আল্লাহর শপথ করে বলছি, আপনি আমাদের উভয়ের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করে দিন। তার বুদ্ধিমান প্রতিপক্ষ বললো, অবশ্যই ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের উভয়ের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করে দিন এবং আমাকে কথা বলার অনুমতি দিন। আমার ছেলে তার মজুর হিসেবে নিযুক্ত ছিলো। সে তার স্ত্রীর সাথে জেনা করে ফেলে। লোকেরা আমাকে বলে, আমার ছেলের উপর রজম কার্যকর হবে। আমি এর বদলে আমার ছেলের পক্ষ থেকে তাকে শত বকরি এবং একটি গোলাম দিয়ে দিয়েছি। তারপর কয়েকজন আলেম ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তাদের মতে আমার ছেলেকে একশ বেত্রাঘাত করতে হবে এবং এক বছরের নির্বাসন দণ্ড হবে। আর এ ব্যক্তির স্ত্রীর উপর রজম কার্যকর হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি তোমাদের উভয়ের মধ্যে অবশ্যই আল্লাহর কিতাব মোতাবেক ফয়সালা করবো। একশত বকরি গোলাম তুমি ফেরত পাবে। আর তোমার ছেলেকে একশ বেত্রাঘাত করতে হবে এবং এক বছরের নির্বাসন দণ্ড হবে। হে উনাইস! ভোরে তুমি তার স্ত্রীর নিকট যাও। সে জেনার স্বীকারোক্তি করলে তাকে রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) কর। তিনি তাকে রজম করেন।

---

[২৬৭] আবু দাউদ–ابواب الحدود -ইবনে মাজাহ ,كتاب الحدود, باب فى المراة التى امر النبى صلى الله عليه وسلم برجمها : باب حدا لزنا

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত ইসহাক ইবনে মুসা আনসারি-মা'ন-মালেক-ইবনে শিহাব-উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ-আবু হুরায়রা ও জায়েদ ইবনে খালেদ জুহানি-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এর সমার্থক হাদিস বর্ণনা করেছেন।

হজরত কুতাইবা-লাইস-ইবনে শিহাব সূত্রে তাঁর সনদে মালেকের হাদিসের মতো অনুরূপ অর্থবোধ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু বকরা, উবাদা ইবনে সামেত, আবু হুরায়রা, আবু সাইদ, ইবনে আব্বাস, জাবের ইবনে সামুরা, হুজ্জাল, বুরাইদা, সালামা ইবনুল মুহাব্বিক, আবু বারজা ও ইমরান ইবনে হুসাইন রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা ও জায়েদ ইবনে খালেদ রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন মালেক ইবনে আনাস, মা'মার ও একাধিক বর্ণনাকারি জুহরি-উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাজান-আবু হুরায়রা ও জায়েদ ইবনে খালেদ সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে। তাঁরা এ সনদে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যখন বাঁদি জেনা করে তখন তাকে বেত্রাঘাত করো। তারপর যদি সে চতুর্থবারে জেনা করে তাহলে তাকে বিক্রি করো। যদিও একটি চুলের রশির বিনিময়ে হোক না কেনো।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা-জুহরি-উবায়দুল্লাহ-আবু হুরায়রা, জায়েদ ইবনে খালেদ ও শিব্‌ল সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তাঁরা বলেছেন, আমরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিলাম। অনুরূপ বর্ণনা করেছেন ইবনে উয়াইনা রহ.। এ দু'টি হাদিস হজরত আবু হুরায়রা, জায়েদ ইবনে খালেদ ও শিব্‌ল রা. হতে। ইবনে উয়াইনা রহ. এর হাদিসটি ভুল। তাতে ভুল করেছেন সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা। তিনি একটা হাদিস অপর হাদিসে প্রবিষ্ট করে দিয়েছেন। বিশুদ্ধ হলো যেটি বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে ওয়ালিদ জুবাইদি, ইউনুস ইবনে উবাইদ ও জুহরির ভাতিজা-জুহরি-উবায়দুল্লাহ-আবু হুরায়রা ও জায়েদ ইবনে খালেদ সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে। তিনি বলেছেন, বাঁদি জেনা করলে তাকে বেত্রাঘাত করো। আর জুহরি বর্ণনা করেছেন, উবায়দুল্লাহ-শিব্‌ল ইবনে খালেদ-আবদুল্লাহ ইবনে মালেক আওসি সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে। তিনি বলেছেন, "যখন বাঁদি জেনা করে।" মুহাদ্দিসিনে কেরামের মতে, এটাই صحيح।

হজরত শিব্‌ল ইবনে খালেদ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাননি। শিব্‌ল কেবল রেওয়ায়াত করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে মালেক আওসি সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে। এটাই صحيح। ইবনে উয়াইনার হাদিসটি সংরক্ষিত না। তার হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, শিব্‌ল ইবনে হামিদ, এটা ভুল। আসলে ইনি হলেন শিব্‌ল ইবনে খালেদ। তাকে শিব্‌ল ইবনে খুলাইদও বলা হয়ে থাকে।

স্বীকারোক্তি একবার যথেষ্ট হওয়ার ব্যাপারে শাফেয়িদের দলিল

এ হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করে ইমাম শাফেয়ি রহ. বলে যে, জেনা প্রমাণিত হওয়ার জন্য একবার স্বীকার করাই যথেষ্ট। চারবার স্বীকার করা আবশ্যক না। কেনোনা, এ হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত উনাইস রা. কে বললেন, যখন সে মহিলা স্বীকার করবে তখন তাকে পাথর মেরে কতল করবে। এটা বলেননি যে, যখন চার বার স্বীকার করবে তারপর প্রস্তরাঘাতে কতল করবে।

হানাফিগণ এর এই জবাব দেন যে, স্বীকারোক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য মশহুর স্বীকারোক্তি ছিলো। আর মশহুর স্বীকারোক্তি হলো চার বার তা স্বীকারোক্তি দেওয়া।

আলোচ্য অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদিস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوْهَا فَإِنْ زَنَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَبِيعُوْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ.[২৬৮]

অর্থ : হজরত আবু হুরায়রা রা. ও হজরত জায়েদ ইবনে খালেদ রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যদি কোনো বাঁদি জেনা করে তাহলে তাকে বেত্রাঘাত করো। আর যদি চতুর্থবার জেনা করে তাহলে তাকে বিক্রি করে নাও। একটি রশির বিনিময়ে হলেও।

জেনাকারি বাঁদিকে বিক্রি করার নির্দেশ কেনো দিয়েছেন?

প্রশ্ন : যখন বাঁদির জেনা করার অভ্যাস হয়ে গেছে তাহলে তো সে বাঁদি খুবই খারাপ। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে নিজের কাছে রেখো না। বরং বিক্রি করে দাও। প্রশ্ন হয় নিজের বালা অন্যের মাথায় কেনো ফেলা হবে? কারণ, হাদিস শরিফে আছে, যে জিনিসকে তোমরা নিজের জন্য অপছন্দ করো সেটাকে নিজের ভাইয়ের জন্য পছন্দ করো না। সুতরাং যখন খারাপ বাঁদিকে তোমরা নিকের ঘরে রাখা পছন্দ করো না তখন অন্যের কাছে বিক্রি করে তার মাথার ওপর এ বাঁদি কেনো ফেলছো?

জবাব : কখনও এমন হয় যে, অন্যের কাছে বিক্রি করার ফলে অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন হতে পারে- তখন সে বাঁদি যে জায়গায় থাকতো সেখানে সে কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করে রেখেছে। বিক্রির ফলে যখন সে বাঁদি এখান হতে চলে যাবে তখন হতে পারে তার এ বন্ধুত্ব শেষ হয়ে যাবে এবং তার সংশোধন হয়ে যাবে। এটাও হতে পারে যে, এ মনিব এ বাঁদিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। তবে যখন অন্য মনিবের কাছে যাবে তখন সে তার যথার্থ প্রশিক্ষণ ও তরবিয়ত করতে পারবে। তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে। এ কারণে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ দিয়েছেন তাকে বিক্রি করার জন্য।

বিবাহিতের দুই শাস্তি একশ বেত্রাঘাত এবং প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড

١٤٣٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ زَاذَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خُذُوْا عَنِّيْ فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا اَلثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ الرَّجْمُ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ.[২৬৯]

১৪৩৯। **অর্থ :** উবাদা ইবনে সামেত রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার নিকট হতে তোমরা এ আদেশটি নিয়ে নাও। কেনোনা, আল্লাহ তা'আলা মহিলাদের জন্য রাস্তা বের করে দিয়েছেন। বিবাহিত-বিবাহিতার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে একশ বেত্রাঘাত, তারপর প্রস্তরাঘাতে হত্যা। আর অবিবাহিত-অবিবাহিতার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে একশ বেত্রাঘাত এবং এক বছর দেশান্তর।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। অনেক সাহাবি আলেমের মধ্যে এর ওপর আমল অব্যাহত। তন্মধ্যে রয়েছেন–হজরত আলি ইবনে আবু তালেব, উবাই ইবনে কা'ব, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ

---

[২৬৮] বোখারি–كتاب الحدود, باب اذا زنت الامة, আবু দাউদ- كتاب المحاربين, باب فى الامة تزنى ولم تحصن

[২৬৯] মুসলিম–كتاب الحدود, باب حد الزنا, আবু দাউদ- كتاب الحدود, باب فى الرجم

রা.সহ আরও অনেকে। তাঁরা বলেছেন, বিবাহিতাকে বেত্রাঘাত করা হবে এবং প্রস্তরাঘাতে কতল করা হবে। অনেক আলেম এ মতই পোষণ করেছেন। এটি ইসহাক রহ. এর মাজহাব। আর অনেক সাহাবা আলেম বলেছেন– তন্মধ্যে রয়েছেন হজরত আবু বকর, উমর রা. প্রমুখ–বিবাহিতের ওপর কেবলমাত্র প্রস্তরাঘাতে হত্যা, তাকে বেত্রাঘাত করা হবে না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একাধিক হাদিসে হজরত মাইজ রা. প্রমুখ সাহাবির ঘটনায় অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি প্রস্তরাঘাতের নির্দেশ দিয়েছেন এবং প্রস্তরাঘাতের আগে বেত্রাঘাতের নির্দেশ দেননি। অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমর অব্যাহত। সুফিয়ান সাওরি ইবনে মুবারক, শাফেয়ি ও আহমদ রহ. এর মাজহাব এটাই।

এতে কোরআনে কারিমের নিম্নোক্ত আয়াতের দিকে ইশারা করেছেন,

وَالّٰتِيْ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا (سورة النساء : ١٥)

'আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা জেনাকারি তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হতে চারজন পুরুষকে সাক্ষী হিসেবে তলব করো। তারপর যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে সংশ্লিষ্টদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখো যে পর্যন্ত মৃত্যু তাদেরকে তুলে না নেয়, কিংবা আল্লাহ তাদের জন্য কোনো রাস্তা নির্দেশ না করেন।'

ইসলামের প্রথমদিকে এই আয়াতের আলোকে এই আদেশ ছিলো যে, যদি কোনো মহিলা জেনা করে তাহলে তাকে ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হবে মৃত্যুর পর্যন্ত কিংবা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অন্য কোনো রাস্তা বের করে দেওয়া পর্যন্ত। সুতরাং এ আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত ছিলো যে, জেনাকারিণী মহিলাদের জন্য অন্য কোনো আদেশ আসন্ন ছিলো। তারপর এ হাদিসে সে দ্বিতীয় আদেশটি বলে দিয়েছেন যে, সে দ্বিতীয় আদেশটি এসে গেছে। সে আদেশটি হলো, যখন কোনো বিবাহিত, আরেক বিবাহিতার সঙ্গে ব্যভিচার করে তখন তাকে একশ বেত্রাঘাত লাগানো হবে, তারপর পাথর মেরে মৃত্যুদণ্ডের করা হবে।

এ হাদিস দ্বারা এর সমর্থন হয় যা আমি পেছনে আরজ করেছি যে, বিবাহিতের জন্য আসলে তো উভয় শাস্তি একই সময়ে ওয়াজিব। একশ বেত্রাঘাতও আবার প্রস্তরাঘাতে হত্যাও। এটি আরেকটি ব্যাপার যে, শাসকের এখতিয়ার আছে, তিনি ছোট শাস্তিকে বড় শাস্তিতে প্রবিষ্ট করিয়ে দিতে পারেন। যখন অবিবাহিত অবিবাহিতার সঙ্গে জেনা করে তখন একশ বেত্রাঘাত এবং এক বছর দেশান্তর। ইমাম শাফেয়ি রহ. এক বছরের দেশান্তরকেও দণ্ডের একটি অংশ সাব্যস্ত করে। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, অবিবাহিতের দণ্ড শুধু একশ বেত্রাঘাত। আর এক বছরের দেশান্তর দণ্ডের অংশ নয়; বরং তাজিরের (শাসনের) জন্য। সুতরাং যদি শাসক অনুভব করেন যে, তার এখানে থাকার ফলে ফ্যাসাদ ছড়াবে তাহলে এক বছরের জন্য দেশান্তর করে দিবেন।

অবিবাহিতের দুই শাস্তি–একশ বেত্রাঘাত ও দেশান্তর

এর দলিল হলো, কয়েকটি বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে দেশান্তরের শাস্তি বাস্তবায়িত হয়েছিলো। তবে হজরত ফারুকে আজম রা. হতে একটি ঘটনা ঘটার পর তিনি বললেন, ভবিষ্যতে আমি কখনও দেশান্তর করবো না। সে ঘটনাটি এই হয়েছিলো যে, এক ব্যক্তিকে যখন দেশান্তর করা হয়েছিলো, তখন সে দারুল হরব তথা শত্রু কবলিত রাষ্ট্রে চলে গিয়েছিলো। যদি দেশান্তর করা দণ্ডবিধির অংশ হতো তাহলে হজরত ফারুকে আজম রা. এটাই কিভাবে বলতে পারতেন যে, আমি ভবিষ্যতে কখনও দেশান্তর করবো না? কারণ, দণ্ডবিধি বাতিল করার এখতিয়ার রাষ্ট্র প্রধানের থাকে না। এতে বুঝা গেলো, এটা ছিলো তাজির। তাজিরে রাষ্ট্রপ্রধানের এখতিয়ার থাকে, তা জারি করতেও পারেন নাও করতে পারেন।

হানাফিদের মূল দলিল হলো, কোরআনে কারিমে শুধু একশ বেত্রাঘাতের উল্লেখ রয়েছে, দেশান্তরের আলোচনা নেই। এবার খবরে ওয়াহিদগুলোর দ্বারা আল্লাহর কিতাবের ওপর বৃদ্ধি হতে পারে না। সুতরাং দেশান্তরকে তাজির সাব্যস্ত করা হবে।[২৭০]

بَابُ تَرَبُّصِ الرَّجْمِ بِالْحُبْلٰى حَتّٰى تَضَعَ

অনুচ্ছেদ-৯ : গর্ভবতীর সাজা প্রসব পর্যন্ত অপেক্ষা করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৬৭)

١٤٤٠ -عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّ اِمْرَأَةً مِّنْ جُهَيْنَةَ اعْتَرَفَتْ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِالزِّنَا فَقَالَتْ إِنِّيْ حُبْلٰى فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَلِيَّهَا فَقَالَ أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَأَخْبِرْنِيْ فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِرَجْمِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَجَمْتَهَا ثُمَّ تُصَلِّيْ عَلَيْهَا فَقَالَ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلّٰهِ.[২৭১]

১৪৪০। **অর্থ :** ইমরান ইবনে হুসাইন রা. হতে বর্ণিত। জুহাইনা গোত্রের এক মহিলা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জেনার কথা স্বীকার করলেন। জেনার কথা স্বীকার করার পর বললেন, আমি গর্ভবতী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে মহিলার অভিভাবককে ডাকালেন। তাকে বলেন, তার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো। যখন তার সন্তান ভূমিষ্ট হবে তখন আমাকে অবহিত করো। তিনি তাই করলেন। তারপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন। তার কাপড় দিয়ে তার শরির বেঁধে দেওয়া হলো। তারপর প্রস্তরাঘাতে কতলের নির্দেশ দিলেন। ফলে তাকে পাথর মেরে কতল করা হলো। তারপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাজা নামাজ পড়লেন। তখন হজরত উমর রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিইতো তাকে পাথর মেরে কতল করেছেন, আবার আপনিই তার জানাজা নামাজ পড়ছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে মহিলা এমন তওবা করেছে যদি মদিনাবাসীদের মধ্য হতে সত্তর জনের ওপর তা বণ্টন করে দেওয়া হয় তাহলে সবার জন্য তা যথেষ্ট হবে। তোমরা কি তার চেয়ে আফজাল তওবার কল্পনা করতে পারো? সে আল্লাহর জন্য তার নিজের জান দিয়েছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

অর্থাৎ, তিনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন এটা বড়ই ধৈর্যমূলক এবং অনেক উঁচু মর্যাদার ছিলো। অনেক সময় এমন হয় যে, যখন মানুষ হতে কোনো পাপ হয়ে যায় তখন সাময়িকভাবে লজ্জা এবং দুঃখ অনেক হয়। তবে যতোই সময় অতিক্রান্ত হয় তখন লজ্জা ও দুঃখ দুর্বল হয়ে পড়ে। তবে সে মহিলা এমন দৃঢ়তার দলিল দিয়েছেন যে, দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলো, সন্তান জন্ম নিলে বাচ্চা বড় হলো, তিনি তার দুধ ছাড়ালেন। এমনকি যখন সে বাচ্চা রুটি খাওয়ার যোগ্য হলো তখন শাস্তি জারি করানোর জন্য দ্বিতীয়বার হাজির হলেন। অথচ যখন

---

[২৭০] দ্র. আল মাবসূত- ৯/৪৪, বাদায়ে' ৭/৩৯, মুগনিল মুহতাজ- ৪/১৪৭, আল মুহাজ্জাব-শিরাজি- ২/২৬৭, হাশিয়াতুদ দুসুকি- ৪/৩২২, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম- ২/৪০৭, ইলাউস সুনান- ১১/৫৬২।

[২৭১] মুসলিম- كتاب الحدود, باب من اعترف على نفسه بالزنا, আবু দাউদ- كتاب الحدود, باب المراة التى امر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمها-

সন্তান জন্ম হয়ে যায়, তখন বাচ্চার সঙ্গে সম্পর্ক শিশুর প্রতি মহব্বত এবং তাতে বর্জন করার ধারণা আর তার একাকিত্ব ও মা বিহীন হয়ে যাওয়ার খেয়াল এসব বিষয় মানুষকে ফুসলিয়ে ফেলে। তবে এসব প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে সে মহিলা নিজের ওপর এতো কঠিন শাস্তি জারি করিয়েছেন। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার তওবার কদর করলেন এবং তার জানাজা নামাজ পড়লেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ رَجْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ–১০ : আহলে কিতাবকে রজম কতল করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৬৫)

١٤٤١ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَجَمَ يَهُوْدِيًّا وَيَهُوْدِيَّةً.[২৭২]

১৪৪১। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ইহুদি পুরুষ ও নারীকে প্রস্তরাঘাতে কতল করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসে একটি ঘটনা রয়েছে। এ হাদিসটি حسن صحيح।

١٤٤٢ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَجَمَ يَهُوْدِيًّا وَيَهُوْدِيَّةً.

১৪৪২। **অর্থ :** জাবের ইবনে সামুরা রা. হতে বর্ণিত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ইহুদি পুরুষ ও মহিলাকে পাথর নিক্ষেপে কতল করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন এ অনুচ্ছেদে হজরত ইবনে উমর, বারা, জাবের, ইবনে আবু আওফা, আবদুল্লাহ ইবনে হারেস, ইবনে জাজ ও ইবনে আব্বাস রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, জাবের ইবনে সামুরা রা. এর হাদিসটি এ সনদে হাসান غريب। অধিকাংশ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা বলেছেন, যখন আহলে কিতাব বিবাদ করে এবং তাদের মুকাদ্দমাকে মুসলমান শাসকদের কাছে পেশ করে তাহলে তারা কিতাব ও সুন্নাহ এবং মুসলমানদের বিধি আদেশ অনুযায়ী ফয়সালা করবেন। এটি আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব।

আর অনেকে বলেছেন, ব্যভিচারের ক্ষেত্রে তাদের ওপর দণ্ডবিধি কায়েম করা হবে না। তাহলে প্রথম উক্তিটি আসাহ্।

তাদের প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের ঘটনা প্রসিদ্ধ। তারা যখন জেনা করেছে তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাদের উপস্থিত করা হয়েছে তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তাওরাতে প্রস্তরাঘাতে নিক্ষেপ সংক্রান্ত কি আদেশ? পূর্ণ ঘটনা সবিস্তারে পেছনে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং তাকে পাথর মেরে কতল করা হয়েছে। এটা ছিলো ইসলামে সর্বপ্রথম প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের ঘটনা। এই ঘটনা দ্বারা শাফেয়িগণ এর ওপর দলিল পেশ করেছেন, احصانপ্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের জন্য মুসলমান হওয়ার

---

[২৭২] আল-মুসনাদুল জামে'- ১০/৫১৬।

শর্ত না। সুতরাং যদি অমুসলিম জেনা করে আর বিবাহিত হয় তাহলে তার ওপরও প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি আরোপিত হবে। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে, ইহসান প্রস্তরাঘাতে জন্য মুসলমান হওয়া শর্ত। সুতরাং যদি অমুসলিম বিবাহিত ব্যক্তি জেনা করে তাহলে তার শাস্তি প্রস্তরাঘাতে কতল নয়; বরং ১০০ বেত্রাঘাত।

তারা এই দলিল পেশ করেন যে, এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইহসান প্রস্তরাঘাতের জন্য মুসলমান হওয়া শর্ত। এ হাদিসের সনদের ওপর শাফেয়ি প্রমুখ কালাম করেছেন। হানাফিরা দলিল সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন যে হাদিসটি صحيح।

বাকি রইলো এ অনুচ্ছেদের হাদিস। এর সম্পর্কে অনেক হানাফি বলেন, এই ইহুদি নারী পুরুষ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এসে বলেছিলেন তাওরাত অনুযায়ী আমাদের ফয়সালা করুন। ফলে তাওরাতের আদেশ অনুযায়ী তাদেরকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের ফয়সালা করেন। ইসলামের আদেশ অনুযায়ী প্রস্ত রাঘাতে ফয়সালা করেননি তিনি।

ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস রহ. বলেন, তাদের ওপর প্রস্তরাঘাত বস্তুত ইসলামি বিধানের কারণেই হয়েছিলো। তবে সে জমানা পর্যন্ত প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের ইহসানের জন্য মুসলমান হওয়া শর্ত সাব্যস্ত করা হয়নি। পরবর্তীতে ইসলামকে পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ডের ইহসানের জন্য শর্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং এ ঘটনা এর আগেকার।[২৭৩]

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّفْيِ

অনুচ্ছেদ–১১ : দেশান্তর করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৬৭)

١٤٤٣ –عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَأَنَّ اَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَ أَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ.[২৭৪]

১৪৪৩। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেত্রাঘাত করেছেন আর দেশান্তর করেছেন। আবু বকর রা. এবং উমর রা. বেত্রাঘাত করেছেন আর দেশান্তরিত করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, হজরত আবু হুরায়রা, জায়েদ ইবনে খালেদ ও উবাদা ইবনে সামেত রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে উমর রা. এর হাদিসটি غريب।

একাধিক বর্ণনাকারি আবদুল্লাহ ইবনে ইদরিস হতে এটি মারফু' আকারে বর্ণনা করেছেন। আর অনেকে এ হাদিসটি আবদুল্লাহ ইবনে ইদরিস-উবায়দুল্লাহ-নাফে'-ইবনে উমর রা. সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আবু বকর রা, মেরেছেন এবং দেশান্তর করেছেন। এমনভাবে উমর রা. মেরেছেন ও দেশান্তর করেছেন।

আবু সাইদ আশাজ্জ, আবদুল্লাহ ইবনে ইদ্‌রিস হতে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, ইবনে ইদরিসের রেওয়ায়াত ব্যতিত উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর হতে অনুরূপ। এমনভাবে এটি রেওয়ায়াত করেছেন মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক-নাফে'–ইবনে উমর রা. হতে যে, আবু

---

[২৭৩] দ্র. আল ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহ- ৬/৪২, আল মাবসুত- ৯/৩৯, বাদায়ে'-৭/৩৮, রদদুল মুহতার- ৪/১৬, হাশিয়াতুদ দুসকি- ৪/৩২০, মুগনিল মুহতাজ- ৪/১৪৭, আল মুহাজ্জাব-শিরাজি- ২/২৬৭।

[২৭৪] আল মুসনাদুল জামে'- ১০/৫১৬।

বকর রা. মেরেছেন ও দেশান্তর করেছেন। এমনিভাবে উমর রা. মেরেছেন ও দেশান্তর করেছেন। তাহলে এতে তারা "নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে" কথাটি রেওয়ায়াত করেননি।

দেশান্তর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে صحيح হিসেবে প্রমাণিত আছে।

হজরত আবু হুরায়রা রা., জায়েদ ইবনে খালেদ ও উবাদা ইবনে সামেত রা. প্রমুখ এটি নবী করিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। সাহাবা আলেমগণের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তন্মধ্যে রয়েছেন, আবু বকর, উমর, আলি, উবাই ইবনে কা'ব, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও আবু জর রা. প্রমুখ। অনুরূপভাবে একাধিক ফোকাহায়ে তাবেয়িন হতে এটি বর্ণনা করা হয়েছে। সুফিয়ান সাওরি, মালেক ইবনে আনাস, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, শাফেয়ি, আহমদ, ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব এটাই।

এর থেকে বুঝা গেলো, দেশান্তর করাও শাস্তি, কিন্তু শাফেয়িগণের মতে এটা দণ্ডবিধির একটি অংশ। আর হানাফিদের মতে এটা শাসন। বিস্তারিত ওপরে বলা হয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْحُدُودَ كَفَّارَةٌ لِأَهْلِهَا

অনুচ্ছেদ– ১২ : দণ্ডবিধিতা প্রাপ্তদের জন্য কাফ্ফারা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৬৭)

١٤٤٤ -عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْ مَجْلِسٍ فَقَالَ تُبَايِعُوْنِيْ عَلٰى أَنْ لَّا تُشْرِكُوْا بِاللهِ شَيْئًا وَّلَا تَسْرِقُوْا وَلَا تَزْنُوْا قَرَأَ عَلَيْهِمُ الْآيَةَ فَمَنْ وَفٰى مِنْكُمْ فَأَجْرُهٗ عَلَى اللهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَهُوَ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهٗ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهٗ.[২৭৫]

১৪৪৪। **অর্থ :** উবাদা ইবনে সামেত রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসে গেলাম। তিনি বললেন, তোমরা এর ওপর বায়আত হও যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে কাউকে অংশীদার বানাবে না, চুরি করবে না, জেনা করবে না এবং এ সম্পর্কেই আয়াত তিলাওয়াত করেছেন এবং বলেছেন, যে স্বীয় এই চুক্তিপূর্ণ করবে তার প্রতিদান আল্লাহ তা'আলা দান করবেন। আর যে ব্যক্তি এসব পাপের মধ্য হতে কোনো গুনাহে লিপ্ত হবে, আর তাকে এর ফলে শাস্তি দেওয়া হবে তার এই শাস্তি তার জন্য কাফফারা তথা প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে। আর যদি কোনো ব্যক্তি কোনো পাপ করে ফেলে কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার পাপকে ঢেকে রাখেন, তাহলে আল্লাহ আআলার ইচ্ছা চাই তাকে সাজা দেন কিংবা ইচ্ছে করলে মাফ করেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আলি, ইবনে আবদুল্লাহ ও খুজাইমা ইবনে সাবেত রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, উবাদা ইবনে সামেত রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেছেন, দণ্ডসমূহ দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি জন্য কাফ্ফারা হবে। এ প্রসঙ্গে এ হাদিস অপেক্ষা সুন্দরতম কোনো হাদিস আমি শুনিনি। ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো পাপ করেছে তারপর

---

[২৭৫] বোখারি- كتاب الحدود، باب الحدود كفارات لاهلها- মুসলিম- كتاب الايمان، باب علامة الايمان حب الانصار-

আল্লাহ তা'আলা তা গোপন করেছেন, সে যেনো তা গোপন করে এবং তার ও তার প্রভুর মাঝে তাওবা করে–এটা আমি পছন্দ করি। অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে এ বিষয়টি হজরত আবু বকর ও উমর রা. হতে যে, তাঁরা এক ব্যক্তিকে নিজের অপরাধ গোপন রাখতে আদেশ দিয়েছেন।

আপনি এ হাদিস এবং এ আলোচনা হয়তো বোখারি শরিফে পড়েছেন যে, দণ্ডবিধি জারি হওয়ার ফলে পাপ মাফ হয় কিনা? দণ্ডবিধিগুলো ঢেকে রাখার কারণ না।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْإِمَاءِ

অনুচ্ছেদ– ১৩ : বাঁদিদের ওপর দণ্ডবিধি কায়েম করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৬৭)

١٤٤٥ –عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا ثَلَاثًا بِكِتَابِ اللهِ فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَبِيْعُهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِّنْ شَعْرٍ.

১৪৪৫। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কারো বাঁদি জেনা করা তখন সে যেনো তাকে আল্লাহর কিতাবের আলোকে তিনটি বেত্রাঘাত করে। এর পর যদি পুনরায় এ কর্মে লিপ্ত হয় তাহলে তাকে একটি পশমী রশির বিনিময়ে হলেও যেনো বিক্রি করে দেয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আলি, আবু হুরায়রা, জায়েদ ইবনে খালেদ ও শিব্‌ল–আবদুল্লাহ ইবনে মালেক আওসি সূত্রে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

এটি একাধিক সূত্রে তাঁর হতে বর্ণিত হয়েছে। সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা রাজা তথা শাসক ব্যতিত ব্যক্তি নিজেই তার গোলামের ওপর দণ্ড জারি করার মতপোষণ করেছেন। আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব এটাই।

আর অনেকে বলেছেন, শাসকের কাছে মুকাদ্দমা পেশ করতে হবে, সে নিজে দণ্ড কায়েম করবে না। প্রথম উক্তিটি আসাহ্।

١٤٤٦ –عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ قَالَ : خَطَبَ عَلِيٌّ فَقَالَ يَآ أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيْمُوْا الْحُدُوْدَ عَلٰى أَرِقَّائِكُمْ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَّمْ يُحْصِنْ وَإِنَّ أَمَةً لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ زَنَتْ فَأَمَرَنِيْ أَنْ أَجْلِدَهَا فَإِذَا هِيَ حَدِيْثَةُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ فَخَشِيْتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا أَوْ قَالَ تَمُوْتَ فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ أَحْسَنْتَ.[২৭৬]

১৪৪৬। **অর্থ :** আবু আবদুর রহমান সুলামি রহ. বলেন, একবার আলি রা. বক্তব্য রাখতে গিয়ে বললেন, জনতা। স্বীয় গোলামদের ওপর দণ্ডবিধি জারি করো, চাই তারা বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত। কেনোনা, গোলামের ওপর অর্ধেক দণ্ডবিধি জারি হয়। চাই সে বিবাহিতই হোক না কেনো। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক বাঁদি জেনা করলো। তখন তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, তাকে বেত্রাঘাত করো।

---

[২৭৬] আল মুসনাদুল জামে'- ১৩/২৮৯, মুসনাদে আহমদ- ১/১৫৬।

যখন আমি তার কাছে এলাম, তখন জানতে পারলাম, কেবলমাত্র তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। এখন তার নিফাসের সময়। আমার আশংকা হলো, যদি আমি তখন বেত্রাঘাত করি তাহলে সে মরে যায় কিনা। ফলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে এ ব্যাপারে বললাম, তখন তিনি বললেন, তাকে ছেড়ে দিয়ে ভালোই করেছো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

সুন্দীর নাম হলো ইসমাইল ইবনে আবদুর রহমান। তিনি তাবেয়িনের অন্তর্ভুক্ত। হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. হতে তিনি শুনেছেন এবং হুসাইন ইবনে আলি ইবনে আবু তালেব রা. এর সংগে তার সাক্ষাৎ হয়েছে।

দরসে তিরমিযী

মনিব তার গোলামের ওপর নিজেই কি দণ্ডবিধি জারি করতে পারে?

ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, হজরত আলি রা. যে বলেছেন, 'স্বীয় গোলামদের ওপর দণ্ডবিধি জারি কর' এটা প্রকৃত অর্থেই প্রযোজ্য। সুতরাং মনিবের অধিকার আছে, সে নিজে আপন গোলামের ওপর দণ্ডবিধি প্রয়োগ করতে পারবে।

কিন্তু হানাফিগণ বলেন, এর অর্থ, শাসককে এর জেনা সম্পর্কে অবহিত করো এবং শরয়ি সাক্ষ্যের মাধ্যমে এই অপরাধ দলিল করো। তারপর শাসকই তার ওপর দণ্ডবিধি কায়েম করবেন। তিনি যে বলেছেন, 'দণ্ডবিধি কায়েম কর'–এর অর্থ, দণ্ডবিধি বাস্তবায়িত করাও। অর্থাৎ, এমন করোনা যে, যেহেতু সে তোমাদের গোলাম সেহেতু তাকে (তাঁর দোষ) গোপন রাখো এবং তাদের ওপর দণ্ডবিধি কায়েম করানো হতে বিরত থাকো।[২৭৭]

ওজরের জন্যে কি বেত্রাঘাতের শাস্তি পিছিয়ে দেওয়া যায়?

এ হাদিস দ্বারা ফোকাহায়ে কেরাম দলিল পেশ করেছেন, যদি কোনো ব্যক্তির ওপর বেত্রাঘাতের দণ্ড প্রয়োগ হয় কিন্তু লোকটি এতোই দুর্বল কিংবা এতো রুগ্ন যে বেত্রাঘাতের কারণে তার মৃত্যুর আশংকা হয়, তাহলে তখন বেত্রাঘাতের বিষয়টি পিছিয়ে দেওয়া হবে। যতোক্ষণ না সে শংকা মুক্ত হবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حَدِّ السَّكْرَانِ

অনুচ্ছেদ–১৪ : মাতালের দণ্ডবিধি প্রসংগে (মতন পৃ. ২৬৭)

١٤٤٧ –عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ضَرَبَ الْحَدَّ بِنَعْلَيْنِ أَرْبَعِيْنَ قَالَ مِسْعَرٌ أَظُنُّهُ فِي الْخَمْرِ.[২৭৮]

১৪৪৭। **অর্থ :** আবু সাইদ খুদরি রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই জুতা ৪০ বার মেরে দণ্ডবিধি জারি করেছেন। হজরত মিস'আর রহ. বলেন, আমি মনে করি সে শাস্তি ছিলো শরাব পান বিষয়ক।

---

[২৭৭] দ্র.-তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম- ২/৪৭৯।

[২৭৮] আল মুসনাদুল জামে'- ৬/৩৫৩, মুসনাদে আহমদ- ৩/৩২, ৯৮।

দরসে তিরমিযী

শরাবে দণ্ডবিধি কত বেত্রাঘাত—চল্লিশ না আশি?

শাফেয়িদর মতে, শরাবের দণ্ড চল্লিশ ঘা বেত্রাঘাত আর হানাফিদের মতে আশি ঘা বেত্রাঘাত। শাফেয়িগণ এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন। তাতে প্রিয় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চল্লিশ বার জুতা মেরেছেন। কয়েকটি বর্ণনায় চল্লিশ এর সংখ্যা এসেছে। অনেক বর্ণনায় চল্লিশ বেত্রাঘাত, কোনো রেওয়ায়াতে চল্লিশ জুতা, কোনো রেওয়ায়াতে চল্লিশ ডালের কথা এসেছে।

হানাফিগণ বলেন, শরাব পান করলে আশি ঘা বেত্রাঘাত হবে। তাদের দলিল হজরত উমর ফারুক রা. আশি ঘা বেত্রাঘাত দণ্ডবিধি হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন।

আর সেসব হাদিস যেগুলোতে চল্লিশ সংখ্যা এসেছে। এগুলো সম্পর্কে হানাফিগণ বলেন, এসব হাদিসে চল্লিশ সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে এটাও আছে যে, যে জিনিসের মাধ্যমে মারা হয়েছিলো সেগুলো হয়তো দুই জুতা কিংবা এমন বেত যেটির দুই মাথা ছিলো। কিংবা এমন ডাল ছিলো যেটির দুটি ডাল ছিলো। যেনো উপকরণের মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দ্বিগুণ মারের যোগ্যতা ছিলো। সুতরাং যখন দু' জুতা চল্লিশ বার মারা হলো, তখন আশি হয়ে গেলো। এমনভাবে দুই শাখা বিশিষ্ট ডাল চল্লিশ বার মারা হলে আশি হয়ে গেলো। আর যখন এমন বেত চল্লিশ বার মারা হলো যার দুই মাথা ছিলো, তখন আশি হয়ে গেলো। এমনভাবে দুই শাখা বিশিষ্ট ডাল চল্লিশ বার মারা হলে আশি হয়ে যায়। পরবর্তীতে ফারুকে আজম রা. স্পষ্টভাবে আশি সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে শরাব পানের দণ্ড বাস্তবায়িত হওয়ার ঘটনাগুলো যেসব বর্ণনায় এসেছে সেসবে দ্বিবচনের শব্দ বিদ্যমান রয়েছে। এতে বুঝা গেলো, আসল সাজাতো আশি ঘা বেত্রাঘাত কিন্তু এ সাজাকে এমনভাবে সংক্ষিপ্ত করা যায় যে, দ্বিগুণ বেত মেরে দেওয়া হবে চল্লিশ বার।

হানাফি মাজহাবের বিস্তারিত বর্ণনা

এর সামান্য আরেকটু বিস্তারিত বর্ণনা প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে চল্লিশ ঘা বেত্রাঘাত করা হয়েছে দু' জুতা মারা হয়েছে সেহেতু সাহাবায়ে কেরামের যুগ হতে এ সম্পর্কে মতপার্থক্য হয়ে গেছে যে, দণ্ড কি চল্লিশ ঘা বেত্রাঘাত? না উপকরণকে দ্বিগুণ হিসেবে লক্ষ্য করে এটাকে আশি ঘা বেত্রাঘাত বলা হবে? এই এখতেলাফ দূর করার জন্য হজরত ফারুকে আজম রা. সাহাবায়ে কেরামের সমাবেশ ডাকলেন। তখন হজরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. নিম্নেযুক্ত প্রসিদ্ধ বাক্যটি বললেন,

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذٰى، وَإِذَا هَذٰى قَذَفَ، وَإِذَا قَذَفَ حَدَّ ثَمَانِيْنَ، اِجْعَلُوْهُ ثَمَانِيْنَ.

অর্থাৎ, যখন কোনো ব্যক্তি শরাব পান করে, তখন নেশায় মাতাল হয়ে যায়। আর যখন নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন বাজে বকতে আরম্ভ করে। আর যখন বাজে বকতে আরম্ভ করে তখন কারো প্রতি অপবাদ দেয়। আর যখন অপবাদ দেওয়া তখন আর ওপর আশি ঘা বেত্রাঘাত দণ্ড জারি হয়। সুতরাং শরাব পান করলে আশি ঘা বেত্রাঘাত লাগানো উচিত।

এই বর্ণনা দ্বারা বাহ্যত বুঝা যায়, আশি ঘা বেত্রাঘাতের যে শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে সেটা এই কিয়াসে করা হয়েছিলো যেটি হজরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. পেশ করেছিলেন। মূলত এ কিয়াসটি নিম্নেযুক্ত প্রকারের হয়ে গেছে।

مگس کو باغ میں جانے نہ دینا * کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا

তথা মধু পোকাকে বাগানে যেতে দিও না। কারণ, তাহলে তো প্রজাপতির অন্যায়ভাবে মৃত্যুর কারণ হবে।

এই কিয়াসে তারা বলেন যে, শরাব পানের ফলে মাতলামি আসবে, আর এই মাতলামি বা নেশার ফলে বাজে বকতে আরম্ভ করবে। আর বাজে বকার ফলে অপবাদ দিবে। আর অপবাদের পরিণতিতে আশি ঘা

বেত্রাঘাত লাগবে। তাই অনেকে প্রশ্ন উত্থাপন করতে গিয়ে বলেন, এটা কোনো সূক্ষ্ম বা মজাদার চুটকি। রীতিমত দলিল না।

কিন্তু হানাফিগণ বলেন, আমরা আশি ঘা বেত্রাঘাতের উক্তিকে এই বর্ণনার ওপর নির্ভর করিনি; বরং আসল কথা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে দু'টি ব্যাখ্যা করা যেতো। এক ব্যাখ্যা হলো দণ্ড চল্লিশ ঘা বেত্রাঘাত। আরেকটি হলো দণ্ড আশি ঘা বেত্রাঘাত। এবার হজরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. আশি ঘা বেত্রাঘাত বিশিষ্ট ব্যাখ্যা অবলম্বন করে একটি প্রাধান্যের কারণ একটি সূক্ষ্ম হিকমতের ভিত্তিতে পেশ করেছেন। তখন হজরত ফারুকে আজম রা. এই আশি ঘা বেত্রাঘাতই নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমলে দুটো সম্ভাবনাই ছিলো?

যেহেতু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলের দুটো সম্ভাবনাই ছিলো–চল্লিশ এরও সম্ভাবনা ছিলো এবং আশিরও সম্ভাবনা ছিলো, সেহেতু হজরত আলি রা. বলেছেন, যদি আমি কোনো ব্যক্তির ওপর দণ্ড বাস্তবায়ন করি আর বেত্রাঘাতের পরে তার মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে আমার কোনো দুঃখ হবে না। তবে যদি মদ পানের কারণে কারোও ওপর আশি ঘা বেত্রাঘাত দণ্ড জারি করি আর তার মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে আমার ভয় লাগে। কেনোনা, আমরা এই আশি ঘা বেত্রাঘাত কিয়াস করে নির্ধারণ করেছি। তবে এই উক্তির অর্থ এই নয় যে, আশি ঘা বেত্রাঘাতের দণ্ড কিয়াসের মাধ্যমে নির্ধারণ করেছে। বরং এর অর্থ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে দুটি বিষয়ই প্রমাণিত ছিলো এবং এবং দুটো সম্ভাবনাই ছিলো। তন্মধ্য হতে আমরা আশি বিশিষ্ট সম্ভাবনাটিকে যে নির্ধারণ করেছো তাতে কিয়াসের সামান্য দখল রয়েছে। এ কারণেই ইমাম তাহাবি রহ. বলেন, মদ পানে দণ্ড নেই। বরং চল্লিশ কিংবা আশি ঘা বেত্রাঘাত হলো তাজির। শাসকের অধিকার আছে, তিনি ইচ্ছে করলে আশি ঘা লাগাতে পারেন আবার ইচ্ছা করলে চল্লিশ ঘা লাগাতে পারেন। ইমাম তাহাবি রহ. এর মাজহাব এটাই।[২৭৯]

হানাফি মাজহাবের সমর্থনে আরেকটি হাদিস

١٤٤٨ –عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ أُتِىَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَضَرَبَهُ بِجَرِيْدَتَيْنِ نَحْوَ الْأَرْبَعِيْنَ وَفَعَلَهُ أَبُوْ بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اِسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ كَأَخَفِّ الْحُدُوْدِ ثَمَانِيْنَ فَأَمَرَ بِهٖ عُمَرُ.[২৮০]

১৪৪৮। **অর্থ :** আনাস রা. হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মদ পানকারি এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হলো। তিনি তাকে দুটি ডাল দ্বারা প্রায় চল্লিশ বার আঘাত করেছেন। এখানেও আপনি দেখছেন যদিও চল্লিশ সংখ্যার উল্লেখ রয়েছে কিন্তু উপকরণ দু'টি। হজরত সিদ্দিকে আকবর রা. অনুরূপ করেছেন। উমর রা. এর জমানা এলে তিনি লোকজনের কাছে পরামর্শ করছেন। তখন হজরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. পরামর্শ দিলেন যে, শরাবের দণ্ড সবচেয়ে হালকা দণ্ডের সমান হওয়া উচিত। সুতরাং এর সমান আশি বেত্রাঘাত হওয়া উচিত। তাই হজরত উমর রা. তদনুযায়ী নির্দেশ দিয়েছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আনাস রহ. এর হাদিসটি حسن صحيح।

সাহাবা প্রমুখ আলেমগণের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত যে, মদ্যপ মাতালের দণ্ড আশি বেত্রাঘাত।

---

[২৭৯] দ্র. আল ফিকহুল ইসলামি ওয়াআদিল্লাতুহ- ৬/১৫১, বাদায়ে' ৫/১১৩, হাশিয়াতুদ দুসূকি- ৪/৩৫২, আর মুনতাকা আলাল মুয়াত্তা- ৩/১৪২, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম- ২/৪৮৮।

[২৮০] আর মুসনাদুল জামে'- ২/৭১,৭২ মুসনাদে আহমদ- ৩/১১৫, ১৭৬।

بَابُ مَا جَاءَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ وَمَنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوْهُ

অনুচ্ছেদ–১৫ : যে শরাব পান করে তাকে বেত্রাঘাত করো, যে চতুর্থবার তা পান করে তাকে কতল করো প্রসংগে (মতন পৃ. ২৬৭)

١٤٤٩ -عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوْهُ.[২৮১]

১৪৪৯। **অর্থ :** মুয়াবিয়া রা. হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মদ পান করে তাকে বেত্রাঘাত করো। যদি চতুর্থবারও মদ পা করে তাহলে তাকে কতল করো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু হুরায়রা, শারিদ, শুরাহবিল ইবনে আওস, জারির, আবুর রামাদ্ বালাভি ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, মুয়াবিয়া রা. এর হাদিসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন সাওরি ও. ও আসেম-আবু সালেহ-মুয়াবিয়া রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে।

ইবনে জুরাইজ ও মা'মার বর্ণনা করেছেন, সুহাইল ইবনে আবু সালেহ-তার পিতা-আবু হুরায়রা রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে।

তিরমিযী রহ. বলেন, আমি মুহাম্মদকে বলতে শুনেছি, আবু সালেহ-মুয়াবিয়া নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত হাদিসটি এ বিষয়ে আবু সালেহ-আবু হুরায়রা-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত হাদিস অপেক্ষা আসাহ্। এ বিষয়টি প্রথমে ছিলো পরে তা মানসুখ করা হয়েছে।

অনুরূপ রেওয়ায়াত করেছেন মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক-মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির-জারির ইবনে আবদুল্লাহ রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে। তিনি ইরশাদ করেছেন, যে মদ পান করবে তাকে বেত্রাঘাত করো। তারপর যদি চতুর্থবার পুনরায় পান করে তাহলে কতল করো।

(তিরমিযী রহ. বলেন,) বর্ণনাকারি বলেছেন, তারপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক ব্যক্তিকে হাজির করা হলো, সে চতুর্থবার শরাব পান করেছে। তবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মেরেছেন কিন্তু কতল করেননি। অনুরূপ বর্ণনা করেছেন জুহরি, কাবিসা ইবনে জুয়াইব হতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, তারপর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ তুলে নেওয়া হয়েছে। আর এটা ছিলো প্রথমে رُخْصَتْ।

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে, এ হাদিসের ওপর আমল অব্যাহত। এ ব্যাপারে অতীত ও বর্তমান কালের কোনো আলেমের মাঝে আমরা কোনো মতপার্থক্য আছে বলে জানি না। এ বিষয়টিকে শক্তিশালী করে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস। তিনি বলেছেন, আল্লাহ ব্যতিত আর কোনো মাবুদ নেই এবং আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার রাসূল–এ ব্যাপারে, যে সাক্ষ্য প্রদান করে, এমন কোনো মুসলমানের খুন তিন কাজের কোনো এক কাজ ব্যতিত হালাল হতে পারে না–

১. কোনো প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ।

---

[২৮১] আবু দাউদ الخمر باب اذا تتابع فى شرب الخمر ,كتاب الحدود, ইবনে মাজাহ। ابو اب الحدود, باب من شرب الخمر مرارا

২. বিবাহিত জেনাকারি।

৩. দীন বর্জনকারি।

ইমাম তিরমিযী রহ. এ হাদিসটি সম্পর্কেই "ইলালে" বলেছেন, এ হাদিসটির ওপর কোনো ইসলামি আইনবিদ আমল করেননি। কেনোনা, চতুর্থবার মদ পান করার ফলে কতল করার নির্দেশ কোনো ইসলামি আইনবিদের মতে নেই। হানাফিগণ এই হাদিসের ওপর এভাবে আমল করেন যে, তাদের মতে চতুর্থবার শরাব পান করা দণ্ডের অংশ নয়; বরং এটা তাজির এবং শাসন হিসেবে। সুতরাং যদি শাসক মনে করেন, যে, এ ব্যক্তি শরাব পান হতে বিরত হচ্ছে না এবং তার এই কাজ অন্যদের জন্য ফাসাদের কারণ হতে পারে, তাহলে তখন শাসকের অধিকার আছে, তাকে তাজির হিসেবে কতল করে দিতে পারেন। এমনভাবে হানাফিগণ এ হাদিসের ওপর আমল করেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَمْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ

অনুচ্ছেদ- ১৬ : কি পরিমাণ চুরি করলে চোরের হাত কাটা হবে? প্রসংগে (মতন পৃ. ২৬৮)

١٤٥٠ -عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَقْطَعُ فِيْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا.[২৮২]

১৪৫০। **অর্থ** : আয়েশা রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক চতুর্থাংশ দিনার কিংবা এর চেয়ে বেশিতে হাত কর্তনের নির্দেশ দিতেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আয়েশা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

এ হাদিসটি একাধিক সূত্রে আমরা-আয়েশা রা. হতে মারফু' আকারে বর্ণিত হয়েছে। অনেকে এটি আয়েশা রা. এর সূত্রে মাওকুফ আকারে বর্ণনা করেছেন।

١٤٥١ -عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَطَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْ مِجَنٍّ قِيْمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.

১৪৫১। **অর্থ** : ইবনে উমর রা, বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন ঢালের বিষয়ে হাত কর্তন করেছেন। সে ঢালটির মূল্য ছিলো তিন দিরহাম।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত সা'দ, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা ও আইমান রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে উমর রা. এর হাদিসটি حسن صحيح। অনেক সাহাবা আলেমের মতে, এ হাদিসটির ওপর আমল অব্যাহত। তন্মধ্যে রয়েছেন, হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা.। তিনি ৫ দিরহামের ক্ষেত্রে (হাত) কর্তন করেছেন। হজরত উসমান ও আলি রা. হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা এক দিনারের চতুর্থাংশে হাত কেটেছেন।

হজরত আবু হুরায়রা ও আবু সাইদ রা. হতে বর্ণিত আছে, তারা বলেছেন, ৫ দিরহামে হাত কর্তিত হবে। অনেক তাবেয়ি ফকিহের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। এটি মালেক ইবনে আনাস, শাফেয়ি, আহমদ ও

---

[২৮২] বোখারি- كتاب الحدود, باب قول الله تعالى و السارق و السارقة, মুসলিম- كتاب الحدود, باب حد السرقة و نصابها

ইসহাক রহ. এর মাজহাব এটাই। তাঁরা এক চতুর্থাংশ দিনার ও ততোধিকের ক্ষেত্রে হাত কর্তনের মতপোষণ করেন।

ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, এক দিনার কিংবা দশ দিনারেই কেবল কর্তন রয়েছে। এটি মুরসাল হাদিস। এটি কাসেম ইবনে আবদুর রহমান হজরত ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণনা করেছেন। তাহলে কাসেম ইবনে মাসউদ রা. হতে শুনেননি। অনেক আলেমের মত এর ওপর আমল অব্যাহত। এটি সুফিয়ান সাওরি ও কুফাবাসীর মত। তারা বলেছেন, দশ দিরহামের কমে কর্তন নেই। হজরত আলি রা. হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, দশ দিরহামের কমে কর্তন নেই। তাহলে এর সনদ মুত্তাসিল না।

চুরির নেসাব নিয়ে ফোকাহায়ে কেরামের মতপার্থক্য

চুরির নেসাবের বিষয়টি এ হাদিসের অধীনে আলোচনায় আসে। অর্থাৎ, ন্যূনতম পরিমাণ কি, যা চুরি করলে হাত কর্তনের শাস্তি আবশ্যক হয়? ইমাম শাফেয়ি রহ. এর মতে, চুরির নেসাব এক চতুর্থাংশ দিনার। আর তাদের দলিল এ অনুচ্ছেদের হাদিস। ইমাম মালেক রহ. হতে বর্ণিত আছে। তিনি তিন দিরহামকে চুরির নেসাব সাব্যস্ত করতেন। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে চুরির নেসাব দশ দিরহাম কিংবা এক দিনারের এক চতুর্থাংশ। ইমাম সাহেব রহ. প্রথম হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর আছর দ্বারা দলিল পেশ করেন। তিনি বলেছেন, لَا قَطْعَ إِلَّا فِيْ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا[২৮৩]

হাত কর্তন হয় এক দিনার কিংবা তার চেয়ে বেশিতে। অনেক বর্ণনায় এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ঢালের মূল্যে হাত কর্তন করেছেন। আর এ ঢালের মূল্য ছিলো দশ দিরহাম। এই বর্ণনাটি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত।

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের জবাব

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের হানাফিগণ এই জবাব দেন যে, আয়েশা রা. এর হাদিস এ অনুচ্ছেদে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। অনেক বর্ণনায় আছে, হজরত আয়েশা রা. শুধু এতোটুকু বলেছেন, قَطَعَ النَّبِيُّ صــ فِيْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ[২৮৪]অর্থাৎ, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঢালের মূল্যে হাত কর্তন করেছেন। অনেক বর্ণনায় আছে- হজরত আয়েশা রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঢালের মূল্যে হাত কর্তন করেছেন। আর ঢালের মূল্য ছিলো তিন দিরহাম। অনেক বর্ণনায় আছে- হজরত আয়েশা রা. বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঢালের মূল্যে হাত কর্তন করেছেন। আর এর মূল্য ছিলো দিনারের এক চতুর্থাংশ। এসব রেওয়ায়াতের প্রতি লক্ষ্য রাখলে এটা বুঝা যায় যে, হজরত আয়েশা রা. এর আসল বর্ণনায় শুধু এতোটুকু আছে যে, তিনি ঢালের মূল্যে হাত কর্তন করেছেন। তারপর হজরত আয়েশা রা. নিজের মত প্রকাশ করেছেন যে, এ ঢালের মূল্য ছিলো দিনারের এক চতুর্থাংশ কিংবা এক দিরহাম। তবে তার এই ধারণা হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর সে হাদিসের বিপরীত। যেটি কেবলমাত্র আমি আপনার সামনে উল্লেখ করেছি। তাতে তিনি বলেছেন যে, ঢালটির মূল্য ছিলো দশ দিরহাম। এর দ্বারা বুঝা গেলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে শুধু এতোটুকু প্রমাণিত যে, তিনি ঢালের মূল্যে হাত কর্তন করেছেন। এবার এই ঢালের মূল্য কত ছিলো তা নির্ধারণে হজরত আয়েশা রা. ও হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর মাঝে মতপার্থক্য হয়ে গেছে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, দশ দিরহাম ছিলো। হজরত আয়েশা রা. বলেন, এক চতুর্থাংশ দিনার কিংবা তিন দিরহাম ছিলো।

---

[২৮৩] মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা- ৯/৪৭৪, মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক- ১০/২৩৩।

[২৮৪] আর মুসনাদুল জামে' ২০/৫৫।

এই মতপার্থক্যের কারণে হানাফিগণ সে বর্ণনাটি গ্রহণ করেছেন যেটি দণ্ডবিধি দূর করার ক্ষেত্রে বেশি ভূমিকা রাখে। অর্থাৎ, যেই বর্ণনা দণ্ডবিধি প্রতিহত করার মতো ও বাতিল করার মতো ছিলো। কেনোনা, যদি তিন দিরহামের বর্ণনা নেন তাহলে এর ফলে দণ্ডবিধি বেশি এবং জলদি বাস্তবায়িত হবে আর দশ দিরহাম বিশিষ্ট বর্ণনা নিলে দণ্ড দেরিতে বাস্তবায়িত হবে। আর নয় দিরহাম চুরি পর্যন্ত দণ্ডবিধি বাস্তবায়িত হবে না। দণ্ডবিধি দূর হয়। এ কারণে হানাফিগণ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর দশ দিরহামের বর্ণনাটিকে আয়েশা রা. এর রেওয়ায়াতের ওপর প্রাধান্য দিতে গিয়ে এর ওপর আমল করেছেন। এর সমর্থন আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রা.-এর আছর দ্বারাও হয়। তাতে তিনি বলেছেন, لَا قُطْعَ اِلَّا فِىْ دِيْنَارِ অর্থাৎ এক দিনারের কমে হাত কর্তন হয় না এবং সেকালে এক দিনারের মূল্য হতো দশ দিরহামের সমান।[২৮৮]

এক দিনার ও দশ দিরহামের মূল্যে পার্থক্য হলে কোনটি ধর্তব্য?

এ বিষয়ে হানাফি ফোকাহায়ে কেরামের মাঝে আলোচনা হয়েছে, যদি দশ দিরহাম ও এক দিনারের মূল্যেও তফাৎ হয়ে যায়, তখন কোন্ মূল্যটি ধর্তব্য হবে? যেমন আমাদের এযুগে এক দিনারের মূল্য দশ দিরহামের মূল্য অপেক্ষা অনেক বেড়ে গেছে। এক দিনার প্রায় চার মিসকাল স্বর্ণ এবং দশ দিরহাম বরাবর হয়।

এবার প্রশ্ন হয়, এ যুগে এক দিনার ধর্তব্য হবে, না দশ দিরহাম ধর্তব্য হবে? কারণ, বিভিন্ন রেওয়ায়েতে এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর রেওয়ায়াতে দিনার শব্দই এসেছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, আসল হলো দিনার। এমনিতেও এখন দিনারের মূল্য বেড়ে গেছে। তাই এখন দিনারের নেসাব গ্রহণ করা দণ্ডবিধি বেশি দূর করার কারণ। সুতরাং দিনারের মূল্য নেওয়া উত্তম হবে। পাকিস্তানে যখন চুরির দণ্ডবিধি প্রণীত হয়, তখন তাতেও দিনারের মূল্যই ধর্তব্য হয়েছে। বর্তমান হিসেবে প্রায় আটশ রুপি এর মূল্য হয়। সুতরাং এর কমে হাত কর্তন হবে না।

হাত কর্তনের শাস্তি সম্পর্কে প্রশ্ন এবং এর জবাব

আবুল উলা মুয়াররা নামক নাস্তিক কবি সে প্রশ্ন উত্থাপন করতে গিয়ে বলেছিলো,

يد بخمس مئين عسجد وديت،

فما بالها قطعت فى ربع دينار.

জবাব : পাঁচশ দিনার নির্ধারণ করা হয়েছে সে হাতটি অত্যাচারিত। আর যে হাত চুরি করে অত্যাচার করেছে সে জুলুম সে হাতকে তুচ্ছ ও অপদস্ত করে দিয়েছে। যার পরে এর মূল্য এক চতুর্থাংশ দিনার হয়ে গেছে।

আবুল ফাতাহ বসতি রহ. এর জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন,

هناك مظلومة غالت بقيمتها،

وههنا ظلمت هانت على البارى.

অর্থাৎ আমনতের সম্মান এর মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে। আর খেয়ানতের অপদস্থতা তার মূল্য হ্রাস করেছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার হেকমত অনুধাবন করো।

عز الامانة اغلاها وارخصها،

ذل الخيانة فافهم حكمة البارى.

---

[২৮৮] দ্র. আল মাবসুত- ৯/১৩৭ বাদায়ে'- ৭/৭৭, হাশিয়াতুদ দুসুকি- ৪/৩৩৩, আল মুহাজ্জাব-২/২৭৭, মুগনিল মুহতাজ- ৪/১৫৮।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَعْلِيْقِ يَدِ السَّارِقِ

অনুচ্ছেদ-১৭ : চোরের হাত ঝুলিয়ে দেওয়া প্রসংগে (মতন পৃ. ২৬৮)

١٤٥٢ -عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَيْرِيْزٍ قَالَ : سَأَلْتُ فُضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيْقِ الْيَدِ فِيْ عُنُقِ السَّارِقِ أَمِنَ السُّنَّةِ هُوَ ؟ قَالَ أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِسَارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَعُلِّقَتْ فِيْ عُنُقِهِ.[২৮৬]

১৪৫২। **অর্থ :** আবদুর রহমান ইবনে মুহাইরিজ রহ. বলেন, আমি ফাজালা ইবনে উবায়দুল্লাহ রা. কে জিজ্ঞেস করলাম, চোরের হাত কর্তন করে তার গর্দানে ঝুলিয়ে দেওয়া কি সুন্নত? জবাবে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক চোরকে উপস্থিত করা হলো। তখন তার হাত কর্তন করা হয়। এরপর তিনি নির্দেশ দিলে সে হাত গর্দানে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। যাতে লোকজন উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح غريب।

এটি আমরা উমর ইবনে আলি মুকাদ্দামি-হাজাজ ইবনে আরতাত সূত্রেই কেবল জানি।

হজরত আবদুর রহমান ইবনে মুহাইরিজ হলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাইরিজের ভাই। তিনি শামের অধিবাসী। এর দ্বারা বুঝা যায়, এটা উপদেশের একটি পন্থা। যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবলম্বন করেছিলেন। সুতরাং এ পন্থা অবলম্বন করা বৈধ। যাতে অন্যদের উপদেশ লাভ হয় যে, সে চুরি করেছে ফলে তার হাত এভাবে কর্তন করা হয়েছে।

দরসে তিরমিযী

হাত কর্তনের পর চোরের জন্য পুনরায় হাত জোড়া লাগানোর অনুমতি হবে?

বর্তমানে বিচ্ছিন্ন অঙ্গকে সার্জারির মাধ্যমে স্বস্থানে পুনরায় লাগানো সম্ভব।

প্রশ্ন : যদি চোর ইচ্ছে করে যে, আমি সার্জারির মাধ্যমে নিজের হাত পুনরায় স্বস্থানে লাগিয়ে নিবো তাহলে কি তাকে এর অনুমতি দেওয়া হবে, না দেওয়া হবে না? এই প্রশ্ন কিসাসের বেলায়ও উত্থাপিত হয় যে, যে অঙ্গ قصاص হিসেবে কেটে দেওয়া হয়েছে সে অঙ্গকে পুনরায় সার্জারির মাধ্যমে লাগানোর অনুমতি হবে কিনা?

قصاص হিসেবে কর্তিত অঙ্গ পুনরায় জোড়া লাগানো বৈধ

জবাব : এ মাসআলাটি প্রথমে একটি মতবাদ ধরনের বিষয় ছিলো। তবে এখন এ ধরনের ঘটনাবলি ঘটছে। ফলে অঙ্গকে পুনরায় স্বস্থানে লাগিয়ে দেওয়া হয়। কিছুদিন আগে। কুয়েতে এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের একটি আলোচনা মজলিস সংঘটিত হয়েছিলো, তখন আমি এ বিষয়ে ওপর একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখেছিলাম। এর

---

[২৮৬] আবু দাউদ- كتاب الحدود, باب في السارق تعلق يده في عنقه, ইবনে মাজাহ- كتاب الحدود باب تعليق اليد في عنقه

নাম হলো إِعَادَةُ الْعُضْوِ الْمُبَانِ فِي الْقِصَاصِ وَالْحَدِّ যখন আমি এই প্রবন্ধ লিখতে শুরু করি, তখন মনে হলো এ বিষয়ে ফোকাহায়ে কেরামের কিতাবগুলোতে বিষয়টি পাওয়া মুশকিল হবে। তবে আমি এটা দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছি যে, قصاص সংক্রান্ত এ মাসআলাটি সমস্ত ফোকাহায়ে কেরাম লিখেছেন। ইমাম মালেক, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম শাফেয়ি এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এ মাসআলার ওপর আলোচনা করেছেন। এ মাসআলা লিখেছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তির কান قصاص হিসেবে কেটে দেওয়া হয় আর সে ব্যক্তি সে কান কোনোক্রমে স্বস্থানে লাগিয়ে দেয়। তাহলে এর আদেশ কি? সকল ফোকাহায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন, যদি কোনো ব্যক্তির কোনো অঙ্গ قصاص হিসেবে কেটে দেওয়া হয় যদি সে তার সে অঙ্গ পুনরায় জোড়া লাগাতে চায় তাহলে তা করতে পারবে। কেনোনা যখন একবার একটি অঙ্গ قصاص হিসেবে কেটে দেওয়া হয়, তখন কিসাসের আদেশ পূর্ণ হয়ে যায়। এবার যদি সে পুনরায় এ অঙ্গ জোড়া লাগায় তাহলে সে নিজের চিকিৎসা করছে। বস্তুত চিকিৎসা করা নিষেধ না।

অপরাধ সংক্রান্ত আরেকটি মাসআলা

ইসলামি আইনবিদগণ এ প্রসঙ্গে এ মাসআলাও লিখেছেন, যার ওপর অপরাধ করা হয়েছে সে ব্যক্তি যদি কোনোক্রমে নিজের কর্তিত অঙ্গ জোড়া লাগায় তবুও অপরাধী হতে قصاص নেওয়া হবে। কেনোনা, সে তার অপরাধ পূর্ণ করেছে।

ইমাম মালেক রহ. এর কাছে কেউ জিজ্ঞেস করলো, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো জোড়া লাগানো কি সম্ভব? ইমাম মালেক রহ. বলেন, সে অঙ্গগুলোর মধ্যে যেসব শিরা উপশিরা আছে, এগুলোকে পরস্পরে জোড়া লাগানো সম্ভব, সেগুলো লাগাতে পারে। অবশ্য এ বিষয়ে ফোকাহায়ে কেরাম আলোচনা করেননি যে, যদি দণ্ডবিধি হিসেবে কারোও হাত কিংবা পা কর্তন করা হয়, তাহলে সে পা জোড়া লাগাতে পারে কিনা?

হাত পা পুনরায় জোড়া লাগানো অসম্ভব

এ আলোচনা ফোকাহায়ে কেরাম এ কারণে করেননি যে, তাঁরা হাত পা পুনরায় জোড়া লাগানো অসম্ভব মনে করেছেন। আমিও ডাক্তার ও সার্জনদের কাছে জেনেছি এবং গ্রন্থাবলির শরণাপন্ন হয়েছি। আমি জানতে পেরেছি হাত পা জোড়া লাগানো বর্তমান উন্নয়নের যুগেও অসম্ভব। যদি জুড়ে দেওয়া হয় তারপরও এগুলোতে জীবন ফিরে আসে না। কেনোনা, এখানে শিরা উপশিরাগুলো একবার কর্তন করার পর পুনরায় সেগুলোতে জীবন ফিরে আসা মুশকিল বরং অসম্ভব। এ জন্য "এনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটানিকা" তে লিখেছেন যে, আজকাল ডাক্তারগণ কর্তিত হাত পা জোড়া লাগানোর কাজ এজন্য করেন না যে, যদি তা করতেও চান তবুও এটাতে সীমাহীন ব্যয় হয়। যার ব্যয়ভার বহনযোগ্য না। তা সত্ত্বেও সে হাত এর প্রভাবে কাজ করে না যেমন প্রথম করতো। এর পরিবর্তে যদি কৃত্রিম হাত বা পা লাগিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেটা অধিক উপকারিও হয় আবার ব্যয়ও কম হয়। এ কারণে মূল অঙ্গগুলো সংযোজন উপকারি না। যে কাজটি ফোকাহায়ে কেরাম শত রহস্য বছর আগে অসম্ভব মনে করে এর ওপর আলোচনা করেননি, সে কাজটি আজ পর্যন্ত উপকারি পন্থায় হতে পারেনি। আমি এ প্রবন্ধে লিখেছিলো, যেহেতু এটা হওয়া সম্ভব নয় সেহেতু এ সম্পর্কে তত্ত্বানুসন্ধান করে কেনো সময় নষ্ট করা হবে? ভবিষ্যতে কখনও কোনো যুগে হাত পা জোড়া লাগাতে শুরু করলে তখন আল্লাহ তা'আলা সে যুগের ওলামা ও ফোকাহায়ে কেরামের কাছে বিষয়টি উদ্ভাসিত করে দিবেন। যেটি আল্লাহ তা'আলার কাছে বৈধ হবে।

হাত জোড়া লাগানোর ব্যাপারে দু'টি দৃষ্টিকোণ

একটি দৃষ্টিকোণ, হাত কর্তন একটি দণ্ড। একবার দণ্ড প্রয়োগ হয়ে গেলে তখন সর্বদা এর তত্ত্বাবধান করা যে, সে চোর নিজের হাত সংযোজন করছে কিনা? যদি সংযোজন করে তাহলে তাকে তা হতে বারণ করা এটা স্পষ্টত অসম্ভব ব্যাপার। অতএব কিসাসের ওপর দণ্ডকেও কিয়াস করে বলা যায়, যখন একবার শাস্তি প্রয়োগ

হয়ে গেছে, তাই দণ্ড পূর্ণ হয়ে গেছে। এবার যদি সে নিজের চিকিৎসা করতে চায় তাহলে তাকে তা করতে দেওয়া আবশ্যক।

দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ দণ্ডের উদ্দেশ্য হলো, এটা অন্য লোকদের জন্য উপদেশ হবে। আবার যদি তার নিজস্ব হাত লাগিয়ে নেয় তাহলে সে উপদেশ কোথায় হলো? এটাতো একটি খেল-তামাশা হয়ে গেলো যে, কেবলমাত্র তার হাত কাটা গেলো আবার এক্ষুণি সে তা লাগিয়ে ফেললো। শরয়ি দণ্ডবিধিতে খেল-তামাশা বিষয় হতে রক্ষা করা উচিত। সারকথা এ দু'টি দৃষ্টিকোণ হতে পারে। যখন ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে চিন্তা-ফিকির করবেন, তখন এ দু'টি দৃষ্টিকোণের প্রতিও নজর দিবেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَائِنِ وَالْمُخْتَلِسِ وَالْمُنْتَهِبِ

অনুচ্ছেদ–১৮ : খেয়ানতকারি, ছিনতাইকারি এবং লুটপাটকারি প্রসংগে (মতন পৃ. ২৬৮)

١٤٥٣ -عَنْ جَابِرٍ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلٰى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ.[২৮৭]

১৪৫৩। **অর্থ :** জাবের রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, খেয়ানতকারি, লুটপাটকারি এবং ছিনতাইকারির হাত কর্তন নেই।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদসিটি حسن صحيح।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত।

এটি বর্ণনা করেছেন মুগিরা ইবনে মুসলিম-আবু জুবায়র-জাবের রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে ইবনে জুরাইজের হাদিসের মতো। বস্তুত মুগিরা ইবনে মুসলিম বসরি আবদুল আজিজ কাসমালির ভাই। আলি ইবনুল মাদিনি অনুরূপ বলেছেন।

দরসে তিরমিযী

মুনতাহির অর্থ, যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করা ব্যতিত দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়। যদি অস্ত্র ব্যবহার করে তাহলে ডাকাতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মুখতালিস অর্থ, শক্তি প্রয়োগ ব্যতিত ছিনতাই করে নিয়ে যায়, চালাকি প্রদর্শন করে অকস্মাৎ ছিনিয়ে যায়।

হাতকাটা তিনজন চোরের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত নয়

এ তিনজনের হাত কাটা এ কারণে নেই যে, কোরআনে কারিমে চুরির ফলে হাত কাটার নির্দেশ এসেছে। চুরির সংজ্ঞা হলো, গোপনে কোনো জিনিস নিয়ে নেওয়া যাতে সে চোরাই সম্পদের আসল মালিক জানতে না পারে; অথচ এ তিনটি সুরতে সে মালের আসল মালিক জানতে পারে যে, আমাদের সম্পদ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তবে সে বেচারা অসহায়। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের হাত কাটার নির্দেশ দেননি। এ হতে ফোকাহায়ে কেরাম এ মাসআলা উৎসারণ করেছেন যে, যেখানে বাস্তবে গোপনে কোনো জিনিস নেওয়া হয়

---

[২৮৭] আল মুসনাদুল জামে'-৪/১৮৯, নাসায়ি- ابواب الحدود, باب مالا قطع فيه

না সেখানে হাত কর্তন হবে না। তবে হাত না কাটার অর্থ এই নয় যে অপরাধীকে এমনিতেই ছেড়ে দেওয়া হবে: বরং এমন অপরাধীর ওপর তাজিরি শাস্তি কায়েম করা হবে। শাসক যা সঠিক মনে করেন সে অনুযায়ী তার ওপর শাস্তি নির্ধারণ করতে পারেন।

بَابُ مَا جَاءَ لَا قَطْعَ فِيْ ثَمَرَةٍ وَلَا كَثَرٍ

অনুচ্ছেদ-১৯ : ফল এবং রসে কর্তন নেই প্রসংগে (মতন পৃ. ২৬৯)

١٤٥٤ -عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ : أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ لَا قَطْعَ فِيْ ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ.[২৮৮]

১৪৫৪। **অর্থ :** রাফে' ইবনে খাদিজ রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, ফল এবং শিরাতে হাত কর্তন নেই।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, অনেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ-মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে হাব্বান-তার চাচা ওয়াসি' ইবনে হাব্বান-রাফে' ইবনে খাদিজ-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে লাইস ইবনে সা'দের বর্ণনার মতো।

হজরত মালেক ইবনে আনাস ও একাধিক রাবি এ হাদিসটি ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ-মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে হাব্বান-রাফে' ইবনে খাদিজ রা.-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাহলে তারা তাতে ওয়াসি' ইবনে হাব্বানের নাম উল্লেখ করেননি।

দরসে তিরমিযী

ثَمَرٌ দ্বারা উদ্দেশ্য ফল। অর্থা, গাছে অবস্থিত ফল কেউ চুরি করলে তাতে হাত কাটা যাবে। আর كَثَرٌ ফলের সে মিষ্টি রস বা শিরাকে বলে যেটি গাছ হতে বের হয়। এটাকে উর্দুতে گودا এবং مَغْزٌ বলে। যেমন, খেজুর গাছের ডাল কেটে ছিলালে রস বের হয়। এটাকে আরবিতে جِمَارُ النَّخْلِ ও বলা হয়।

চুরি সাব্যস্ত হওয়ার জন্য মাল সংরক্ষিত হওয়া আবশ্যক

ফোকাহায়ে কেরাম এই হাদিস হতে এ মাসআলা উৎসারণ করেছেন যে, চুরি দণ্ডের কারণ হওয়ার জন্য চোরাই মার মুহরাজ তথা সংরক্ষিত হওয়ার আবশ্যক। যেহেতু ফল সংরক্ষিত না। কারণ, যে কেউ এসে তা ছিড়তে পরে, সেহেতু এর ওপর দলিল পেশ করেছেন, যে জিনিস তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় এবং পচে গলে যায় এগুলো চুরি করার ফলে দণ্ড ওয়াজিব হয় না।

প্রশ্ন : যদি সে বৃক্ষ এমন বাগানে থাকে যার চার দেওয়াল রয়েছে এবং এর দ্বারাও রয়েছে। তাতে রয়েছে তালা দেওয়া। তারপরও কি এর ফল চুরি করলে হাত কর্তন হবে না?

জবাব : এ হাদিসে ঝুলন্ত ফলকে অসংরক্ষিত সাব্যস্ত করা হয়েছে। চার দেওয়ালের কারণে শুধু গাছ হেফাজতে এসেছে কিন্তু যেহেতু এতে নস এসেছে সেহেতু যদি বাহ্যত সংরক্ষণের উপকরণও তৈরি করা হয় তারপরও হাত কাটা হবে না।

---

[২৮৮] নাসায়ি- ابواب الحدود, باب مالا قطع فيه , ইবনে মাজাহ – ابواب الحدود, باب لا يقطع فى ثمر و لا كثر

بَابُ مَا جَاءَ أَنْ لَّا تُقْطَعُ الْأَيْدِيْ فِي الْغَزْوِ

অনুচ্ছেদ–২০ : যুদ্ধ চলাকালীন হাত কাটা হবে না প্রসংগে (মতন পৃ. ২৬৯)

١٤٥٥ –عَنْ بَسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ لَا تُقْطَعُ الْأَيْدِيْ فِي الْغَزْوِ.[২৮৯]

১৪৫৫। **অর্থ :** কুতাইবা...হজরত বুসর ইবনে আরতাত রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে শুনেছি, জেহাদের সময় হাত কাটা যাবে না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি غريب।

ইবনে লাহি'আ ব্যতিত অন্যরা এ সনদে এটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। বুসর ইবনে আবু আরতাত বলা হয়। অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তন্মধ্যে রয়েছে, ইমাম আওজায়ি। তাঁরা শত্রুর উপস্থিতিতে যুদ্ধকালে দণ্ডবিধি কায়েমের মতপোষণ করেন না। কেনোনা, যার ওপর দণ্ডবিধি কায়েম করা হবে, শত্রুর সঙ্গে তার মিলে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। তারপর যখন শাসক শত্রু কবলিত অঞ্চল হতে বেরিয়ে দারুল ইসলামের দিকে ফিরে আসবেন, তখন দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির ওপর হদ কায়েম করবে। ইমাম আওজায়ি রহ. এমনটিই বলেছেন।

অর্থাৎ, মুসলমানদের কোনো সৈন্যবাহিনী জেহাদের জন্য বেরিয়েছে। তাতে চুরি হয়ে গেছে। চোর পাকড়াও করা হয়েছে তখন জেহাদ চলাকালীন সময় হাত কাটা যাবে না। ইসলামি আইনবিদগণ এর হেকমত বর্ণনা করেছেন, এমন যেনো না হয় যে, যার হাত কাটা আদেশ দেওয়া হয়েছে সে এই কঠিন শাস্তি হতে বাঁচার জন্য শত্রু সৈন্যের সঙ্গে মিলে যায়। অবশ্য যখন সে ইসলামি রাষ্ট্রে ফিরে আসবে, তখন দণ্ড প্রয়োগ করা হবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلٰى جَارِيَةِ اِمْرَأَتِهٖ

অনুচ্ছেদ– ২১ : যে তার স্ত্রীর বাঁদির সঙ্গে সঙ্গম করে প্রসংগে (মতন পৃ. ২৬৯)

١٤٥٦ –عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : رُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَجُلٌ وَقَعَ عَلٰى جَارِيَةِ اِمْرَأَتِهٖ فَقَالَ لَأَقْضِيَنَّ فِيْهَا بِقَضَاءِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَئِنْ كَانَتْ حَلَّتْهَا لَهٗ لَأَجْلِدَنَّهٗ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهٗ رَجَمْتُهٗ.[২৯০]

১৪৫৬। **অর্থ :** হাবিব ইবনে সালেম রহ. বলেন, হজরত নো'মান ইবনে বশির রা. এর নিকট এমন এক ব্যক্তিকে পেশ করা হলো, যে তার স্ত্রীর বাঁদির সঙ্গে জেনা করেছিলো। নো'মান ইবনে বশির রা. বললেন, আমি এ ব্যাপারে সে ফয়সালা করবো, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন। সে ফয়সালা হলো, যদি স্ত্রী সে বাঁদিকে নিজের স্বামীর জন্য হালাল করে দিয়ে থাকে, যেমন স্ত্রী তাকে বলেছিলো, এই বাঁদিতো আমার, কিন্তু তার সঙ্গে সহবাস করা আমি তোমার জন্য হালাল করে দিচ্ছি, তাহলে তখন আমি তাকে একশ বেত্রাঘাত

---

[২৮৯] মুসনাদে আহমদ- ৪/১৮১, আল মুসনাদুল জামে'- ৩/২৪৭।

[২৯০] ইবনে মাজাহ- ابواب الحدود، باب من وقع على جارية امراته আবু দাউদ- كتاب الحدود، باب فى الرجل يزنى بجارية امراة–

করবো। আর যদি স্ত্রী বাঁদিকে তার স্বামীর জন্য হালাল না করে থাকে তাহলে আমি তাকে পাথর মেরে কতল করবো।

١٤٥٧ –عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ : كُتِبَ بِهِ إِلَى حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ وَ أَبُوْ بِشْرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ هٰذَا أَيْضًا إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ.

১৪৫৭। **অর্থ :** নো'মান ইবনে বশির রা. হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। কাতাদা হতে বর্ণনা করা হয় যে, তিনি বলেছেন, এটি হাবিব ইবনে সালেমের কাছে লিখে দেওয়া হয়েছিলো। বস্তুত আবু বিশর হাবিব ইবনে সালেম হতে এটাও শুনেননি। তিনি শুধু এটি খালেদ ইবনে উফুতা হতে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, সালামা ইবনুল মুহাব্বাক হতে এ অনুচ্ছেদে অনুরূপ হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, নো'মানের হাদিসটির সনদে ইজতেরাব রয়েছে। তিনি (তিরমিযী) বলেছেন, আমি মুহাম্মদকে বলতে শুনেছি, কাতাদা এ হাদসিটি হাবিব ইবনে সালেম হতে শুনেনি। তিনি এটি বর্ণনা করেছেন কেবল খালেদ ইবনে উরফুতা হতে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, তার স্ত্রীর বাঁদির সঙ্গে যে ব্যক্তি অপকর্ম করেছে, তার সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম মতপার্থক্য করেছেন। একাধিক সাহাবি হতে বর্ণিত আছে–যাদের মধ্যে রয়েছেন, আলি ও ইবনে উমর রা. বলেছেন যে তার শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা। আর ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, তার ওপর দণ্ডবিধি নেই। তাহলে তাকে শাসন করা হবে।

আহমদ ও ইসহাক রহ. নো'মান ইবনে বশির-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত হাদিস অনুযায়ী মতপোষণ করেছেন।

দরসে তিরমিযী

অর্থাৎ, এটাতো সিদ্ধান্তকৃত বিষয় যে, স্ত্রীর হালাল করার ফলে স্ত্রীর বাঁদি স্বামীর জন্য হালাল হয় না। তবে এর কারণে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে গেছে। আর এই সংশয় পাথর নিক্ষেপের দণ্ড বাতিল করে দিয়েছে। অবশ্য তাজির হিসেবে তাকে একশ বেত্রাঘাত করা হবে। আর যদি স্ত্রী হালাল না করে থাকে তাহলে তো তাতে হালাল হওয়ার সন্দেহ নেই। সুতরাং তখন তাকে পাথর নিক্ষেপ করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا اسْتُكْرِهَتْ عَلَى الزِّنَا

অনুচ্ছেদ– ২২ : যে রমণীকে ব্যভিচারে বাধ্য করা হয়েছে প্রসংগে (মতন পৃ. ২৬৯)

١٤٥٨ –عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : اُسْتُكْرِهَتْ اِمْرَأَةٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَدَرَأَ عَنْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْحَدَّ وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ جُعِلَ لَهَا مُهْرًا.[২৯১]

---

[২৯১] আল মুসনাদুল জামে'- ১৫/৬৯৫, মুসনাদে আহমদ- ৪/৩১৮।

১৪৫৮। অর্থ : ওয়াইল ইবনে হুজর রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে এক মহিলার সঙ্গে জোরপূর্বক জেনা করা হয়েছিলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে মহিলা হতে দণ্ড দূর করে দিয়েছেন। দণ্ড জারি করেননি। কেনোনা, মহিলার সঙ্গে সীমালঙ্ঘন করা হয়েছিলো এবং এ পুরুষটির ওপর দণ্ড জারি করা হয়েছিলো, সে মহিলার সঙ্গে সীমালঙ্ঘন করেছিলো। বর্ণনায় এটা উল্লেখ নেই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মহিলাকে কোনো মহর পাইয়ে দিয়েছেন কিনা।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি غريب। এর সনদ মুত্তাসিল না। এ হাদিসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, মুহাম্মদকে আমি বলতে শুনেছি, আবদুল জাব্বার, ইবনে ওয়াইল ইবনে হুজর তাঁর পিতা হতে শুনেননি এবং তাকে পাননি। বলা হয়, তিনি তাঁর পিতার ইন্তেকালের কয়েক মাস পর জন্মগ্রহণ করেছেন। সাহাবা প্রমুখ আলেমগণের এর ওপর আমল অব্যাহত যে, ধর্ষিতার ওপর দণ্ডবিধি নেই।

আলোচ্য অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদিস

١٤٥٩ -عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ الْكِنْدِيُّ عَنْ اَبِيْهِ : أَنَّ اِمْرَأَةً خَرَجَتْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تُرِيْدُ الصَّلَاةَ فَتَلَقَّاهُ رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا فَقَضٰى حَاجَتَهُ مِنْهَا فَصَاحَتْ فَانْطَلَقَ وَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَقَالَتْ اِنَّ ذٰلِكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِيْ كَذَا وَكَذَا وَمَرَّتْ بِعَصَابَةٍ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ فَقَالَتْ اِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِيْ كَذَا وَكَذَا فَانْطَلَقُوْا فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِيْ ظَنَّتْ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَأَتَوْهَا فَقَالَتْ نَعَمْ هُوَ هٰذَا فَأَتَوْا بِهٖ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَلَمَّا أَمَرَ بِهٖ لِيُرْجَمَ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِيْ وَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنَا صَاحِبُهَا فَقَالَ لَهَا اِذْهَبِيْ فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكِ وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا حَسَنًا وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِيْ وَقَعَ عَلَيْهَا ارْجُمُوْهُ وَقَالَ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ.[২৯২]

১৪৫৯। **অর্থ :** আরকামা ইবনে ওয়াইল রহ. স্বীয় পিতা ওয়াইল ইবনে হুজর রা. হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক মহিলা নামাজ আদায় করার ইচ্ছায় বের হলো। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি তার সামনে এলো এবং সে মহিলাকে ঝাপটে ধরলো। تَجَلَّلَ শব্দটি جُلٌّ হতে উদ্ভূত। এর অর্থ জিন। অর্থাৎ, সে ব্যক্তি এমন হয়ে গেলো যেমন ঘোড়ার জন্য জিন হয়ে থাকে। যেনো তাকে ঝাপটে ধরেছে এবং তার স্বার্থ উদ্ধার করেছে। (যৌনকর্ম পূর্ণ করেছেন)। সে মহিলা চিৎকার দিলে লোকটি পালিয়ে গেলো। তখন আরেক ব্যক্তি সে মহিলার কাছ দিয়ে অতিক্রম করলো, তখন সে মহিলা বললো, সে লোকটি আমার সঙ্গে এই এই করেছে। এরপর সে মহিলা মুহাজিরদের একটি দলের কাছ দিয়ে অতিক্রম করলো। তাদের কাছেও একথা বললো যে, সে লোকটি আমার সঙ্গে এই এই করেছে। ফলে মুহাজিররা গিয়ে সে লোকটিকে পাকড়াও করে নিয়ে আসলো। যার সম্পর্কে মহিলার ধারণা ছিলো, সে তার সঙ্গে সীমালঙ্ঘন করেছে। যখন তারা তাকে পাকড়াও করে মহিলার কাছে নিয়ে এলো তখন সে মহিলা সত্যায়ন করলো, হ্যাঁ এই ব্যক্তিই তারপর তারা তাকে

---

[২৯২] আবু দাউদ- كتاب الحدود، باب فى صاحب الحديجى فيقر, মুসনাদে আহমদ- ৬/৩৯৯।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ প্রদানে দ্বারপ্রান্তে এসে পৌছলেন যে, তাকে প্রস্তরাঘাতে কতল করা হোক, তখন আসল অপরাধী এবং আসল জেনাকারি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি জেনা করেছিলাম, সে করেনি। তারপর তিনি মহিলাকে বললেন, তুমি চলে যাও। আল্লাহ তোমার মাগফিরাত করে দিয়েছেন। আর যে ব্যক্তিকে বিনা অপরাধে পাকড়াও করা হয়েছিলো তার সম্পর্কে তিনি ভালো কথা বললেন। তারপর যে প্রকৃত অপরাধী ছিলো তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ দিলেন তাকে পাথর মেরে কতল করো। তারপর তিনি বললেন, সে এমন তওবা করেছে। যদি গোটা মদিনাবাসী এমন তাওবা করে তাহলে সবার তাওবা কবুল হয়ে যাবে এবং সবাইকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح غريب।

আলকামা ইবনে ওয়াইল ইবনে হুজর তাঁর পিতা হতে শুনেছেন। তিনি আবদুল জাব্বার ইবনে ওয়াইল হতে বয়সে বড়। আবদুল জাব্বার ইবনে ওয়াইল তাঁর পিতা হতে শুননেনি।

হাদিসের ওপর একটি প্রশ্ন এবং তার জবাব

প্রশ্ন : জেনার অপরাধ তো ততোক্ষণ পর্যন্ত প্রমাণিত হয না যতোক্ষণ পর্যন্ত চারজন সাক্ষী মওজুদ না হয়, কিংবা যতোক্ষণ পর্যন্ত এ অপরাধীর পক্ষ হতে স্বীকারোক্তি না হয়। অথচ এখানে শুধু সে মহিলা বললো সে ব্যক্তি আমার সঙ্গে সীমালঙ্ঘন করেছেন। না এর ওপর কোনো দলিল ছিলো, আর না তার পক্ষ হতে ছিলো স্বীকারোক্তি। তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে প্রস্তরাঘাতে কতল করার নির্দেশ দিলেন কিভাবে?

জবাব : মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেছেন, فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ দ্বারা রাবির উদ্দেশ্য এই নয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাস্তবিকই প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের সিদ্ধান্ত করেছিলেন। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদানের ফয়সালার দ্বারপ্রান্তে এসে পৌছেছিলেন এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঝোঁক এদিকে ছিলো যে, সাক্ষ্য নিয়ে কিংবা স্বীকারোক্তি নিয়ে প্রস্ত রাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের ফয়সালা করে দেওয়া উচিত। এখানো প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের ফয়সালা করে দেওয়া উচিত। এখনো প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের ফয়সালা করেনি। সুতরাং কোনো প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকলো না।

যে মহিলার সঙ্গে জোরপূর্বক ব্যভিচার করা হয় তার ওপর শাস্তি নেই

এ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হলো হলো যে, যে মহিলার সাথে জোরপূর্বক জেনা করা হয়েছে তার কোনো শাস্তি নেই; বরং সে পুরুষের উপর শাস্তি বর্তাবে।

হযরত আলকামা রহ. এর শ্রবণ স্বীয় পিতা ওয়াইল থেকে প্রমাণিত

ইমাম তিরমিযী রহ. এ অনুচ্ছেদে দু'টি হাদিস এনেছেন।

প্রথম হাদিসটি আবদুর জাব্বার ইবনে ওয়াইল ইবনে হুজর হতে বর্ণিত।

আর দ্বিতীয় হাদিসটি আলকামা ইবনে ওয়াইল ইবনে হুজর হতে বর্ণিত। তারা দু'জন হজরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. এর ছেলে। এই দু'টি হাদিস বর্ণনা করার পর ইমাম তিরমিযী-রহ. বলেন,

وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ سَمِعَ مِنْ أَبِيْهِ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيْهِ.

অর্থাৎ, আলকামা ইবনে ওয়াইলের শ্রবণ তার পিতা হতে হয়েছে। ইনি আবদুল জাব্বার ইবনে ওয়াইল হতে বয়সে বড়। আবদুল জাব্বার ইবনে ওয়াইল স্বীয় পিতা থেকে শ্রবণ করেননি।

অতএব এই দ্বিতীয় হাদিসটি মুত্তাসিল এবং প্রামাণ্য ও সঠিক। তবে তিনি কিতাবুস সালাতে জোরে আমিন বলার মাসআলায় আলকামা ইবনে ওয়াইল হতে একটি বর্ণনা বর্ণনা করেছেন, সে বর্ণনাটি হানাফিদের দলিল। তাতে তিনি বলেছেন, خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ। এই বর্ণনার ওপর শাফেয়িদের পক্ষ হতে এই প্রশ্ন করা হয় যে, আলাকামা ইবনে ওয়াইল স্বীয় পিতা হতে শুনেননি। স্বয়ং ইমাম তিরমিযী রহ. "কিতাবুল ইলালিল কাবিরে" বর্ণনা করেছেন যে, আলকামা ইবনে ওয়াইল স্বীয় পিতা হতে শুনেননি। তবে এখানে স্বয়ং ইমাম তিরমিযী রহ. সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, আলকামা ইবনে ওয়াইলের শ্রবণ স্বীয় পিতা হতে রয়েছে। সুতরাং হানাফিদের দলিল সঠিক।

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَقَعُ عَلَى الْبَهِيمَةِ

অনুচ্ছেদ– ২৩ : চতুষ্পদ পশুর সঙ্গে যে লোক অপকর্ম করে প্রসংগে (মতন পৃ. ২৬৯)

١٤٦٠ –عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوْهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ فَقِيْلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ ؟ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْ ذٰلِكَ شَيْئًا وَلٰكِنْ أَرٰى أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ لَحْمِهَا أَوْ يُنْتَفَعَ بِهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذٰلِكَ الْعَمَلُ.[২৮৩]

১৪৬০। **অর্থ** : আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যাকে তোমরা পাও যে, সে চতুষ্পদ পশুর সঙ্গে ব্যভিচার করেছে, তাকে কতল করো এবং প্রাণিটিকেই কতল করো। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. কে জিজ্ঞেস করা হলো, এ প্রাণিটির অপরাধ কি? তিনি বললেন, আমি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কোনো কথা শুনিনি যে, কি কারণে এ পশুটিকে কতল করার আদেশ দেওয়া হচ্ছে। আমার ধারণায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জানোয়ারটির সঙ্গে অপকর্ম করা হয়েছে সে জানোয়ারের গোশত খাওয়া কিংবা তা দ্বারা উপকৃত হওয়া পছন্দ করেননি। তাই তিনি বলেছেন, এটিকে জবাই করো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আমরা এ হাদিসটি আমর ইবনে আমর-ইকরামা-ইবনে আব্বাস-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেই কেবল জানি। সুফিয়ান সাওরি বর্ণনা করেছেন আসেম-আবু রুজাইন-ইবনে জাব্বার রা. সূত্রে যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি চতুষ্পদ পশুর সঙ্গে অপকর্ম করে তার ওপর দণ্ডবিধি নেই।

হজরত মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার-আবদুর রহমান ইবনে মাহদি-সুফিয়ান সাওরি সূত্রে এই হাদসিটি বর্ণনা করেছেন। এটি প্রথম হাদিস অপেক্ষা বিশদ্ধতম। ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব এটাই।

---

[২৮৩] ইবনে মাজাহ- ابواب الحدود, باب من اتى ذات محرم ومن اتى بهيمة, আল মুসনাদুল জামে'- ৯/২৬৫, মুসনাদে আহমদ- ১/২৬৯।

ব্যভিচারকৃত পশু জবাই করার হেকমত এবং এর গোশতের বিধান

অনেক আইনবিদ এর জবাইয়ের হেকমত এই বর্ণনা করেছেন যে, যদি সে পশু জীবিত থাকে তাহলে লোকজন এর দিকে ইঙ্গিত করে বলবে, এটি সে পশু যার সঙ্গে এ অপকর্ম করা হয়েছে। এর ফলে অশ্লীলতার প্রচার ঘটবে। বেহায়ামি এবং যৌন অনাচারের চর্চা হবে। সুতরাং তিনি চেয়েছেন যাতে এ উপকরণটিই খতম হয়ে যায়, যেনো পরবর্তীতে এ বদ আমলের চর্চা না হয়। বাকি আছে এ পশুর গোশতের ব্যাপারটি। এটি হারাম নয়; বরং তাতে মাকরূহে তানজিহি এসে যায়। এ কারণেই আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, আমার ধারণা মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন পশুর গোশত খাওয়া অপছন্দ করেছেন। আর সে লোকটিকে কতল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাজির (শাসন) হিসেবে। সুতরাং নাসকের এখতিয়ার আছে, তিনি ইচ্ছে করলে কতল করতে পারেন কিংবা অন্য কোনো শাস্তি প্রয়োগ করতে পারেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حَدِّ اللُّوطِيِّ

অনচ্ছেদ– ২৪ : সমকামীর শাস্তি প্রসংগে (মতন পৃ. ২৭০)

١٤٦١ –عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ.[২৯৪]

১৪৬১। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি তোমরা কোনো ব্যক্তিকে লূত আ. এর সম্প্রদায়ের মতো বদ আমল করতে পাও, তাহলে সে বদ আমলকারি ও কৃত উভয়কেই কতল করো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত জাবের ও আবু হুরায়রা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক এই হাদিসটি আমর ইবনে আমর হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যে চতুষ্পদ পশুর সঙ্গে অপকর্ম করলো সে অভিশপ্ত। এ হাদিসটি আসেম ইবনে উমর-সুহাইল ইবনে আবু সালেহ-তার পিতা-আবু হুরায়রা-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত আছে। তিনি ইরশাদ করেছেন, এ অপকর্মকারি ও কৃতকে কতল করো।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটির সনদে কালাম রয়েছে। আসেম ইবনে উমর উমারি ব্যতিত সুহাইল ইবনে আবু সালেহ হতে অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন, বলে আমরা জানি না। বস্তুত আসেম ইবনে উমরকে স্মরণশক্তিগত দিক হতে ইলমে হাদিসে জয়িফ সাব্যস্ত করা হয়। ওলামায়ে কেরাম সমকামীর দণ্ড সম্পর্কে মতপার্থক্য করেছেন। তাদের অনেকে বলেছেন, তার ওপর প্রস্তাঘাতে কতল রয়েছে। চাই সে বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত হোক। মালিক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব এটাই।

আর ফোকাহায়ে তাবেয়িনের অনেক আলেম বলেছেন, সমকামীর দণ্ড হলো জেনাকারির দণ্ড তাঁদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন– হাসান বসরি, ইবরাহিম নাখয়ি, আতা ইবনে আবু রাবাহ প্রমুখ। তারা বলেছেন, সমকামীর দণ্ড জেনাকারির দণ্ড। এটি সুফিয়ান সাওরি ও কুফাবাসীর বক্তব্য।

---

[২৯৪] আবু দাউদ- ابواب الحدود، باب من عمل عمل قوم لوط ইবনে মাজাহ- كتاب الحدود، باب فيمن عمل عمل قوم لوط-

١٤٦٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَكِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ.

১৪৬২। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ বর্ণনা করেন, আমি হজরত জাবের রা. হতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি আমার উম্মতের ওপর যে কর্মটিতে লিপ্ততার সবচেয়ে বেশি আশংকা করছি সেটি হচ্ছে হজরত লুত আ. এর সম্প্রদায়ের (বদ) আমল।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح غريب।

এ সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আকলি ইবনে আবু তালেব রা-জাবের রা. হতেই ও হাদিসটি জানি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُرْتَدِ

অনুচ্ছেদ-২৫ : মুরতাদ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৭০)

١٤٦٣ -عَنْ عِكْرِمَةَ : أَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ وَلَمْ أَكُنْ لِأُحَرِّقَهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ عَلِيًّا فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ.[২৯৫]

১৪৬৩। **অর্থ :** ইকরিমা রা. বললেন, হজরত আলি রা. এমন লোকদেরকে পুড়িয়ে ফেলেছিলেন, যারা ইসলাম হতে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলো। অনেক বর্ণনায় আছে, যাদেরকে তিনি পুড়িয়ে ফেলেছিলেন, তারা ছিলো সাবায়ি। আবদুল্লাহ ইবনে সাবার অনুসারী ছিলো। এ ব্যক্তি হলো। সমস্ত ফিত্‌নার মূল। সে ষড়যন্ত্র করে নিজেকে মুসলমান হিসেবে প্রকাশ করেছিলো। পরবর্তীতে সে হজরত আলি রা. সম্পর্কে দাবি করেছিলো যে, তিনি খোদা। আলি রা. তাদেরকে তওবা করাতে চেয়েছেন। তখন তারা তওবা করেনি। যার ফলে তিনি তাদেরকে পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। সেযুগে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে যে সব বাদানুবাদ ঝগড়া-বিবাদ হয়েছিলো, সেগুলোর পেছনেও বস্তুত এসব সাবায়ির ষড়যন্ত্র ছিলো। এই শিয়া সম্প্রদায়ও বস্তুত তাদেরই আসল বংশ। সারকথা, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. যখন জানতে পারলেন তখন তিনি বললেন, আমি যদি তাদের স্থলে হতাম তাহলে তাদেরকে কতল করতাম; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই ইরশাদের কারণে, যাতে তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় দীন পরিবর্তন করে তাকে কতল করো এবং আমি তাদেরকে পুড়িয়ে দিতাম না। কেনোনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলাই দিতে পারেন। অন্যদের জন্য এ শাস্তি দেওয়া অবৈধ। পরবর্তীতে হজরত আলি রা. জানতে পারতেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আবব্বাস রা. আমার এই পোড়ানোর ওপর এ পর্যালোচনা ও মন্তব্য করেছেন, তখন হজরত আলি রা. বলেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. সত্য বলেছেন। বাস্তবিকই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অগ্নির শাস্তি দিতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং আমার জন্য তাদেরকে আগুনে পোড়ানো উচিত ছিলো না; বরং কতল করা উচিত ছিলো।

---

[২৯৫] আবু দাউদ- كتاب الحدود, باب الحكم فيمن ارتد , নাসায়ি- كتاب تحريم الدم, الحكم فيمن ارتد

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

ওলামায়ে কেরামের মতে, মুরতাদ সম্পর্কে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাহলে মহিলা যখন ইসলাম হতে মুরতাদ হয়ে যায় তার সম্পর্কে তারা মতপার্থক্য করেছেন। একদল আলেম বলেছেন, সে মহিলাকে কতল করা হবে। আওজায়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব এটাই। আর একদল বলেছেন, বন্দি এবং কতল করা হবে। সুফিয়ান সাওরি প্রমুখ কুফাবাসীর মত এটাই।

দরসে তিরমিযী

মুরতাদের শাস্তি কতল : সমস্ত ইসলামি আইনবিদ এ ব্যাপারে একমত

এই হাদিস দ্বারা একটি কথাতো এই জানা গেলো যে, কোনো মানুষ কিংবা পশুকে পোড়ানোর শাস্তি দেওয়া অবৈধ। দ্বিতীয় কথা এই জানা গেলো যে, মুরতাদের শাস্তি কতল। সমস্ত ফোকাহায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত। তেরশত বছর পর্যন্ত এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে। এ ব্যাপারে কারো কোনো মতপার্থক্য ছিলো না যে, মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।[২৯৬]

পাশ্চাত্যের পক্ষ হতে মুরতাদের শাস্তির ওপর প্রশ্নোত্থাপন

কিন্তু বর্তমান যুগে যখন হতে পাশ্চাত্য সভ্যতায় প্রভাবিত নতুন বিপ্লব চলছে তখন হতে মুরতাদের মৃত্যুদণ্ডের হুকুমের ব্যাপারে খুব চিৎকার শুরু হয়েছে। তারা বলেছে, মুরতাদকে কতল করা চিন্তার স্বাধীনতার বিপরীত। বর্তমান পশ্চিমা সভ্যতা স্বীয় দীন মনগড়া তৈরি করেছে। যার একটি কালিমা তাইয়েবা হলো, "প্রতিটি ব্যক্তির চিন্তার স্বাধীনতা রয়েছে এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে।" এটা প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। এর ওপর ভিত্তি করে তারা এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছে যে, এক ব্যক্তি মুসলমান হয়েছে, কিন্তু ইসলাম তার বুঝে আসে না, কিংবা নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক সে দীন ইসলামকে ভুল মনে করে এবং এর কারণে সে স্বীয় দীন পরিবর্তন করে, তাহলে তাকে কেনো শাস্তি দেওয়া হবে? এবং এই দীন পরিবর্তন পার্থিব অপরাধের বিষয় নয়। পরকালে যা কিছু হওয়ার হবে, কিন্তু দুনিয়াতে দীন পরিবর্তন করতে কাউকে কেনো বাধা দেওয়া হবে? তাকে কেনো শাস্তি দেওয়া হবে? কেনোনা, যদি তার ওপর শাস্তি জারি করা হয় তাহলে এটা তার ওপর জবরদস্তি হয়ে যাবে। তাই এমন করা চিন্তার স্বাধীনতার বিপরীত।

মুরতাদের শাস্তি অস্বীকারকারিদের দলিল

আমাদের মুসলিম সমাজে একটি শ্রেণি এমন রয়েছে, যাদের কাজই হলো, যখন পাশ্চাত্যের পক্ষ হতে ইসলামের ওপর কোনো সন্দেহ কিংবা কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়, তখন পাশ্চাত্যের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে যাওয়া। তারা বলে, আপনারা যা বলেছেন, তা আমাদেরকে ধর্মে বাস্তবে পাওয়া যায় না। আমাদের ধর্মে এটা নেই। সুতরাং পাশ্চাত্য যখন মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করেছে তখন এই শ্রেণিটি বললো, এটাতো অনর্থক লোকজন সম্বন্ধযুক্ত করে দিয়েছে। অন্যথায় ইসলামে মুরতাদের শাস্তি কতল না। তারা কোরআনে কারিমের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করেছে,

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ– (البقرة : ٢٥٦)

ধর্মের ব্যাপারে কোনো জোর জবরদস্তি নেই। হেদায়েত ও গুমরাহি স্পষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং এখন এই আয়াতের আলোকে যার ইচ্ছা ঈমান আনবে, আর যার ইচ্ছা ঈমান আনবে না। আমাদের কারো ওপর জোর

---

[২৯৬] দ্র. আল-মাবসুত-সারাখসি- ১০/৯৮, বাদায়ে'-৭/১৩৪, রদদুল মুহতার- ৪/২২৬।

জবরদস্তি করার কিছু নেই। মূলকথা এখান হতে চলছিলো যে, মত প্রকাশের স্বাধীনতা হওয়া উচিত। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি স্বীয় মতের স্বাধীনতা দ্বারা ইসলাম পরিত্যাগ করে তাহলে তার ওপর কোনো শাস্তি জারি করা উচিত না।

মত প্রকাশের স্বাধীনতার মূলনীতিটি কেমন?

প্রথমে বুঝা উচিত যে, এই চিন্তার স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার মূলনীতিটি কেমন? এটি কি এমন পবিত্র মূলনীতি যে, এর ফলে যে যা ইচ্ছা চিন্তা করবে এবং যা ইচ্ছা কাজ করবে, যা ইচ্ছা মত কায়েম করবে? এ ব্যাপারে আমি একটি ঘটনা শুনাচ্ছি।

একটি বিস্ময়কর কাহিনী

একটি আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান হলো এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। এর হেড অফিস প্যারিসে অবস্থিত। আজ হতে কয়েক বছর আগে এই প্রতিষ্ঠানের একজন রিসার্স স্কলার সার্ভে করার জন্য পাকিস্তান এসেছিলেন। আল্লাহই জানেন কেনো তিনি আমার কাছে ইন্টারভিও নেওয়ার জন্য এসেছেন। এসে আলোচনা শুরু করলেন যে, আমাদের উদ্দেশ্য চিন্তার স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করা। অনেক লোক চিন্তার স্বাধীনতার কারণে জেলে আবদ্ধ। আর এটি এমন একটি অবিতর্কিত বিষয়, যাতে কারো কোনো মতপার্থক্য হওয়া উচিত না। আমাকে তাই পাকিস্তানে প্রেরণ করা হয়েছে, যাতে আমি এ বিষয়ে বিভিন্ন শ্রেণির লোকদের ধারণা লাভ করতে পারি। আমি শুনেছি, আপনারও বিভিন্ন জ্ঞানীগুণীজনের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। তাই আপনার নিকটেও কিছু প্রশ্ন করতে চাই।

মত প্রকাশের স্বাধীনতার কি কোনো সীমা এবং শর্ত হওয়া উচিত?

আমি যখন তার কাছে এ জরিপ সম্পর্কে জানলাম, তখন আমি আমি তার প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে অস্বীকার করলাম। তারপর আমি তাকে বললাম, যদি আপনি অনুমতি দেন তাহলে আপনার কাছে আমি কিছু প্রশ্ন করতে পারি। তিনি বললেন, প্রশ্ন করতে তো আমিই এসেছিলাম। ঠিক আছে, আপনি প্রশ্ন করুন। আমি বললাম, আপনার প্রতিষ্ঠান বিশ্বের চিন্তার স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার প্রচলন দেওয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি, আপনার এ বক্তব্য যে, চিন্তার স্বাধীনতা প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার–এটা কি সম্পূর্ণ শর্তহীন, ব্যাপক? নাকি এর কোনো সীমা-সরহদ ও শর্ত-শরায়েত হতে পারে? যেমন এক ব্যক্তি বলে, আমার মত হলো, যতো বিত্তশালী লোক আছে, তারা অবৈধ পন্থায় সম্পদ অর্জন করেছে। সুতরাং তাদের সমস্ত সম্পদ লুট করে গরিবদের মাঝে বন্টন করে দেওয়া উচিত। তারপর সেসব লোকদের সে এর দাওয়াত দিবে যে, আমি একটি গ্রুপ তৈরি করছি যারা বিত্তশালী লোকদের বাড়িতে ডাকাতি করে তাদের সম্পদ ছিনিয়ে গরিবদের মাঝে বন্টন করবে। এটা এ ব্যক্তির মত। তাহলে কি তাকে এ মত প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হবে? নাকি তাকে বাধা দেওয়া হবে? তিনি বলতে লাগলেন, তাকে বাধা দেওয়া হবে। আমি বললাম, কেনো বাধা দেওয়া হবে? এটা যেহেতু মত প্রকাশের স্বাধীনতা। অতএব, এটা প্রকাশ করতে কেনো বাধা দেওয়া হবে? যদি তাকে নিষেধ করা হয় তাহলে এর অর্থ মত প্রকাশের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ শর্তহীন ব্যাপক না। বরং কিছু শর্তের পাবন্দি আছে, সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। সেসব শর্ত সহকারে মত প্রকাশের স্বাধীনতা হবে। তাহলে কি আপনি তা মানেন যে, কিছু শর্ত-শরায়েত হওয়া উচিত? তিনি বললেন, হ্যাঁ, কিছু শর্ত-শরায়েত হওয়া উচিত। যেমন আমার ধারণা হলো, চিন্তার স্বাধীনতায় এ শর্তের পাবন্দি হওয়া উচিত যে, এর ফল অন্যদের ওপর কঠোরতা হিসেবে যেনো প্রকাশ না পায়। আমি বললাম, যেমনভাবে আপনি চিন্তা-ফিকির করে চিন্তার স্বাধীনতার ওপর একটি পাবন্দি আরোপ করলেন, এমনভাবে যদি অন্য কোনো ব্যক্তি এ ধরণের অন্য কোনো পাবন্দি নিজে চিন্তা করে আরোপ করতে চান, তাহলে তাও অবলম্বন করা উচিত। অন্যথায় আপনার চিন্তার ওপর আমল করা হবে, আর অন্যদের চিন্তা বাস্তবায়িত করা হবে না-এর কী কারণ?

প্রশ্ন : সে কিছু শর্ত-শরায়েতে কি হওয়া উচিত? আপনার কাছে সে মানদণ্ড কি? যার ভিত্তিতে আপনি এই ফয়সালা করবেন যে, চিন্তার স্বাধীনতার ওপর অমুক ধরনের পাবন্দি লাগানো যায়? আর অমুক ধরনের পাবন্দি লাগলো না?

জবাব : এ বিষয়ে আমি রীতিমতো চিন্তা করিনি। আমি বললাম, আপনি এতো বড় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং এ কাগজের জরিপের জন্য আপনি যাচ্ছেন। তবে চিন্তার স্বাধীনতার কি সীমা সরহদ হওয়া উচিত, এই মৌলিক প্রশ্ন আপনার মনে নেই। আপনার এই প্রোগ্রাম আমার কাছে ওজনি মনে হচ্ছে না। তিনি বলতে লাগলেন, আপনার এসব ধারণা আমি স্বীয় প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত পৌছাবো এবং এ বিষয়ে আমাদের যে সব লিটারেচার আছে সেগুলো আমি সরবরাহ করবো। এই বলে তিনি আমার এ ধরনের ফিকিরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বিদায় নিলেন।

সারকথা, এ ঘটনা দ্বারা বলা উদ্দেশ্য হলো, যারা চিন্তার স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার অস্পষ্ট শ্লোগান দেন, তাদের নিজেদেরও জানা নেই যে, কোনো ধরনের চিন্তার স্বাধীনতা উদ্দেশ্য এবং কোনো ধরনের স্বাধীনতা কাম্য নয় এবং এই স্বাধীনতার সীমা শর্ত-শরায়েত কি কি? অতএব তাদের বুনিয়াদের ওপর কোনো ব্যক্তি যদি কোরআন এবং সুন্নতের নসের ব্যাখ্যা করে তাহলে এটা কোনো বিজ্ঞজনোচিত কাজ হতে পারে না।

অস্বীকারকারিদের দলিলের জবাব

এখন রইলো لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ -এর বিষয়টি। এর অর্থ কাউকে জোরপূর্বক প্রথমত ইসলামে দাখিল করা যাবে না। এ কারণেই তারপরে বলেছেন– فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ

এই আয়াতের পূর্বাপর বলছে যে, যে ব্যক্তি এখনও ইসলামে দাখিল হয়নি, আমরা তাকে বাধ্য করবো না যে তোমরা অবশ্যই ইসলামে প্রবিষ্ট হও। এ আয়াতের শানে নুজুল দ্বারাও এ বিষয়টি জানা যায়। আগে এই হতো যে, মদিনা মুনাওয়ারায় ইসলামের আগে অনেক সময় শিশুদেরকে ইহুদি হওয়ার জন্য বাধ্য করা হতো। যখন ইসলাম এর তখন আনসারিগণ মনে করলেন, যেহেতু ইসলামের আগে আমরা স্বীয় শিশুদেরকে ইহুদি হওয়ার জন্য বাধ্য করতাম। অতএব, এখন কেনো ইসলাম গ্রহণ করার জন্য বাধ্য করবো না? এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, তাদেরকে বাধ্য করো না।

মুরতাদকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ কেনো?

যখন একবার এক ব্যক্তি ইসলামে প্রবিষ্ট হয়ে যায় তখন ইসলামের সৌন্দর্যগুলো সম্পর্কে অবহিত হয়ে যায়, তারপর যদি সে ইসলাম থেকে বেরুতে চায়, তাহলে ইসলামে প্রবেশ করেনি, তার এই কাজ ফাসাদের কারণ। যদি ইসলাম ছাড়তে হয়, তাহলে ইসলামি রাষ্ট্র হতে বেরিয়ে দারুল হরব তথা শত্রু কবলিত রাষ্ট্রে চলে যাক। সেখানে গিয়ে যা ইচ্ছে করুক। কেনোনা, সেখানে আমাদের কর্তৃত্ব ও অভিভাবকত্ব নেই। দারুল ইসলামে অবস্থান করে যদি সে ইসলাম বর্জন করে তাহলে এটা এমন হবে যেমন– দেহের একটি অঙ্গ নষ্ট হয়ে গেলো। এবার যদি সে অঙ্গটিকে অবশিষ্ট রাখা হয়, তাহলে এর ফাসাদ অন্যান্য অঙ্গের দিকে ছড়িয়ে পড়বে। এ কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ "যে তার দীন পরিবর্তন করে তাকে কতল করো।"

মুরতাদ কতল সংক্রান্ত হাদিসগুলো অর্থগতভাবে প্রায় মুতরাওয়াতির। আমি তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিমে মুরতাদ কতল সংক্রান্ত হাদিসগুলো গুণলাম। দেখলাম সতেরোটি হাদিস এবং আছর দ্বারা মুরতাদ মৃত্যুদণ্ডের দলিল পাওয়া গেলো। সুতরাং এটা বলা ঠিক নয় যে, মুরতাদ মৃত্যুদণ্ডের বিষয়টি প্রমাণিত না।

মুনাফিক মৃত্যুদণ্ডের বিধান নেই কেনো?

প্রশ্ন হয় তাহলে মুনাফিক মৃত্যুদণ্ডের আদেশ ইসলামে নেই কেনো? এর জবাব হলো- মুনাফিকি একটি আভ্যন্তরীণ বিষয়, আর পার্থিব সাজা নির্ভর করে, জাহের বা বাহ্যিক অবস্থার ওপর। আমরা তার অন্তর চিরে বলতে পারি না যে, সে মুনাফিক না মুসলমান। যদি মুনাফিককে মৃত্যুদণ্ডের কারণ সাব্যস্ত করা হতো, তাহলে তা জানা একজন মানুষের জন্য সম্ভব না। এ কারণেই প্রত্যকে মাজহাব ও ধর্মের বিধিবিধান জাহেরের ওপর নির্ভরশীল হয়। এ কারণে মুনাফিক কতল ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়নি। মুরতাদ যেহেতু প্রকাশ্যে স্বীয় মুরতাদ হওয়ার কথা ঘোষণা করে সেহেতু তার ওপর কতলের বিধান প্রয়োগ হয়।

মুনাফিকদের সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানা সত্ত্বেও কতল করেননি কেনো?

প্রশ্ন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তো ওহির মাধ্যমে অনেক মুনাফিক সম্পর্কে বলে দেওয়া হয়েছে যে, অমুক অমুক ব্যক্তি মুনাফিক। তাহলে তিনি তাদের কতল করলেন না কেনো?

জবাব : তাদের কতল না করার কারণ স্বয়ং তিনি নিজে বলে দিয়েছিলেন। একবার কোনো এক সাহাবি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি মুনাফিকদের কেনো কতল করছেন না। জবাবে তিনি বললেন, যদি আমি তাদেরকে কতল করি তাহলে ইসলামের শত্রুরা এই অপপ্রচার চালাবে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ সঙ্গীদেরকে কতল করছেন, যারা স্বীকার করছে, আমরা মুসলমান। তাই আমি তাদেরকে কতল করছি না।

মুরতাদের শাস্তি অস্বীকারকারিদের পক্ষ হতে হাদিসের অপব্যাখ্যা

যারা মুরতাদের শাস্তি কতলকে অস্বীকার করেছে তারা যেসব হাদিসে মুরতাদের শাস্তি কতল বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোতে এই অপব্যাখ্যার চেষ্টা করেছে যে, এসব হাদিস বিদ্রোহি যোদ্ধাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ, যেসব লোক মুরতাদ হওয়ার পর বিদ্রোহ করে তাদেরকে কতল করা হবে। তবে এই ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট বাতিল। কেনোনা, হাদিস শরিফে বলা হয়েছে- مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهٗ فَاقْتُلُوْهُ

মূলনীতি হলো, যখন কোনো ইসমে মুশতাক্বের (নিষ্পন্ন ইসমের) ওপর আদেশ লাগানো হয় তখন ক্রিয়ামূল তার কারণ হয়। এ হাদিসে بَدَّلَ دِيْنَهٗ এর ওপর اُقْتُلُوْهُ বিধান লাগানো হয়েছে। সুতরাং দীন পরিবর্তন কতলের কারণ হলো, বিদ্রোহ এবং যুদ্ধ না। কেনোনা, তাদের কথা এখানে আলোচিতই হয়নি। একটি বর্ণনা পেছনে এসেছে। তাতে اَلتَّارِكُ لِدِيْنِهٖ এর সঙ্গে اَلْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ শব্দও বিদ্যমান আছে। অনেকে এর দ্বারা দলিল পেশ করেছে যে, শুধু দীন বর্জন যথেষ্ট নয়; বরং জামাআত তথা দল হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আবশ্যক। সেখানে আমি সবিস্তারে জবাব দিয়েছিলাম যে, اَلْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ টি اَلتَّارِكُ لِدِيْنِهٖ এর সিফাতে কাশিফা। সুতরাং এর দ্বারা দলিল পেশ করা ঠিক না।

মুরতাদ কতলে সাহাবায়ে কেরামের আমল

সাহাবায়ে কেরাম যেমনভাবে মুরতাদ কতলের বিধানের ওপর আমল করেছেন সেটাও এর স্পষ্ট দলিল। হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা.কে যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানের শাসক বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন, তখন আবু মুসা আশ'আরি রা. ছিলেন সেখানকার গভর্নর। যখন তিনি সেখানে পৌছলেন,

দেখলেন এক ব্যক্তিকে সেখানে বেঁধে রাখা হয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ কে? লোকজন বললো, সে মুরতাদ হয়ে গেছে। মুয়াজ রা. বললেন, আমি এ সওয়ারি হতে ততোক্ষণ পর্যন্ত নামবো না, যতোক্ষণ না তাকে কতল করা হয়। দেখুন সেখানে কোনো বিদ্রোহ পাওয়া যায়নি। একা এক ব্যক্তি ছিলো। তা সত্ত্বেও তাকে কতল করা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা গেলো, বিদ্রোহ এবং যুদ্ধ শর্ত না। এমনভাবে আবদুল্লাহ ইবনে খতলে ঘটনা সহিহ বোখারিতে এসেছে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুর্নাম রটনা করতো। মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেন। অথচ তার পক্ষ হতে কোনো বিদ্রোহ কোথাও বর্ণিত নেই। এসব এর দলিল যে, শুধু মুরতাদ হওয়ার ফলেই কতল করে দেওয়া হবে।

بَابُ مَا جَآءَ فِيْ شُهْرِ السِّلَاحِ

অনুচ্ছেদ– ২৬ : যে তলোয়ার উন্মুক্ত করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৭০)

١٤٦٤ –عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا.[২৯৭]

১৪৬৪। **অর্থ :** আবু মূসা আশআরি রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে আমাদের ওপর অস্ত্র উত্তোলন করবে সে আমাদের দলভুক্ত না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু মুসা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

অর্থাৎ, সে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য না। এর এই অর্থ নয় যে, সে এই বদ আমলের কারণে কাফের হয়ে যায়। বরং এর অর্থ অন্যদের ওপর অস্ত্র ধারণ করা মুসলমানদের কাজ নয়।

بَابُ مَا جَآءَ فِيْ حَدِّ السَّاحِرِ

অনুচ্ছেদ– ২৭ : যাদুকরের সাজা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৭০)

١٤٦٥– عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ.[২৯৮]

১৪৬৫। **অর্থ :** জুনদুব রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যাদুকরের শাস্তি হলো, তলোয়ারের আঘাতে একবারেই তাকে কতল করা।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি আমরা এ সূত্রেই কেবল মারফূ' আকারে জানি। ইসমাইল ইবনে মুসলিম মক্কিকে স্মরণ শক্তির দিক হতে হাদিসে দুর্বল সাব্যস্ত করা হয়। ইসমাইল ইবনে মক্কি আবদি বসরি সম্পর্কে ওয়াকি' রহ. বলেছেন, তিনি নির্ভরযোগ্য। এ হাদিসটি হজরত হাসান রহ. হতেও বর্ণনা করা হয়। তাহলে صحيح হলো জুনদার হতে মওকুফ। সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেমের মতে, এ হাদিসের ওপর আমল

---

[২৯৭] নাসায়ি- ابواب الحدود، باب من شهر سيفه, ইবনে মাজাহ- كتاب المحاربة، باب من شهر السلاح

[২৯৮] আল মুসনাদুল জামে'- ৫/২১।

অব্যাহত। এটি মালেক ইবনে আনাস রহ. এর মাজহাব। ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেছেন, যাদুকরকে কেবল তখনি কতল করা হবে, যখন সে যাদুতে এমন কাজ করে যা কুফুরি পর্যন্ত পৌছে দেয়। সুতরাং যখন কুফরি পর্যন্ত পৌছে না দেওয়ার মতো এমন কাজ করে তাহলে তার ব্যাপারে আমরা মৃত্যুদণ্ডের মতপোষণ করিনি।

যাদুকর দুই প্রকার হয়ে থাকে।

১. যার যাদু কুফুরির সীমা পর্যন্ত পৌছে যায়। এ হাদিসে তার সম্পর্কেই আদেশ বর্ণিত হয়েছে। কেনোনা, সে মুরতাদ। আর মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

২. যার যাদু কুফর এবং শিরকের সীমা পর্যন্ত তো পৌছে না, কিন্তু সেটি সত্তাগতভাবে অবৈধ এবং হারাম। তার ওপর কোনো দণ্ড নেই, কিন্তু তাকে তাজিরি শাস্তি দেওয়া যায়। যদি শাসক মনে করেন, তাহলে তাকে তাজির হিসেবে কতল করা বৈধ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغَالِ مَا يَصْنَعُ بِهِ

অনুচ্ছেদ–২৮ : খেয়ানতকারির সংগে কেমন ব্যবহার করা হবে প্রসংগে (মতন পৃ. ২৭০)

١٤٦١ –عَنْ عُمَرَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ غَلَّ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَأَحْرِقُوْا مَتَاعَهُ قَالَ صَالِحٌ فَدَخَلْتُ عَلٰى مَسْلَمَةَ وَمَعَهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فَوَجَدَ رَجُلًا قَدْ غَلَّ فَحَدَّثَ سَالِمٌ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ فَأَمَرَ بِهِ فَأَحْرَقَ مَتَاعَهُ فَوَجَدَ فِيْ مَتَاعِهِ مُصْحَفٌ فَقَالَ سَالِمٌ بِعْ هٰذَا الْمُصْحَفَ وَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ[২৯৯]

১৪৬৬। **অর্থ :** উমর রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা কাউকে পাও যে, সে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে খেয়ানত করেছে, তাহলে তার আসবাবপত্র জ্বালিয়ে দাও। সালেহ রহ. বলেন, আমি মাসলামার কাছে গেলাম। তার সঙ্গে সালেম ইবনে আবদুল্লাহও ছিলেন। তিনি এক ব্যক্তিকে গণিমতের মাল চোরাইকারি পেলেন, সালেম তখন ইবনে আবদুল্লাহ এ হাদিস রেওয়ায়াত করলেন। তখন মাসলামা তার জিনিসপত্র জ্বালিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। তার আসবাব উপকরণের মধ্যে একটি কোরআন শরিফও বেরিয়ে ছিলো। তখন সালেম রহ. বললেন, এটা বিক্রি করে এর দাম সদকা করে দাও।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এছাড়া অন্য কোনো সূত্রে এ হাদিসটি আমরা জানি না। অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। এটি আওজায়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব।

তিরমিযী রহ. বলেন, আমি এই হাদিসটি সম্পর্কে মুহাম্মদকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি বলেছেন, এই হাদিসটি কেবল সালেহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জায়েদাই বর্ণনা করেছেন। তিনি হলেন আবু ওয়াকিদ লাইসি। তিনি মুনকারুল হাদিস।

মুহাম্মদ রহ. বলেছেন, একাধিক হাদিসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে খেয়ানতকারি সম্পর্কে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তবে তাতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গণিমতের মালে খেয়ানতকারির সামানপত্র জ্বালিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেননি।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি غريب।

---

[২৯৯] কানজুল উম্মাল- ৪/৩৯৩।

দরসে তিরমিযী

অধিকাংশ ইসালামি আইনবিদের মতে মাল দ্বারা তাজির অবৈধ

এ হাদিস দ্বারা অনেক ইসলামি আইনবিদ মাল দ্বারা তাজিরের বৈধতার ওপর দলিল পেশ করেছেন যে, মাল দ্বারাও তাজির বৈধ আছে। অথচ অধিকাংশ ইসলামি আইনবিদের বক্তব্য হলো–মাল দ্বারা তাজির অবৈধ। শুধু দৈহিক শাস্তির মাধ্যমে তাজির করা বৈধ। অবশ্য ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. মাল দ্বারা তাজিরকে বৈধ সাব্যস্ত করেছেন। হানাফিদের মধ্য হতে আবু ইউসুফ রহ. এর একটি বর্ণনা হলো মাল দ্বারা তাজির বৈধ। তারা যেসব হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন, সেগুলোর মধ্য হতে একটি এ অনুচ্ছেদের হাদিসও। কেনোনা, এ হাদিসে তিনি চোরের সামানপত্র জ্বালিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলামি আইনবিদ এর এই জবাব দেন যে, এ হাদিসটি সনদগতভাবে পূর্ণরূপে প্রমাণিত না। কেনোনা, এর একজন বর্ণনাকারি সালেহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জায়েদাকে মুনকারুল হাদিস বলা হয়েছে। সুতরাং এ হাদিসটি দলিলযোগ্য না। তাছাড়া অন্যান্য যেসব হাদিস পেশ করা হয়, সেগুলোর ব্যাপারেও কালাম অনেক মুহাদ্দিসিনের পক্ষ হতে।

পরবর্তী হানাফিগণ মাল দ্বারা তাজির বৈধ সাব্যস্ত করেছেন

কিন্তু যার দ্বারা তাজির অবৈধ হওয়ার ওপর কোনো সুস্পষ্ট দলিল আমি পাইনি। সাধারণত ফোকাহায়ে কেরাম সে হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন, যাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا يَحِلُّ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ اِلَّا بِطِيْبِ نَفْسٍ مِّنْهُ.

অর্থাৎ, কোনো মুসলমানের সম্পদ তার মনের খুশি ব্যতিত হালাল না। তবে এই দলিলটি জয়িফ। কেনোনা, এ হাদিসে সে মুসলমানের উল্লেখ রয়েছে যে কোনো পাপ এবং অপরাধে লিপ্ত হয়নি। তবে যদি মুসলমান কোনো অপরাধে লিপ্ত হয়, তাহলে তার ওপর যেমনভাবে দৈহিক শাস্তি আরোপ করা যায়, এমনভাবে আর্থিক শাস্তিও আরোপ করা যেতে পারে। কেনোনা, মুসলমানের সম্পদ তো মনের খুশিতে হালাল হয়ে যায়, কিন্তু জান তো মনের খুশিতেও হালাল হয়না। সুতরাং যখন কোনো মুসলমান কোনো অপরাধ করে এবং তারপর শাস্তি হিসেবে তার জানের কোনো ক্ষতি করা হয়, তখন এটা সবার মতে বৈধ, তাহলে যে সম্পদ মনের খুশিতে হালাল হয়ে যায়, সেটি অপরাধে লিপ্ত হলে উত্তমরূপেই বৈধ হওয়া উচিত। এ কারণে পরবর্তী অনেক হানাফি ইসলামি আইনবিদ ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর উক্তিটিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে মাল দ্বারা তাজির বৈধ বলেছেন।[৩০০]

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ يَقُوْلُ لِآخَرَ يَا مُخَنَّثُ

অনুচ্ছেদ– ২৯ : যে অন্যকে বলবে, হে হিজড়া! প্রসংগে (মতন পৃ. ২৭০)

١٤٦٧ –عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا يَهُوْدِيُّ فَاضْرِبُوْهُ عِشْرِيْنَ وَإِذَا قَالَ يَا مُخَنَّثُ فَاضْرِبُوْهُ عِشْرِيْنَ وَمَنْ وَقَعَ عَلٰى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوْهُ.[৩০১]

---

[৩০০] দ্র. আল ফিকহুল ইসলামি ওয়াআদিল্লাতুহু- ৬/২০১, বাদায়ে'- ৭/৬৩, রদ্দুল মুহতার- ৪/৬১, মুগনিল মুহতাজ- ৪/১৯১, হাশিয়াতুদ দুসুকি- ৪/৩৫৪, আলামুল মুয়াক্কিয়িন- ২/৯৮।

[৩০১] মিশকাতুল মাসাবিহ- كتاب الحدود، باب التعزير، الفصل الثاني

১৪৬৭। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কাউকে ইহুদি কিংবা মুখান্না তথা হিজড়া বলে ডাকে তাকে বিশ ঘা বেত্রাঘাত করো। আর যে ব্যক্তি কোনো মাহরাম মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার করে তাকে কতল করো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن। এ ব্যতিত অন্য কোনো সূত্রে আমরা এ হাদিসটি জানি না। ইবরাহিম ইবনে ইসমাইলকে হাদিসে দুর্বল সাব্যস্ত করা হয়। আমাদের সঙ্গীদের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তারা বলেছেন, যে ব্যক্তি জেনেশুনে কোনো মাহরামের সঙ্গে সঙ্গম করে তার শাস্তি হলো কতল। ইমাম আহমদ রহ. বলেছেন, যে তার মাকে বিয়ে করেছেন তাকে কতল করা হবে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে। এটি বর্ণনা করেছেন, ফারাহ ইবনে আজেব ও কুররা ইবনে ইয়াস মুজানি রা.। এক ব্যক্তি তার বাপের স্ত্রীকে বিয়ে করেছিলো তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মৃত্যু দণ্ডের নির্দেশ দেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعْزِيْرِ

অনুচ্ছেদ—৩০ : তাজির প্রসংগে (মতন পৃ. ২৭১)

١٤٦٨ -عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِيْ حَدٍّ مِّنْ حُدُوْدِ اللهِ.[৩০২]

১৪৬৮। **অর্থ :** আবু বুরদা ইবনে দিনার রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার দণ্ডবিধি ব্যতিত অন্যত্র দশ বেত্রাঘাতের বেশি মারা যাবে না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن غريب।

আমরা বুকাইর ইবনে আশাজ্জ ব্যতিত অন্য কোনো সূত্রে জানি না। তাজির সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম মতপার্থক্য করেছেন। তাজির সম্পর্কে বর্ণিত সবচেয়ে সুন্দরতম হাদিস হলো এটি।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি ইবনে লাহি'আ বুকাইর হতে বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি ভুল করেছেন। তিনি বলেছেন, আবদুর রহমান ইবনে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ-তাঁর পিতা-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে। এটি ভুল। صحيح হলো লাইস ইবনে সা'দ এর হাদিসটি। তাতে রয়েছে কেবল আবদুর রহমান ইবনে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ-আবু বুরদা ইবনে দিনার-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

দরসে তিরমিযী

তাজিরের সীমায় ইসলামি আইনবিদদের মতপার্থক্য

অনেক আহলে জাহের এ হাদিসের জাহের দ্বারা দলিল পেশ করতে গিয়ে বলেন, তাজিরে দশ বেতাঘাতের বেশি শাস্তি দেওয়া যায় না। অপরদিকে অনেক ইসলামি আইনবিদ বলেছেন, তাজির হলো, আশি ঘা বেত্রাঘাতের

[৩০২] আবু দাউদ- كتاب الحدود، باب فى التعزير, ইবনে মাজাহ- ابواب الحدود، باب التعزير

কম। কেনোনা, সবচেয়ে কম দণ্ড হলো অপবাদ কিংবা মদ্য পানের দণ্ড। এগুলোতে আশি ঘা বেতাঘাত হয়ে থাকে। সুতরাং তাজিরে উনআশি বেত্রাঘাত পর্যন্ত লাগানো যেতে পারে। আশি বা তার চেয়ে বেশি লাগানো অবৈধ। তারা সে হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন, যাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِىْ غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِيْنَ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি দণ্ড ব্যতিত অন্য কোনো অপরাধে দণ্ড পর্যন্ত পৌঁছে যায়, সে অত্যাচারী। সুতরাং যেসব অপরাধের দণ্ড শরিয়ত নির্ধারিত করেনি। সেগুলোতে এতোগুলো বেত্রাঘাত লাগানো অত্যাচার, যতোগুলো হলে দণ্ডবিধির সমান হয়ে যায়। আর দণ্ডবিধি পর্যন্ত তখন পৌঁছবে যখন আশি ঘা বেত্রাঘাত করবে। আশি এর কমে সে সীমা পর্যন্ত পৌঁছবে না। সুতরাং আশির কম বেত্রাঘাত লাগানো বৈধ।

হানাফিদের প্রসিদ্ধ বক্তব্য

অনেক ইসলামি আইনবিদ বলেন এবং হানাফিদের প্রসিদ্ধ উক্তিও এটাই যে, তাজির হিসেবে শুধু উনচল্লিশ বেতাঘাত লাগানো যায়, এর বেশি না। এর কারণ হলো, অপরাধের দণ্ড এবং মদ পানের দণ্ড যদিও আশি বেত্রাঘাত, কিন্তু গোলামকে অর্ধেক দণ্ড, অর্থাৎ, চল্লিশ বেত্রাঘাত লাগানো হয়। সুতরাং চল্লিশ বেত্রাঘাতও দণ্ড। আর তাজির হওয়া উচিত দণ্ডের চেয়ে কম। সুতরাং তাজির হিসেবে উনচল্লিশ বেত্রাঘাত লাগানো যেতে পারে। এর চেয়ে বেশি লাগানো অবৈধ।

আমার মতে প্রধান বক্তব্য

ইমাম মালেক রহ. এর মাজহাব হলো, তাজির হিসেবে শাসক যতো বেত্রাঘাত লাগাতে পারেন, এতে কোনো কয়েদ বা শর্ত নেই। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মাজহাব এটাই। ইমাম তাহাবি রহ.ও এরই ওপর ফতওয়া দিয়েছেন।

মোটকথা এই যে, এ অনুচ্ছেদে তিনটি দৃষ্টিকোণ হলো-

একটি আহলে জাহেরের। তাঁদের মতো তাজির হিসেবে দশ বেত্রাঘাতের বেশি লাগানো যায় না।

দ্বিতীয় মাজহাব তাঁদের যারা বলেন যে, দণ্ডের চেয়ে কম তাজিরে জারি করা যায়। তৃতীয় মাজহাব হলো, তাজিরে কোনো কয়েদ শর্ত নেই। শাসক যে পরিমাণ ইচ্ছা বেত্রাঘাত করতে পারেন। আমার মতে এই তৃতীয় বক্তব্যটিই মূল।

আহলে জাহেরের দলিল ও এর জবাব

প্রশ্ন : এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা আহলে জাহের দলিল পেশ করেন যে, এ হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর দণ্ডবিধি ব্যতিত অন্যত্র দশ বেত্রাঘাতের বেশি মেরো না।

জবাব : এ হাদিসের অর্থ এই নয় যে, তাজিরে দশ বেত্রাঘাতের বেশি শাস্তি দেওয়া যায় না। কেনোনা, কেবলমাত্র পেছনের হাদিসে গেলো, যদি এক ব্যক্তি অন্যকে ইহুদি কিংবা মুখান্নাছ বা হিজড়া বলে, তাহলে তাকে বিশ বেত্রাঘাত করো। অথচ বিশ বেত্রাঘাত দশ এর চেয়ে বেশি। এতে বুঝা গেলো, হাদিসের অর্থ তা না, যা তারা উৎসারণ করেছেন। আমার মতে-আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন- এ হাদিসের উদ্দেশ্য হলো, মূলত অপরাধ দুই প্রকার হয়ে থাকে।

১. যে অপরাধ শরয়ি মতে সত্তাগতভাবে গুনাহের কাজ ছিলো।

২. যে অপরাধ শরয়ি মতে সত্তাগতভাবে অপরাধ ছিলো না। তবে শাসকের আদেশের বিরোধিতার কারণে অপরাধ হয়ে গেছে। প্রথম অপরাধের দৃষ্টান্ত চরস, আফিম, ভাঙ সেবন করা। এগুলো শরিয়ত মতেও গুনাহের কাজ এবং আইনের সৃষ্টিতেও অপরাধ। দ্বিতীয় অপরাধের উদাহরণ যেমন-ট্রাফিক আইন হলো বাম দিকে চলা।

যদি কেউ বাম দিকে চলার পরিবর্তে ডান দিকে চলে, তাহলে এটা আইনগতভাবে অপরাধ। শরয়িমতে অপরাধ ছিলো না। তবে শাসকের নির্দেশের বিরোধিতা এটাকে অপরাধ বানিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলার বাণী,

وَاَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ- (النساء : ٥٩)

এখানে اُولِى الْاَمْرِ (শাসক) এর আনুগত্য আবশ্যক। শাসকদের আদেশের বিরোধিতা করার কারণে অপরাধ হয়ে গেছে। এ অনুচ্ছেদের হাদিসে حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ দ্বারা উদ্দেশ্য সেসব অপরাধ যেগুলো শরয়িভাবে সত্তাগতভাবে অপরাধ এবং আইনগতভাবেও সেগুলোকে অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এবার হাদিসের উদ্দেশ্য এই হবে যে, দশ বেত্রাঘাতের বেশি শাস্তি যেনো না দেওয়া হয়। তবে শুধু এমন অপরাধে যেগুলো শরয়িভাবে সত্তাগতভাবেও অপরাধ (সে ক্ষেত্র ব্যতিক্রম)। আর যেসব কাজ শরয়িভাবে পাপ ছিলো না, কিন্তু শাসকের হুকুমের বিরোধিতার কারণে অপরাধ হয়ে গেছে, সেগুলোতে তাজিরি শাস্তি দশ বেত্রাঘাতের বেশি যেনো না দেওয়া হয়। যেমন কোনো ব্যক্তি ট্রাফিকের কোনো আইনের বিরোধিতা করলো, তাকে যেনো দশ বেত্রাঘাতের বেশি শাস্তি দেওয়া না হয়। অবশ্য যদি কেউ এমন কোনো অপরাধ করে, যেটা সত্তাগতভাবে অপরাধ, তাকে দশ বেত্রাঘাতের বেশি শাস্তি দেওয়া যায়। এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা এর ওপর দলিল পেশ করা ঠিক নয় যে, তাজিরি শাস্তি দশ বেত্রাঘাতের অধিক দেওয়া যায় না।

مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِىْ غَيْرِ حَدٍّ এর জবাব

বাকি আছে একটি হাদিস যাতে বলা হয়েছে- مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِىْ غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِيْنَ তাতে এক ব্যাখ্যা তো এও হতে পারে যে, দ্বিতীয় হদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অপরাধ। অর্থাৎ, مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِىْ غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِيْنَ-এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এও হতে পারে যে, যখন কোনো ব্যক্তির ওপর সহিহভাবে প্রমাণিত না হয় কিংবা এ কারণে যে, সাক্ষ্যের মাপকাঠি পাওয়া যায়নি, কিংবা এর মধ্যে কর্মে কিংবা মহল ইত্যাদিতে সন্দেহ পাওয়া গেছে যার ফলে দণ্ড আবশ্যক হয় না, তখন তাকে যে তাজিরি শাস্তি দিবে, তাতে দণ্ড পর্যন্ত পৌছে যেয়ো না; বরং এর চেয়ে কম রাখো। যেমন- এক ব্যক্তি চুরি করলো, কিন্তু সংরক্ষণ না থাকার কারণে তার ওপর হতে দণ্ড বাতিল হয়ে গেছে, তার হাত কাটা হয়নি। এবার যদি শাসক বলেন যে, আমি তাজির হিসেবে তার হাত কাটার নির্দেশ দিচ্ছি, তাহলে এর নির্দেশ প্রদান বৈধ না। কেনোনা, তাহলে তো দণ্ডবিধি বাতিল হওয়ার কোনো অর্থই থাকেনা। এ হাদিসে তথা مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِىْ غَيْرِ حَدٍّ হতে এরই ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে।

তাজির হিসেবে কতল করার আদেশ

প্রশ্ন : তাজির হিসেবে কাউকে কতল করা যায় কিনা?

জবাব : হানাফিদের পছন্দনীয় মত হলো, তাজির হিসেবে কতল করা যায়। এর দলিল, একটি হাদিস কেবলমাত্র গেলো যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- وَاِنْ عَادَ فِى الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوْهُ অর্থাৎ, যদি চতুর্থবার কোনো ব্যক্তি শরাব পান করে তাহলে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করো।

হানাফিগণ বলেন, এটা প্রযোজ্য তাজিরের ক্ষেত্রে।

তাজিরের বিষয়টি অনেক প্রশস্ত

এই তাজিরের বিষয়টি অনেক প্রশস্ত। এতে শাসককে অনেক স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। তিনি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যা ইচ্ছা শাস্তি দিতে পারেন। অনেকে প্রশ্ন করেন যে, ইসলামের দণ্ডবিধি এবং তাজিরি ব্যবস্থা খুবই

কঠোর। অথচ, ইসলামে শাস্তির ব্যবস্থা এতো যোগসূত্রপূর্ণ যে, অন্য কোনো ব্যবস্থায় এতো যোগসূত্র নেই। আপনি দেখেছেন, বেশিরভাগ অপরাধ তাজিরের অধীনে আসে। তাজিরের কোনো শাস্তি শরিয়াতের পক্ষ হতে নির্ধারণ করা হয়নি। বরং শাসক যা ভালো মনে করেন, তার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গত যাচাই বাচাই করে যথাযথ শাস্তি দিতে পারেন। ইসলামের আইনবিদগণ এ পর্যন্ত লিখেছেন যে, তাজির হিসেবে যদি কাউকে শুধু কড়া মেজাজ দেখিয়ে ছেড়ে দেওয়া যায়, তাহলে এদের ওপর এ শাস্তিও যথেষ্ট হয়। এটাকে বলা হয় نَظْرَةٌ شَذِرَةٌ। চূড়ান্ত পর্যায়ে শাস্তি হলো, তাজির হিসেবে কাউকে হত্যা করে দেওয়া। এতে বুঝা গেলো, এ বিষয়টি খুবই প্রশস্ত ও উদার।

এতে মূল স্বাধীনতা তো রয়েছে শাসকের। তবে শাসক বিচারপতিকে স্বীয় স্বাধীনতা প্রদান করেন। তখন, শাসক বিচারপতিকে পাবন্দি করে দিতে পারেন যে, অমুক অপরাধে এ পর্যন্ত শাস্তি দিতে পারেন এবং আইনগতভাবে এর গণ্ডি নির্ধারিত করতে পারেন।[৩০৩]

أَبْوَابُ الصَّيْدِ
عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে শিকার অধ্যায়-১৬

بَابُ مَا جَاءَ مَا يُؤْكَلُ مِنْ صَيْدِ الْكَلْبِ وَمَا لَا يُؤْكَلُ
অনুচ্ছেদ-১ : কুকুরের কোন্ শিকার খাওয়া যায় এবং কোন্‌টি খাওয়া যায় না প্রসংগে (মতন পৃ. ২৭১)

١٤٦٩ -عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا نُرْسِلُ كِلَابًا لَنَا مُعَلَّمَةً قَالَ كُلْ مَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَإِنْ قَتَلْنَ ؟ قَالَ وَإِنْ قَتَلْنَ مَا لَمْ يُشْرِكْهَا كَلْبٌ غَيْرُهَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا نَرْمِيْ بِالْمَعَارِضِ قَالَ مَا خَزَقَ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ.[৩০৪]

১৪৬৯। **অর্থ :** আদি ইবনে হাতেম রা. সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা নিজ প্রশিক্ষিত কুকুরগুলোকে শিকার করার জন্যে ছেড়ে দেই। যখন কুকুরগুলো সে শিকার পশুগুলোকে আমাদের কাছে নিয়ে আসে, তখন অনেক সময় ততোক্ষণ পর্যন্ত সে পশু মরেও যায়। সুতরাং এ শিকার আমাদের জন্য বৈধ কিনা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে পশুটিকে সে কুকুর তোমাদের জন্য ধরে নিয়ে আসে, সেগুলো তোমরা খেতে পারো। তবে যদি কুকুর সে পশু হতে কিছু খেয়ে ফেলে, তাহলে সে শিকার তোমরা খেতে পারবে না।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

হজরত আদি ইবনে হাতেম রা. প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল। চাই সে কুকুরগুলো যে পশুটিকে কতল করুক এবং আমাদের জবাইয়ের সুযোগ নাই হোক, তবুও কি এই আদেশ যে, তা আমাদের জন্য হালাল? প্রিয়নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদিও সে কুকুরগুলো প্রাণিটিকে জানে মেরে ফেলে, তারপরও তোমাদের জন্য সে প্রাণি খাওয়া বৈধ। যতোক্ষণ পর্যন্ত সে কুকুরের সঙ্গে অন্য কোনো কুকুর অংশগ্রহণ না করে। অর্থাৎ, তোমরা স্বীয় কুকুর বিসমিল্লাহ পড়ে শিকারের দিকে ছেড়েছো, যখন সে কুকুর প্রাণির ওপর আক্রমণ করেছে, তখন এর সঙ্গে অন্য একটি কুকুরও আক্রমণে শরিক হয়েছে, উভয়টি মিলে শিকার মেরেছে, তখন সে পশু তোমাদের জন্য খাওয়া হালাল হবে না। কেনোনা, তোমরা তোমাদের কুকুরের ওপর তো বিসমিল্লাহ পড়েছো, অন্য কুকুরের ওপর তো পড়োনি। অথচ, প্রাণিটি উভয়ের যৌথ হামলায় মরেছে। সুতরাং এই প্রাণি তোমাদের জন্য হালাল না।

---

[৩০৪] সহিহ বোখারি- كتب الصيد للذبائح: باب صيد الكلاب সহিহ মুসলিম كتاب الذبائح والصيد, باب التسمية على الصيد المعلمة والرمى–

মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া-মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ-সুফিয়ান-মানসুর অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাহলে তিনি বলেছেন, মিরাজ (পালকহীন তীর যার মাঝের অংশ মোটা) সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিলো।

যদি জায়েজ-নাজায়েজ উভয় কারণ পাওয়া যায় তবে পশু হালাল হয় না

ইসলামি আইনবিদগণ এ হাদিস হতে এ মাসাআলা উৎসারণ করেছেন যে, যদি কোনো প্রাণির মৃত্যুতে দুটি কারণ একত্রিত হয়, তন্মধ্যে একটি কারণ বিধিবদ্ধ অপরটি অবিধিবদ্ধ, তাহলে এমতবস্থায় সে প্রাণিটি হালাল হবে না। একটি পাখিকে তীর মেরেছে, আর তীর লাগার পর সে পাখিটি পানিতে পড়ে গেছে, পানিতে সে পাখিটিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেলো, তাহলে এটা জানা নেই যে, এর মৃত্যু তীরের আঘাতে হয়েছে, নাকি পানিতে ডুবার কারণে মরেছে। সুতরাং মাসআলা হলো, যদি তীর লাগার কারণে এর মৃত্যু হয় তাহলে এ প্রাণিটি হালাল হবে। আর যদি পানির কারণে মৃত্যু হয়, তাহলে সে প্রাণিটি হারাম হবে। তবে যেহেতু মৃত্যুর দুটি কারণ একই সঙ্গে একত্রিত হয়েছে, সেহেতু সে প্রাণিটি হারাম হবে, তা খাওয়া অবৈধ।[৩০৫]

হালাল হারাম সংক্রান্ত মূলনীতি

এ মাসআলাটির বুনিয়াদ একটি মৌলিক মূলনীতি।

সেটি হলো– গোশতের মধ্যে আসল হলো হারাম হওয়া। গোশত ব্যতিত অন্যান্য জিনিসে আসল হলো, হালাল এবং বৈধ হওয়া। সুতরাং অন্যান্য জিনিস ততোক্ষণ পর্যন্ত বৈধ মনে করা হয়, যতোক্ষণ পর্যন্ত সেগুলোতে হারামের দলিল সুনিশ্চিত হিসেবে না পাওয়া যায়। যেমন–রুটিতে আসল হলো, হালাল হওয়া। চাই আপনি সে রুটি কোনো কাফের হতে ক্রয় করুন না কেনো। এ রুটি খাওয়া আপনার জন্য হালাল। যতোক্ষণ পর্যন্ত এটা প্রমাণিত না হয় যে, এতে কোনো নাপাক এবং হারাম জিনিস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অবশ্য যখন প্রমাণিত হবে যে, এতে অমুক হারাম কিংবা নাপাক দ্রব্য মিলানো হয়েছে, তখন সে রুটি হারাম হয়ে যাবে। তবে গোশতে আসল হলো হারাম হওয়া। যতোক্ষণ পর্যন্ত এর দলিল কায়েম না হবে যে, এ পশুটি বিধিবদ্ধ পন্থায় জবাই করা হয়েছে, ততোক্ষণ পর্যন্ত এ পশুর গোশত হারাম মনে করা হবে। সুতরাং যদি কোনো কাফের গোশত ক্রয় করে, তাহলে যতোক্ষণ পর্যন্ত শরয়ি দলিল দ্বারা আমরা জানতে না পারবো যে, এ প্রাণিটিকে বিধিবদ্ধ পন্থায় জবাই করা হয়েছে, ততোক্ষণ পর্যন্ত এ ক্রয়কৃত গোশত খাওয়া আমাদের জন্য অবৈধ। সুতরাং গোশতকে হালাল বলার জন্য দলিলের প্রযোজন রয়েছে, আর অন্যান্য জিনিসকে হারাম সাব্যস্ত করার জন্য দলিলের প্রয়োজন। হালাল এবং হারাম সম্পর্কে এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। এ মূলনীতি মনে থাকা উচিত।

শুধু সম্ভাবনার ভিত্তিতে আমাদের হারাম বলা যাবে না

বিশেষভাবে আজকাল অমুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে এটি বহু বড় মাসআলা হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলা বাঁচিয়ে রাখুন, এখন তো মুসলিম দেশগুলোতেও এ মাসআলা সৃষ্টি হয়েছে। সেটি হলো, অমুসলিম দেশগুলোতে এমন অনেক দ্রব্য বিক্রি হয়, যেগুলোতে কোনো নাপাক কিংবা হারাম জিনিস অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং সেসব দ্রব্যের ওপরযুক্ত মূলনীতি হতে এ মাসআলা উৎসারিত হবে, যদি গোশত ব্যতিত অন্য কোনো জিনিস হয়, আর সে জিনিস সম্পর্কে সন্দেহ হয় যে, এতে কোনো অবৈধ জিনিস মিশ্রিত হয়েছে কিনা, তাহলে কতক্ষণ পর্যন্ত তাতে কোনো হারাম কিংবা অবৈধ দ্রব্য অন্তর্ভুক্ত হওয়ার একিন না হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত সে জিনিস খাওয়া বৈধ। যেমন–ডাবল রুটি। অনেক ডাবল রুটি সম্পর্কে শোনা গেছে যে, তাতে কোনো নাপাক কিংবা হারাম জিনিস অন্তর্ভুক্ত হয়। যেমন– অনেক সময় ডাবল রুটিতে মৃতের চর্বি লাগিয়ে দেয়। তবে ডাবল রুটিতে যেহেতু আসল হলো হালাল হওয়া। সেহেতু যতোক্ষণ পর্যন্ত আমরা একিনের সঙ্গে না জানবো যে, এই ডাবল রুটিতে

---

[৩০৫] দ্র. মুগনিলমুহতাজ- ৪/২৭৪, কাশশাফুল কিনা'- ৬/২১৮, রদ্দুল মুহতার- ৬/৪৭২, আশশারা হুল কাবির- ২/১০৫।

অমুক হারাম এবং নাপাক জিনিস অন্তর্ভুক্ত আছে, ততোক্ষণ পর্যন্ত ডাবল রুটি খাওয়ার অবকাশ আছে। না জানা হতে লাভবান হতে গিয়ে এই ডাবল রুটি খেতে পারেন এবং অনেক বেশি তাহকিকের ঝামেলায় পড়ার প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, যদি একিনের সঙ্গে জানা যায় যে, বাজারে এমন কোনো ডাবল রুটি নেই যেটি কোনো না কোনো নাপাক এবং হারাম জিনিসের মিশ্রণ হতে শূন্য, এমতাবস্থায় ডাবল রুটি খাওয়া বৈধ হবে না।

প্যাকেট করা গোশ্‌ত

গোশতের ব্যাপার এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কেনোনা, যতোক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিত হিসেবে জানা না যায় যে, এটি বিধিবদ্ধ পন্থায় জবাইকৃত পশুর গোশত ততোক্ষণ পর্যন্ত এটি খাওয়া অবৈধ। সুতরাং আজকাল প্যাকেটে যেসব প্যাকেট গোশত অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ইত্যাদি হতে আসে– আফসোস। আজকাল সৌদি আরব এবং উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোতেও এগুলোর খুব প্রচলন–এসব প্যাকেটের ওপর লিপিবদ্ধ থাকে 'ইসলামি পন্থায় জবাইকৃত'। এ মূলপাঠ দ্বারা প্রতারিত হয়ে মুসলমানরা এসব গোশত ব্যবহার করেন। অথচ, এই প্যাকেটের ওপর শুধু এই এবারত লিপিবদ্ধ থাকার কারণে একিন হয়না যে, বাস্তবে এটাকে ইসলামি পন্থায় জবাই করা হয়েছে। যতোক্ষণ পর্যন্ত যাচাই করা না হয় যে, এই লেখাটি কে লিখেছে, কিসের ভিত্তিতে সে এটা লিখেছে এবং বাস্তবে এটাকে صحيح পন্থায় জবাই করা হয়েছে কি না, ততোক্ষণ পর্যন্ত এই প্যাকেট করা গোশত খাওয়া বৈধ না। বিস্ময়ের ব্যাপার। অনেকে বলেছেন, এটি একটি সীল। প্যাকেটের ওপর লাগিয়ে দেওয়া হয়। এমনকি মাছের প্যাকেটের ওপরও ইসলামি পন্থায় জবাইকৃত সীল লাগানো দেখা যায়। স্পষ্ট বিষয়, এ সীলের কি মূল্য?

ওপরযুক্ত মাসআলা অমুসলিম রাষ্ট্রের গোশতের। তবে যেখানে মুসলমান থাকবে যেহেতু মুসলমানদের জাহেরি হালকে বিধিবদ্ধ পদ্ধতির ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়; তাই সেখনে বাহ্যিক অবস্থা দ্বারা এটাই বুঝা যাবে যে, এটা জবাই করা গোশত। সুতরাং এটা সম্পর্কে যাচাই করা ওয়াজিব না। অবশ্য যেসব শহরে বেশিরভাগ অবিধিবদ্ধ গোশতের প্রচলন রয়েছে এবং সেটি মুসলমানদের শহর, সেখানেও যাচাই করা ওয়াজিব। বিনা যাচাইয়ে খাওয়া অবৈধ।

গোশত ও অন্যান্য জিনিসের মধ্যে পার্থক্যের কারণ

আমি যে মূলনীতি বললাম যে, অন্যান্য জিনিসের মধ্যে আসল হলো বৈধতা, আর গোশতের ক্ষেত্রে আসল হলো হুরমত। এ দুটো মাঝে পার্থক্যের কারণ কি? এর কারণ হলো, গোশত হয় প্রাণির, আর জীবিত প্রাণি সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। প্রাণি তখন হালাল হয়, যখন বিধিবদ্ধ পন্থায় জবাই করা হয়। সুতরাং প্রাণির ক্ষেত্রে আসল হলো হারাম হওয়া। এ হারামকে দূর করার জন্য শরিয়ত জবাইয়ের একটি বিশেষ পদ্ধতি বাতলে দিয়েছে যে, এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে প্রাণি হালাল হয়ে যাবে। আর এই পন্থা অবলম্বন না করলে জানোয়ার হালাল হবে না, বরং হারাম থেকে যাবে। এতে বুঝা গেলো, পশুর মধ্যে আসল হলো, হারাম হওয়া। যতোক্ষণ পর্যন্ত এটাকে বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে জবাই করা হয়েছে বলে না জানা যায়।

সারকথা, এ অনুচ্ছেদের হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদি ইবনে হাতেম রা.-কে যে বলেছেন, তুমি স্বীয় কুকুরের শিকারকৃত জানোয়ার খেতে পারো, যতোক্ষণ পর্যন্ত এই কুকুরের সঙ্গে অন্য কুকুর অংশগ্রহণ না করবে– এর কারণ এটাই যে, পশুর ক্ষেত্রে আসল হলো হারাম হওয়া। যখন শিকারের সময় অন্য কুকুরও শামিল হয়ে গেছে, তখন এটা বুঝা মুশকিল যে, এ প্রাণির মৃত্যু আপনার প্রেরিত কুকুরের আক্রমণের কারণে হয়েছে, না অন্য কুকুরের কারণে মৃত্যু হয়েছে। এবার সন্দেহ হয়ে গেছে, সে পশু বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে মরেছে না অবিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে। এই সন্দেহের কারণে এ প্রাণিতে হারাম আসবে না। কারণে এটাতো আগেই হারাম ছিলো; বরং প্রতিবন্ধকতা এসে যাবে হালাল হওয়ার রাস্তায়।

শুধু সংশয়ের দ্বারা হারাম আসে না

যেসব জিনিসে মূলত বৈধতা হয় সেগুলোতে শুধু সন্দেহ সংশয়ের কারণে হারাম হয় না, যতোক্ষণ না হারামের একিন হবে। উমর ফারুক রা. এর একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা মুয়াত্তা ইমাম মালিকে এসেছে-তিনি একটি জঙ্গল-বিয়াবানের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, পথিমধ্যে ওজুর পানি প্রয়োজন হয়েছিলো। রাস্তায় একটি হাউজ নজরে পড়লো। সঙ্গে হজরত আমর ইবনে আস রা. ছিলেন। হজরত আমর ইবনে আস রা. দেখলেন সামনের দিক হতে হাউজের মালিক আসছেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, হে হাউজের মালিক! তোমার হাউসে কি হিংস্র প্রাণিগুলো পানি পান করার জন্য আসে? তার প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, যদি হিংস্র প্রাণি পান করার জন্য আসে, তাহলে এগুলোর ঝুটা এই হাউজের পানিতে পড়ে থাকবে, ফলে হাউজের পানি নাপাক হবে। এর দ্বারা ওজু করা বৈধ হবে না। হাউজের মালিকের জবাবের আগেই হজরত ফারুকে আজম রা. তাকে বললেন, হে হাউজের মালিক। তুমি আমাদের বলো না, এ হাউজে হিংস্র প্রাণিগুলো আসে কিনা? তিনি তাকে বলতে এ কারণে নিষেধ করেছেন যে, পানির ক্ষেত্রে আসল হলো পবিত্রতা। মূলত এ পানি দ্বারা ওজু করা বৈধ; কিন্তু যেহেতু এ হাউজটি ছিলো উন্মুক্ত তাই সন্দেহ হলো, বোধহয় এতে হিংস্র প্রাণি পানি পান করার জন্য আসে। এ সন্দেহের কারণে মৌলিক পবিত্রতা দূরীভূত হয়ে যাবে না। সুতরাং এ পানিকে নাপাক বলা যাবে না। যতোক্ষণ না নাপাক হওয়ার নিশ্চিত বিশ্বাস হবে। সুতরাং যদি আমর ইবনে আস রা.-এর প্রশ্নের জবাবে হাউজের মালিক বলে দিতেন যে, হ্যাঁ, কখনও কখনও হিংস্র প্রাণি হাউজের এখানে আসে, তাহলে এর ফলেও সন্দেহ হয়ে যেতো। আর সন্দেহের কারণে পানিতো নাপাক হতো না কিন্তু অনর্থক অন্তরে সন্দেহ পয়দা হতো যে, ওজু দুরুস্ত হলো কিনা জানি না। তাই ফারুকে আজম রা. এ হাউজের মালিককে 'আমাদের বলো না' বলে এই সন্দেহ দূর করে দিলেন।

বেশি যাচাইয়ে পড়া উচিত না

এর থেকে বুঝা গেলো, বৈধ জিনিসে যদি সন্দেহ হয়, তাহলে এই সন্দেহের কারণে সে জিনিস হারাম হয়ে যায় না। ফারুকে আজম রা.-এর এ আমল দ্বারা বুঝা গেলো, কোনো জিনিস সম্পর্কে খুব বেশি যাচাই এবং তথা তালাশ করাও আবশ্যক না, যাতে মানুষ প্রতিটি জিনিসের তথ্যানুসন্ধানে লেগে যাবে যে, তাতে কি জিনিস হারাম আছে, অমুক জিনিসের তথ্যানুসন্ধানে লেগে যাবে যে, তাতে কি জিনিস হারাম আছে, অমুক জিনিসের মধ্যে কি কি অংশ আছে, কারণ শরিয়ত যেহেতু তোমাদের সন্দেহ সত্ত্বেও এ জিনিসটি ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছে, সেহেতু এই অজ্ঞতাও একটি নেয়ামত। এই নেয়ামতকে যাচাই করে দূরীভূত করার চেষ্টা করো না। অনেক লোকের স্বভাবই হয়ে থাকে তারা প্রতিটি জিনিসের ক্ষেত্রে খুব বেশি যাচাইয়ের ফিকিরে পড়ে থাকেন। যেমন–ডালডা ঘিতে অমুক জিনিস আছে। এবার এর তথ্যানুসন্ধানের পেছনে পড়ে। আমার ওয়ালিদ তথা হজরত মুফতি শফি সাহেব রহ. এর কাছে এক ব্যক্তি আসতেন। তিনি এর অনুসন্ধানের পেছনে লেগেছিলেন যে, ডালডা ঘিতে এমন জিনিস আছে, যেটি নাপাক কিংবা হারাম। দৈনিক ওয়ালিদ সাহেবের কাছে কখনও পত্রিকা এনে দেখাতেন, কখনও অন্য কিছু এনে দেখাতেন, বলতেন– দেখুন, সংবাদপত্রে এই এসেছে। অমুক পত্রিকায় এই এসেছে। ওয়ালিদ সাহেব রহ. বলতেন, আমি এগুলো পড়ি না। এগুলো নিয়ে যাও। তুমি নিজে পড়ো। সারকথা, এসব জিনিসে উমুমে বালওয়া তথা ব্যাপক লিপ্ত রয়েছে। গোটা জাতি এর মধ্যে লিপ্ত। বিনা কারণে অনেক বেশি তত্ত্ব ও তথ্যানুসন্ধানের জন্য আমরা আদিষ্টও নই। যদি অনেক বেশি তথ্যানুসন্ধান চালানো হয়, তাহলে দুনিয়াতে আর কোনো জিনিস হালাল থাকবে না।[৩০৬]

---

[৩০৬] দ্র. আল ফিকহুল ইসলামি ওয়াআদিল্লাতুহু- ৩/৭০৩, রদ্দুল মুহতার- ৬/৪৭১।

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের দ্বিতীয় বাক্য

قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا نَرْمِيْ بِالْمَعَارِضِ قَالَ مَا خَزَقَ فَكُلْ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ.

এটি হলো হাদিসের দ্বিতীয় জুমলা। আদি ইবনে হাতেম রা. আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল। আমরা অনেক সময় مِعْرَاضْ (পালকহীন তীর যার মাঝের অংশ মোটা) নিক্ষেপ করি। মিরাজ এক প্রকার তীর হয়ে থাকে। সাহম এবং মিরাজের মধ্যে পার্থক্য হয় سَهْمٌ হয় পালক বিশিষ্ট ও নখ বিশিষ্ট ধারালো। مِعْرَاضْ-এর মধ্যে ধার এবং পালক থাকে না; বরং এটি সরু এবং চেপ্টা হয়। অনেকে বলেন, মিরাজের সামনের অংশ ধারালো হয়ে থাকে। আর সে ধার থাকে দৈর্ঘ্যে। হজরত আদি ইবনে হাতেম রা. প্রশ্ন করলেন, যদি মিরাজ দ্বারা প্রাণি শিকার করি, তাহলে সে প্রাণির কি আদেশ? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন خَزَقَ مَا خَزَقَ فَكُلْ এর অর্থ যখন করা। আর কেউ তো এর অর্থ করেছেন এপার ওপার হয়ে যাওয়া বিদীর্ণ হওয়া। উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে তীর আহত করে কিংবা এপার ওপার চলে যায়, সে প্রাণি খাও। আর যে তীর প্রাণির মধ্যে প্রস্থে লাগে সেটা খেয়ো না। এই দ্বিতীয় বর্ণনায় مَوْقُوْذَةٌ শব্দও রয়েছে অর্থাৎ, এ পশু পড়ে মরা প্রাণির (মাউকুযার) পর্যায়ভুক্ত। কেনোনা, এ প্রাণি এ তীরের আঘাতে মরেছে, যখম হওয়ার কারণে না।

আঘাতে মরে এমন প্রাণি হালাল নয়

এর দ্বারা বুঝা গেলো, যদি কোনো অস্ত্র যখমকারি হয় এবং বিসমিল্লাহ পড়ে সে যখমকারি অস্ত্র ব্যবহার করা হয়, তখন সেটি তার জন্য হালাল হয়ে যাবে; কিন্তু যদি সে অস্ত্র যখনমকারি না হয় বরং সেটি হয় ভারি, আর সেই অস্ত্র ভারি হওয়ার কারণে প্রাণির ওপর আঘাত হানে, এর ফলে জন্তুটি মরে যায়, তাহলে সে পশু হালাল হবে না। তাহলে যদি জন্তুটিকে ধরে আনার পর জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং সেটিকে জবাই করা হয়, তখন সে জন্তুটি হালাল হয়ে যাবে।

বন্দুক দ্বারা শিকারকৃত জন্তুর বিধান

ফোকাহায়ে কেরাম এ হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করতে গিয়ে বলেন যে, বন্দুক দ্বারা শিকারকৃত প্রাণি হালাল হয় না। যতোক্ষণ পর্যন্ত এটাকে জবাই করা না হয়। কেনোনা, বন্দুকের বুলেট কিংবা পাথর ধারালো এবং যখমকারি হয়। কেনোনা, বন্দুকের বুলেট কিংবা পাথর ধারালো এবং যখমকারি হয় না। যদি সে বুলেট কোনো পশুর গায়ে লাগে এবং এর পরে সেটি মরে যায়, তাহলে সে মৃত্যু আঘাত লাগার কারণে হবে এবং সে পশু মাউকুজার পর্যায়ভুক্ত হবে। সুতরাং সে প্রাণি হালাল হবে না। আরবি ভাষায় বন্দুককে বান্দাকা বলা হয়। এ কারণে হিদায়া গ্রন্থে যেখানে বন্দুকের আদেশ বর্ণনা করা হয়েছে, সেটা দ্বারা উদ্দেশ্য এ গালিল বা বন্দুকই।

বন্দুক দ্বারা শিকারকৃত পশু বিধান

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি বিসমিল্লাহ পড়ে বন্দুক, রাইফেল ইত্যাদির গুলি চালায় এবং সে শিকার মরে যায়, তাহলে সেটি হালাল হবে কি না?

এ মাসআলাটি আগের ইসলামি আইনবিদদের গ্রন্থাদিতে নেই। কেনোনা তৎকালীন যুগে বন্দুক ইত্যাদির প্রচলন ছিলো না। বর্তমান যুগের আলেমগণের মধ্যে এ মাসআলায় মতপার্থক্য রয়ে গেছে। একদল সমকালীন আলেম এ প্রাণিটিকে হালাল সাব্যস্ত করেন। অপরদল এটিকে হালাল সাব্যস্ত করেন না।৹যেসব আলেম এ প্রাণিটিকে হালাল সাব্যস্ত করেন, তারা বলেন, আসলে যখন গুলি গিয়ে লাগে, তখন গুলিটি এপার ওপার হয়ে যায়। সুতরাং এটি موقوذة এর অন্তর্ভুক্ত। যার বিবরণ হাদিসের প্রথম বাক্যে এসেছে। অতপর এ গুলি পারো

হওয়ার কারণে এতো রক্ত বের হয় যে, অনেক সময় ছুরিতে জবাই করার সময়ও এতো রক্ত বের হয় না। সুতরাং জবাইয়ের যে আসল উদ্দেশ্য, যাতে রক্ত প্রাণির মধ্যে না থাকে, বরং বাইরে বেরিয়ে আসে, সে উদ্দেশ্য এর দ্বারা আদায় হয়ে যায়, কাজেই গুলিতে শিকার করা প্রাণি হালাল। যারা এ প্রাণিটিকে হারাম সাব্যস্ত করেন, তারা বলেন, বন্দুকের গুলি সত্তাগতভাবে ধারালো হয় না। এটি শিকারের গায়ে লাগলে শিকারের গায়ে চোট লাগে, যেহেতু সে গুলি দূর হতে এবং খুব দ্রুত লাগে, তাই এটি দেহকে চিরে ভেতরে ঢুকে পড়ে। অন্যথায় এ গুলিতে সত্তাগতভাবে যখম করার এবং ধারালো হওয়ার ও দেহ বিদীর্ণ করার যোগ্যতা নেই। সুতরাং সে গুলি ধারালো জিনিসের অন্তর্ভুক্ত হবে না। বরং ভারি জিনিসের পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং গুলি দ্বারা শিকারকৃত জন্তু হালাল না।

এ কারণে আল্লামা শামি রহ. রদ্দুল মুহতারে বলেন যে, গুলি লাগার কারণে যে মৃত্যু হয় সেটির ভীষণ ভারিত্বের কারণে মৃত্যু হয়। অনেকে এটিও বলেছেন যে, এ প্রাণিটির মৃত্যু হয় পুড়ে যাওয়ার কারণে। কেনোনা, গুলি জ্বালিয়ে দেয়। ফোকাহায়ে কেরাম লিখেছেন, যে জিনিস জ্বালিয়ে দেয়, সেটি ধারালো জিনিসের অপর্যায়ভুক্ত। অতএব এজন্যে উচিত সে প্রাণি হালাল হওয়া।

হজরত গাংগুহি রহ. বলেছেন, বন্দুকের গুলি জ্বালিয়ে দেয় না। তাই তিনি স্বীয় যুগে এমনভাবে পরীক্ষা করেছেন, একটি রুইয়ের গালা সামনে রেখে তার ওপর ফায়ার করেছেন। ফলে গুলিটি তা অতিক্রম করে গেছে, কিন্তু তা জ্বলেনি। যদি এটি জ্বালিয়ে যেতো, তাহলে রুইয়ের মধ্যে আগুন লেগে যেতো। এর দ্বারা বুঝা গেলো, এটি পুড়িয়ে দেয় না। এ কারণে হজরত গাংগুহি এবং আমাদের ওলামায়ে দেওবন্দের বেশিরভাগের ফতওয়া হলো, গুলিতে শিকার করা পশু হালাল হয় না, যতোক্ষণ পর্যন্ত এটিকে নিয়মানুযায়ী জবাই করা না হয়।

এ মাসআলাটি বর্তমান যুগের ইসলামি আইনবিদদের মাঝে বিতর্কিত এবং ওলামায়ে কেরামের একটি বড় দল এটাকে বৈধ বলেছেন এবং হারামের যেসব দলিল পেশ করা হয়, সেগুলোর মধ্যে হতে এটিও একটি যে এ অনুচ্ছেদের হাদিসে এসেছে- مَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ।

অথচ, যখন তীর প্রস্থে গিয়ে লাগে, তখনও সামান্য কিছু ভেতরে চলে যায়। তা সত্ত্বেও তিনি এটাকে অবৈধ সাব্যস্ত করেছেন। তবে জবাব এই যে, যদি তীর প্রস্থে গিয়ে লাগে, তাহলে এর ফলে এতোটা রক্ত প্রবাহিত হয় না, যতোটা গুলি লাগার কারণে প্রবাহিত হয়। সুতরাং এ মাসআলাটি চিন্তাযোগ্য ও গবেষণার বিষয়। স্পষ্টভাবে এটিকে হারাম সাব্যস্ত করা প্রশ্ন সাপেক্ষ বিষয়। ওলামায়ে কেরামের একটি বড় দল এর বৈধতার পক্ষে ।

রাফয়ি রহ. একটি উসুল লিখেছেন, যেখানে এ ব্যাপারে সন্দেহ হয় যে, এই প্রাণির মৃত্যু চোট লাগার কারণে হয়েছে না যখন লাগার কারণে হয়েছে, তখন সন্দেহের ওপর আমল করা হবে। সন্দেহের দাবি হলো, এ প্রাণিটাকে হারাম বলা, হালাল না বলা, যদি এ উসুলের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়, তাহলে হারামের দিকটি প্রধান বুঝা যায়।[৩০৭]

তীক্ষ্ণ গুলির বিধান

ওপরযুক্ত মতপার্থক্য তখন, যখন গুলি চোখা না হয়। তবে গুলি যদি চোখা বানানো হয়, তাহলে সে প্রাণি সর্বসম্মতিক্রমে হালাল হয়ে যাবে।

আলোচ্য অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদিস

١٤٧٠ –عَنْ عَائِذِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا أَهْلُ صَيْدٍ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَأَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلَ؟قَالَ وَإِنْ قَتَلَ قُلْتُ إِنَّا أَهْلُ

৩০৭ দ্র. আল ফিকহুল ইসলামি ওয়াআদিল্লাতুহু- ৩/৭০৩, রদ্দুলমুহতার- ৬/৪৭১।

رَمْيِ قَالَ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ فَكُلْ قَالَ قُلْتُ إِنَّا أَهْلُ سَفَرٍ نَمُرُّ بِالْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى وَالْمَجُوْسِ فَلَا نَجِدُ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوْهَا بِالْمَاءِ ثُمَّ كُلُوْا فِيْهَا وَاشْرَبُوْا.[৩০৮]

১৪৭০। **অর্থ :** আইজুল্লাহ হতে বর্ণিত। তিনি হজরত আবু সালাবা খুশানি রা. হতে শুনেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল। আমরা শিকারি। তিনি বললেন, যদি তোমরা স্বীয় কুকুর পাঠানোর সময় বিসমিল্লাহ, পড়ে আর কুকুর তোমাদের জন্য শিকার রেখে দেয় তাহলে সেটা তোমরা খেতে পারো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, যদিও সেটি কতল করে ফেলে? তিনি বললেন, যদি সেটি কতল করে। আমি আরজ করলাম, আমরা সফরও বেশি করি আর সফরের সময় ইহুদি খ্রিস্টান ও অগ্নি উপাসকদের জনপদ দিয়ে অতিক্রম করি। সেখানে আমরা তাদের পাত্রগুলো ব্যতিত অন্য কোনো পাত্র পাই না। তিনি বললেন, তাদের পাত্র ব্যতিত অন্য পাত্র পাওয়া না গেলে তাদের পাত্রগুলো পানি দিয়ে ধুয়ে তাতে পানি পান করতে পারো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আদি ইবনে হাতেম রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

আইজুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ আবু ইদরিস খাওলানি। আবু সা'লাবা খুশানি রা. এর নাম হলো জুরছুম। তাকে জুরছুম ইবনে নাসিরও বলা হয়। আবার ইবনে কাইসও বলা হয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَيْدِ الْمَجُوْسِ

অনুচ্ছেদ–২ : অগ্নি পূজকের কুকুরের শিকার প্রসংগে (মতন পৃ. ২৭১)

١٤٧١ –عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : نُهِيْنَا عَنْ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوْسِ.[৩০৯]

১৪৭১। **অর্থ :** জাবের রা. বলেন, আমাদেরকে অগ্নি পূজকের কুকুরের শিকার হতে নিষেধ ঘোষণা করা হয়েছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি غريب।

এছাড়া অন্য কোনো সূত্রে আমরা এটি জানি না। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তারা অগ্নি উপাসকের কুকুরের শিকারের অবকাশ দেন না। কাসেম ইবনে আবু বাজ্জাহ হলেন কাসেম ইবনে নাফে' মক্কি নাম।

---

[৩০৮] সহিহ বোখারি- كتاب الذبائح والصيد, باب ماجاء فى التصيد, সহিহ মুসলিম كتاب الصيد و الذبائح, باب صيد الكلاب المعلمة و الرمى–

[৩০৯] সুনানে ইবনে মাজাহ ابواب الصيد, باب صيد كلب المجوس, আস-সুনানুল কুবরা-বায়হাকি- ৯/২৪৫।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَيْدِ الْبُزَاةِ

অনুচ্ছেদ– ৩ : বাজ পাখির শিকার প্রসংগে (মতন পৃ. ২৭১)

١٤٦٧ –عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْبَازِيْ ؟ فَقَالَ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ.[৩১০]

১৪৭২। **অর্থ** : আদি ইবনে হাতেম রা. হতে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বাজের শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, যদি সে বাজ শিকারকে তোমার জন্য ধরে নিয়ে আসে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ.বলেছেন, আমরা এ হাদিসে মুজালিদ-শা'বি সূত্র ব্যতিত অন্য কোনো সূত্রে জানি না। আলেমদের মধ্যে এর ওপর আমর অব্যাহত। তারা বাজ পাখি এবং কুকুরের শিকারের ব্যাপারে কোনো সমস্যা মনে করেন না।

মুজাহিদ বলেছেন, اَلْبُزَاةُ হলো এমন পাখি যার দ্বারা শিকার করা হয়। যেগুলো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। যে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন কুকুর এবং পাখি جَوَارِحْ দ্বারা যেগুলোর মাধ্যমে শিকার করা হয়। অনেক আলেম বাজ পাখির শিকারের ব্যাপারে অবকাশ দিয়েছেন। যদিও এটি শিকার হতে কিছু অংশ খেয়ে থাকুক না কেনো। তারা বলেছেন, তার প্রশিক্ষণ হলো ডাকে সাড়া দেওয়া। আর অনেক আলেম এটিকে মাকরূহ মনে করেছেন। অধিকাংশ ইসলামি আইনবিদ বলেছেন, আমরা খাবো যদিও সেটি শিকার হতে কিছু খেয়ে ফেলে থাকে।

দরসে তিরমিযী

কুকুর এবং বাজ প্রশিক্ষিত হওয়ার নিদর্শন

কুকুর প্রশিক্ষিত হওয়া এবং বাজ কিংবা শূকরা প্রশিক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্রে হানাফিদের মতে পার্থক্য আছে। সেটি হলো কুকুরকে প্রশিক্ষিত বলা হয়, যখন সেটি শিকার করে পশুকে নিজে না খায়; বরং নিজের মালিকের নিকট ধরে নিয়ে আসে। যদি সে সেটি নিজে খায়, তাহলে সেটিকে প্রশিক্ষিত মনে করা হবে না এবং তার শিকারকৃত প্রাণি হালাল হবে না। তবে বাজ এবং শুকরা (বাজ ধরনের পাখি বিশেষ) সম্পর্কে হানাফি ফোকাহায়ে কেরাম বলেন, যদি এটি শিকারের জন্তু হতে সামান্য মাংসও খায় তবুও হালাল। কারণ হলো, বাজ এবং শুকরা প্রশিক্ষিত হওয়ার নিদর্শন হলো যখন মালিক সেটিকে নিজের কাছে ডাকবে, তখন ফিরে আসবে। এই পার্থক্যের কারণ হলো, কুকুরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া সহজ এবং প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য সেটিকে মারাও যায়। এর বিপরীত বাজ পাখি এটিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া মুশকিলও আবার মারাও যায় না। সুতরাং বাজ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়ার সংজ্ঞা হলো, যখন মালিক তাকে ফিরে আসার জন্য ডাকে, তখন সে ফিরে আসে। এটি তার প্রশিক্ষিত হওয়ার নিদর্শন।

---

[৩১০] মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা- ৫/৩৬৬।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيْبُ عَنْهُ

অনুচ্ছেদ – ৪ : যে লোক শিকারের ওপর তীর ছুঁড়ে তারপর সেটি উধাও হয়ে যায় প্রসংগে (মতন পৃ. ২৭১)

١٤٧٣ -عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرْمِي الصَّيْدَ فَأَجِدُ فِيْهِ مِنَ الْغَدِ سَهْمِيْ ؟ قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ وَلَمْ تَرَ فِيْهِ أَثَرَ سَبُعٍ فَكُلْ.[৩১১]

১৪৭৩। **অর্থ :** আদি ইবনে হাতেম রা. বললেন, আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি অনেক সময় শিকারকে তীর মারি, কিন্তু সে শিকার আমি পাই না। অবশ্য দ্বিতীয় দিন যখন আমি তালাশ করি, তখন সে শিকার আমি পাই যে, আমার তীর তার গায়ে বিদ্ধ, তখন কি আমি সে শিকার খেতে পারবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি তুমি জানতে পারো যে তোমার তীরই এটিকে কতল করেছে, আর এই শিকারে কোনো হিংস্র প্রাণির খাওয়ার কোনো চিহ্ন না দেখো, তাহলে এ শিকার খাও।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত।

শো'বা এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু বিশ্‌র, আবদুল মালেক ইবনে মাইসারা, সাইদ ইবনে জুবাইর-আদি ইবনে হাতেম-আবু সা'লাবা আর খুশানি সূত্রে অনুরূপভাবে। দু'টো হাদিসই صحيح। হজরত আবু সা'লাবা খুশানি রা. হতে এ অনুচ্ছেদের হাদিস বর্ণিত আছে।

এ হাদিস থেকে বোঝা গেলো, যদি প্রবল ধারণা হয় যে, আমার তীর তার মৃত্যু ঘটিয়েছে এবং এর বিপরীত কোনো নিদর্শন বিদ্যমান না থাকে, তাহলে সে প্রাণি খাওয়া বৈধ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَجِدُهُ مَيْتًا فِي الْمَاءِ

অনুচ্ছেদ– ৫ : যে শিকারি তার নিক্ষেপ করে তারপর সেটিকে পানিতে মৃত পায় প্রসংগে (মতন পৃ. ২৭১)

١٤٧٤ -عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنِ الصَّيْدِ فَقَالَ إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ فَكُلْ إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِيْ مَاءٍ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ.[৩১২]

১৪৭৪। **অর্থ :** আদি ইবনে হাতেম রা. বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আমি শিকার সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি আমাকে বললেন, যখন তুমি তীর চালাও, তখন বিসমিল্লাহ পড়ে নাও। যদি

---

[৩১১] দ্র. আল ফিকহুল ইসলামি ওয়াআদিল্লাতুহু- ৩/৭০৫, বাদায়ে'- ৫/৫২, ৫৪।

[৩১২] সুনানে নাসায়ি--كتاب الصيد والذبائح, فى الذى يرى الصيد فيغيب عنه, সুনানে ইবনে মাজাহ- ابواب الصيد, باب الصيد يغيب ليلة–

এই তীর দ্বারা শিকার মরেও যায় তাহলে তা খাও। তবে যদি এ শিকারকে পানিতে মৃত অবস্থায় পাও তাহলে তা খেয়ো না। কেনোনা, তোমার জানা নেই, এটি তোমার তীর দ্বারা মরলো, না পানিতে পড়ার কারণে মরলো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

হারাম ও হালাল উভয়ের সম্ভাবনা থাকলে প্রাধান্য হবে হারামের

যদি প্রাণি মৃত্যুর উভয় সম্ভাবনা সমান হয় যে, তীরের কারণে মারা গেলো না পানিতে পড়ার কারণে, তাহলে এই শিকার খাওয়া অবৈধ। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেন, যদি জবাই এর পশুর গলা কেটে দেওয়া হয়, অতঃপর সেটি পানিতে পড়ে যায়, তাহলে তখন প্রবল ধারণা হলো, এই জবাইকৃত পশুটির মৃত্যু গলা কাটার ফলেই ফলেই হয়েছে এবং এই জবাইকৃত পশুর রক্ত প্রবাহিত হয়ে গেছে, তখন সে পশু খাওয়া বৈধ। তবে যেখানে উভয় কারণের সমান সম্ভাবনা আছে, সেখানে খাওয়া অবৈধ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَلْبِ يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ

অনুচ্ছেদ– ৬ : কুকুর শিকার হতে খেয়ে ফেলা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৭১)

١٤٧٥ –عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ خَالَطَتْ كِلَابَنَا كِلَابٌ أُخَرُ ؟ قَالَ إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْ عَلَى غَيْرِهِ قَالَ سُفْيَانُ أَكْرَهُ لَهُ أَكْلَهُ.[৩১৩]

১৪৭৫। **অর্থ :** আদি ইবনে হাতেম রহ. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রশিক্ষিত কুকুরের শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, যদি তুমি স্বীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর প্রেরণ কর, আর পাঠানোর সময় বিসমিল্লাহ পড়ে নাও, তাহলে যে শিকারকে সে কুকুর তোমার জন্য রেখে দিবে সেটা খেতে পারো। তবে যদি কুকুর এই শিকারের মধ্য হতে কিছু খেয়ে ফেলে তাহলে তুমি খেয়ো না। কেনোনা, সে কুকুর সেটাকে নিজের জন্য শিকার করেছে। আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমাদের কুকুরের সঙ্গে অন্য কুকুরও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়? জবাবে তিনি বললেন, তুমি নিজের কুকুর প্রেরণ করার সময় বিসমিল্লাহ পড়েছিলে। অন্য কুকুরের বেলায় তা পড়োনি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

সুফিয়ান রহ. বলেছেন, আমি তার জন্য এটা খাওয়া মাকরূহ মনে করি।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেমের মতে, শিকার ও জবাইকৃত পশু সম্পর্কে এর ওপর আমল অব্যাহত। এগুলো যখন পানিতে পড়ে তখন আর খাওয়া যাবে না। আর অনেকে জবাইকৃত পশু

---

[৩১৩] সুনানে নাসায়ি- كتاب الصيد والذبائح والصيد. باب اذا وجد مع الصيد كلبا آخر- সহিহ মুসলিম كتاب الصيد والذبائح : باب صيد الكلاب المعلمة والرمى-

সম্পর্কে বলেছেন, যখন গলা কেটে দেওয়া হয়, তারপর সেটি পানিতে পরে মরে যায় সেটা খাওয়া যাবে। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. এর মত এটাই।

কুকুর যখন শিকার হতে কিছু খেয়ে ফেলে তখন ওলামায়ে কেরাম মতপার্থক্য করেছেন। অধিকাংশ আলেম বলেছেন, যখন কুকুর শিকার হতে খেয়ে ফেলে তাহলে তা খেয়ো না। সুফিয়ান, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব এটাই।

সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেম তা হতে খাওয়ার অবকাশ দিয়েছেন। যদিও কুকুর তা হতে খেয়ে ফেলুক না কেনো।

بَابُ مَا جَآءَ فِيْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

অনুচ্ছেদ–৭ : ধারালো তীরের শিকার করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৭২)

١٤٧١ -عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ : مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيْذٌ.[৩১৪]

১৪৭৬। **অর্থ** : আদি ইবনে হাতেম রহ. বলেছেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মিরাজ দ্বারা শিকারকৃত পশুর বিধান জিজ্ঞেস করেছে। তিনি বললেন, যদি প্রাণি সে মিরাজের ভার এবং চোখা হওয়ার কারণে মরে যায় তাহলে সেটা খাও। আর যদি পশু সে মিরাজরে প্রস্থে লাগার কারণে মরে যায় তাহলে প্রাণিও পড়ে মরা।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত ইবনে আবু উমর-সুফিযান-জাকারিয়া-শা'বি-আদি ইবনে হাতেম রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি صحيح। ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত।

بَابٌ فِي الذَّبْحِ بِالْمَرْوَةِ

অনুচ্ছেদ– ১ : শ্বেত পাথরের ছুরি দ্বারা জবাই

١٤٧٧ -عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ صَادَ أَرْنَبًا أَوْ اِثْنَيْنِ فَذَبَحَهُمَا بِمَرْوَةٍ فَتَعَلَّقَهُمَا حَتّٰى لَقِيَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِمَا.[৩১৫]

১৪৭৭। **অর্থ** : জাবের রা. হতে বর্ণিত। তাঁর সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি একটি বা দুটি খরগোশ শিকার করেছিলো। তারপর সেগুলোকে একটি ধারালো শ্বেত পাথর দ্বারা জবাই করলো। তারপর সে দুটিকে ঝুলিয়ে

---

[৩১৪] সহিহ বোখারি- كتاب الصيد الصيد و الذبائح : باب صيد المعراض, সহিহ মুসলিম- كتاب الذبائح و الصيد : باب صيد الكلاب المعلمة و الرمى-

[৩১৫] সুনানে নাসায়ি- كتاب الضحايا : اباحة الذبح بالمروة, সুনানে ইবনে মাজাহ – ابواب الاضاحى : باب ما يذكى به-

দিলো। এক পর্যায়ে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, তখন তাকে জিজ্ঞেস করলো, আমি এগুলো খেতে পারবো কি না? কারণ আমি তো এগুলোকে ধারালো শ্বেত পাথর দ্বারা জবাই করেছিলাম। জবাবে তিনি তাকে খাওয়ার আদেশ দিলেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইবনে আবু উমর-সুফিয়ান-জাকারিয়া-শা'বি-আদি ইবনে হাতেম রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত মুহাম্মদ ইবনে সাফওয়ান, রাফে' ও আদি ইবনে হাতেম রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, অনেক আলেম শ্বেত পাথরের ছুরি দ্বারা জবাই করার অবকাশ দিয়েছেন। তারা খরগোশ খাওয়াতে কোনো দোষ মনে করেন না। এটি অধিকাংশ আলেমের মত। অনেকে খরগোশ খাওয়াও মাকরূহ মনে করেছেন।

এ হাদিসটি বর্ণনায় শা'বি রহ. এর ছাত্ররা মতপার্থক্য করেছেন। দাউদ ইবনে আবু হিন্দ শা'বি হতে মুহাম্মদ ইবনে সাফওয়ান সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অথচ আসেম আহওয়াল শা'বি হতে সাফওয়ান ইবনে মুহাম্মদ কিংবা মুহাম্মদ ইবনে সাফওয়ান সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বস্তুত "মুহাম্মদ ইবনে সাফওয়ান" আসাহ্।

জাবের জু'ফি-শা'বি-জাবের ইবনে আবদুল্লাহ সূত্রে কাতাদা-শা'বি এর হাদিসের মতো বর্ণনা করেছেন। হতে পারে শা'বি তাদের দু'জন হতেই বর্ণনা করেছেন।

হজরত মুহাম্মদ রহ. বলেছেন, শা'বির হাদিসটি জাবের হতে সংরক্ষিত না।

এর থেকে বুঝা গেলো, যার দ্বারা জবাই করেছে, সেটি চাই পাথর হোক বা অস্ত্র–যদি ধারালো হয় তাহলে তার দ্বারা জবাই করা এবং সেই প্রাণি খাওয়া বৈধ। যেমন–এ অনুচ্ছেদের হাদিসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারওয়া তথা শ্বেত পাথর দ্বারা জবাইকৃত পশু খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ أَكْلِ الْمَصْبُوْرَةِ

অনুচ্ছেদ– ১ : বেঁধে হত্যাকৃত প্রাণি খাওয়া নিষেধ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৭২)

١٤٧٨ –عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْمُجَثَّمَةِ وَهِيَ الَّتِيْ تُصْبَرُ بِالنَّبْلِ.[৩১৬]

১৪৭৮। **অর্থ :** আবুদ দারদা রা. বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুজাছছামা জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন। মুজাছছামা হলো সে প্রাণি যেটিকে বেঁধে তীর দ্বারা কতল করা হয়েছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইরবাজ ইবনে সারিয়া, আনাস ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস, জাবের ও আবু হুরায়রা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, আবুদ দারদা রা. এর হাদিসটি غريب।

---

[৩১৬] সুনানে নাসায়ি- كتاب الضحايا : النهى عن المجثمة- মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা- ৫/৩৯৭, মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক- ৪/৪৫৫৪।

صبر। কতল করা মানে একটি পশুকে সামনে রশি দিয়ে বেঁধে তারপর দূর হতে তার ওপর তীর বর্ষণ করা, যার ফলে সেটি নিহত হয়। এমন পশুকে বলে মাসবুরা। এমন পশু খাওয়া হারাম। কেনোনা, যখন এই প্রাণিটিকে সামনে রশি ইত্যাদি দিয়ে বেঁধেছিলো তখন এর জবাই হয়েছে এখ্তিয়ারি জবাইতে গলার চারটি রগ কাটা জরুরি। অন্যথায় সে জানোয়ার হালাল হবে না। চাই যে বাঁধা প্রাণি প্রতিপালিত হোক কিংবা জংলি। এর পরিপন্থি যেসব জানোয়ারের জবাই এখ্তিয়ারি হয় সেগুলো যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় যেমন–গাভী কিংবা উটগুলোর জবাই এখতিয়ারি। যদি সে গাভি অথবা উট পালিয়ে যায় এবং নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তাহলে এমতাবস্থায় তার জবাই হবে ইজতেরারি তথা অপারগতামূলক। তখন এগুলোকে শিকার করার পদ্ধতিতে তীরের মাধ্যমে মারা হলে হালাল গণ্য হবে।

١٤٧٩ -عَنْ وَهْبِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتِ الْعِرْبَاضِ وَهُوَ ابْنُ سَارِيَةِ عَنْ أَبِيهَا : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَهٰى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبُعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْمُجَثَّمَةِ وَعَنِ الْخَلِيْسَةِ وَأَنَّ الْمُجَثَّمَةَ تُوْطَأَ الْحُبَالٰى حَتّٰى يَضَعْنَ مَا فِيْ بُطُوْنِهِنَّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى هُوَ الْقُطَعِيُّ.[৩১৭]

১৪৭৯। **অর্থ :** উম্মে হাবিবা বিনতে ইরবাজ ইবনে সারিয়া রা. স্বীয় পিতা হতে বর্ণনা করেন, খায়বরের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত দাঁতগুলো হিংস্র পশু এবং পাঞ্জা বিশিষ্ট সব পাখি খেতে নিষেধ ঘোষণা করলেন। আরো নিষেধ করলেন প্রতিপালিত গাধার গোশত হতে। নিষেধ করলেন, মুজাচ্ছামা (বেঁধে হত্যাকৃত প্রাণি) ও খালিসা খেতে। খালিসা সে পশুকে বলা হয়, যেটিকে অন্য হিংস্র প্রাণি ছিঁড়ে খুড়ে ফেলেছে। যেমন–সিংহ কিংবা বাঘ কোনো বকরিকে ছিঁড়ে খুড়ে ফেললো, তাহলে সে বকরিটি হবে খালিসা। এটি কোরআনে কারিমের আয়াত وَمَا اَكَلَ السَّبُعُ এর অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম। তিনি অন্তঃসত্ত্বা মহিলার সঙ্গে সঙ্গম করতে নিষেধ করেছেন, যতোক্ষণ না সন্তান ভূমিষ্ট হয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া বলেছেন, আবু আসেমকে মুজাচ্ছামা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো। তিনি বললেন, কোনো পাখি বা অন্য কোনো জিনিসকে দাঁড় করিয়ে তথা লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে তার ওপর তীর ইত্যাদি নিক্ষেপ করা। তাকে جليسه সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো। তিনি বললেন, চিতা বাঘ কিংবা হিংস্র প্রাণি যেটিকে আহত করার পর মানুষ পেয়ে ধরে ফেলে তারপর জবাই করার আগে সেটি তার হাতে মারা যায়।

١٤٨٠ -عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْ يَّتَّخِذَ شَيْءٌ فِيْهِ الرُّوْحُ غَرَضًا.[৩১৮]

১৪৮০। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন কোনো প্রাণিকে লক্ষবস্তুতে পরিণত করতে।

---

[৩১৭] মুসনাদে আহমদ- ৪/১২৭, আল-মুসনাদুল জামে'- ১২/৫৩৫।

[৩১৮] সুনানে ইবনে মাজাহ- ابواب الذبائح : باب النهى عن صبر البهائم وعن المثلة, সুনানে নাসায়ি- كتاب الضحايا النهى عن المجثمة-

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত।

অর্থাৎ, কোনো জন্তুকে সামনে দাঁড় করিয়ে প্রশিক্ষণের লক্ষ্য বস্তু বানানো অবৈধ, যখন শিকার করার উদ্দেশ্য হয় না, বরং নিজের নিশানা ঠিক করা উদ্দেশ্য।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ ذَكَاةِ الْجَنِيْنِ

অনুচ্ছেদ–২ : গর্ভের বাচ্চা জবাই করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৭২)

١٤٧٦ –عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ.[৩১১]

১৪৮১। **অর্থ :** আবু সাইদ খুদরি রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, গর্ভের বাচ্চার জবাই তার মাকে জবাই করা।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত জাবের, আবু উমামা, আবুদ দারদা ও আবু হুরায়রা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

এটি একাধিক সূত্রে আবু সাইদ রা. হতে বর্ণিত হয়েছে। সাহাবা প্রমুখ আলেমগণের মতে এর ওপর আমর অব্যাহত। সুফিয়ান সাওরি, ইবনে মুবারক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব এটাই। আবুল ওয়াদ্দাকের এর নাম জাবর ইবনে নাউফ।

গর্ভের বাচ্চার জবাই সম্পর্কে ফোকাহায়ে কেরামের মতপার্থক্য

ইমামত্রয় এই হাদিসের ভিত্তিতে বলেন, যদি কোনো প্রাণি জবাই কবরা হয়। আর এর পেট হতে এমন কোনো বাচ্চা বেরিয়ে আসে যার মধ্যে সামান্য প্রাণ অবশিষ্ট আছে; কিন্তু এতোটুকু সময় ছিলো না যে এ বাচ্চাটিকে স্বতন্ত্রভাবে জবাই করা যেতো, অতঃপর সে বাচ্চাটি মরে গেছে, তাহলে ইমামত্রয়ের মতে, সে বাচ্চাটি হালাল হবে এবং মায়ের জবাই সে বাচ্চাটির জবাইয়ের স্থলাভিষিক হয়ে যাবে। অবশ্য যদি সে বাচ্চাটি এতোটুকু সময় পর্যন্ত জীবিত থাকে, যতোটুকু সময়ে স্বতন্ত্রভাবে জবাই করা যেতে পারে, তাহলে এ বাচ্চাটিকে স্বতন্ত্রভাবে জবাই করা তাদের মতে আবশ্যক। যদি জবাই না করে, তাহলে সে বাচ্চা হালাল হয় না।

যদি সে বাচ্চা মৃত বের হয়, কিংবা জীবন্ত বের হয়, কিন্তু এতোটুকু সময় ছিলো না যে, এটিকে স্বতন্ত্রভাবে জাবাই করা যায়, তাহলে এই দু'পদ্ধতিতে সে বাচ্চাটি হারাম হবে, এটি খাওয়া অবৈধ। এটাই হানাফিদের মাজহাব। হানাফিগণ কোরআনে কারিমের আয়াত حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ দ্বারা দলিল পেশ করেন। কেনোনা, এ বাচ্চাটি মৃতের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত। এমনভাবে কোরআনে কারিমে منخنقه কে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর

---

[৩১১] সুনানে আবু দাউদ- ابواب الاضاحى– باب ذكوة الجنين، সুনানে ইবনে মাজাহ- كتاب الضحايا : باب ماجاء فى ذكوة الجنين ذكوة امه–

মুনখানিকা সে পশুকে বলা হয় যেটিকে গলা টিপে কতল করা হয়েছে। বস্তুত যে বাচ্চা মায়ের পেটে আছে, মায়ের জবাইয়ের পরে তার দম আটকে গেছে, যার ফলে সেটি মরে গেছে। সুতরাং সে বাচ্চাটি মৃতেরও অন্তর্ভুক্ত আবার গলা টিপে হত্যাকৃত প্রাণিরও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এ বাচ্চাটিকে খাওয়া অবৈধ।[৩২০]

এ অনুচ্ছেদের হাদিসের জবাব

বাকি রইলো এ অনুচ্ছেদের হাদিস। হানাফিগণ এ সম্পর্কে বলেন, এ হাদিসটি দু'ভাবে বর্ণিত–

১. অনেক বর্ণনাকারি ذَكٰوةُ الْجَنِيْنِ ذَكٰوةُ اُمِّهٖ হাদিসে দ্বিতীয় ذَكٰوةُ اُمِّهٖ কে পেশ সহ বর্ণনা করেছেন।

২. অনেক বর্ণনাকারি ذَكٰوةَ যবর সহকারে বর্ণনা করেছেন। যদি যবর বিশিষ্ট বর্ণনাটি নেওয়া হয়, তাহলে আসলে এই ইবারতটি হলো ذَكٰوةُ الْجَنِيْنِ كَذَكٰوةِ اُمِّهٖ। অর্থ এই হবে যে, গর্ভের বাচ্চার জবাই ও এমনভাবে ফরজ যেমন মায়ের জবাই ফরজ। সুতরাং যেমনভাবে মা জবাই ব্যতিত হালাল হয় না, এমনভাবে বাচ্চাটিও জবাই ব্যতিত হালাল হবে না। যবরের সুরতে তো এ অর্থই নির্ধারিত। তাছাড়া অন্য অর্থ হবে না।

যদি ذَكٰوةُ اُمِّهٖ পেশ সহকারে বর্ণিত পদ্ধতি নেওয়া হয়, তাহলে তখনও এ ব্যাখ্যা হতে পারে যে, যদিও এখানে হরফে তাশবিহ উল্লিখিত নেই, কিন্তু এটি একটি উঁচু পর্যায়ের দৃষ্টান্ত। যাতে উপমাকৃত জিনিসটির ওপর যাকে উপমা দেওয়া হয়েছে তাকে প্রয়োগ করা হয় এবং হরফে তাশবিহ উহ্য করে দেওয়া হয়। যেমন– زَيْدٌ اَسَدٌ আসলে ছিলো زَيْدٌ كَالْاَسَدِ ১৪০ তথা জায়েদ সিংহের মতো।

হরফে তাশবিহ এতে উহ্য করে দিয়েছেন এবং মুশাব্বাহ বিহি যে, আসাদ শব্দটি আছে এটিকে জায়েদ মুশাব্বাহের ওপর প্রয়োগ করা হয়েছে। এটাকে চূড়ান্ত পর্যায়ের তাশবিহ বা উপমা বলা হয়। যেমন–এক কবির কাব্য রয়েছে–

فَعَيْنَاكِ عَيْنَاهَا وَجِيْدُكِ جِيْدُهَا

একটি হরিণী দেখে কবি তাকে সম্বোধন করে বলেছেন, "হে হরিণী! তোমার চোখগুলো এমন যেমন আমার প্রিয়ার চোখগুলো, তোমার গর্দান এমন যেনো আমার প্রিয়ার গর্দান।"

سِوَای اَنَّ عَظْمَ السَّاقِ مِنْكِ رَقِيْقٌ

"তবে তোমার পায়ের গোছার হাড্ডি সরু-পাতলা আর আমার প্রেমাস্পদের পায়ের গোছার হাড্ডি মোটা।"

এই কবিতায় فَعَيْنَاكِ শব্দ মুশাব্বাহ আর عَيْنَاهَا শব্দ মুশাব্বাহ বিহী। তবে কবি মুশাব্বাহ বিহীকে মুশাব্বাহের ওপর প্রয়োগ করেছেন। হরফে তাশবিহটি উল্লেখ করেনি। এটাকে চূড়ান্ত পর্যায়ের তাশবিহ বা উপমা বলে। এমনভাবে এ অনুচ্ছেদের হাদিসে ذَكٰوةُ الْجَنِيْنِ كَذَكٰوةِ اُمِّهٖ বাক্যে চূড়ান্ত পর্যায়ের উপমা রয়েছে। অর্থাৎ, গর্ভের বাচ্চার জবাইও মায়ের জবাইয়ের মতো। যেমনভাবে মাকে জবাই করা হবে এমনভাবে জবাই করা হবে গর্বের বাচ্চাকেও।

হানাফিগণ এও বলেন, যে, ইমামত্রয় এ অনুচ্ছেদের হাদিসের যে তাশবিহ করেছেন, সেটি এখানে সঠিক হয় না। কেনোনা, আপনারা বলেন, মায়ের জবাই বাচ্চার জবাইয়ের স্থলাভিষিক্ত। যার অর্থ বাচ্চার জবাই আসল, আর মায়ের জবাই হলো তার স্থলাভিষিক্ত। অর্থাৎ, মায়ের জবাই বাচ্চার জবাইয়ের স্থলাভিষিক্ত হলো। সাধারণত

---

[৩২০] দ্র. আল মুগনি-ইবনে কুদামা- ৮/৫৭৯, হাশিয়াতুল দুসুকি- ২/১১৪, বাহরুর রায়েক ৮/১৭১, বাদায়েউস সানায়ি'- ৫/৪২।

বাগধারায় স্থলাভিষিক্তকে যার স্থলাভিষিক্ত করা হয় তার ওপর প্রয়োগ করা হয় না। বরং যার স্থলাভিষিক্ত করা হয় সেটিকে স্থলাভিষিক্তের ওপর প্রয়োগ করা হয়। সুতরাং বাক্যটিতে স্থলাভিষিক্ত মুবতাদা হয়, খবর হয় না। যেমন অন্য এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَائَةُ الْإِمَامِ لَهُ ইমামের কেরাতকে مُبْتَدَه আর মুক্তাদির কেরাতআকে خَبَرٌ বানিয়েছেন। যার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে সেটিকে স্থলাভিষিক্তের ওপর প্রয়োগ করা হয়েছে। স্থলাভিষিক্তকে যার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে তার ওপর প্রয়োগ করেননি। অতএব, যদি আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে আপনার বর্ণিত ব্যাখ্যা সঠিক মেনে নিই, তাহলে ذَكَوةُ أُمِّهٖ যেটি স্থলাভিষিক্ত সেটিকে যার স্থলাভিষিক্ত তার ওপর প্রয়োগ করা আবশ্যক হবে। যা বাগধারা বিপরীত। সুতরাং এমতাবস্থায় স্থানীয়দের অর্থ স্পষ্ট হবে না। অথচ, আরো চূড়ান্ত পর্যায়ে উপমা নিলে অর্থ সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়।

ওপরযুক্ত মতপার্থক্য সে পদ্ধতিতে যখন বাচ্চার জবাই করার সময় না পাওয়া যায়, কিন্তু যখন বাচ্চাকে জবাই করার সময় পাওয়া যায়, তা সত্ত্বেও জবাই না করা হয়, সে পদ্ধতি বিতর্কিত নয়; বরং এ ব্যাপারে সমস্ত ফোকাহায়ে কেরামের ঐকমত্য রয়েছে যে, সময় পাওয়া সত্ত্বেও যদি জবাই করা না হয়, তাহলে সবার মতে সে বাচ্চা হারাম হবে। আর যদি তখন জবাই করে, তাহলে সবার মতে সে বাচ্চা হালাল হবে।[৩২১]

بَابُ كَرَاهِيَةِ كُلِّ ذِيْ نَابٍ وَذِيْ مِخْلَبٍ

অনুচ্ছেদ–৩ : দাঁতালো এবং পাঞ্জা বিশিষ্ট জন্তু ভক্ষণ নিষেধ

١٤٨٢ –عَنْ أَبِيْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ.[৩২২]

১৪৮২। **অর্থ :** আবু ছালাবা খুশানি রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত দাঁতালো হিংস্র প্রাণি খেতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত সাইদ ইবনে আবদুর রহমান ও একাধিক বর্ণনাকারি বলেছেন, আমাদেরকে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা-জুহরি-আবু ইদরিস খাওলানি সূত্রে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

আবু ইদরিস খাওলানির নাম হলো–আয়িজুল্লাহ আবদুল্লাহ।

١٤٨٣ –عَنْ جَابِرٍ قَالَ : حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَعْنِيْ يَوْمَ خَيْبَرَ الْحُمُرَ وَلُحُوْمَ الْبِغَالِ وَكُلَّ ذِيْ نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ وَذِيْ مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ.[৩২৩]

---

[৩২১] আস-সুনানে কুবরা-বায়হাকি- ২/১৬০, মাজমাউজ জাওয়াইদ- ৩/১১১।

[৩২২] সুনানে নাসায়ি- كتاب الصيد : باب تحريم اكل السباع, সুনানে ইবনে মাজাহ- ابواب الصيد : باب كل ذى ناب من السباع

[৩২৩] মাজমাউজ জাওয়াইদ- ৫/৪৭।

১৪৮৩। **অর্থ :** জাবের রা. বলেন, খায়বরের যুদ্ধে পালিত গাধার ও খচ্চরের গোশত, দাঁতালো হিংস্র প্রাণি এবং পাঞ্জা বিশিষ্ট পাখি রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারাম করে দিয়েছেন।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু হুরায়রা, ইরবাজ ইবনে সারিয়া ও ইবনে আব্বাস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত জাবের রা. এবং হাদিসটি حسن غريب।

١٤٨٤ -عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَرَّمَ كُلَّ ذِيْ نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ.[৩২৪]

১৪৮৪। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি দাঁতালো হিংস্র প্রাণি হারাম করে দিয়েছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن।

সাহাবা প্রমুখ সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে, এর ওপর আমল অব্যাহত। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব এটাই।

بَابُ مَا جَاءَ مَا قُطِعَ مِنَ الْحَيِّ فَهُوَ مَيِّتٌ

অনুচ্ছেদ– ৪ : জীবন্ত পশুর কর্তিত অংশ মৃত প্রসংগে (মতন পৃ. ২৭৩)

١٤٨٥ -عَنْ أَبِيْ وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يَجُبُّوْنَ أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ وَيَقْطَعُوْنَ أَلْيَاتِ الْغَنَمِ قَالَ مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ.[৩২৫]

১৪৮৫। **অর্থ :** আবু ওয়াকিদ লাইসি রা. বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা মুনাওয়ারায় এলেন, তখন লোকজন জীবন্ত উটের কুঁজ কেটে নিতো।

جَبَّ يَجُبُّ এর অর্থ, কর্তন করা এবং জীবন্ত দুম্বা ও বেড়ার রানের গোশত কেটে রান্না করে খেতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পেরে ইরশাদ করলেন, প্রাণির যে অঙ্গ ও অংশ তার জীবদ্দশায় কর্তন করা হয়, সে অংশটি মৃত, সেটা খাওয়া হারাম।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইবরাহিম ইবনে ইয়াকুব জাওজেজানি-আবু নজর-আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে দিনার অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن غريب।

এটি আমরা কেবল জায়েদ ইবনে আসলাম সূত্রেই জানি। আলেমদের এর ওপর আমল অব্যাহত। আবু ওয়াকিদ লাইছি নাম হলো হারেস ইবনে আওফ।

---

[৩২৪] মুসনাদে আবু ইয়া'লা মাউসিলা- ১০/৩৬১, মুসনাদে আহমদ- ২/৪১১৮, আস-সুনানে কুবরা-বায়হাকি- ৯/৩৩১।

[৩২৫] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الصيد : باب اذا قطع من الصيد قطعة সুনানে ইবনে মাজাহ- ابواب الصيد : باب ما قطع من البهيمة وهى حية-

এ হাদিসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি মূলনীতি বলে দিয়েছেন যে, প্রাণিকে এখনও জবাই করা হয়নি; বরং সেটি জীবিত এর জীবদ্দশায় যদি এর কোনো অংশ কেটে নেওয়া হয়, তাহলে সেটি মৃত। তা খাওয়া অবৈধ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّكَاةِ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ

অনুচ্ছেদ– ৫ : কণ্ঠনালি এবং গলার সিনার ওপরের অংশে জবাই করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৭৩)

١٤٨٦ -عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَمَا تَكُوْنُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ ؟ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِيْ فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ.[৩২৬]

১৪৮৬। **অর্থ :** আবুল উশারা স্বীয় পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল। জবাইয়ের কাজটি কি হলক এবং সিনার ওপরে গলার অংশে হয়? অন্য কোনো স্থানে কি জানোয়ার জবাই করা যায় না? প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে ইরশাদ করলেন, যদি তুমি এর উরুতে নেজা মারো তবুও তোমার জন্য সে জানোয়ার হালাল।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আহমদ ইবনে মানি' রহ. বলেছেন, ইয়াজিদ ইবনে হারুন বলেছেন, এটা প্রয়োজনের সময় প্রযোজ্য।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত রাফে' ইবনে খাদিজ রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি غريب। অনেকে আমরা হাম্মাদ ইবনে সালামা ব্যতিত অন্য কোনো সূত্রে জানি না। আবুল উশারা-তার পিতার সূত্রে এছাড়া অন্য কোনো হাদিস আমরা জানি না। আবুল উশারার পিতার নাম সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম মতপার্থক্য করেছেন। কেউ বলেছেন, উসামা ইবনে কিহ্‌তিম। ইয়াসার ইবনে বারজও বলা হয়। আবার ইবনে বাল্‌জও বলা হয়। আবার বলা হয় তার নাম উতারিদ। তাঁর দাদার দিকে এটি সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে।

দরসে তিরমিযী

এ আদেশটি কোনো পশুর জবাই অপারগতাবশত হয়। এখ্‌তিয়ারি জবাইয়ের পদ্ধতিতে গলাতেই জবাই করা এবং চারটি রগ কর্তন করা আবশ্যক। তবে অপারগতাবশত জবাইয়ের পদ্ধতিতে যদি দূর হতে নেজা মারে কিংবা তীর মারে, তাহলে সে তীর দেহের যে অঙ্গেই লাগুক না কেনো, সে পশু হালাল হয়ে যাবে।

বস্তুত এখ্‌তিয়ারি এবং অপারগতার সংজ্ঞা হলো যে পশু নিয়ন্ত্রণে থাকে, তার জবাই হয় এখ্‌তিয়ারি আর যে পশু নিয়ন্ত্রণ হতে বেরিয়ে যায়, চাই সেটি গৃহপালিত পশু হোক কিংবা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাক, কিংবা জংলি প্রাণি হোক, যেগুলো মানুষের নিয়ন্ত্রণে আসে না, সেগুলোর জবাই হয় অপারগতামূলক।

---

[৩২৬] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الاضاحى: باب ماجاء فى ذبيحة المتردية-

بَابُ مَا جَآءَ فِيْ قَتْلِ الْوَزَغِ

অনুচ্ছেদ–১ : গিরগিট কতল করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৭৩)

١٤٨٢ –عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً بِالضَّرْبَةِ الْأُوْلٰى كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً فَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً فَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً.[৩২৭]

১৪৮৭। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, গিরগিটকে যে একই আঘাতে মেরে ফেলে, তার এতো এতো সওয়াব হবে। আর যে ব্যক্তি দ্বিতীয় আঘাতে মারলো, তার এতো এতো পরিমাণ সওয়াব হবে। আর যে ব্যক্তি তৃতীয় আঘাতে মারে তার এতো এতো সওয়াব হবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ, সা'দ, আয়েশা ও উম্মে শরিক রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

উদ্দেশ্য এই যে, দ্বিতীয় আঘাতে মারার ফলে প্রথম বারের চেয়ে কম নেকি পাবে। আর তৃতীয় আঘাতে মারলে দ্বিতীয়বারের চেয়ে কম নেকি পাবে। এতে বুঝা গেলো, গিরগিট মারা সওয়াবের কাজ।

بَابُ مَا جَآءَ فِيْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ

অনুচ্ছেদ– ২ : সাপ মারা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৭৩)

١٤٨٣ –عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أُقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوْا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ الْحُبْلٰى.[৩২৮]

১৪৮৮। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা সাপ কতল করো, বিশেষত দেহ এবং মুখে রেখা বিশেষ সাপ আর লেজ কাটা সাপ। কেনোনা, এ দুটি সাপ মানুষের চোখের জ্যোতি শেষ করে দেয় এবং গর্ভপাত ঘটায়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ, আয়েশা, আবু হুরায়রা ও সাহল ইবনে সা'দ রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

---

[৩২৭] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الادب : باب فى قتل الوزغ, আস-সুনানে কুবরা-বায়হাকি- ২/২৬৭।

[৩২৮] সুনানে ইবনে মাজাহ- ابواب الطب : باب قتل ذى الطفيتين, মুসনাদে আহমদ- ২/১২১, মাজমাউজ জাওয়াইদ- ৪৬।

হজরত ইবনে উমর রা. হতে আবু লুবাবা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপর ঘরের সাপ কতল করতে নিষেধ করেছেন। সেগুলো হলো ঘর আবাদকারি।

হজরত ইবনে উমর রা. এর ক্ষেত্রে জায়েদ ইবনে খাত্তাব রা. হতেও এটি বর্ণনা করা হয়।

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেন, সাপ মারা মাকরুহ শুধু রূপার মত ও সরু ছোটগুলো। এটি চলার সময় পেচিয়ে চলে না।

দরসে তিরমিযী

ছোট সাপ মারা প্রসংগে

عَنْ أَبِيْ لُبَابَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَهٰى بَعْدَ ذٰلِكَ عَنْ قَتْلِ حَيَّاتِ الْبُيُوْتِ وَهِيَ الْعَوَامِرُ.[৩২৯]

অর্থ : আবু লুবাবা রা. হতে বর্ণিত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপর নিষেধ করেছেন ঘরে অবস্থানকারি ছোট ছোট সাপ মারতে।

عَوَامِرُ ও جَنَّانٌ শব্দ جَانٌّ এর বহুবচন। جان দ্বারা উদ্দেশ্য ছোট ছোট সাপ, যেগুলো ঘরে থাকে, এগুলোকে عَوَامِرُ ও বলে। এগুলো মারতে এ কারণে নিষেধ করেছেন যে, অনেক সময় বাস্তবে এগুলো সাপ হয় না, বরং জিন সাপের হিসেবে এসে যায়। এগুলোকে ঘোষণা ব্যতিত মারা ভালো না। যেমন পরবর্তীতে হাদিসে আসছে।

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ إِنَّمَا يُكْرَهُ مِنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ قَتْلُ الْحَيَّةِ الَّتِيْ تَكُوْنُ دَقِيْقَةً كَأَنَّهَا فِضَّةً وَلَا تَلْتَوِيْ فِيْ مَشْيَتِهَا.

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেন, যেসব সাপ মারতে নিষেধ করা হয়েছে, সেগুলোর আলামত হলো, সেগুলো চিকন ধরনের হয়ে থাকে। সেগুলোর রং হয় রূপার মতো। চলার সময় বটে না; বরং সোজা চলে। এগুলোকে যেনো মারা না হয়।

ঘরে অবস্থানকারি সাপ মারার বিধান

١٤٨٩ -عَنْ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّ لِبُيُوْتِكُمْ عُمَّارًا فَحَرِّجُوْا عَلَيْهِنَّ ثَلَاثًا فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَاقْتُلُوْهُنَّ.[৩৩০]

১৪৮৯। **অর্থ :** আবু সাইদ খুদরি রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের ঘরে অবস্থানকারি কিছু জিন সাপ হয়ে থাকে তোমরা এগুলোকে তিনদিন পর্যন্ত তাহরিজ করো অর্থাৎ ঘোষণা দাও, অতঃপর সেগুলো ঘরে প্রকাশ পেলে মেরে ফেলো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর সাইফি সূত্রে আবু নায়িম কুদরি রা. হতে। আর মালেক ইবনে আনাস বর্ণনা করেছেন এটি সাইফি-হিশাম ইবনে জোহরার মুক্তকৃত গোলাম-আবু সাইব-আবু সায়িদ রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে। এ হাদিসে একটি ঘটনা আছে।

---

[৩২৯] মাজমাউজ জাওয়াইদ- ৫/২০৭, মুসনাদে আহমদ- ৩/৪৩০।

[৩৩০] কানজুল উম্মাল- ১৫৪৭।

ঘোষণা করার পদ্ধতি হলো, তিনদিন পর্যন্ত সেগুলোকে বলো, তোমরা এখান হতে বেরিয়ে যাও, অন্যথায় আমরা তোমাদেরকে মেরে ফেলবো। যদি জিন হয় এবং অভিজাত হয় তাহলে বেরিয়ে যাবে। আর যদি জিন না হয়; বরং সাপ হয় কিংবা খারাপ জিন হয় তাহলে সেগুলো বের হবে না। এগুলোকে মারা বৈধ। সুতরাং তিনদিন পর্যন্ত ঘোষণা করা বিধিবদ্ধ।

আনসারি-মা'ন-মালেক সূত্রে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। এটি উবায়দুল্লাহ ইবনে উমরের হাদিস অপেক্ষা আসাহ্। মুহাম্মদ ইবনে আজলান-সাইফি সূত্রে মালেক রহ. এর বর্ণনার মতো হাদিস বর্ণনা করেছেন।

١٤٩٠ -عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلٰى قَالَ قَالَ أَبُوْ لَيْلٰى : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا ظَهَرَتِ الْحَيَّةُ فِي الْمَسْكَنِ فَقُوْلُوْا لَهَا إِنَّا نَسْأَلُكَ بِعَهْدِ نُوْحٍ وَبِعَهْدِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَنْ لَا تُؤْذِيْنَا فَإِنْ عَادَتْ فَاقْتُلُوْهَا.[৩৩১]

১৪৯০। **অর্থ :** আবু লায়লা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন ঘরে সাপ প্রকাশ পায় তখন সে সাপকে বলো, আমরা তোমরা কাছে নূহ আ. হজরত সুলায়মান আ.-এর প্রতিশ্রুতির উসিলা দিয়ে আবেদন করছি, তোমরা আমাদেরকে কষ্ট দিয়ো না। এরপরেও যদি সেটি কষ্ট দেয়, তাহলে সেগুলোকে মেরে ফেলো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن غريب।

সাবেত আল বুনানির এ হাদিসটি এ সূত্র ব্যতিত অন্য কোনো সূত্রে আমরা ইবনে আবু লায়লা হতে জানি না।

বিশেষভাবে এ দু'জন নবীর কথা এ কারণে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁরা দু'জন প্রাণিগুলো হতে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। বর্ণনায় আছে, যখন হজরত নূহ আ. নৌকা তৈরি করেছিলেন এবং তাতে পশুগুলোকেও আরোহণ করানোর ইচ্ছা করেছেন। যাতে প্রাণিগুলোর প্রজন্ম অবশিষ্ট থাকে। কেনোনা, এগুলো ব্যতিত বাকি সব জিনিস তুফান দ্বারা খতম হবার ছিলো। এজন্য তিনি প্রতিটি প্রাণির এক একটি জোড়া নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলেন। আরোহণ কারে তিনি সেসব প্রাণি হতে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, তোমরা কোনো মানুষকে কষ্ট দিবে না। সেসব প্রাণি এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো। এরপর সেগুলোকে আরোহণ করিয়েছিলেন। এই হাদিসে এ প্রতিশ্রুতির দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আর সুলাইমান আ-এর রাজত্ব ছিলো, সমস্ত মানব জিন এবং প্রাণির ওপর। তিনিও জিনদের কাছ হতে এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে থাকবেন যে তোমরা কোনো মানুষের ক্ষতি করবে না। এই প্রতিশ্রুতির দিকে এ অনুচ্ছেদের হাদিসের ইঙ্গিত রয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قَتْلِ الْكِلَابِ

অনুচ্ছেদ-৩ : কুকুর হত্যা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৭৩)

١٤٩١ -عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِّنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا كُلِّهَا فَاقْتُلُوْا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيْمٍ.[৩৩২]

---

[৩৩১] মিশকাতুল মাসাবিহ- كتاب الصيد والذبائح –باب ما يحل اكله وما يحرم, কানজুল উম্মাল- ১০/৬২।

[৩৩২] সুনানে নাসায়ি- كتاب الصيد والذبائح : صفة الكلاب التى امر بقتلها–, সুনানে ইবনে মাজাহ ابواب الصيد : باب النهى عن اقتناء الكلب–

১৪৯১। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কুকুর মাখলুকাতের মধ্য হতে একটি মাখলুক না হতো, তাহলে আমি এর সবগুলোকে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দিতাম। সুতরাং তোমরা প্রতিটি কালো কৃষ্ণ কুকুর কতল করো। অনেক বর্ণনায় আছে কৃষ্ণ কালো কুকুর শয়তান হয়ে থাকে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযীর. বলেছেন, হজরত ইবনে উমর, জাবের, আবু রাফে' ও আবু আইউব রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

অনেক হাদিসে বর্ণনা করা হয় পূর্ণ কালো কুকুর শয়তহান। اَلْكَلْبُ الْاَسْوَدُ الْبَهِيْمُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যার মধ্যে শুভ্রতা বলতে নেই অর্থাৎ পূর্ণ কালো। অনেক আলেম বলেছেন পূর্ণ কালো কুকুরের শিকারকে মাকরুহ।

بَابُ مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا مَا يُنْقَصُ مِنْ أَجْرِهِ

অনুচ্ছেদ– ৪ : যে লোক কুকুর পোষে তার কি পরিমাণ সওয়াব হ্রাস করা হয় প্রসংগে (মতন পৃ. ২৭৩)

١٤٩٢ –عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِضَارٍ وَلَا كَلْبَ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ.[৩৩৩]

১৪৯২। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো কুকুর পালে, অথবা নিজের কাছে রাখে, তবে শর্ত হলো যে কুকুর শিকারের জন্য কিংবা চতুষ্পদ পশুর হেফাজতের জন্য না হতে হবে, তাহলে তার প্রভুর সওয়াব হতে দৈনিক ২ কেরাত কমে যায়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল, আবু হুরায়রা ও সুফিয়ান ইবনে আবু জুহাইর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে উমর রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

হজরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, "কিংবা ফসলের কুকুর।"

এর উদ্দেশ্য হলো, যদি কোনো ব্যক্তি অপ্রয়োজনে শখ করে কুকুর পালন করে, তাহলে তার জন্য এমন করা অবৈধ এবং এটা তার সওয়াব হ্রাস পাওয়ার কারণ হয়। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা থেকে দুটি কুকুর ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে।

---

[৩৩৩] সহিহ বোখারি-كتاب الذبائح والصيد : باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد, সামনে ইবনে মাজাহ- ابواب الصيد : باب النهي عن اقتناء الكلب–

১. যে কুকুর ضَارِىْ হবে অর্থাৎ, যেটি শিকারে অভ্যস্ত এবং প্রশিক্ষিত। ضَارِىْ শব্দটি ضَرِيٌّ হতে উদ্ভূত। এর অর্থ কোনো জিনিসে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া। অনেকে এই শব্দটিকে لَيْسَ بِضَارٍّ ضَرَّ يَضُرُّ হতে পড়েছেন। তাহলে, এটা বিশুদ্ধ না।

২. যে কুকুর চতুষ্পদ পশুর হেফাজতের জন্য রাখা হয়, এই দুই প্রকার কুকুর পালন করা বৈধ।

١٤٩٣ -عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ قِيْلَ لَهُ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُوْلُ أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ فَقَالَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَهُ زَرْعٌ.[৩৩৪]

১৪৯৩। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিকারি কুকুর এবং পশুর হেফাজতের জন্য রাখা কুকুর ব্যতিত সব কুকুর মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন। বর্ণনাকারি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. জিজ্ঞেস করা হলো, আবু হুরায়রা রা. স্বীয় বর্ণনায় ফসলের হেফাজতের জন্য পালা কুকুরও ব্যতিক্রমভুক্ত করেন। জবাবে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. কে বলেন, হজরত আবু হুরায়রা রা. এর কাছে ফসল আছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

এই বর্ণনার ব্যাখ্যা অনেক মুলহিদ আউজুবিল্লাহি মিন জালিক এমন করেছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেছেন, যেহেতু আবু হুরায়রা রা. এর কাছে ফসল আছে, সেহেতু তিনি এ হাদিসে أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ নিজের পক্ষ হতে বৃদ্ধি করেছেন। বস্তুত এ শব্দটি হাদিসে বিদ্যমান ছিলো না। অথচ, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর উদ্দেশ্য কখনও এটা না। বরং তার উদ্দেশ্য হলো, যেহেতু হজরত আবু হুরায়রা রা.-এর কাছে ফসল আছে, সেহেতু তিনি বিশেষভাবে এ বাক্যটি স্মরণ রেখেছেন। আর যাদের কাছে ফসল ছিলো না, তারা স্মরণ রাখেননি। তাই যে ব্যক্তি কোনো ব্যাপারে নিজেই জড়িত সে ব্যক্তি সে সংক্রান্তি বিষয়গুলো স্মরণ রাখার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। যে জড়িত নয় সে এতোটা গুরুত্ব আরোপ করে না। সুতরাং আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর উদ্দেশ্য হলো, যেহেতু হজরত আবু হুরায়রা রা. এর কাছে ফসল ছিলো, সেহেতু তিনি এ বাক্যটি ভালোভাবে স্মরণ রেখে থাকবেন। এটা আমার মনে নেই।

١٤٩٤-عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ.[৩৩৫]

১৪৯৪। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কুকুর পালন করে তার সওয়াব হতে দৈনিক ১ কিরাত্ব কমে যায়। তাহলে যদি সেটি জন্তু সংরক্ষণ এবং শিকারের জন্য হয়।

---

[৩৩৪] সুনানে নাসায়ি- সুনানে ইবনে মাজাহ- الامر بقتل الكلاب : كتاب الصيد و الذبائح, সুনানে ইবনে মাজাহ- : ابو اب الصيد باب قتل الكلب الا كلب صيد اوزرع-

[৩৩৫] সুনানে আবু দাউদ و غيره باب فى اتخاذ الكلب للصيد : كتاب الصيد, আস-সুনানুল কুবরা-বায়হাকি- ১/২৫১।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

আতা ইবনে আবু রাবাহ হতে বর্ণনা করা হয় যে, তিনি কুকুর রাখার অবকাশ দিয়েছেন। যদি একজন ব্যক্তির একটি বকরি থাকে।

এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইসহাক ইবনে মনসুর-হাজ্জাজ ইবনে মুহাম্মদ-ইবনে জুরাইজ-আতা সূত্রে।

١٤٩٥ -عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ : إِنِّيْ لَمِمَّنْ يَرْفَعُ أَغْصَانَ الشَّجَرَةِ عَنْ وَجْهِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوْا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيْمٍ وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُوْنَ كَلْبًا إِلَّا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ.[৩৩৬]

১৪৯৫। **অর্থ :** আব্দুল্লাহ আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল রা. বলেন, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য দানের সময় তার চেহারা হতে গাছের ডাল উঠিয়ে রেখেছিলো। তিনি খুতবায় বলেছেন, যদি কুকুর আল্লাহর সৃষ্টির মধ্য হতে একটি সৃষ্টি না হতো তাহলে আমি এগুলোকে কতল করার নির্দেশ দিতাম। সুতরাং এগুলোর মধ্য হতে কালো কৃষ্ণ কুকুরগুলোকে কতল করো। কোনো গৃহবাসী যেনো এমন নেই, যে কুকুর বেঁধে রাখে অথচ তার সওয়াব হতে দৈনিক এক কিরাত্ব কমে না। তাহলে যদি সে কুকুর শিকারি কিংবা ফসল কিংবা পশুর সংরক্ষণের জন্য রাখা হয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

এ হাদিসটি একাধিক সূত্রে হাসান-আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّكَاةِ بِالْقَصَبِ وَغَيْرِهِ

অনুচ্ছেদ–৫ : বাঁশ ইত্যাদি দ্বারা জবাই করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৭৪)

١٤٩٦ -رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ : إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوْهُ مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا أَوْ ظُفْرًا وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ.[৩৩৭]

---

[৩৩৬] সুনানে নাসায়ি- كتاب الصيد والذبائح : صفة الكلاب التى امر بقتلها, সুনানে ইবনে মাজাহ- ابواب الصيد : باب النهى عن اقتناء الكلب-

[৩৩৭] সহিহ বোখারি- كتاب الذبائح والصيد : باب التسمية على الذبيحة, সহিহ মুসলিম- كتاب الاضاحى : باب جواز الذبح بكل ما انهر الدم الا السن الخ-

১৪৯৬। **অর্থ :** রাফে' ইবনে খাদিজ রা. বললেন, আমি একবার প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল। আগামীকাল আমাদের সঙ্গে শত্রুর মুকাবিলা হবে। আমাদের কাছে কোনো ছুরি নেই। উদ্দেশ্য এই ছিলো, যদি সেখানে রণক্ষেত্রে প্রাণি জবাই করার প্রয়োজন হয়, তাহলে আমরা কি করবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন, যে জিনিসই রক্ত প্রবাহিত করে এবং এর ওপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয় তাহলে তোমরা সেটা খাও, যতোক্ষণ পর্যন্ত জবাই করার উপকরণ দাঁত কিংবা নখ না হয়। উদ্দেশ্য এই যে, দাঁত এবং নখ দ্বারা জবাই করতে আমি নিষেধ করছি। তবে এগুলো ব্যতিত যে কোনো এমন জিনিস হলেই জবাই বৈধ, যেগুলো রক্ত প্রবাহিত করে। তারপর তিনি বললেন, দাঁত এবং নখ দ্বারা জবাই করতে এ জন্যে নিষেধ করছি যে, দাঁত হলো একটি হাড় আর নখ হলো হাবশার লোকদের ছুরি। অর্থাৎ, হাবশি লোকেরা নখ দ্বারা ছুরির কাজ নেয়। কেনোনা, তারা বড় বড় নখ রাখে। সুতরাং তোমাদের এমন না করা উচিত।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার-ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ-সুফিয়ান সাওরি-তার পিতা-আবায়া ইবনে রিফা'আ ইবনে রাফে' ইবনে খাদিজ রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে আবায়া "তার পিতা হতে" কথাটি উল্লেখ করেননি। এটি আসাহ্। আবায়া রাফে' হতে শুনেছেন।

ওলামায়ে কেরামের মতে, এর ওপর আমল অব্যাহত। তারা দাঁত কিংবা হাড় দ্বারা জবাইয়ের মতপোষণ করেন না।

নখ ও দাঁত দ্বারা জবাই করার বিধান

ফোকাহায়ে কেরাম এ হাদিসের ভিত্তিতে এই মাস্‌আলা লিখেছেন, যদি দাঁত এবং নখ মানুষের শরিরে সংশ্লিষ্ট থাকে এবং এ অবস্থায় সে এই দাঁত কিংবা নখ প্রাণি জবাই করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে, তাহলে সে জানোয়ার হালালই হবে না। কেনোনা, যদি সে প্রাণিটিকে দাঁত দ্বারা কেটে জবাই করে, কিংবা নখ দ্বারা জবাই করে তাহলে সে কর্মটি জবাই না, বরং গলাটিপা। এ কারণে সে পশুটি গলাটিপা পশু হয়ে গেলো। তখন এ প্রাণিটির মৃত্যু হবে গলা টিপে দম বন্ধ হওয়ার কারণে। সুতরাং সেই জানোয়ার হারাম হবে। তবে যদি সে দাঁত এবং নখ মানুষের দেহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না থাকে; বরং বিচ্ছিন্ন থাকে এবং সেগুলো খুব তেজ হয়, তাহলে সেগুলো দ্বারা তো জবাই করা অবৈধ, কারণ এগুলো দ্বারা জবাই করার পরে পশুর কষ্ট হবে। তবে সে পশু হালাল হয়ে যাবে।[৩৩৮]

بَابٌ بِلَا تَرْجَمَةٍ

শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ (মতন পৃ. ২৭৪)

١٤٩٧ - عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فَنَدَّ بَعِيْرٌ مِّنْ إِبِلِ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّ لِهٰذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هٰذَا فَافْعَلُوْا بِهِ هٰكَذَا.[৩৩৯]

১৪৯৭। **অর্থ :** রাফে' ইবনে খাদিজ বা, বলেন, এক সফরে আমরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। মানুষের উটগুলোর মধ হতে একটি উট পালিয়ে গেলো। লোকজনের কাছে তখন

---

[৩৩৮] দ্র. আল ফিকহুল ইসলামি ওয়াআদিল্লাতুহু- ৩/৭০২, বাদায়েউস সনায়ে'- ৫/৪৬, রদ্দুল মুহতার- ৬/২৯৬।

[৩৩৯] সুনানে ইবনে মাজাহ- ابواب الاضاحى : باب ذكوة الناد من البهائم, মাজমাউজ জাওয়াইদ- ৪/৩৪।

কোনো ঘোড়া ছিলো না যে, সে অশ্বের মাধ্যমে তার পিছু ধাওয়া করে সেটিকে ধরা যায়। তাই এক ব্যক্তি সে উটটিকে একটি তীর মারলো, তখন আল্লাহ তা'আলা সেটিকে ফিরিয়ে দিলেন। অর্থাৎ, তীরের আঘাতের কারণে তার মধ্যে আর পালানোর শক্তি থাকলো না। সেখানেই দাঁড়িয়ে গেলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এসব পশুর মধ্য হতে অনেকটি জংলি জানোয়ারের মতো হয়ে থাকে। অর্থাৎ, পালিয়ে যায়। অতএব, এসব প্রাণির মধ্য হতে যেটি এমন করবে, যেমন–এ উটটি করেছে, তাহলে সেটির সঙ্গে এমনই আচরণ করো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

মাহমুদ ইবনে গায়লান-ওয়াকি-সুফিয়ান-তার পিতা-আবায়া ইবনে রিফা'আ-তার দাদা রাফে' ইবনে খাদিজ সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাহলে এতে আবায়া "তার পিতা হতে" কথাটি উল্লেখ করেননি। এটা আসাহ্। ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। অনুরূপই বর্ণনা করেছেন, শো'বা, সাইদ ইবনে মাসরুক হতে সুফিয়ানের বর্ণনার মতো।

প্রাণি হিংস্র হয়ে গেলে

ফোকাহায়ে কেরাম এ হাদিস হতে দলিল পেশ করেছেন, যদি কোনো পশু আসলে তো পোষ্য হয় কিন্তু কোনো কারণে সেটি জংলি হয়ে যায় এবং নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তাহলে সেটির জবাই এখ্তিয়ারে থাকে না; বরং অপারগতামূলক হয়ে যায়। সুতরাং যেমনভাবে শিকারকে তীরের মাধ্যমে বিসমিল্লাহ পড়ে আঘাত করে মারা বৈধ এবং এর ফলে পশু হালাল হয়ে যায়, এমনভাবে এই পোষ্য পশুও হালাল হবে।[৩৪০]

---

[৩৪০] দ্র. বাদায়েউস সনায়ে'- ৫/৪৩, দুররে মুখতার- ৬/৩০৩ মুগনিল মুহতাজ ৪/২৬৫, কাশশাফুল কিনা'- ৬/২০৫।

اَبْوَابُ الْاَضَاحِيْ

عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কোরবানি অধ্যায়-১৭

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الْأُضْحِيَّةِ

অনুচ্ছেদ-১ : কোরবানির ফজিলত (মতন পৃ. ২৭৪)

١٤٩٨ -عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُوْنِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَيَطِيْبُوْا بِهَا نَفْسًا.[৩৪১]

১৪৯৮। **অর্থ :** আয়েশা রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোরবানির দিন বান্দার কোনো আমল আল্লাহ তা'আলার কাছে রক্ত প্রবাহের (কোরবানির) আমল অপেক্ষা অধিক প্রিয় নেই। সে পশু কিয়ামতের দিন স্বীয় শিং, পশম এবং খুরগুলো নিয়ে আসবে। এ পশুর রক্ত জমিতে পতিত হওয়ার আগে আল্লাহ তা'আলার কাছে কবুল হয়ে যায়। সুতরাং এটা খুশি মনে সম্পাদন করো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন ও জায়েদ ইবনে আরকাম রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن غريب।

এটি আমরা কেবল হিশাম ইবনে ওরওয়া হতে এ সূত্রেই জানি। আবুল মুছান্নার নাম হলো সুলাইমান ইবনে ইয়াজিদ। তার হতে বর্ণনা করেছেন ইবনে আবু ফুদাইক।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে রেওয়ায়াত করা হয় যে, তিনি কোরবানি সম্পর্কে বলেছেন, কোরবানিকারি জন্য (পশুর) প্রত্যেকটি পশমের বিনিময় একটি করে নেকি। আর بقرونها শব্দও বর্ণনা করা হয়। তথা সে পশু শিং নিয়েও কিয়ামতের দিন হাজির হবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأُضْحِيَّةِ بِكَبْشَيْنِ

অনুচ্ছেদ–২ : দুটি মেষ কোরবানি প্রসংগে (মতন পৃ. ২৭৪)

١٤٩٩ -عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : ضَحَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.[৩৪২]

---

[৩৪১] সুনানে ইবনে মাজাহ- ابواب الاضلحى : باب ثواب الاضحية–, আস-সুনানুল কুবরা-বায়হাকি- ৯/২৬১।

[৩৪২] সহিহ বোখারি كتاب الاضاحى : باب اضحية النبى صلى الله عليه وسلم– صحيح مسلم : كتاب الاضاحى : باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة–

১৪৯৯। **অর্থ :** আনাস রা. হতে বর্ণিত। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিং বিশিষ্ট দুটি মেষ কোরবানি করেছেন। এগুলোর রং সাদা কালো ছিলো। এগুলোকে প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে হাতে জবাই করেছেন। জবাই করার সময় পড়েছেন বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আকবার এবং নিজের পা এগুলোর কপালের ওপর রাখেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত আলি, আয়েশা, আবু হুরায়রা, আবু আইউব, জাবের, আবুদ দারদা, আবু রাফে', ইবনে উমর ও আবু বকর রা. হতেও হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

فِىْ ن ب بَابٌ مَا جَاءَ فِي الْأُضْحِيَّةِ عَنِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ–৩ : মৃতের পক্ষ হতে কোরবানির বিধান প্রসংগে (মতন পৃ. ২৭৫)

١٥٠٠ –عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ كَانَ يُضَحِّيْ بِكَبْشَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ فَقِيْلَ لَهُ فَقَالَ أَمَرَنِيْ بِهِ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَلَا أَدَعُهُ أَبَدًا.[৩৪৩]

১৫০০। **অর্থ :** আলি রা. সর্বদা দুটি মেষ কোরবানি করতেন। একটি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হতে আরেকটি নিজের পক্ষ হতে। কেউ জিজ্ঞেস করলো, আপনি এমন কেনো করেন। তখন তিনি বললেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে-এর নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং আমি কখনও এ আমল বর্জন করবো না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি غريب।

এটি আমরা শরিক ব্যতিত অন্য কোনো সূত্রে জানি না। অনেক আলেম মৃতের পক্ষ হতে কোরবানির অবকাশ দিয়েছেন। আর অনেকে তার পক্ষ হতে কোরবানির মতপোষণ করেন না।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেছেন, আমার কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় হলো তার পক্ষ হতে সদকা করে দেওয়া, কোরবানি না করা। আর যদি কোরবানি করে তাহলে তা হতে মোটেও খাবে না। পুরোটাই সদকা করে দিবে।

মুহাম্মদ রহ. বলেছেন, আলি ইবনুল মাদিনি রহ. বলেছেন, শরিক ব্যতিত অন্য বর্ণনাকারিও এটি বর্ণনা করেছেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আবুল হাসনার নাম কি? তিনি তাকে চিনতে পারলেন না। ইমাম মুসলিম রহ. বললেন, তার নাম হলো হাসান।

এর দ্বারা বুঝা গেলো, এমন কোনো পক্ষ হতে কোরবানি করা যায়, যায় মৃত্যুর আগে হয়ে গেছে এবং তার পক্ষ হতে কোরবানির উদ্দেশ্য হলো, আসলে তো কোরবানি স্বয়ং কোরবানি দাতার পক্ষ হতে হয়। অবশ্য এর সওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌছে যায়। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেন, যখন কোনো মৃতের পক্ষ হতে

---

[৩৪৩] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الضحايا, باب الاضحية عن الميت- আস-সুনানুল কুবরা-বায়হাকি- ৯/২৮৮।

ঈসালে সওয়াবের জন্য কেউ কোরবানি করে তখন সে কোরবানির গোশত হতে নিজে কিছুই খাবে না। বরং পূর্ণ গোশত সদকা করে দিবে। তবে ইমাম চতুষ্টয়ের মতে সদকা করা জরুরি না। এর গোশত সাধারণ কোরবানির গোশতের মতো খেতে পারবেন।

بَابُ مَا جَاءَ مَا يَسْتَحِبُّ مِنَ الْأَضَاحِيِّ

অনুচ্ছেদ-৪ মুস্তাহাব কোরবানি প্রসংগে (মতন পৃ. ২৭৫)

١٤٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : ضَحَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيْلٍ يَأْكُلُ فِيْ سَوَادٍ وَيَمْشِيْ فِيْ سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِيْ سَوَادٍ.[৩৪৪]

১৫০১। **অর্থ :** আবু সাইদ খুদরি রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বড় শিং বিশিষ্ট মেষ কোরবানি করেছেন।

কালোতে তা খেতো। কালোতে চলতো এবং কালোতে দেখতো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح غريب। এটি আমরা হাফ্স ইবনে গিয়াস ব্যতিত অন্য কোনো সূত্রে জানি না।

بَابُ مَا لَا يَجُوْزُ مِنَ الْأَضَاحِيِّ

অনুচ্ছেদ- ৫ : অবৈধ কোরবানি প্রসংগে (মতন পৃ. ২৭৫)

١٥٠٢ -عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَفَعَهُ قَالَ : لَا يُضَحَّى بِالْعَرْجَاءِ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا وَلَا بِالْعَوْرَاءِ بَيِّنٌ عَوَرُهَا وَلَا بِالْمَرِيْضَةِ بَيِّنٌ مَرَضُهَا وَلَا بِالْعَجْفَاءِ الَّتِيْ لَا تُنْقِيْ.[৩৪৫]

১৫০২। **অর্থ :** বারা ইবনে আজেব রা. হতে বর্ণিত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এমন ল্যাংড়া পশু কোরবানি করবে না, যার ল্যাংড়ামি স্পষ্ট। আর না এমন অন্ধ জানোয়ার কোরবানি করা বৈধ, যার অন্ধত্ব স্পষ্ট। কানা সেটাকে বলে যার চোখ নষ্ট। যদি এর চোখ এতোটা খারাপ হয় যে, এর নষ্টত্ব ও অন্ধত্ব সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয় তাহলে এমন পশু কোরবানি অবৈধ।

না এমন রুগ্ন পশু কোরবানি করা বৈধ, যার রোগ সম্পূর্ণ স্পষ্ট। না এমন চিকন ও কমজোর পশু কোরবানি করা বৈধ, যার হাড়ের মগজ শেষ হয়ে গেছে।

---

[৩৪৪] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الضحايا : الكبش– সুনানে নাসায়ি- كتاب الضحايا : باب ما يستحب من, الضحايا–

[৩৪৫] সুনানে নাসায়ি- كتاب الضحايا : باب ما نهى عنه من الاضاحى العجفاء– সুনানে ইবনে মাজাহ- ابواب الاضاحى باب ما يكره ان يضحى–

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হান্নাদ-ইবনে আবু জায়েদা-শো'বা-সুলাইমান ইবনে আবদুর রহমান-উবাইদ ইবনে ফায়রুজ-বারা ইবনে আজেব রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এর সমার্থক হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

এটি আমরা উবাইদ ইবনে ফায়রুজ-বারা রা. সূত্র ব্যতিত অন্য কোনো সূত্রে জানি না। ওলামায়ে কেরামের মতে এ হাদিসের ওপর আমল অব্যাহত।

এ ব্যাপরে ইসলামি আইনবিদগণ এ মূলনীতি বর্ণনা করেছেন যে, যখন কোনো অঙ্গের দোষ এক তৃতীয়াংশে পৌঁছে যায়, তখন এর কোরবানি জায়েজ হয় না। চোখের জ্যোতি এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত নষ্ট হওয়ার আন্দাজ কিভাবে করা যাবে? এ সম্পর্কে হেদায়া গ্রন্থকার বিভিন্ন পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন। সেখানে দেখা যেতে পারে।

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْأَضَاحِيِّ

অনুচ্ছেদ—৬ : মাকরুহ কোরবানি প্রসংগে (মতন পৃ. ২৭৬)

١٥٠٣ – عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ وَأَنْ لَا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ۔[৩৪৬]

১৫০৩। **অর্থ** : আলি রা. বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে কোরবানির পশুর কান, চোখ ভালো করে দেখে নিই। আর না যেনো এমন পশু কুরবানি করি, যার কানের কিনারা সামনে হতে কর্তিত, না এমন জানোয়ার. যার কান ওপরের দিক হতে কর্তিত, না এমন জানোয়ার যার কান ছিদ্র।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হাসান ইবনে আলি-উবায়দুল্লাহ ইবনে মুসা-ইসরাইল-আবু ইসহাক-শুরাইহ ইবনে নো'মান-আলি রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাতে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, اَلْمُقَابَلَةُ অর্থ– যে পশুর কানের একদিক কর্তিত। اَلْمُدَابَرَةُ অর্থ–যার কানের নীচের দিক কর্তিত। اَلشَّرْقَاءُ অর্থ–বিদীর্ণ, اَلْخَرْقَاءُ অর্থ–ছিদ্র।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, শুরাইহ ইবনে নো'মান সাইদি তিনি কুফার অধিবাসী। শুরাইহ ইবনে হারেস কিন্দি কুফি বিচারপতির উপনাম দেওয়া হয় আবু উমাইয়া। শুরাইহ ইবনে হানি কুফি। হানি সাহাবি। সবাই আলি রা. এর ছাত্র ও সমকালীন। أَنْ نَسْتَشْرِفَ এর অর্থ–আমরা নজর করবো যথার্থ বা সঠিক কিনা।

---

[৩৪৬] সুনানে ইবনে মাজাহ- ابواب الاضاحى : باب ما يكره ان يضحى به- সুনানে আবু দাউদ- كتاب الضحايا: باب ما يكره من الضحايا-

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ فِي الْأَضَاحِيِّ

অনুচ্ছেদ-৭ : ছয় মাসের মেষ কোরবানি প্রসংগে (মতন পৃ. ২৭৬)

١٥٠٤ -عَنْ أَبِي كِبَاشٍ قَالَ : جَلَبْتُ غَنَمًا جُذْعَانًا إِلَى الْمَدِينَةِ فَكَسَدَتْ عَلَيَّ فَلَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ نَعَم أَوْ نِعْمَتِ الْأُضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ قَالَ فَانْتَهَبَهُ النَّاسُ.[৩৪৭]

১৫০৪। **অর্থ :** আবু কাবাশ রা. বলেন, আমি বাহির হতে ছয় মাসের দুম্বা মদিনায় নিয়ে এসেছিলাম। সে দুম্বাটি আমার জন্য অচল হয়ে গেলো। আমি আবু হুরায়রা রা. এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমার উদ্বেগের কথা বললাম। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, উল এবং পশম বিশিষ্ট পশুতে ছয় মাস বিশিষ্ট পশু ভালো কোরবানির পশু। আবু কাবাশ বলেন, এরপর লোকজন এই দুম্বাটি লুটে নিয়ে গেলো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস, উম্মে বিলাল বিনতে হিলাল-তার পিতা, জাবের, উকবা ইবনে আমের ও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবি রহ. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি حسن غريب।

এই হাদিসটি আবু হুরায়রা রা. হতে মওকুফ হিসেবেও বর্ণিত আছে। উসমান ইবনে ওয়াকিদ হলেন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জিয়াদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে খাত্তাব রা.। সাহারা প্রমুখ আলেমদের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত যে, ছয় মাসের ভেড়া কোরবানিতে যথেষ্ট হবে।

جذع ছয় মাসের পশুকে বলা হয়। ইসলামি আইনবিদগণ এ হাদিসের ভিত্তিতে বলেন, দুম্বা এবং ভেড়ায় ছয় মাসের পশু কোরবানি করা বৈধ। ছাগল বকরিতে অবৈধ। কেনোনা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম مِنَ الضَّأْنِ শর্ত আরোপ করেছেন। বকরিতে তা অবৈধ। এটি এক বছরের হওয়া আবশ্যক।

বকরিতে বছর পূর্ণ হওয়া আবশ্যক

١٥٠٥ -عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَبَقِيَ عَتُودٌ أَوْ جَدْيٌ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ ضَحِّ بِهِ أَنْتَ.[৩৪৮]

১৫০৫। **অর্থ :** উকবা ইবনে আমের রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাকে কিছু বকরি দিলেন। যাতে আমি এগুলো তার সাহাবিগণের মাঝে বণ্টন করে দিই। যেনো, তারা কোরবানি করেন। অতঃপর বণ্টনের পর একটি আতুদ কিংবা একটি জাদি অবশিষ্ট ছিলো। আতুদ এবং জাদি

---

[৩৪৭] আস-সুনানুল কুবরা-বায়হাকি- ৬/২৭১, মুসনাদে আহমদ- ২/৪৪৫, কানজুল উম্মাল- ৫/৮৭।

[৩৪৮] সুনানে আবু দাউদ- –باب ما يجوز من الضحايا من السن : كتاب الضحايا, সুনানে ইবনে মাজাহ- : ابواب الاضاحى باب من يجزى من الاضاحى–

বলা হয় বকরির বাচ্চাকে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আলোচনা করলাম যে, সব বণ্টন হয়ে গেছে। শুধু একটি বকরির বাচ্চা রয়েছে। তিনি বললেন, তুমি এটি কোরবানি করো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

ওয়াকি রহ. বলেছেন, ضَحِّ بِهٖ أَنْتَ হয় এক বছরের কিংবা সাত মাসের ভেড়া। এ সূত্র ব্যতিত অন্য সূত্রেও উকবা ইবনে আমের রা. হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরবানির পশু বণ্টন করেছেন। তারপর একটি ছয় মাসের বকরি অবশিষ্ট ছিলো। তখন আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, এটা দিয়ে তুমি কোরবানির আদায় করো।

মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার-ইয়াজিদ ইবনে হারুন, আবু দাউদ-হিশাম দাসতাওয়ায়ি-ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসির-বা'জা-আবদুল্লাহ ইবনে বদর-উকবা ইবনে আমের রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, এই বকরির বাচ্চাটি অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিলো। সেটি ছিলো ছয় মাসের বাচ্চা। বস্তুত ছয় মাসের বকরির বাচ্চা কোরবানি করা বৈধ হয় না। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–ضَحِّ بِهٖ أَنْتَ অর্থাৎ, তোমার বৈশিষ্ট্য হলো, আমি এখন তোমাকে এটি কোরবানি করার অনুমতি দিচ্ছি। আর একটি বর্ণনায় আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার একজন সাহাবিকে ছয় মাসের একটি বকরি কোরবানি করার অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে যে, لَا تَجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ অর্থাৎ, তোমার পর এমন জানোয়ার কোরবানি করা অন্য কারো জন্য বৈধ হবে না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِشْتِرَاكِ فِي الْأُضْحِيَّةِ

অনুচ্ছেদ–৮ : কোরবানির অংশীদারিত্ব প্রসংগে (মতন পৃ. ২৭৬)

١٥٠١ –عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحٰى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةٌ وَفِي الْبَعِيْرِ عَشَرَةٌ.[৩৪১]

১৫০৬। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আমরা এক সফরে ছিলাম। কোরবানির সময় এতো। তখন আমরা একটি গাভীকে ৭ জন আর একটি উঠে দশ জন শরিক হলাম।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত আবুল আসাদ সুলামি-তার পিতা-তার দাদা ও আবু আইউব রা. সূত্রে হাদিস বর্ণিত আছে।

---

[৩৪১] সুনানে নাসায়ি- -كتاب الضحايا : باب ما يجزى عنه البدنة فى الضحايا সুনানে ইবনে মাজাহ- ابواب الاضاحى باب عن كم تجزى البدنة والبقرة–

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিসটি حسن غريب।

এটি আমরা ফজল ইবনে মুসা ব্যতিত অন্য কোনো সূত্রে জানি না।

এ হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করতে গিয়ে ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ রা. বলেন, উটের কোরবানিতে দশ জন অংশীদার হতে পারে। তবে ইমাম চতুষ্ঠয়ের অবস্থান হলো যে, উট এবং গাভীতে কোনো পার্থক্য নেই। সুতরাং যেমনভাবে গাভীতে ৭ জন শরিক হতে পারে, তেমনিভাবে উটেও সাতজন শরিক হতে পারে। ৭-এর অধিক হতে পারে না।

এ অনুচ্ছেদের হাদিসে এ জবাব দেওয়া হয় যে, এ হাদিসটি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত। বস্তুত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর আরেকটি হাদিস এর বিপরীত এসেছে। তাতে এক উটে ৭ ব্যক্তির অংশীদারিত্বের উল্লেখ রয়েছে। সে হাদিসটি জাবের রা. এর হাদিসের সমার্থক। এটি এ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদিস। সেটি হলো,

উটে ৭ শরিক হতে পারে, দশটি নয়

١٥٠٧-عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَحَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ اَلْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.[৩৫০]

১৫০৭। **অর্থ :** জাবের রা. বলেন, হুদায়বিয়ার যুদ্ধে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কোরবানি করেছি। উটনিও সাতজনের পক্ষ হতে কোরবানি করেছি। আবার গাভীও সাতজনের পক্ষ হতে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

সাহাবা প্রমুখ আলেমগণের মতে এ হাদিসের ওপর আমল অব্যাহত। এটি সুফিয়ান সাওরি, ইবনে মুবারক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব। ইসহাক রহ. বলেছেন, উটও দশ জনের পক্ষ হতে যথেষ্ট হবে। তিনি ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন।

যেহেতু এটি হুদাইবিয়ার যুদ্ধের ঘটনা, আর হুদাইবিয়ার যুদ্ধ হয়েছে ৬ হিজরিতে। সুতরাং এ ঘটনা পরবর্তীকালের। কাজেই এই হাদিসটিকে প্রথম হাদিসটির জন্য হয়ত বলবেন মানসুখকারি, কিংবা বলা হবে, যেহেতু অধিকাংশ বর্ণনা এর অনুকূল তাই প্রাধান্য হবে এটিরই।

অনেক বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, প্রথম রেওয়ায়াতে গনিমতের সম্পদ বণ্টনের উল্লেখ রয়েছে যে, মূল্যের দিক দিয়ে গাভী সাতজনের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে। আর উট দশ জনের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে। কেনোনা, গণিমতের সম্পদের মূল্য ধর্তব্য হয়, আর কোরবানিতে যেহেতু মূল্য ধর্তব্য হয় না, তাই কোরবানিতে উভয় পশু সমান হবে। উভয়ে সাতজন শরিক হতে পারবে, এর অধিক নয়।[৩৫১]

---

[৩৫০] দ্র. আল মুগনি-ইবনে কুদামা- ৮/৬১৯, দুররে মুখতার- ৬/৩১৫।

[৩৫১] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الضحايا : باب البقر والجزور عن كم تجزى- সুনানে ইবনে মাজাহ- كتاب الاضاحى -العضباء-

بَابٌ فِي الضَّحِيَّةِ بِعَضْبَاءِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ

অনুচ্ছেদ-৯ : শিং ভাঙ্গা এবং কান ছেঁড়া বিশিষ্ট জন্তু কোরবানির বিধান

١٥٠٨ -عَنْ سَبْعَةٌ قُلْتُ فَإِنْ وَلَدَتْ ؟ قَالَ اَذْبَحْ وَلَدَهَا مَعَهَا قُلْتُ فَالْعَرْجَاءُ ؟ قَالَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَنْسَكَ قُلْتُ فَمَكْسُوْرَةُ الْقَرْنِ ؟ قَالَ لَا بَأْسَ أُمِرْنَا أَوْ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَيْنِ وَالْأُذُنَيْنِ.[৩৫২]

১৫০৮। **অর্থ :** আলি রা. বলেন, গাভী সাত ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট। বর্ণনাকারি বলেন, জিজ্ঞেস করলাম, যদি সে গাভী বাচ্চা দেয়? তিনি বললেন, এ বাচ্চাটিকেও সঙ্গে জবাই করো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ল্যাংড়া পশুর কি রকম? তিনি বললেন, যদি কোরবানির স্থান পর্যন্ত পৌছতে পারে, তাহলে বৈধ। জিজ্ঞেস করলাম, যদি এক শিং ভাঙ্গা হয় তাহলে? বললেন, এতে কোনো সমস্যা নেই। কেনোনা, আমাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে কিংবা বলেছেন আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ দিয়েছেন, আমরা যেনো ভালো করে কান এবং চোখ দেখে নিই। অবশ্য যদি শিং মূল হতে উপড়ানো হয় তাহলে সেটি কোরবানি করা অবৈধ।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এটি সুফিয়ান সাওরি বর্ণনা করেছেন সালামা ইবনে কুহাইল হতে।

١٥٠٩ -عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْ يُّضَحَّى بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ قَالَ قَتَادَةُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ الْعَضْبُ مَا بَلَغَ النِّصْفَ فَمَا فَوْقَ ذٰلِكَ.[৩৫৩]

১৫০৯। **অর্থ :** আলি রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন ভাঙ্গা শিং বিশিষ্ট এবং কর্তিত কান বিশিষ্ট পশু কোরবানি করতে । কাতাদা রা. বলেন, আমি সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব রহ.-এর কাছে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করলে তিনি বললেন, যদি অর্ধ শিং কিংবা ততোধিক ভাঙ্গা হয়, তাহলে এটা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

أَعْضَبُ বলে যার শিং সম্পূর্ণ উপড়ে গেছে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হলো, যদি ওপর হতে ভাঙ্গা হয় তাহলে এটি কোরবানি করা বৈধ, কিন্তু যদি কেউ গোড়া হতে শিং উপড়ে ফেলে তাহলে এই মূল হতে উপড়ানোর আবশ্যকীয় পরিণতি হলো, এর ব্রেনও নষ্ট হয়ে থাকবে। তখন তা কোরবানি করা অবৈধ।

---

[৩৫২] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الاضاحى : باب ما يكره من الضحايا وباب فى البقر والجزورعن كم تجزى- মুসনাদে আহমদ- ১/১৫২।

[৩৫৩] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الضحايا : باب ما يكره من الضحايا, সুনানে নাসায়ি- كتاب الاضاحى : العضباء

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ تَجْزِيْ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ

অনুচ্ছেদ-১০ : পরিবারে পক্ষ হতে এক বকরিই যথেষ্ট প্রসংগে (মতন পৃ. ২৭৬)

١٥١٠ - حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنِيْ عُمَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ يَقُوْلُ : سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ؟ فَقَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّيْ بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُوْنَ وَيُطْعِمُوْنَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى.[৩৫৪]

১৫১০। **অর্থ :** আতা ইবনে আসাদ রহ. বলেন, আবু আইয়ুব আনসারি রা. কে আমি জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে কোরবানি কিরূপ হতো? হজরত আবু আইয়ুব আনসারি রা. বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি নিজের পক্ষ হতে এবং নিজের পরিবারের পক্ষ হতে একটি বকরি কোরবানি করতো। সে বকরি হতে নিজেও খেতো, অন্যদেরকেও খাওয়াতো। এক পর্যায়ে লোকজন পরস্পরের গর্ব অহংকার করতে আরম্ভ করে দেয়। অর্থাৎ, একজন অপরজনের ওপর ফখর করতে আরম্ভ করে যে, আমি এতোটি কোরবানি করেছি। এর পরিণতি এই হলো, যা তোমরা দেখছো যে, এক একজন কয় কয়টি কোরবানি শুধু পারস্পরিক গর্বের জন্য করে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

উমারা ইবনে আবদুল্লাহ হলেন মাদানি। ইমাম মালেক ইবনে আনাস রহ. তার হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন। অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। এটি আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব। তারা দু'জন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন যে, তিনি একটি ভেড়া কোরবানি করেছেন। তারপর বলেছেন, এটা আমার উম্মতের যে সব লোক কোরবানি করেনি তাদের পক্ষ হতে।

অনেক আলেম বলেছেন, একটি বকরি শুধু একজনের পক্ষ হতেই যথেষ্ট হবে। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক প্রমুখ আলেমের মত এটাই।

দরসে তিরমিযী

এক বকরি কি পূর্ণ পরিবারের পক্ষ হতে যথেষ্ট?

এই হাদিসের কারণে ইমাম মালেক ও আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, এক বকরি একজন মানুষের পূর্ণ পরিবারের পক্ষ হতে যথেষ্ট। এমন কি ইমাম মালেক রহ. বলেন, যদি একই পরিবারে কয়েকজন নেসাবের মালিক হয়, তাহলে তাদের মধ্য হতে প্রত্যেকের পক্ষ হতে কোরবানি করার প্রয়োজন নেই। বরং যদি একটি বকরি কোরবানি করা হয়, তাহলে সবার পক্ষ হতে যথেষ্ট হয়ে যাবে। তাহলে শর্ত হলো, তারা সবাই পরস্পরে আত্মীয়-স্বজন হতে হবে এবং একই ঘরে থাকতে হবে। এক ঘরের সংজ্ঞা মালেকিদের গ্রন্থাদিতে এমন করা হয়েছে-يغلق عليهم باب অর্থাৎ, একই দরজা সবার জন্য বন্ধ হয়। তাদের দলিল এ অনুচ্ছেদের হাদিস।

---

[৩৫৪] সুনানে ইবনে মাজাহ- ابواب الاضاحي : باب من ضحى بشاة عن اهله

আবু হানিফা রহ.-এর মত

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মাজহাব হলো, নেসাবের মালিক প্রতিটি ব্যক্তির দায়িত্বে ভিন্ন ভিন্ন কোরবানি করা ওয়াজিব। এক বকরি পুরো পরিবারের লোকজনের পক্ষ হতে যথেষ্ট হতে পারে না।

হানাফিদের দলিল কোরবানি একটি এবাদত। আর এবাদত প্রতিটি মানুষের ওপর ভিন্ন ভিন্ন ফরজ হয়। এবাদতে এক ব্যক্তি অপরের পক্ষ হতে স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। যেমনভাবে জাকাত নেসাবের মালিক প্রতিটি ব্যক্তির ওপর স্বতন্ত্রভাবে ফরজ, এমনভাবে কোরবানিও প্রত্যেকের ওপর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ফরজ। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত আছে যে, তিনি স্বীয় কোরবানি স্বতন্ত্রভাবে করতেন, আর পবিত্র স্ত্রীগণের পক্ষ হতে স্বতন্ত্র কোরবানি করতেন। এর দ্বারা বুঝা যায়, এক কোরবানি সবার পক্ষ হতে যথেষ্ট না। তাছাড়া হানাফিগণ বলেন, যদি এক কোরবানি ঘরের সমস্ত সদস্যের পক্ষ হতে যথেষ্ট হয়ে যায় তাহলে এর অর্থ, মনে করুন– যদি এক ঘরে পঞ্চাশজন মানুষ থাকে তাহলে এক বকরি পঞ্চাশজনে পক্ষ হতে যথেষ্ট হয়ে যাবে। অথচ নসের আলোকে এ বিষয়টি সর্বসম্মত যে, একটি বকরি গাভীর এক সপ্তমাংশের সমান হয়। তাহলে এর অর্থ এই হবে যে, যদি গাভীর এক সপ্তমাংশ পুরো পরিবারের সবার পক্ষ হতে যথেষ্ট হয়ে যায় তাহলে একটি গাভীতে শুধু সাত সদস্য নয়; বরং সাতশত সদস্যের কোরবানি হতে পারে। যা সুস্পষ্টরূপে নসসমূহের বিপরীত।

তাই হজরত আবু আইয়ুব আনসারি রা. এর এ অনুচ্ছেদের হাদিসটিকে সওয়াবে অংশদারিত্বের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে। অর্থাৎ, এক ব্যক্তি নিজের পক্ষ হতে কোরবানি করবে এবং এর সওয়াবে পুরো পরিবারকে শরিক করবে–এটা বৈধ। এর নজির হলো, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ভেড়া নিজের পক্ষ হতে কোরবানি করেছেন। আর আরেকটি ভেড়া কোরবানি করে বললেন, هٰذَا مَنْ عَنْ لَمْ يَضَحِّ مِنْ أُمَّتِي[৩৫৫]

"আমার উম্মতের মধ্য হতে যারা কোরবানি করতে সক্ষম হবে না, এটিকে তাদের পক্ষ হতে কোরবানি করছি।" এর অর্থ এই নয় যে, যেহেতু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতের পক্ষ হতে একটি ভেড়া কোরবানি করেছেন, সেহেতু এখন উম্মতের পক্ষ হতে কোরবানি বাতিল হয়ে গেছে। বরং তাঁর উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, আমি এর সওয়াবে গোটা উম্মতকে অংশীদার বানাচ্ছি। এ অনুচ্ছেদের হাদিসে এটাই উদ্দেশ্য যে, অনেক সময় এক ঘরের মধ্যে কোনো ব্যক্তির দায়িত্বে কোরবানি ওয়াজিব হয়। অবশিষ্ট লোকজন যেহেতু নেসাবের অধিকারি না, সেহেতু তাদের দায়িত্বে কোরবানি ওয়াজিব হয় না। তবে কোরবানি দাতা স্বীয় পরিবারের সমস্ত সদস্যকে এই কোরবানির সওয়াবে অংশীদার বানিয়ে নিতো। এ অনুচ্ছেদের হাদিসে আবু আইয়ুব আনসারি রা. এ সম্পর্কেই বলছেন যে, সে ব্যক্তির সওয়াবে স্বীয় পরিবারকে শামিল করে নিতো। এমনকি লোকজন গর্ব হিসেবে সেসব সদস্যের পক্ষ হতে কোরবানি আরম্ভ করে দিয়েছে যাদের দায়িত্বে কোরবানি ওয়াজিব ছিলো না। আবু আইয়ুব আনসারি রা. এর প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে পারস্পরিক গর্ব অহংকার হিসেবে কোরবানি করার প্রচলন ছিলো না। যেমন–বর্তমানে প্রচলিত হয়েছে। এ উদ্দেশ্য নয় যে, যখন এক ব্যক্তি নিজের পক্ষ হতে কোরবানি করবে, তখন সবার পক্ষ হতে কোরবানি নষ্ট হয়ে যায়।[৩৫৬]

---

[৩৫৫] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الضحايا : باب في الشاة يضحى بها عن جماعة, আস-সুনানুল কুবরা-বায়হাকি- ৯/২৮৭।

[৩৫৬] দ্র. বাদায়েউস সানায়ে'- ৫/৭০, কাশশাফুল কিনা'- ২/৬১৭, আল-মাজমু-শরহুল মুহাজ্জাব- ৮/৩১৮, আল-মুগনি-ইবনে কুদামা- ৮/৬২০।

بَابُ الدَّلِيْلِ عَلٰى اَنَّ الْاُضْحِيَّةَ سُنَّةٌ

অনুচ্ছেদ- ১১ : কোরবানি সুন্নত হওয়ার দলিল প্রসংগে (মতন পৃ. ২৭৬)

١٥١١ -عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ اَنَّ رَجُلًا سَاَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْاُضْحِيَّةِ اَوَاجِبَةٌ هِيَ ؟ فَقَالَ : ضَحّٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَالْمُسْلِمُوْنَ فَاَعَدَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ اَتَعْقِلُ ؟ ضَحّٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَالْمُسْلِمُوْنَ.[৩৫৭]

১৫১১। **অর্থ :** জাবালা ইবনে সুহাইম রা. বলেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, কোরবানি কি ওয়াজিব? জবাবে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং গোটা উম্মত কোরবানি করেছেন। লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করলো, এটি ওয়াজিব কি না? আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বললেন, তোমার কি বিবেক আছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এবং সমস্ত মুসলমানও কোরবানি করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, তুমি এই আলোচনায় রত হয়োও না যে, পারিভাষিকভাবে কোরবানি ওয়াজিব, না সুন্নত, না ফরজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কোরবানি করেছেন। মুসলমানরাও কোরবানি করেছেন। সুতরাং তোমারও উচিত কোরবানি করা।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত যে, কোরবানি ওয়াজিব না। এটি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতগুলো হতে একটি সুন্নত। এর ওপর আমল করা মুস্তাহাব। সুফিয়ান সাওরি ও ইবনে মুবারক রহ. এর মত এটাই।

কোরবানি করা ওয়াজিব

একভাবে ওয়াজিব হওয়ার নিদর্শন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বাতলে দিয়েছেন যে, আমি যদি এটাকে ওয়াজিব বলে দেই তাহলে তুমি ওয়াজিব ও ফরজের মধ্যে পার্থক্য বুঝবে না। বরং এটাকে ফরজই মনে করবে। তাই বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কোরবানি করেছেন এবং মুসলমানরাও কোরবানি করেছেন। সুতরাং তোমারও করা উচিত। যেনো একভাবে কোরবানি ওয়াজিবই বলে দিয়েছেন। সুতরাং এ হাদিসটি কোরবানি ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে হানাফিদের দলিল। হানাফিদের দ্বিতীয় দলিল ইবনে মাজাহ এর একটি হাদিস। তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ وَجَدَ سَعَةً لِاَنْ يُضَحِّيْ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا অর্থাৎ, যার মধ্যে কোরবানি করার ক্ষমতা আছে তা সত্ত্বেও যদি কোরবানি না করে তাহলে আমাদের ঈদগাহের ধারে কাছেও সে যেনো না আসে।

এই হাদিসে সতর্কবাণী উচ্চরণ করলেন, আর সতর্কবাণী ওয়াজিব বর্জনের ক্ষেত্রে হয়। এর দ্বারা বুঝা গেলো কোরবানি ওয়াজিব। তাছাড়া কোরআনে কারিমে, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ এতেও ওয়াজিব বোধক শব্দ রয়েছে। সুতরাং হানাফিগণ বলেন, কোরবানি ওয়াজিব।

---

[৩৫৭] সুনানে ইবনে মাজাহ- ابواب الاضاحى : باب الاضاحى واجبة

কোরবানি ইমামত্রয়ের মতে সুন্নত

ইমামত্রয় বলেন, কোরবানি সুন্নত। তাঁরা সেসব বর্ণনা দ্বারা দলিল পেশ করেন, যেগুলোতে কোরবানির সঙ্গে সুন্নত শব্দ এসেছে। হানাফিগণ এসব বর্ণনার জবাবে বলেন, অনেক সময় সুন্নত শব্দ ওয়াজিবের জন্য বলা হয়, যেমন–খতনা করাকে সুন্নত বলা হয়েছে। অথচ খতনা করা ওয়াজিব, এর দ্বারা বুঝা গেলো সুন্নত শব্দ অনেক সময় ওয়াজিবকেও শামিল করে। সুতরাং কোরবানি ওয়াজিব বলা হবে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ বছর মদিনা মুনাওয়ারায় ছিলেন এবং প্রতি বছর তিনি কোরবানি করেছেন। এমন কোনো বছর অতিক্রান্ত হয়নি, যে বছর তিনি কোরবানি করেননি। এর পরে বুঝা গেলো, কোরবানি ওয়াজিব।[৩৫৮]

হাদিস বিরোধিদের অপপ্রচার

হাদিস অস্বীকারকারিরা আমাদের যুগে এই প্রোপাগাণ্ডা চালিয়েছে যে, এই কোরবানি তো নিরর্থক জিনিস, আসলে তো কোরবানির বিধিবদ্ধতা তাই ছিলো যে, হজের সময় অনেক লোক জমা হয় এবং তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হতো না, তাই হজের ক্ষেত্রে কুরবানি বিধিবদ্ধ করা হয়েছিলো। যাতে হাজিদের খানাপিনার ব্যবস্থা হয়ে যায়। যারা মক্কা মুকাররমা ব্যতিত অন্য কোনো শহরের অধিবাসী তাদের ওপর ওয়াজিব না। হাদিস অস্বীকারকারিরা বলে, কোটি কোটি টাকার সম্পদ খুন স্বরূপ নালাপ্রণালায় প্রবাহিত করা হবে–ইসলামে এমন অজ্ঞতা প্রসূত আদেশ হতে পারে না। কেনোনা, একদিনে হাজার হাজার পশু জবাই করা হয়।[৩৫৯]

কি উদ্দেশ্যে কোরবানি?

যখন মানুষের দেমাগে সর্বদা বস্তু এবং পয়সার প্রভাব থাকে, তখন তারা এমন নির্বুদ্ধিতামূলক অর্বাচীনের মত কথাবার্তা বলতে শুরু করে।

বাস্তবতা হলো, কোরবানির উদ্দেশ্যই হলো মানুষকে এর অভ্যস্ত বানানো যে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ আসার পর সে তাতে বস্তুগত লাভ তালাশ করবে না, বরং আল্লাহর হুকুমের সামনে সবকিছু কোরবানি করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। ইবরাহিম আ.কে আল্লাহ তা'আলা হজরত ইসমাইল আ.কে জবাই করার যে নির্দেশ দিয়েছেন, কোনো পিতা স্বীয় মাসুম ছেলেকে জবাই করবে–এটাকে যুক্তির পাল্লায় মাপা হলে তা যুক্তির মধ্যে আসতে পারে না। তবে হজরত ইবরাহিম ও ইসমাইল আ. এ আদেশ মেনে নিয়েছেন। আর এই মেনে নেওয়ার বিষয়টি কোরআনে কারিমে বলা হয়েছে–فَلَمَّا أَسْلَمَا الخ

অতএব, ইসলামের অর্থ মানুষ কর্তৃক নিজেকে আল্লাহর হুকুমের সামনে ঝুঁকিয়ে দেওয়া-সমর্পণ করা। চাই সেটি নিজের মাঝে যুক্তিযুক্ত হোক বা না হোক। যতোক্ষণ পর্যন্ত মানুষের মধ্যে এই আবেগ সৃষ্টি না হয় ততোক্ষণ পর্যন্ত মানুষ মানুষ হতে পারে না। বরং জানোয়ার ও হিংস্র থাকে। যেমন–আজকাল। কেনোনা, আল্লাহ তা'আলার হুকুমের সামনে মাথা ঝুঁকানোর আবেগ অন্তরে নেই। এই আবেগ সৃষ্টি করার জন্য কোরবানি বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। এবার যদি কোনো ব্যক্তি কোরবানির ক্ষেত্রে হিসাব কিতাব করতে শুরু করে, আর অর্থনৈতিক স্বার্থ তালাশ করতে আরম্ভ করে এবং বস্তুবাদী লাভ অন্বেষণ করতে শুরু করে, তাহলে সেটা কোরবানির আসল দর্শন হতেই অজ্ঞতার কুফল।

١٥١٢ –عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : اَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ عَشَرَ سِنِيْنَ يُضَحِّيْ.[৩৬০]

---

[৩৫৮] দ্র. মুগনিল মুহতাজ- ৪/২৮২, ফাতহুল কাদির- ৮/৪২৫, আল মুগনি-ইবনে কুদামা- ৮/৬১৭।

[৩৫৯] সুনানে ইবনে মাজাহ- ابواب الاضاحى : باب الاضاحى واجبة هى لملا–, আস সুনানুল কুবরা-বায়হাকি- ৯/২৬০।

[৩৬০] আল-ফাতহুর রাব্বানি- ১৩/৬৫।

১৫১২। **অর্থ :** হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ বছর মদিনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করেছেন এবং প্রতি বছর তিনি কোরবানি করেছেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّبْحِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ–১২ : ঈদের নামাজের পর জবাই করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৭৬)

١٥١٣ –عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْ يَوْمِ نَحْرٍ فَقَالَ لَا يَذْبَحَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ فَقَامَ خَالِيْ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هٰذَا يَوْمٌ اَللَّحْمُ فِيْهِ مَكْرُوْهٌ وَإِنْ عَجَّلْتُ نَسْكِيْ لِأُطْعِمَ أَهْلِيْ وَأَهْلَ دَارِيْ أَوْ جِيْرَانِيْ قَالَ فَأَعِدْ ذَبْحًا أُخَرُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ عِنْدِيْ عَنَاقُ لَبَنٍ وَهِيَ خَيْرٌ مِّنْ شَاتَيْ لَحْمٍ أَفَأَذْبَحُهَا ؟ قَالَ نَعَمْ وَهِيَ خَيْرُ نَسِيْكَتَيْكَ وَلَا تُجْزِئُ جَذْعَةٌ بَعْدَكَ.[৩৬১]

১৫১৩। **অর্থ :** বারা ইবনে আজেব রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরবানির দিন খুৎবা দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, তোমাদের মধ্য হতে কেউ যেনো নামাজ আদায়ের আগে কোরবানির পশু জবাই না করে। বারা ইবনে আজেব রা. বলেন, আমার মামা দাঁড়িয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল। আজকের দিন এমন যে এতে লোকজনের কাছে গোশত অপছন্দনীয় হয়ে যায়। তা হতে অনাগ্রহ সৃষ্টি হয়ে যায়। উদ্দেশ্য এই যে, এদিন এতো পশু জবাই হয় যে, লোকজন গোশত দেখে দেখে বিরক্ত হয়ে যায়।

তাই আমি জলদি নামাজের আগেই কোরবানি করেছি। যাতে আমার বাচ্চাদের অন্তরে লোভ-লালসা সৃষ্টি না হয়। এর আগেই তারা গোশত পেয়ে যায়।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি পুনরায় তোমার কোরবানি করো। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল। আমার কাছে একটি বকরি রয়েছে, যেটি দুধ দেয়, এক বছরেরও কম বয়স্ক, অবশ্য সে বকরিটি মাংসল। দুই বকরি অপেক্ষা উত্তম। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, জবাই করো। এটি তোমার উত্তম কোরবানি হয়ে যাবে। তবে তোমার কারো জন্য ছয় মাসের বকরি কোরবানি করা অবৈধ।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত জাবের, জুন্দুব, আনাস, উয়াইমির ইবনে আশ'আর ইবনে উমর ও আবু জায়েদ আনসারি রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত যে, শহরে ইমাম সাহেবের নামাজ আদায় পর্যন্ত কোরবানি করবে না।

অনেক আলেম ফজর উদয়ের পর গ্রামবাসীর জন্য জবাইয়ের অবকাশ দিয়েছেন। ইবনে মুবারক রহ. এর উক্তি এটাই।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম একমত হয়েছেন যে, বকরিতে ছয় মাস হলে যথেষ্ট হবে না। ভেড়া ছয় মাসের হলে তা কেবল বৈধ হবে।

---

[৩৬১] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الضحايا : باب ما يجوز من الضحايا من السن- সুনানে নাসায়ি- كتاب الاضاحى : باب ذبح الضحية قبل الامام-

কোরবানির ওয়াক্ত

ফোকাহায়ে কেরাম লিখেছেন, যদি শহরে এক জায়গায়ও ঈদের নামাজ হয়ে যায়, তবুও কোরবানির ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়। যেমন, এক ব্যক্তি এক জায়গায় ঈদের নামাজ পড়েছে, সে ব্যক্তির জন্য সে জায়গায় নিজের পক্ষ হতে কোরবানি করা এবং অন্য যেসব লোক এখনও নামাজ পড়েননি, তাদের পক্ষ হতে কোরবানি করা বৈধ। চাই অন্যত্র এখনও নামাজ নাই হোক না কেনো, তবে যদি এক শহরে নামাজ হয়ে যায় তাহলে অন্য শহরে কোরবানি করা অবৈধ, যাতে এখনও নামাজ আদায় করা হয়নি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَكْلِ الْأُضْحِيَّةِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

অনুচ্ছেদ- ১৩ : কোরবানির গোশত তিন দিনের বেশি সময় খাওয়া নিষেধ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৭৬)

١٥١٤ -عَنِ ابْنِ عُمَرَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

[৩৩২]১৫১৪। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যেনো কোরবানির গোশত তিন দিনের অধিক না খায়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আয়েশা ও আনাস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে উমর রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নিষেধাজ্ঞা ছিলো আগে। পরবর্তীতে এর অবকাশ দেয়া হয়েছে।

এ হাদিসে তিন দিন পর গোশত খাওয়া সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। তবে এ ব্যাপারে সমস্ত ইসলামি আইনবিদের ঐকমত্য রয়েছে যে, এই আদেশ পরবর্তীতে মানসুখ হয়ে গেছে। যেমন পরবর্তী অনুচ্ছেদের হাদিসে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করে দিয়েছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي أَكْلِهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ

অনুচ্ছেদ- ১৪ : তিন দিবসের অধিক কোরবানির গোশত খাওয়ার অবকাশ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৭৭)

١٥١٥ -عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْأَضَاحِيْ فَوْقَ ثَلَاثٍ لِيَتَّسِعَ ذُو الطَّوْلِ عَلَى مَنْ لَا طَوْلَ لَهُ فَكُلُوْا مَا بَدَا لَكُمْ وَأَطْعِمُوْا وَ ادَّخِرُوْا۔ [৩৩৩]

---

[৩৩২] সহিহ বোখারি- كتاب الاضاحى : باب ما يوكل من لحوم الاضاحى وما يتزود منها- সহিহ মুসলিম كتاب الاضاحى : باب النهى عن اكل لحوم الاضاحى بعد ثلث-

[৩৩৩] সহিহ মুসলিম- كتاب الاضاحى : باب بيان ما كان من النهى عن اكل لحوم الاضاحى- সুনানে নাসায়ি- كتاب الاضاحى : باب الاذن فى ذلك-

১৫১৫। **অর্থ :** সুলায়মান ইবনে বুরাইদা তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাকে তিন দিনের অধিক কোরবানির গোশত খেতে এজন্য নিষেধ করেছি, যাতে ধনী ব্যক্তিরা সেসব লোকের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করে, যাদের কাছে কোরবানির সামর্থ্য নেই।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ, আয়েশা, নুবাইশা, আবু সাইদ, কাতাদা ইবনে নো'মান আনাস ও উম্মে সালামা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, বুরাইদা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

সাহাবা প্রমুখ আলেমগণের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত।

অর্থাৎ, কোরবানির গোশত নিজের কাছে জমা করার পরিবর্তে গরিবদের মাঝে বণ্টন করো। তবে এখন তোমাদের জন্য বৈধ, যতো ইচ্ছা গোশত খাও, আবার যতো ইচ্ছা অন্যদের খাওয়াও, যতো ইচ্ছা জমা করো। এ হাদিসের মাধ্যমে আগের আদেশ মানসুখ হয়ে গেছে।

দরসে তিরমিযী

এ নিষেধাজ্ঞা ছিলো শৃঙ্খলামূলক

আল্লাহই ভালো জানেন–তিনদিন পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরবানির গোশত খেতে যে নিষেধ করেছেন, এই নিষেধাজ্ঞা শরয়ি ছিলো না, বরং এটি ছিলো ইন্তেজামি। একজন শাসক হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নিষেধ করেছিলেন। তাই একটি হাদিস দ্বারা এর সমর্থন হয়। সেটি হলো, বর্ণনায় আছে, মদিনা মুনাওয়ারার কাছে একটি কাফেলা এসে অবস্থান করেছিলো। এই কাফেলা ছিলো বাড়িতে গরিব। তাদের কাছে খাওয়ার কিছু ছিলো না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, তোমরা কোরবানির গোশত জমা করো না। এ আদেশ এজন্যে দিয়েছেন যাতে স্বীয় কোরবানির অবশিষ্ট গোশত কাফেলার লোকজনকে দিয়ে দেন। পরবর্তীতে এর কারণ শেষ হয়ে গেছে। পরে সে মূল আদেশ ফিরে এসেছে। সেটি হলো গোশত জমা করাও বৈধ। এ অনুচ্ছেদের পরবর্তী হাদিসে আয়েশা রা. হতে গোশত জমা করার কথা বর্ণিত আছে, দেখুন–

١٥١٦ –عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ قُلْتُ لِأُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ : أَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَنْهٰى عَنْ لُحُوْمِ الْأَضَاحِيْ ؟ قَالَتْ لَا وَلٰكِنْ قَلَّ مَنْ كَانَ يُضَحِّيْ مِنَ النَّاسِ فَأَحَبَّ أَنْ يُّطْعِمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّيْ وَلَقَدْ كُنَّا نَرْفَعُ الْكُرَاعَ فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ.[৩৬৪]

১৫১৬। **অর্থ :** আবিস ইবনে রাবিয়া বলেন, আমি উম্মুল মুমিনিন আয়েশা সিদ্দিকা রা.কে জিজ্ঞেস করেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কোরবানির গোশত খেতে নিষেধ করতেন? তিনি বললেন, না। তবে তখন খুব কম লোক কোরবানি করতো। এ কারণে তিনি চেয়েছেন কোরবানি দাতারা যেনো যারা কোরবানি করে না তাদের খাওয়ান। আমরা তো একটি রানের গোশত রেখে দিতাম এবং এটি দশদিন পর খেতাম।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। উম্মুল মুমিনিন হলেন আয়েশা রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অর্ধাঙ্গিনী। তাঁর সূত্রে এ হাদিসটি একাধিক সনদে বর্ণিত হয়েছে।

কোরবানির দিনগুলোতে আয়্যামুত তাশরিক এ কারণে বলা হয় যে, এ দিবসগুলোতে আরবের লোকজন কোরবানির গোশত শুকাতেন, যাতে পরবর্তীতে এগুলো কাজে আসে। তাশরিকের অর্থ শুকানো।

---

[৩৬৪] সহিহ বোখারি- كتاب الاطعمة : باب ما كان السلف يدخرون فى بيوتهم, সহিহ মুসলিম- كتاب الاضاحى : باب بيان ما كان من النهى عن اكل لحوم الاضاحى–

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَرَعِ وَالْعَتِيْرَةِ

অনুচ্ছেদ–১৫ : ফারা কোরবানি এবং আতিরা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৭৭)

١٥١٧ -عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيْرَةَ وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُوْنَهُ.

[৩৮]১৫১৭। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এখন ফারাও বিধিবদ্ধ না, না আতিরাও বিধিবদ্ধ। জাহেলি যুগে প্রচলন ছিলো যখন কারও উটনির প্রথম বাচ্চা জন্ম নিতো তখন তারা এই প্রথম বাচ্চাটিকে স্বীয় প্রতিমার নামে কোরবানি করতো। এটাকে বলে ফারা।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত নুবাইশা মিহনাফ ইবনে সুলাইম ও আবুল উশারা-তার পিতা সূত্রে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

আতিরা হলো একটি জবাইকৃত পশু। তারা রজব মাসে এটি জবাই করতো। এ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রজব মাসের সম্মান প্রদর্শন করা। কেনোনা, এটি হলো হারাম মাসগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম। বস্তুত হারাম মাস হলো–রজব, জিলকদ, জিলহজ, মুহাররম। আর হজের মাস হলো–শাওয়াল, জিলকদ ও জিলহজের দশ দিন।

অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে সাহাবা প্রমুখ হতে হজের মাস সম্পর্কে।

দরসে তিরমিযী

আতিরার বিধান

প্রশ্ন : বিদায় হজের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে খুতবা দিয়েছেন, তাতে তিনি বলেছেন– عَلٰى كُلِّ اَهْلِ بَيْتٍ كُلَّ عَامٍ اُضْحِيَّةً وَعِتِيْرَةً অর্থাৎ, প্রতিটি পরিবারের ওপর প্রতি বছর দুটি কোরবানি ওয়াজিব। একটি বকরা ঈদে কোরবানি, অপরটি عَتِيْرَةً। এ স্থলে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি বছর عَتِيْرَةً করাও তাগিদ দিয়েছেন।

জবাব : ইসলামি আইনবিদ এই বলেন যে, আতিরা সংক্রান্ত হাদিস বিদায় হজের ভাষণেরও পরবর্তী। এ হাদিসের মাধ্যমে তার বিধিবদ্ধতা মানসুখ হয়ে গেছে। এর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতে কারো হতে আতিরার ওপর আমল প্রমাণিত নেই। যদি নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিধিবদ্ধতা স্থির রাখতেন, তাহলে সাহাবায়ে কেরাম কখনও না কখনও অবশ্যই এর ওপর আমল করতেন। যেহেতু সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক এর ওপর আমল বর্ণিত নেই, যেহেতু মনে করা হবে, এর বিধিবদ্ধতা শেষ হয়ে গেছে এবং لَا عَتِيْرَةَ বিশিষ্ট হাদিসটি এর জন্য নাসেখ।

শুধু তাবেয়িনের মধ্য হতে হজরত মুহাম্মদ ইবনে সিরিন রহ. ব্যতিত অন্য কারোর হতে এর ওপর আমলের বিবরণ নেই। অবশ্য মুহাম্মদ ইবনে সিরিন রহ. আতিরা করতেন এবং এটাকে বৈধ মনে করতেন। এই কারণেই

---

[৩৮] সহিহ বোখারি- كتاب الاطعمة : باب ما كان السلف يدخلون فى بيوتهم, সুনানে আবু দাউদ- كتاب الاضاحى : باب فى العتيرة-

অনেক ইসলাম আইনবিদ বলেছেন, যদিও আতিরা মাসনুন না, তা সত্ত্বেও কেউ যদি করে তাহলে সেটা বৈধ এবং لا عتيرة এর উদ্দেশ্য হলো, এটা ওয়াজিব না। এর দ্বারা বৈধতাকে অস্বীকার করা উদ্দেশ্য না। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলামি আইনবিদের বক্তব্য হলো– عتيرةএখন বিধিবদ্ধই না।[৩৬৬]

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَقِيقَةِ

অনুচ্ছেদ– ১৬ : আকিকা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৭৭)

١٥١٣ –عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ : أَنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَسَأَلُوهَا عَنِ الْعَقِيقَةِ فَأَخْبَرَتْهُمْ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ.[৩৬৭]

১৫১৮। **অর্থ :** ইউসুফ ইবনে মাহাক বলেন, তাঁরা হাফসা বিনতে আবদুর রহমানের কাছে গিয়েছিলেন এবং তার কাছে আকিকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তখন তিনি বললেন, আয়েশা রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দিয়েছেন ছেলের পক্ষ হতে দু'টি সমান বকরি এবং মেয়ের পক্ষ হতে একটি বকরি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আলি, উম্মে কুরজ, বুরাইদা, সামুরা, আবু হুরায়রা আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আনাস, সালমান ইবনে আমের ও ইবনে আব্বাস রা. হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আয়েশা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

হাফসা হলেন আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর সিদ্দিক রা. এর কন্যা।

দরসে তিরমিযী

ماهك শব্দটিতে কোনো এরাব নেই। এতে কাফ তাসগিরের জন্য (ক্ষুদ্রার্থবোধক)। এ শব্দটি ফার্সি। ফার্সিতে যখন কোনো শব্দে তাসগির বানাতে হয়, তখন হয়ত শেষে কাফ লাগিয়ে দেন। যেমন مردك কিংবা چہ লাগিয়ে দেন। যেমন– كتابچہ তথা ক্ষুদ্রগ্রন্থ। এমনভাবে مَاهَكٌ শব্দটি مَاهٌ এর তাসগির। মাহ শব্দ ফার্সিতে চাঁদকে বলে। সুতরাং মাহাকের অর্থ ছোট চাদ। এই নামকরণের কারণ, মাহাক যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন তিনি খুবই সুদর্শন খোবসুরত ছিলেন। তাই তাঁর পিতা স্নেহ-মহব্বত বশত তার নাম রেখে দিয়েছেন, মাহাক। এই কারণে এ শব্দটির ওপর কোনো এরাব আসবে না। বরং জযম বিশিষ্ট থাকবে। তবে যদি বলা হয় যে, এটি আরবি ভাষায় ব্যবহৃত হওয়ার কারণে এখন মু'রাব হয়ে গেছে তাহলে তখন এটাকে গায়রে মুনসারিফ পড়বেন। কেনোনা, এতে গায়রে মুনসারিফের দুটি কারণ রয়েছে। একটি উজমা অপরটি মা'রিফা।

[৩৬৬] দ্র. তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম ৩/৫৮৪, আল মুগনি-ইবনে কুদামা- ৮/৬৫০।

[৩৬৭] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الاضاحى : باب العقيقة– ,সুনানে ইবনে মাজাহ- ابواب الذبائح : باب العقيقة–

যেমন, ইবনে মাজাহর صحيح নাম ইবনে মাজাহ। ইবনে মাজাতা ভুল। অনেকে মনে করেন, ইবনে মাজাহর শেষে যে হা রয়েছে সেটি গোল তা। অথচ, সেটি গোল তা না, বরং ওয়াকফের হা। সুতরাং ইবনে মাজাহর ওপর তা এর দুটি নুক্তা লেখা ভুল এবং ইবনে মাজাতা পড়া ভুল।

مُكَافِئَتَانِ এর শাব্দিক অর্থ مُسَاوِيَتَانِ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সে পশুর মধ্যেও সেসব গুণাবলির প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত যেগুলো কোরবানির পশুতে লক্ষণীয় হয়। যেমন, সেটি পূর্ণ এক বছরের হবে, এতে এমন কোনো প্রকার দোষত্রুটি থাকবে না, যেগুলো কোরবানির জন্য বাধা।

আবু হানিফা রহ. এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত যে, তিনি আকিকার বিধিবদ্ধতা ও এর সুন্নতকে অস্বীকার করেছেন। এ কথাটি ঠিক না। صحيح কথা হলো, তাঁর মতেও আকিকা করা সুন্নত।[৩৬৮]

দ্বিতীয় হাদিস

أُمُّ كُرْزٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيْقَةِ فَقَالَ : عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْأُنْثٰى وَاحِدَةٌ وَلَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا.[৩৬৯]

উম্মে কুরজ রা. বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আকিকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন, তখন তিনি জবাবে বললেন, ছেলের পক্ষ হতে দুটি বকরি আর মেয়ের পক্ষ হতে ১টি বকরি। এগুলো নর হোক বা মাদি তাতে কোনো সমস্যা নেই। উদ্দেশ্য হলো, উভয়টি বৈধ। অনেকে মনে করেন, ছেলের আকিকার সময় নর ছাগল আর মেয়ের আকিকার সময় মাদি ছাগী জবাই করা উচিত। এ ধারণা ঠিক না।

١٥٢٠ -عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةٌ فَاَهْرِيْقُوْا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيْطُوْا عَنْهُ الْأَذٰى.

[৩৭০]১৫২০। **অর্থ :** সালমান ইবনে আমের জাবিব রা. বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ছেলের সঙ্গে আকিকা রয়েছে। সুতরাং তার পক্ষ হতে রক্ত প্রবাহিত করো তা হতে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হাসান ইবনে আ'ইয়ান-আবদুর রাজ্জাক-ইবনে উয়াইনা-আসেম ইবনে সুলাইমান আহওয়াল-হাফসা বিনতে সিরিন-রাবাব-সালমান ইবনে আমের সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

---

[৩৬৮] দ্র. ইলাউস সুনান- ১৭/১০১, আল মুগনি-ইবনে কুদামা- ৮/২৪৩, বাদায়েউস সানায়ি'- ৫/৬৯, রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার- ৬/৩২৬।

[৩৬৯] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الاضاحى : باب العقيقة, সুনানে নাসায়ি- كتاب العقيقة

[৩৭০] সহিহ বোখারি- كتاب العقيقة : باب اماطة الاذى عن الصبى فى العقيقة, সুনানে আবু দাউদ- كتاب الاضاحى : باب العقيقة-

بَابُ الْأَذَانِ فِي أُذُنِ الْمَوْلُوْدِ

অনুচ্ছেদ- ১৭ : নবজাতকের কানে আজান দেওয়া প্রসংগে (মতন পৃ. ২৭৮)

١٥١٩ -عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِيْنَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ.[৩৯১]

১৯১৯। **অর্থ** : আবু রাফে' রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি হজরত হাসান ইবনে আলি রা. -এর কানে নামাজের আজান দিয়েছেন, যখন ফাতেমা রা. তাকে জন্ম দিয়েছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

এর ওপর আকিকার ক্ষেত্রে আমর অব্যাহত। যেমন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে- "ছেলের পক্ষ হতে দু'টি বকরি যথেষ্ট হবে। আর মেয়ের পক্ষ হতে একটি বকরি।"

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতেও বর্ণিত আছে, তিনি হজরত হাসান ইবনে আলি রা. এর আকিকা করেছেন একটি বকরি দ্বারা। অনেক আলেম এ হাদিস অনুযায়ী মতপোষণ করেছেন।

١٥٢١ -عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ ثَابِتِ بْنِ سِبَاعٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ كُرْزٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنِ الْعَقِيْقَةِ فَقَالَ : عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ وَلَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا.

১৫২১। **অর্থ** : উম্মে কুরজ রা. বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আকিকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন, জবাবে তিনি বলেছেন, ছেলের পক্ষ হতে দু'টি বকরি আর মেয়ের পক্ষ হতে একটি। ছেলে হোক বা মেয়ে হোক তা তোমাদের অনিষ্ট করবে না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

بَابٌ بِلَا تَرْجَمَةٍ

শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ-১৮ (মতন পৃ. ২৭৮)

١٥٢٢ -عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَيْرُ الْأُضْحِيَّةِ الْكَبْشُ وَخَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ.[৩৯২]

---

[৩৯১] সুনানে আবু দাউদ- باب في المولود يوذن في اذنه : كتاب الادب, মাজমাউজ জাওয়াইদ- باب الاذان في اذن المولد : ৪/৫৯।

[৩৯২] সহিহ বোখারি- باب لضحية للنبي صلى الله عليه وسلم : كتاب الاضاحى, সুনানে আবু দাউদ- باب ما يستحب من الضحايا : كتاب الضحايا-

১৫২২। **অর্থ :** আবু উমামা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, উত্তম কোরবানি হলো মেন্ডা, উত্তম কাফন হলো হুল্লা। অর্থাৎ, পূর্ণ এক জোড়া যাতে একটি ইজার তথা লুঙ্গি, একটি কামিজ তথা জামা, একটি চাদর এই তিনটি কাপড় থাকবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি غريب।

উফাইর ইবনে মা'দানকে হাদিসে জয়িফ সাব্যস্ত করা হয়।

بَابٌ بِلَا تَرْجَمَةٍ

শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ– ১৯ (মতন পৃ. ২৭৮)

١٥٢٣ -عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ : كُنَّا وُقُوْفًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ يَآ اَيُّهَا النَّاسُ عَلٰى كُلِّ اَهْلِ بَيْتٍ فِيْ كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ وَعَتِيْرَةٌ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الْعَتِيْرَةُ ؟ هِيَ الَّتِيْ تَسَمُّوْنَهَا الرَّجَبِيَّةَ.[৩৭৩]

১৫২৩। **অর্থ :** মিহনাফ ইবনে সুলাইমান রা. বলেন, আমরা আরাফাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে উকুফ (অবস্থান) করছি। তখন আমি শুনলাম, তিনি বলছেন, হে লোকরা! প্রতিটি বছর প্রতিটি পরিবারের ওপর একটি কুরবানি ও একটি عَتِيْرَةٌ রয়েছে। তোমরা কি জানো আতিয়া কি জিনিস? এটা তাই যেটাকে তোমরা রজবিয়া বলে থাকো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন এ হাদিসটি حسن غريب।

এটি আমরা ইবনে আওনের হাদিসে এ সূত্র ব্যতিত অন্য কোনো সূত্র জানি না।

بَابٌ بِلَا تَرْجَمَةٍ

অনুচ্ছেদ–২০ : শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ (মতন পৃ. ২৭৮)

١٥٢٤ -عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ قَالَ : عَقَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ يَا فَاطِمَةُ أَحْلِقِيْ رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِيْ بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً قَالَ فَوَزَنْتُهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ.[৩৭৪]

১৫২৪। **অর্থ :** আলি ইবনে আবু তালেব রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বকরি দিয়ে হজরত হাসান রা.-এর আকিকা দিয়েছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন, ফাতেমা! তার মাথা মুণ্ডিয়ে দাও এবং তার চুলগুলো পরিমাণ রূপা সদকা করে দাও। হজরত আলি রা. বললেন, যখন আমি এসব চুল ওজন করলাম তখন এগুলোর ওজন এক দিরহাম ছিলো কিংবা কিছু কম।

---

[৩৭৩] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الضحايا : باب ما جاء فى ايجاب الاضاحى, সুনানে ইবনে মাজাহ- ابواب الاضاحى : باب الاضاحى واجبة هى لم لا-

[৩৭৪] মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা- ৮/৪৭, আস-সুনানুল কুবরা-বায়হাকি- ৯/৩০৪।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن غريب।

এর সনদ মুত্তাসিল না। আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলি (ইবনে হুসাইন) হজরত আলি ইবনে আবু তালেব রা.কে পাননি।

بَابٌ بِلَا تَرْجَمَةٍ

শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ–২১ (মতন পৃ. ২৭৮)

١٥٢٥ -عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَطَبَ ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِكَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا.

১৫২৫। **অর্থ :** আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরা রা. তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিয়েছেন, তারপর নিচে অবতরণ করে দুটি মেষ আনালেন এবং এ দুটিকে জবাই করলেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

بَابٌ بِلَا تَرْجَمَةٍ

শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ–২২ (মতন পৃ. ২৭৮)

١٥٢٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِيْ عَمْرٍو عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : شَهِدْتُّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الأَضْحٰى بِالْمُصَلّٰى فَلَمَّا قَضٰى خُطْبَتَهُ نَزَلَ عَنْ مِنْبَرِهِ فَأُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ هٰذَا عَنِّيْ وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِيْ.

[৩৭৫]১৫২৬। **অর্থ :** জাবের রা. বলেন, কোরবানি ঈদের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আমি ঈদগাহে হাজির হলাম যখন তিনি খুৎবা হতে অবসর হলেন, তখন মিম্বর হতে নিচে নামালেন। অতঃপর তার কাছে একটি দুম্বা হাজির করা হলো, যেটিকে তিনি নিজ হাতে জবাই করেছেন এবং বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার পড়েছেন। তারপর তিনি বলেছেন, এটা আমার পক্ষ হতে এবং আমার সে সব উম্মতের পক্ষ হতে যারা কোরবানি করতে সক্ষম না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছে, এ হাদিসটি এ সূত্রে غريب। সাহাবা প্রমুখ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত যে, জবাইয়ের সময় বলবে, বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার। এটি ইবনে মুবারক রহ. এর বক্তব্য মুত্তালিব ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হানতা সম্পর্কে বলা হয়, তিনি জাবের রা. হতে শুনেননি।

---

[৩৭৫] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الضحايا : باب في الشاة يضحى بها عن جماعة- সহিহ মুসলিম- كتاب الاضاحى : باب استحباب الاضحية وذبحها مباشرة-

এ হাদিস থেকে বুঝা গেলো, যদি কোরবানি ওয়াজিব না হয়, বরং নফল কোরবানি হয়, আর এর মাধ্যমে ঈসালে সওয়াব উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এক কোরবানির সওয়াবে যতো লোক ইচ্ছা অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। কেনোনা, তিনি গোটা উম্মতের সেসব লোকদের পক্ষ হতে একটি দুম্বা জবাই করেছেন, যারা কোরবানি করতে পারেননি।

এক এবাদতের সওয়াব বিভিন্ন ব্যক্তি কিভাবে পায়?

ওলামায়ে কেরামের মাঝে এই মাসআলাতে মতপার্থক্য রয়েছে যে, যদি এক ব্যক্তি একটি এবাদতের সওয়াব বিভিন্ন লোককে পৌছাতে চান, তাহলে কি প্রতিটি ব্যক্তির সওয়াব পুরোপুরি পূর্ণ। পায়, না বণ্টিত আকারে পায়। যেমন–আপনি কোরআনে করিম তেলাওয়াত করলেন, এবার এর সওয়াব স্বীয় মাতা-পিতা ও নিজের কয়েকজন প্রিয় লোককে পৌছাতে চান, এবার প্রত্যেকে পূর্ণ কোরআনে কারিমের সওয়াব পাবে, না কোনো সবাই ভাগ ভাগ করে পাবে?

অনেক ইসলামি আইনবিদ বললেন, ভাগ ভাগ করে পাবে। কেনোনা, এবাদত একটি। আর অন্যান্য ইসলামি আইনবিদ বলেন, সবাই ইনশাআল্লাহ পূর্ণ সওয়াব পাবেন। এ অনুচ্ছেদের হাদিস তাদের দলিল। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতের সেসব লোকের পক্ষ হতে একটি দুম্বা কোরবানি করেছেন, যারা কোরবানি করতে সক্ষম না। বাহ্যত বুঝা যায়, কিয়ামত পর্যন্ত আসন্ন গোটা উম্মতের যতো সদস্য এমন হবে তাদের সবার পক্ষ হতে এ কোরবানি করেছেন। এবার যদি ভাগ ভাগ বিশিষ্ট মতবাদের ওপর আমল করা হয় তাহলে এক ব্যক্তির ভাগে বোধহয় একটি পশমও পরবে না।। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার রহমত হতে এটি দূরবর্তী বিষয় তথা অযৌক্তিক যে, তিনি ভাগ ভাগ করে সওয়াব দান করবেন, বরং ইনশাল্লাহ প্রত্যেকেই পূর্ণ সওয়াব পাবে বলেই আশা করা।[৩৭৬]

بَابٌ بِلَا تَرْجَمَةٍ

শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ (মতন পৃ. ২৭৮)

١٥٢٧ -عَنْ سَمُرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهٖ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهٗ.[৩৭৭]

১৫২৭। **অর্থ :** সামুরা রা.বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বাচ্চা স্বীয় আকিকা দ্বারা বন্ধককৃত হয়, তার পক্ষ হতে সপ্তম দিন আকিকা করা হবে এবং সেদিনই তার নাম রাখা হবে ও তার মাথা মুণ্ডানো হবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হাসান ইবনে আলি খাল্লাল-ইয়াজিদ ইবনে হারুন-সাইদ ইবনে আবু আরুবা-কাতাদা-হাসান-সামুরা ইবনে জুন্দুব রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমর অব্যাহত। তারা সপ্তম দিনে ছেলের আকিকা জবাই করা মুস্তাহাব মনে করেন। যদি সপ্তম দিনে প্রস্তুতি না হলে ১৪ তারিখ দিবসে। যদি সেদিনও প্রস্তুত না হয় তাহলে সাতাশ

---

[৩৭৬] দ্র. দুররে মুখতার- ২/৫৯৫, ফাতহুল কাদির- ৩/৬৫, ফাতাওয়া হিনদিয়া-১/৩৫৭, আল-বাহরুর রায়েক- ৩/৫৯।

[৩৭৭] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الضحايا : باب العقيقة, সুনানে ইবনে মাজাহ- ابواب الاضاحى : باب العقيقة

তারিখে তার আকিকা করা হবে এবং তাঁরা আরো বলেছেন যে, আকিকাতে সে বকরিই যথেষ্ট হবে যেটি কোরবানিতে যথেষ্ট হবে।

অর্থাৎ, যেদিন জন্ম হলো সেদিন হতে একদিন আগে আকিকা করবে। যেমন-শুক্রবার দিন জন্ম হলো, তাহলে (পরবর্তী) বৃহস্পতিবার দিন আকিকা করবে। এটাও বৈধ যে, সপ্তম দিনে আকিকা করবে কিংবা তার দ্বিগুণ কিংবা তিন গুণ বা চার গুণ দিবসে যেমন যদি এক বৃহস্পতিবারে না করতে পারে তাহলে এর পরবর্তী বৃহস্পতিবারে চৌদ্দ তারিখে কিংবা একুশ তারিখে করে নিবেন।

بَابُ تَرْكِ أَخْذِ الشَّعْرِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُّضَحِّيَ

অনুচ্ছেদ-২৪ : যে কোরবানি করার ইচ্ছা করে তার চুল না কাটা

بَابٌ بِلَا تَرْجَمَةٍ

শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ-২৪ (মতন পৃ. ২৭৮)

١٥٢٨ -عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَنْ رَاٰى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُّضَحِّيْ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهٖ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهٖ.[৩৭৮]

১৫২৮। অর্থ : উম্মে সালামা রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে জিলহজের চাঁদ দেখেছে এবং কোরবানি করার ইচ্ছা করেছে তার উচিত নিজের চুল এবং নখ না কাটা।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। صحيح হলো তিনি আমর ইবনে মুসলিম। তার হতে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে আলকামা ও একাধিক ব্যক্তি হাদিস বর্ণনা করেছেন।

সাইদ ইবনে মুসাইয়িব-আবু সালামাহ সূত্রে এ হাদিসটি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়াসাল্লাম হতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এটি অনেক আলেমের মত। এ মতই পোষণ কতেন সাইদ ইবনে মুসাইয়িব। এ হাদিস আহমদ ও ইসহাক রহ. অনুযায়ী মতপোষণ করেছেন। অনেক আলেম এ ব্যাপারে অবকাশ দিয়েছেন। তারা বলেছেন, তার জন্য নখ চুল কাটাতে কোনো অসুবিধা নেই। এটি শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব। তিনি আয়েশা রা. রে হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা হতে কোরবানির পশু পাঠাতেন। তারপর মুহরিম যা হতে বেঁচে থাকে সেগুলোর কোনোটি হতে তিনি বেঁচে থাকতেন না।

চুল এবং নখ কর্তন না করার মাসআলা

আহনাফদের মতে, এই আদেশ মুস্তাহাব। অনেক আহলে জাহের এবং আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এটাকে ওয়াজিবের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। অনেকে এ আদেশটিকে শুধু মোবাহ তথা বৈধতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। তাদের মতে না এটি ওয়াজিব, না সুন্নত, না মুস্তাহাব। হানাফিগণ বলেন, এই হুকুমের হেকমত হলো, এর

---

[৩৭৮] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الاضاحى : باب الرجل يأخذ من شعره فى العشر, সহিহ মুসলিম- كتاب الضحايا : باب نهى من دخل عليه عشر ذى الحجة-

মাধ্যমে হাজিদের সঙ্গে সাদৃশ্য হয়। কেনোনা, এ সময় হাজিগণ না নখ কাটেন, না চুল কাটেন। সুতরাং যারা হজে যায়নি তারা কমপক্ষে নিজের সুরুতই হাজিদের মতো বানিয়ে নিবেন এবং নিজের চুল ও নখ কাটবেন না। কেনোনা এটা অযৌক্তিক নয় যে, আল্লাহ তা'আলা হাজিদেরকে যেসব বরকত দান করবেন, তাদের সঙ্গে সাদৃশ্য অবলম্বনের কারণে সে বরকতের কোনো অংশ তাদেরকেও দিতে পারেন।

এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা ইমামত্রয়ের দলিল এবং তার জবাব

এ হাদিস দ্বারা ইমামত্রয়ের কুরবানি ওয়াজিব না হওয়ার ওপর দলিল পেশ করেছেন। কেনোনা, হাদিসের ভাষা হলো, 'যে ব্যক্তি জিলহজের চাঁদ দেখবে এবং তাতের কোরবানি করার ইচ্ছা করবে'। যার অর্থ কোরবানি ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। যদি কোরবানি ওয়াজিব হতো, তাহলে ইচ্ছা হওয়ার না হওয়ার সঙ্গে কিসের সম্পর্ক হতো। সেটাতো ওয়াজিবই হবে।

হানাফিদের পক্ষ হতে এই জবাব দেওয়া হয় যে, এ হাদিসটির কোরবানি ওয়াজিব হওয়ার কথা অস্বীকার করে না। কেনোনা, অনেক সময় মানুষের ওপর কোরবানি ওয়াজিব হয় না। তবে সে কোরবানি করার জন্য মনস্থ করে, তাদেরকে শামিল করার জন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ارعد শব্দ ব্যবহার করেছেন। তবে এর দ্বারা বিত্তশালীদের ওপর কোরবানির আবশ্যকতা অস্বীকার করা হয় না।

আয়েশা রা. এর হাদিস দ্বারা দলিল পেশ এবং জবাব

وَاحْتَجَّ بِحَدِيْثِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَلَا يَجْتَنِبُ مِمَّا يَجْتَنِبُ مِنْهُ الْمُحْرِمُ.[৩৭৯]

প্রশ্ন : ইমাম শাফেয়ি' রহ. এবং অন্য অনেক আলেম যে বলেন, চুল এবং নখ না কাটা মোস্তাহাবও না। তারা আয়েশা রা. এর হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা মুনাওয়ারা হতে হাদি তথা কোরবানির পশু পাঠাতেন। তবে সেব হারাম জিনিসের মধ্য হতে কোনো জিনিস হতে পরহেজ করতেন না, যেগুলো হতে মুহরিম ব্যক্তি বিরত থাকে এবং সেসব হারাম জিনিসের অন্তর্ভুক্ত নখ, চুল কাটাও।

জবাব : এই দলিলটি খুবই জয়িফ। কেনোনা, হজরত আয়েশা রা.-এর বিবরণের উদ্দেশ্য হলো শুধু কোরবানির পশু প্রেরণ। এর দ্বারা এটা আবশ্যক হয় না যে, মানুষের ওপর তখন হতেই ইহরাম অবস্থার নিষেধগুলো আবশ্যক হয়ে যাবে। এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন মাসআলা যে, হাদি তথা কোরবানির পশু পাঠানোর কারণে ইহরামের হারাম জিনিসগুলো আবশ্যক হবে কি না? এ মাসআলার সম্পর্ক কোরবানির সঙ্গে। এর সঙ্গে হাদিস পাঠানোর কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং হজরত আয়েশা রা. এর হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করা ঠিক না।[৩৮০]

---

[৩৭৯] আস-সুনানুল কুবরা-বায়হাকি- ৫/২৩৩, ফাতহুল বারি- ৩/৫৪৪।

[৩৮০] দ্র. তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম ৩/৫৮৫, আল মুগনি ইবনে কুদামা- ৮/৬১৯, মুগনিল মুহতাজ- ৪/২৮২, আল-মাজমু'- ৮৩৯২।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَبْوَابُ النُّذُوْرِ وَالْاَيْمَانِ

মা'নত ও কসম অধ্যায়-১৯

بَابُ مَا جَآءَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْ لَا نَذْرَ فِيْ مَعْصِيَةٍ

অনুচ্ছেদ– ১ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত পাপের কাজে মা'নত নেই

١٥٢٩ –عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا نَذْرَ فِيْ مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ.[৩৮১]

১৫২৯। **অর্থ :** আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো অবাধ্যতার কাজে মা'নত হয় না। এর কাফ্ফারা তাই যা কসমের কাফ্ফারা হয়ে থাকে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিয রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত ইবনে উমর, জাবের ও ইমরান ইবনে হুসাইন রা. হতে বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি صحيح না।

কেনোনা জুহরি এ হাদিসটি আবু সালামা হতে শুনেননি।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত মুহাম্মদ রহ.কে আমি বলতে শুনেছি, এটি একাধিক বর্ণনাকারি হতে বর্ণিত হয়েছে। তাদের থেকে মুসা ইবনে উকবা, ইবনে আবু আতিক-জুহরি-সুলাইমান ইবনে আরকাম-ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসির-আবু সালামা-আয়েশা রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে। মুহাম্মদ রহ. বলেছেন, হাদিস হলো এটাই।

١٥٣٠ – عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَا نَذْرَ فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ.

১৫৩০। **অর্থ :** আয়েশা রা. হতে বর্ণিত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর অবাধ্যতার কোনো মা'নত নেই। এর কাফ্ফারা হলো-কসমের কাফ্ফারা।

---

[৩৮১] সহিহ মুসলিম- كتاب النذر : باب لا وفاء لنذر فى معصية الله– سنن ابى داود : كتاب الايمان والنذور : باب فى النذر فيما لا يملك–

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি غريب। এটি সাফওয়ান-ইউনুস সূত্রে বর্ণিত হাদিস অপেক্ষা আসাহ্। আবু সাফওয়ান হলেন মক্কি। তার নাম হলো আবদুল্লাহ ইবনে সাইদ ইবনে আবদুল্লাহ মালেক ইবনে মারওয়ান। তার হতে হুমাইদি ও আরো একাধিক বড় বড় মুহাদ্দিস হাদিস বর্ণনা করেছেন। সাহাবা প্রমুখ এক সম্প্রদায় আলেম বলেছেন, আল্লাহর অবাধ্যতায় কোনো মা'নত নেই। এর কাফ্ফারা হলো কসমের কাফ্ফারা। এটি আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব। তারা দু'জন জুহরি-আবু সালামা-আয়েশা রা. এর সূত্রে বর্ণিত হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন। সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেম বলেছেন, আল্লাহর অবাধ্যতায় কোনো মা'নত নেই এবং নেই এতে কোনো কাফ্ফারা। মালিক ও শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব এটাই।

নাফরমানির মা'নত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণের মতপার্থক্য

নাফরমানি দুপ্রকার হয়ে থাকে।

১. সত্তাগতভাবে নাফরমানি তথা অবাধ্যতা।

২. ভিন্ন কারণে নাফরমানি।

প্রথম প্রকার হলো, যেনি সত্তাগতভাবে পাপ এবং অবাধ্যতার কাজ। যেমন- মদ পান করা, কতল করা, মিথ্যা বলা, পরনিন্দা করা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রকার হলো, যেটি সত্তাগতভাবে তো পাপ না, কিন্তু কোনো যৌগিক কারণে পাপ হয়ে গেছে। যেমন—কোরবানির ঈদের দিন রোজা রাখা। বস্তুত রোজা রাখা সত্তাগতভাবে পাপের কাজ না, বরং এবাদত। তবে যেহেতু শরিয়ত কোরবানির দিন রোজা রাখতে নিষেধ করেছে, এ কারণে সেদিন রোজা রাখা পাপের কাজ হয়ে গেছে। হানাফিদের মতে মূলনীতি হলো, যেসব কাজ সত্তাগতভাবে পাপের, সেগুলো সম্পর্কে যদি কোনো ব্যক্তি মা'নত মানে, তাহলে সে মা'নত সংঘটিত হবে না। আর যখন মা'নতই হবে না, সেহেতু তার জন্য সেকাজ করা বৈধও নেই। না করার ফরে তার ওপর কাফ্ফারাও আসবে না। কেনোনা, কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় তখন, যখন মা'নত সংঘটিত হয়। অথচ নাফরমানিমূলক কাজে মা'নত সংঘটিতই হয়নি। যেমন- কোনো ব্যক্তি মা'নত মানলো, আমি শরাবে পান করবো। এবার শরাব পান করা তার জন্য অবৈধ। তাই এ মা'নত সংঘটিত হয়নি। শরাব পান না করলেন তার ওপর কাফ্ফারাও আসবে না। অবশ্য যদি ভিন্ন কারণে পাপের কাজের মা'নত করে তাহলে হানাফিদের মতে মা'নত সংঘটিত হয়ে যায়। যেমন কোনো ব্যক্তি মা'নত করলো, আমি কোরবানির দিন রোজা রাখবো। তাহলে এই মা'নত সংঘটিত হয়ে যাবে। তবে সেদিন রোজা রাখা অবৈধ। অবশ্য কোরবানির দিন ব্যতিত অন্য যে দিন রোজা রাখা বৈধ হয় এমন কোনোদিন রোজা রাখতে হবে।

পাপের মা'নত সম্পর্কে ইমাম তাহাবির মত ও এর ব্যাখ্যা

এবার এখানে দুটি বিষয় বিস্তারিত আলোচনার যোগ্য।

১. হানাফিদের মতে মাসআলা ওপরে এসেছে যে, সত্তাগতভাবে নাফরমানির মা'নত সংঘটিত হয় না এবং না এর কাফ্ফারা আসে। তবে ইমাম তাহাবি রহ.-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত যে, যদি কোনো ব্যক্তি মা'নত করে لِلّٰهِ عَلَيَّ اَنْ اَقْتُلَ فُلَانًا অর্থাৎ, আল্লাহর কসম আমি অমুককে কতল করবো এবং অন্যকে কতল করার জন্য মা'নত করে ফেলে তাহলে তার দায়িত্বে কসমের কাফ্ফারা ওয়াজিব।

প্রশ্ন : যখন কতল করা সত্তাগতভাবে নাফরমানিমূলক কাজ, সে হেতু এর মা'নত সংঘটিত না হওয়ার কথা এবং বা তার ওপর কাফ্ফারা আসা বৈধ। তাহলে তাহাবি রহ. তার ওপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার মত কিভাবে অবলম্বন করলেন?

জবাব : আসলে তাহাবি রহ. সে পদ্ধতি বর্ণনা করছেন, যখন এক ব্যক্তি মানতের শব্দ বলেছে কিন্তু অন্তরে কসমের নিয়ত, করেছে। যেনো وَاللهِ عَلَيَّ اَنْ اَقْتُلَ فُلَانًا কে সে لِلّٰهِ عَلَيَّ اَنْ اَقْتُلَ فُلَانًا এর অর্থে ব্যবহার করেছে। যেনো সে কসম খেয়েছে যে, আমি অমুককে কতল করবো। মাসআলা হলো, যখন কোনো ব্যক্তি প্রত্যক্ষ নাফরমানিমূলক কোনো কাজের কসম খায় যে, আমি অমুক পাপের কাজ করবো–তখন সে পাপের কাজ করা তো বৈধ হবে না, কিন্তু কসম পূর্ণ না করার কারণে তার দায়িত্বে কসমের কাফ্ফারা আবশ্যক হয়ে যায়। এটাই ইমাম তাহাবি রহ. এর উদ্দেশ্য।[৩৮২]

সন্তান জবাই করার মা'নত এবং তার কাফ্ফারা

পাপের কাজের মা'নত সংঘটিত হয় না এবং এর কাফ্ফারাও ওয়াজিব হয় না- এ হুকুমে একটি ব্যতিক্রম রয়েছে। সেটি হলো, যদি কোনো ব্যক্তি নিজের ছেলেকে জবাই করার মা'নত করে যে, আমি নিজ সন্তানকে জবাই করবো, তাহলে সে ব্যক্তির দায়িত্বে একটি নর ছাগল জবাই করা ওয়াজিব। এ আদেশটি কিয়াস পরিপন্থি. কিন্তু হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি সন্তান জবাই করার মা'নত করে তাহলে সে একটি ভেড়া জবাই করবেন। জবাইয়ের এ বিধানটি এ হাদিসের কারণে কিয়াসের খেলাফ হয়েছে। অন্যথায় সাধারণ মূলনীতি হলো, পাপের মা'নত সংঘটিতই হয় না এবং না তাতে কাফ্ফারাও আসে না।

وَكَفَّارَتُهٗ كَفَّارَةٌ এর অর্থ

দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য যে, এ অনুচ্ছেদের হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا نَذْرَ فِيْ مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهٗ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ–

এ হাদিসের প্রথমে বলেছেন, পাপের কাজে মা'নত সংঘটিত হয় না। আর দ্বিতীয় বাক্যে বলেছেন, এর কাফ্ফারা কসমের কাফ্ফারার মতো।

প্রশ্ন : যখন পাপের মা'নত সংঘটিতই হলো না, তাহলে কাফ্ফারা আসবে কিভাবে? কারণ, কাফ্ফারা তো তখন আসে যখন মা'নত করা হয়।

জবাব : এ অনুচ্ছেদের হাদিস সে পদ্ধতিতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যখন কোনো ব্যক্তি মা'নত করে যে, لِلّٰهِ عَلَيَّ مَعْصِيَةٌ অর্থাৎ, আমি একটি পাপের কাজ করার মা'নত মানছি এবং পাপের কথা নির্ধারণ করলো না, তখন তাতে সত্তাগত পাপের কাজ ও ভিন্ন কারণে পাপের কাজ উভয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এ কারণে তাতে এর সম্ভাবনাও আছে যে, সেটি ভিন্ন কারণে (পরোক্ষ) পাপের মা'নত হবে। বস্তুত ভিন্ন কারণে পাপের মা'নত কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়। এ কারণে لِلّٰهِ عَلَيَّ مَعْصِيَةٌ এর পদ্ধতিতে কাফ্ফারা আসবে। বস্তুত এ অনুচ্ছেদের হাদিসে যে বলা হয়েছে– وَكَفَّارَتُهٗ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ তাতে এ উদ্দেশ্য পদ্ধতিটিই।

---

[৩৮২] দ্র. ইলাউস সুনান ১১/৩৯৭, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম ২/১৫৭, মাবসুত-সারাখসি- ৮/১৩৯, বাদায়েউস সানায়ে'- ৫/৮২।]

بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ

অনুচ্ছেদ– ২ : যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার মা'নত করে সে যেনো তার আনুগত্য করে প্রসংগে (মতন পৃ. ২৭৯)

১৫৩২ –عَنْ عَائِشَةَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ.[৩৮৩]

১৫৩১। **অর্থ** : আয়েশা রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে লোক আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের মা'নত করে সে যেনো অবশ্যই তার মা'নত পূর্ণ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতার মা'নত মানে, সে যেনো আল্লাহর নাফরমানি না করে।

হাসান ইবনে আলি খাল্লাল-আবদুল্লাহ ইবনে নুমাইর-উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর-তালহা ইবনে আবদুল মালিক আইলি-কাসেম ইবনে মুহাম্মদ-আয়েশা রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

এটি ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসেম বর্ণনা করেছেন কাসেম ইবনে মুহাম্মদ হতে। সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেমের মত এটি। এ মতই পোষণ করেন মালিক ও শাফেই রহ. যে, আল্লাহর অবাধ্যতা করবে না এবং কসমের কাফ্ফারা নেই, মা'নত যখন নাফরমানির ক্ষেত্রে হয়।

بَابُ مَا جَاءَ لَا نَذْرَ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ

অনুচ্ছেদ– ৩ : মালিক নয় এমন জিনিসে মা'নত নেই প্রসংগে (মতন পৃ. ২৭৯)

১৫৩২ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ الْأَزْرَقُ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيٰى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ نَذْرٌ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ.[৩৮৪]

১৫৩২। **অর্থ :** ছাবেত ইবনে জাহহাক রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো বান্দার জন্য বৈধ নয় এমন জিনিসের মা'নত করা যে জিনিসের মালিক সে নয়। যেমন–যদি কোনো ব্যক্তি মা'নত করে, যদি আমার অমুক কাজ হয়ে যায়, তাহলে অমুক ব্যক্তির গোলাম মুক্ত হয়ে যাবে। যেহেতু সে গোলাম তার মালিকানাধীন না, সেহেতু এই মা'নত সংগঠিত হবে না।

---

[৩৮৩] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الايمان والنذور : باب النذر فى المعصية- সুনানে ইবনে মাজাহ- كتاب الكفارات : باب النذر فى المعصية-

[৩৮৪] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الايمان والنذور : باب النذر فيما لا يملك- আস-সুনানুল কুবরা-বায়হাকি- ১০৮৩।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও ইমরান ইবনে হুসাইন রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَفَّارَةِ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمِّ

অনুচ্ছেদ–৪ : অনির্দিষ্ট মা'নতের কাফ্ফারা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৭৯)

١٥٣٣ –عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ.[৩৮৫]

১৫৩৩। **অর্থ :** আহমদ ইবনে মানি'...হজরত উকবা ইবনে আমের রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মা'নত যখন নির্দিষ্ট না করা হয়, তার কাফ্ফারা কসমেরই কাফ্ফারা।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح غريب।

بَابُ فِيمَنْ حلف عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا

অনুচ্ছেদ–৫ : যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে কসম করার পর অন্যটিকে তার চেয়ে উত্তম মনে করে প্রসংগে (মতন পৃ. ২৭৯)

١٥٣٤ –عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أَتَتْكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكِّلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أَتَتْكَ عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا فَائْتِ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ وَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ.[৩৮৬]

১৫৩৪। **অর্থ :** আবদুর রহমান ইবনে সামুরা রা. বললেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবদুর রহমান। তুমি নিজের জন্য নেতৃত্ব চেয়ো না। যদি এই নেতৃত্ব তোমার আবেদন ও চাওয়ার কারণে তুমি পেয়ে যাও, তাহলে তোমাকে এই নেতৃত্ব অর্পণ করা হবে। আর যদি এই নেতৃত্ব তোমার আবেদন এবং তোমার অন্বেষণ ব্যতিত পেয়ে যাও, তাহলে এ নেতৃত্বের কাজে তোমাকে সাহায্য করা হবে। আর যদি

---

[৩৮৫] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الايمان والنذور : باب من نذر نذرا لم يسمه- সুনানে ইবনে মাজাহ- كتاب الكفارات : باب من نذر نذرا ولم يسمه–

[৩৮৬] সহিহ বোখারি- كتاب كفارات الايمان : باب الكفارة قبل الحنث- সহিহ মুসলিম- كتاب الايمان : باب من حلف بيمين فراى غيرها خيرا.

তুমি কোনো বিষয়ে কসম খাও পরবর্তীতে তোমার রায় হলো, যে বিষয়ে শপথ করেছো, এটি ব্যতিত অন্য বিষয়টি উত্তম।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত আলি, জাবের, আদি ইবনে হাতেম, আবুদ দারদা, আনাস, আয়েশা, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আবু হুরায়রা, উম্মে সালামা ও আবু মুসা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবদুর রহমান ইবনে সামুরা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

এ হাদিস থেকে বুঝা গেলো, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো কাজ করার জন্য কসম খায়, পরবর্তীতে মত পরিবর্তন হয় এবং এই খেয়াল হয় যে, আমি কসম খেয়েছি যে কাজটি করার জন্য, সেটি পাপের, তাহলে কসম ভেঙে ফেলা ওয়াজিব। আর যদি খেয়াল হয় যে, এ কাজটি পাপের না, কিন্তু ফায়দা ও মাসলিহাতের বিপরীত, তাহলে সমস্ত ফোকাহায়ে কেরামের ঐকমত্য রয়েছে যে, এ কসম ভঙ্গ করা বৈধ। এটাই হাদিসের কেন্দ্রীয় অর্থ।

কসম ভঙ্গ এবং কাফ্ফারা আদায়ের ক্রমধারায় ফোকাহায়ে কেরামের মতপার্থক্য

এ বিষয়ে ইসলামি আইনবিদদের মতপার্থক্য রয়েছে যে, কসম প্রথমে ভেঙে তারপর কাফ্ফারা আদায় করবে? আগে কাফ্ফারা আদায় করে তারপর কসম ভাঙবে। হানাফি ফোকাহায়ে কেরাম বলেন, প্রথমে কসম ভঙ্গ করবে, তারপর কাফ্ফরা আদায় করবে। শাফেয়ি ফোকাহায়ে কেরাম বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি এর উল্টাও করে, তথা প্রথমে কাফ্ফারা আদায় করে পরে কসম ভঙ্গ করে তাহলে এটাও বৈধ। এতেও কোনো ক্ষতি নেই। তাদের দলিল পরবর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণিত আবু হুরায়রা রা. এর হাদিস।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحَنْثِ

অনুচ্ছেদ–৬ : কসম ভঙ্গের আগে কাফ্ফারা আদায় প্রসংগে (মতন পৃ. ২৭৯)

١٥٣٥ –عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَقَالَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَاٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَلْيَفْعَلْ.[৩৮৭]

১৫৩৫। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো কাজে কসম কাটে, পরে তার রায় হয় যে এসব ব্যতিত অন্য কাজ উত্তম। তাহলে তার উচিত তার কসমের কাফ্ফারা আদায় করে সে উত্তম কাজটি করা।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত উম্মে সালামা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

---

[৩৮৭] দ্র. মাবসুত-সারাখসি-৮/১৪৭, আল মুগনি-ইবনে কুদামা, আশ-শরহুল কাবিরসহ- ১১/২২৩, ফাতহুল বারি- ১১/৫২৬, ইলাউস সুনান ১১/৩৬৭, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম- ২/১৮৭।

সাহাবা প্রমুখ অধিকাংশ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত যে, কসম ভাঙ্গার আগে কাফ্ফারা যথেষ্ট হয়ে যায়। এটি মালেক ইবনে আনাস, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব। আর অনেক আলেম বলেছেন, কাফ্ফারা দিবে শুধু কসম ভঙ্গের পর। সুফিয়ান সাওরি রহ. বলেছেন, কসম ভঙ্গের পরে কাফ্ফারা দেওয়া আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়। আর যদি কসম ভঙ্গের আগে কাফ্ফারা দেয় তবুও তা তার জন্য যথেষ্ট হবে।

দরসে তিরমিযী

এ হাদিসের কাফ্ফারাকে সে কর্মসম্পাদনের আগে উল্লেখ করা হয়েছে। তথা, প্রথমে কাফ্ফারাকে সে কর্মসম্পাদনের আগে উল্লেখ করা হয়েছে। তথা, প্রথমে কাফ্ফারা আদায় করবে, তারপর করবে সে কাজ।

হানাফি ফোকাহায়ে কেরাম এ হাদিসের এ জবাব দেন যে, এ হাদিসে ওয়াও হরফটি রয়েছে, আর ওয়াও সাধারণ জমা করার অর্থ বুঝায়। এতে ক্রমবিন্যাসের প্রতি লক্ষ্য হয় না। সুতরাং তিনি যে বলেছেন, فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلْيَفْعَلْ এর কারণে প্রথমে কাফ্ফারা আদায় করা পরে কসম ভঙ্গ করা আবশ্যক না এবং উভয় কাজ এক সঙ্গে و দ্বারা একত্রিত করা হয়েছে।

হানাফি এবং শাফেয়ি ফোকাহায়ে কেরামের দলিলাদি

এর জবাবে শাফেয়ি মতাবলম্বী অনেক ইসলামি আইনবিদ এমন কতগুলো বর্ণনা পেশ করেন, যেগুলোতে و এর পরিবর্তে ف কিংবা ثُمَّ এসেছে। এগুলোর ভাষা নিম্নেযুক্ত- فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلْيَفْعَلْ কিংবা ثُمَّ لَيَفْعَلْ।

তাদের বক্তব্য হলো, ف এবং ثُمَّ ক্রমবিন্যাস বুঝায়, আর এসব হাদিসে কাফ্ফারাকে আগে উল্লেখ করা হয়েছে। কসম ভঙ্গের কাজটি উল্লেখ করা হয়েছে পরে। এতে বুঝা গেলো, কাফ্ফারা হবে কসম ভঙ্গ করার আগে।

হানাফিগণ এর বিপরীতে সেসব বর্ণনা পেশ করেন, যেগুলোতে কসম ভঙ্গের উল্লেখ রয়েছে আগে যেমন–হজরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরা রা. এর হাদিস। তাতে রয়েছে فَأْتِ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ وَلْتُكَفِّرْ عَنْ يمينك। হাদিসটি পেছনের অনুচ্ছেদে এসেছে। তাছাড়া সেসব হাদিস পেশ করেছেন, যেগুলোতে ছুম্মা শব্দ এসেছে। তথা ثُمَّ لَتُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ।

এখান থেকে জানা গেলো যে, হানাফিদের কাছেও দলিলের জন্য এমন বর্ণনা রয়েছে, যেগুলোতে কসম ভাঙ্গার কথাটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে। আর কাফ্ফারার কথা উল্লেখ করা হয়েছে ফলে। এমন বর্ণনাও আছে, যেগুলোতে ছুম্মা শব্দ এসেছে। বস্তুত শাফেয়ি ফকিহগণের কাছেও এমন অনেক বর্ণনা আছে, যেগুলোতে কাফ্ফারাকে কসম ভঙ্গে আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর অনেকটিতে ফা কিংবা ছুম্মা শব্দও আছে। সুতরাং এই মাসআলাতে উভয়পক্ষে বহস-মুনাজারার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে এবং রেওয়ায়াতগুলোতে টানাহেঁচড়া শুরু হয়েছে।

এসব রেওয়ায়াত দ্বারা দলিল পেশ করা ঠিক না

কিন্তু পুরো আলোচনাটি দেখা ও সবগুলো বর্ণনার প্রতি নজর করার পর যে বিষয়টি বুঝে আসে–আল্লাহ ভালো জানেন– সেটি হলো, বস্তুত এসব বর্ণনা দ্বারা না হানাফিদের মাজহাব প্রমাণিত হয়, না শাফেয়িদের মাজহার প্রমাণিত হয়। কেনোনা, এসব বর্ণনায় মতপার্থক্য আছে। কোনো বর্ণনায় কাফ্ফারা আগে আর কোনো

বর্ণনায় কসম ভঙ্গ আগে। কোনো বর্ণনায় ওয়াও আছে, আর কোনোটিতে ফা, আর কোনোটিতে আছে ছুম্মা। তখন কোনো একটি শব্দ ধরে বসে যাওয়া এবং তা দ্বারা দলিল পেশ করা ঠিক হয় না। বর্ণনার এই এখতেলাফ দলিল করছে যে, হাদিসের বর্ণনাকারিগণ হাদিসের মূল কেন্দ্রীয় অর্থটা তো সংরক্ষণ করেছেন, সেটি হলো যদি কেউ কসম খাওয়ার ভঙ্গ করা বৈধ। এতোটুকু কথাতো সমস্ত বর্ণনাকারিগণ মুখস্থ রেখেছেন। তবে কথা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফ্‌ফারার উল্লেখ আগে করেছেন, না কসম ভঙ্গের কথা আগে এনেছেন? এগুলোর আলোচনার সময় و শব্দ ব্যবহার করেছেন, না ف, না ثم? এ বিষয়টি বর্ণনাকারিগণ হেফজ করেননি।

হাদিসের অধীনস্থ শব্দের ওপর শরয়ি বিধান নির্ভরশীল হয় না

প্রথমে আমি বলছি যে, হাদিসের একটি হয় কেন্দ্রীয় অর্থ, আর অপরটি হয় তার অধীনস্থ শব্দ। হাদিসের অধিকাংশ বর্ণনাকারি হাদিসের কেন্দ্রীয় অর্থ তো সংরক্ষণ করেন। তবে অধীনস্থ শব্দ স্মরণ রাখার প্রতি এতোটা গুরুত্ব দেন না। এ কারণে বর্ণনাগুলোতে এখতেলাফ হয়ে যায়। তবে এই এখতেলাফের কারণে মূল হাদিসকে রদ করা যায় না। অবশ্য এমন স্থানে এ হাদিসের অধীনস্থ শব্দে ওপর কোনো শরয়ি হুকুমের ভিত্তি রাখা উচিত না। হজরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাতে এ মূলনীতিটিকে খুব বিস্তারিত আকারে বর্ণনা করেছেন। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান মূলনীতি। সুতরাং এ মূলনীতি অনুযায়ী এই মাসআলাতে এ হাদিসের মাধ্যমে না শাফিয়িদের জন্য দলিল পেশ করা সঠিক, না হানাফিদের দলিল পেশ করা সঠিক।

কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হওয়ার কারণ সম্পর্কে ফোকাহায়ে কেরামের মতপার্থক্য

যেহেতু হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করা সঠিক হলো না, তাহলে এবার কিয়াসের শরণাপন্ন হতে হবে। দেখতে হবে, কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হওয়ার কারণ কি? এখানে আবার ইমাম শাফেয়ি ও আবু হানিফা রহ.-এর মাঝে মৌলিক মতপার্থক্য হয়ে গেছে। আবু হানিফা রহ. বলেন, কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হওয়ার কারণ কসম ভঙ্গ করা। যতোক্ষণ পর্যন্ত কারণ না পাওয়া যাবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত কৃত বস্তু আসতে পারে না। কাজেই যতোক্ষণ পর্যন্ত মানুষ কসম ভঙ্গ করবে না, ততোক্ষণ পর্যন্ত তার ওপর কাফ্‌ফারা আসবে না। ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, কাফ্‌ফারার মূল কারণ হলো কসম। কসম ভঙ্গ করা এর জন্য শর্তের পর্যায়ভুক্ত। কসম তো প্রথমেই এসেছে। যেহেতু, কারণ অস্তিত্ব লাভ করেছে, অতএব কৃত বস্তু পাওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ, কাফ্‌ফারা আদায় করা যায়। ইমাম শাফেয়ি রহ. কসমের কাফ্‌ফারাকে জেহারের কাফ্‌ফারার ওপর কিয়াস করেন। কেনোনা, জেহারে প্রথমে কাফ্‌ফারা আদায় করা হয়, তারপর সহবাসের অনুমতি হয়। সুতরাং এখানেও অনুরূপই হবে।

শাফেয়িদের দলিলের জবাব

হানাফি ফোকাহায়ে কেরাম বলেন, মূলত ব্যাপারটি হলো, কসমের মধ্যে কাফ্‌ফারার কারণ হওয়ার যোগ্যতাই নেই। কেনোনা, কাফ্‌ফারা তো কোনো পাপ ও অবাধ্যতার ফলেই ওয়াজিব হয়। কসম হওয়ার সত্তাগতভাবে কোনো পাপ ও নাফরমানির কাজ না। সুতরাং কসম কাফ্‌ফারার কারণ হতে পারে না। অবশ্য কসম ভঙ্গ করা একটি দুষ্কর্ম। সুতরাং এটাকে কাফ্‌ফারার কারণ বলা যেতে পারে।

কসমের কাফফারাকে জেহারের কাফ্‌ফারার ওপর কিয়াস করা ঠিক নয়

শাফেয়িগণ কসমকে জেহারের ওপর যে কিয়াস করেছেন, সেটি দু কারণে সঠিক না।

১. জেহার একটি স্বতন্ত্র বিষয়। তার সঙ্গে কসমের কোনো সম্পর্ক নেই।

২. জেহার সম্পর্কে সুস্পষ্ট নস বিদ্যমান রয়েছে। অর্থাৎ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّتَمَاسَّا

আর এখানে এমন কোনো নস মওজুদ নেই। এ কারণেই আমরা বলি, কাফ্ফারার মূল কারণ কসম ভঙ্গ করা। যতোক্ষণ পর্যন্ত কসম ভঙ্গ না পাওয়ার যাবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত কাফ্ফারা আসবে না। পক্ষান্তরে সতর্কতার দাবি এটাই। কারণ, যদি কসম ভঙ্গকারি হওয়ার পর কাফ্ফারা আদায় তাহলে সমস্ত ইসলামি আইনবিদের মতে কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। তবে যদি কসম ভঙ্গকারি হওয়ার আগে আদায় করে, তাহলে শাফেয়িদের মতে আদায় হয়ে যাবে। হানাফিদের মতে আদায় হবে না।[৩৮৮]

দ্বিতীয় কথা হলো, স্বয়ং কাফফারা কিয়াস বিপরীত, তাআব্বুদি বিষয়। কেনোনা, যে জিনিসের কাফফারা হয়, তাতে এবং কাফফারাতে মিল ও সম্পর্ক নেই। চাই সে রকমের কাফফারা হোক কিংবা জেহারের কাফফারা। যেমন এক ব্যক্তি বললো, أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّيْ তথা তুমি আমার ওপর আমার মায়ের পিঠের মতো। এবার তাকে বলা হয়, কাফফারাতে গোলাম মুক্ত করো। স্পষ্ট বিষয়, হালাল জিনিসকে হারাম করার ক্ষেত্রে গোলাম মুক্ত করার কোনো সম্পর্ক নেই। এতে বুঝা গেলো, কাফফারার এ আদেশটি তা'আব্বুদি। মূলনীতি হলো, তা'আব্বুদি বিষয় সর্বদা স্বীয় বর্ণিত স্থানে সীমিত থাকে। তাতে কিয়াস চলে না। সুতরাং জেহারের কাফফারার ওপর কসমের কাফফারাকে অনুমান করা ঠিক না।

بَابٌ فِي الْإِسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِيْنِ

অনুচ্ছেদ– ৭ : কসমে ইন্শাআল্লাহ্ বলা

١٥٣٦ – عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ.[৩৮৯]

১৫৩৬। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে কসম কাটে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইনশাআল্লাহ বলে ফেলে, তার কসম হয় না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে উমর রা. এর হাদিসটি حسن।

উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর প্রমুখ নাফে'-ইবনে উমর রা. হতে মওকুফ হিসেবে এটি বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে বর্ণিত হয়েছে সালেম-ইবনে উমর রা. সূত্রে মওকুফ আকারে।

আইউব সাখতিয়ানি রহ. ব্যতিত কেউ এটিকে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন বলে আমরা জানি না। ইসমাইল ইবনে ইবরাহিম বলেছেন, আইউব কখনও এটিকে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করতেন। আবার কখনও মারফু' হিসেবে বর্ণনা করতেন না।

---

[৩৮৮] সুনানে আবু দাউদ- باب الحنث اذا كان خيرا, সুনানে ইবনে মাজাহ- كتاب الايمان والنذور : باب من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها- ابواب الكفارات. باب

[৩৮৯] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الايمان والنذور : باب الاستثناء فى اليمين, সুনানে ইবনে মাজাহ- ابواب الكفارات : باب الاستثناء فى اليمين

সহায়তা প্রমুখ অধিকাংশ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত যে, ইনশাআল্লাহ যখন কসমের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন তার আর কসম ভঙ্গ হবে না। সুফিয়ান সাওরি, আওজায়ি, মালেক ইবনে আনাস, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. ও ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মাজহাব মাজহাব এটাই।

١٥٣٧ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ.

১৫৩৭। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোনো শপথ করে বলে ইনশাআল্লাহ, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইলকে এই হাদিসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন, এ হাদিসটি ভুল। এতে ভুল করেছেন, আবদুর রাজ্জাক। তিনি এটিতে মা'মার-ইবনে তাউস-তার পিতা-আবু হুরায়রার রা. সূত্রে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস হতে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,....এখানে সুলাইমান আ. এর নিম্নেযুক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।

আবদুর রাজ্জাক-মা'মার-ইবনে তাউস-তার পিতা সূত্রে এ হাদিসটি সুদীর্ঘ আকারে অনুরূপ বর্ণনা করা হয়েছে।

একাধিক সূত্রে এ হাদিসটি আবু হুরায়রা রা. হতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, সুলাইমান ইবনে দাউদ আ. বলেছেন, আমি আজ রাতে অবশ্যই একশত নারীর নিকট যাবো।

দরসে তিরমিযী

সুলায়মান আ. এর ঘটনা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ قَالَ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِيْنَ امْرَأَةً تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلَامًا فَطَافَ عَلَيْهِنَّ فَلَمْ تَلِدْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ نِصْفَ غُلَامٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ لَكَانَ كَمَا قَالَ.[৩৯০]

"হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হজরত সুলায়মান ইবনে দাউদ আ. বলেছেন, আমি আজ রাতে স্বীয় সত্তরজন স্ত্রীর কাছে যাবো এবং প্রত্যেক স্ত্রী একটি সন্তান জন্ম দিবে। ফলে তিনি সে রাতে সমস্ত স্ত্রীর কাছে গমন করেন। তবে তাদের মধ্যে হতে কোনো স্ত্রীর সন্তান হয়নি। শুধুমাত্র একজন স্ত্রী ব্যতিত। তাও তার ঘরে একটি অসম্পূর্ণ বাচ্চা জন্ম নিয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি তিনি ইনশাআল্লাহ বলতেন, তাহলে তেমনি হতো, যেমন তিনি বলেছিলেন।"

এটা সুলায়মান আ. এর প্রসিদ্ধ ঘটনা। তিরমিযী রহ. এখানে এ ঘটনাটিকে প্রসঙ্গক্রমে এনেছেন। তবে صحيح বোখারি ও মুসলিমে এ ঘটনাটি সবিস্তারে এসেছে। এ হাদিসের অধীনে দুটি বিষয় উল্লেখ্য।

---

[৩৯০] সহিহ বোখারি- كتاب الجهاد : باب من طلب الولد للجهاد- সহিহ মুসলিম- كتاب الايمان : باب الاستثناء في اليمين-

এ ঘটনা সম্পর্কে মুফাসসিরিনদের মতপার্থক্য

একটি কথা হলো, অনেকে এ ঘটনাটিকে সূরা সোয়াদের নিম্নেযুক্ত আয়াতের তাফসির সাব্যস্ত করেছেন,

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ.

এই আয়াতে যে جسدا শব্দ বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ অসম্পূর্ণ বাচ্চা যেটি হজরত সুলায়মান আ. এক স্ত্রীর পেট হতে জন্মগ্রহণ করেছে। তবে তত্ত্বজ্ঞানীদের মতে, এ কথাটি ঠিক না। তাঁরা বলেন, কোনো صحيح বর্ণনা দ্বারা এই ঘটনার সঙ্গে এ আয়াতের সম্পর্ক প্রমাণিত না। এটাই হাফেজ ইবনে কাসির রহ. এর মত।

এ হাদিসের ওপর মওদুদি সাহেবের আপত্তি

এ হাদিস সংক্রান্ত আর একটি বিষয় হলো, এ হাদিসটি বোখারি-মুসলিমে বহু শতাব্দি হতে চলে আসছে। কেউ এ হাদিসের ওপর কোনো প্রশ্ন তোলেননি। তবে মওদুদি সাহেব তাফহিমুল কোরআনে এ আয়াতের অধীনে লিখেছেন, এই হাদিসের সমস্ত বর্ণনাকারি নির্ভরযোগ্য, সনদ খুবই মজবুত। তবে তা সত্ত্বেও এ হাদিসের শব্দরাজি চিৎকার করে বলছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদিসটি এমনভাবে ইরশাদ করেন নি। কেনোনা, এ ঘটনাটি এমনভাবে সংঘটিত হওয়া সম্ভবই না। কেনোনা, হজরত সুলায়মান আ. বলেছেন, আমি আজ রাত্রে স্বীয় সমস্ত স্ত্রীদের কাছে যাবো। স্ত্রীগণের সংখ্যা বিভিন্ন রেওয়ায়াতে বিভিন্ন রকম এসেছে। অনেক বর্ণনায় এক শ', অনেক বর্ণনায় নব্বই, অনেক বর্ণনায় সত্তর, অনেক বর্ণনায় ষাট বর্ণিত হয়েছে।

যদি কম সংখ্যা অর্থাৎ, ষাট জন স্ত্রীর সংখ্যা মেনে নেওয়া হয় তবুও দীর্ঘতম রজনীতেও ষাটজন স্ত্রীর কাছে যাওয়া যৌক্তিকভাবে সম্ভব না। যেহেতু সম্ভব নয় সেহেতু এ হাদিসের শব্দরাজি চিৎকার করে বলছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদিসটি ইরশাদ করেননি।

তার প্রশ্নের জবাব

সে বিষয়গুলোই এসব রেওয়ায়াতেও পাওয়া যাচ্ছে, যেগুলো কেবলমাত্র আমি পেছনের অনুচ্ছেদের হাদিসের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেছি। সেগুলো হলো, বর্ণনাগুলোতে অনেক সময় এ রকম হয় যে, হাদিসের বর্ণনাকারিগণ হাদিসের কেন্দ্রীয় অর্থ তো সংরক্ষণ করেন, কিন্তু এতে যে অধীনস্থ কথাগুলো হয়ে থাকে সেগুলো পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন না। সুতরাং এমন মনে হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কোনো শব্দ বলে থাকবেন, যেগুলো আধিক্য বুঝাবে। এবার সে আধিক্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোনো বর্ণনাকারি মত সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। কেউ নব্বই কেউ সত্তর, আর কেউ ষাট। কাজেই আমরা নিশ্চিতরূপে নিজের পক্ষ হতে কোনো সংখ্যা নির্ধারণ করতে পারি না যে, অমুক সংখ্যা ছিলো। তারপর সংখ্যা সামনে রেখে হিসাব কিভাবে লাগানো শুরু করে দেওয়ার কোনো বৈধতা নেই।

তাছাড়া ১৪০০ বছর পর্যন্ত হাদিসের শব্দরাজি চিৎকার করে বলছে, কিন্তু কেউ এগুলোর চিৎকার এবং আওয়াজ শুনতে পায়নি। আজকেই এক ব্যক্তি জন্ম নিয়েছেন, যিনি সে শব্দরাজির চিৎকার শুনেছেন। বাস্তবতা হলো, যদি এ ধরনের হিসাব কিতাব লাগিয়ে নিজের যুক্তির পাল্লায় সবকিছু মাপা হয়, তাহলে কোনো মুজেজাই প্রমাণিত হতে পারে না। হাদিস শরিফে মি'রাজের ঘটনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মি'রাজ হতে ফিরে এসেছেন, তখন দরজার কড়া নড়ছিলো এবং বিছানা পড়ে ছিলো। এসব কথা যুক্তির পাল্লায় আসে না। এ হাদিসের শব্দরাজিও চিৎকার করে বলতে শুরু করবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব কথা বলেননি। যদি صحيح হাদিসের ক্ষেত্রে এ ধরনের সমালোচনার দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, তাহলে কোনো صحيح হাদিস নিরাপদ থাকবে না। সবাই দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করবে, এ হাদিস আমার যুক্তিতে আসে না। সুতরাং মওদুদি সাহেব যে কথা বলেছেন, তা একেবারেই ভ্রান্ত।

بَابٌ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ

অনুচ্ছেদ–৮ : গাইরুল্লাহর নামে কসম করা নিষেধ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৮০)

١٥٣٣ –عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ : سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عُمَرَ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاَبِيْ وَ اَبِيْ فَقَالَ اَلَا اِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ اَنْ تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ فَقَالَ عُمَرُ فَوَ اللهِ مَا حَلَفْتُ بِهٖ بَعْدَ ذٰلِكَ ذَاكِرًا وَلَا اٰثِرًا.[৩১]

১৫৩৮। **অর্থ :** সালেম নিজ পিতা (আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত উমর রা.-কে বলতে শুনলেন, আমার পিতার কসম, আমার পিতার কসম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, খবরদার। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নিজ পিতা-প্রপিতাদের নামে কসম করতে নিষেধ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বললেন, এরপর আর আমি পিতা-প্রপিতাদের কসম খাইনি। না মনে থাকার সময়, না ইচ্ছাকৃতভাবে, আর না অন্য কারো বিবরণ দিতে গিয়ে গাইরুল্লাহর কসম করেছি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে ওমর রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

আবু ইসা রহ. বলেছেন, আবু উবাইদা রহ. বলেছেন. وَلَا اٰثِرًا এর অর্থ لَمْ اٰثُرْهُ عَنْ غَيْرِىْ তিনি এর দ্বারা বুঝাতে চান, এটি আমি ব্যতিত অন্য কারো হতে উল্লেখ করিনি।

এর দ্বারা বুঝা গেলো, গাইরুল্লাহর নামে কসম খাওয়া অবৈধ। কসম হয়তো আল্লাহর নামে করা হবে, কিংবা আল্লাহর কোনো সিফাত দ্বারা। কেনোনা, সিফাতেরও কসম খাওয়া বৈধ। সেসব সিফাতের মধ্যে একটি সিফাত হলো, কোরআন মজিদ। সুতরাং কোরআন মজিদের শপথ করা বৈধ।

١٥٣٩ –عَنِ ابْنِ عُمَرَ : اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَدْرَكَ عُمَرَ وَهُوَ فِيْ رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِاَبِيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ اَنْ تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ لِيَحْلِفْ حَالِفٌ بِاللهِ اَوْ لِيَسْكُتْ.

১৫৩৯। **অর্থ :** ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমর রা.কে একটি আরোহি দলে তখন পেলেন যে, তিনি তার পিতার নামে শপথ করেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের পিতা-প্রপিতাদের নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন। কোনো শপথকারি যেনো আল্লাহর নামে কসম করে কিংবা নীরব থাকে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح।

---

[৩১] সহিহ বোখারি- كتاب الايمان : باب للنهي عن الحلف, কتاب الايمان والنذور : باب لا تحلفوا بابائكم -সহিহ মুসলিম বغير الله تعالى–

بَابٌ بِلَا تَرْجَمَةٍ

শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ-৯ (মতন পৃ. ২৮০)

١٥٤٠ -عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ : لَا وَالْكَعْبَةِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَحْلِفُ بِغَيْرِ اللهِ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ.

১৫৪০। **অর্থ :** সা'দ ইবনে উবায়দা রা. বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. একবার এক ব্যক্তিকে কা'বা শরিফের শপথ করতে শুনেছেন, তখন তিনি বললেন, গাইরুল্লাহর নামে কসম খেয়ো না। কেনোনা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে গাইরুল্লাহর নামে কসম খেয়েছে সে কুফরি কিংবা শিরক করেছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن।

অনেক আলেমের মতে এ হাদিসটির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে যে, فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ এ বাক্যটি কঠোরতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ ব্যাপারে দলিল হলো ইমন উমর রা. এর হাদিস যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমর রা.কে 'আমার পিতার কসম, আমার পিতার কসম' একথা বলতে শুনলেন। তারপর তিনি বললেন, খবরদার। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের পিতা-প্রপিতাদের নাম নিয়ে শপথ করতে নিষেধ করেন।

আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি তার কসমে "লাত ও উজ্জার শপথ" বলে সে যেনো বলে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এটি ঠিক অনুরূপ যেমন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রিয়া তথা লৌকিকতা হলো শিরক। অনেক আলেম فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا আয়াতের তাফসিরে বলেছেন, لَا يُرَائِيْ সে রিয়া করে না তথা লোক দেখানোর আমল করবে না।

بَابٌ فِيْمَنْ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ وَلَا يَسْتَطِيْعُ

অনুচ্ছেদ-১০ : যে হাঁটার কসম খেয়েছে কিন্তু হাঁটতে সক্ষম না প্রসংগে (মতন পৃ. ২৮০)

١٥٤١ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ : نَذَرَتْ اِمْرَأَةٌ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ فَسُئِلَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا مُرُوْهَا فَلْتَرْكَبْ.[৩৯২]

---

[৩৯২] সহিহ বোখারি- كتاب الايمان والنذور : باب النذر فيما لا يملك, সহিহ মুসলিম- كتاب النذور : باب من نذر ان يمشى الى الكعبة-

১৫৪১। **অর্থ :** আনাস রা. বলেন, এক মহিলা মা'নত করেছিলো, আমি বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যাবো। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ মা'নত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আল্লাহ তা'আলা তার পায়ে চলার মুখাপেক্ষি না। মহিলাকে নির্দেশ দাও, যেনো আরোহণ করে যায়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু হুরায়রা, উকবা ইবনে আমের ও ইবনে আব্বাস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আনাস রা. এর হাদিসটি حسن صحيح غريب এই সূত্রে। এ হাদিসটি صحيح। অনেক আলেমের মতে, এর ওপর আমল ব্যাহত। তারা বলেছে, যদি কোনো মহিলা হেঁটে যাওয়ার মা'নত করে তাহলে যেনো সে আরোহণ করে। আর একটি বকরি কোরবানির পশু হিসেবে পাঠায়।

١٥٤٢ – عَنْ أَنَسٍ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِشَيْخٍ كَبِيْرٍ يَتَهَادٰى بَيْنَ اِبْنَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ هٰذَا ؟ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ نَذَرَ أَنْ يَّمْشِيَ قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيْبِ هٰذَا نَفْسَهُ قَالَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَّرْكَبَ.[৩৯৩]

১৫৪২। **অর্থ :** আনাস রা. বললেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন বর্ষীয়ান এক বৃদ্ধ লোকের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, যিনি তার দুই ছেলের মাঝে তাদের কাঁধের ওপর ভর করে চলছিলেন। يهادى এর অর্থ হয় দুজন মানুষের মাঝে সহায়তা নিয়ে চলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তার কি অবস্থা? অর্থাৎ, সে কেনো এ ধরনের কাঁধের ওপর ভর করে যাচ্ছে? তারা জবাব দিলো, তিনি মা'নত মেনেছেন বায়তুল্লাহ শরিফ পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যাবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'আলা এ ব্যক্তি কর্তৃক নিজেকে আজাবে লিপ্ত করার প্রতি অমুখাপেক্ষী। তারপর তিনি তাকে নির্দেশন দিলে সওয়ার হয়ে যেতে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না-ইবনে আবু আদি-হুমাইদ-আনাস রা. সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে দেখলেন। তারপর অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

এমন মা'নত দ্বারা হজ কিংবা উমরা ওয়াজিব হয়ে যাবে

এসব হাদিস হতে তিনটি মাসআলা উৎসারিত হয়। প্রথম মাসআলা হলো, যদি কোনো ব্যক্তি মা'নত মানে যে, لِلّٰهِ عَلَيَّ اَنْ اَمْشِيَ اِلٰى بَيْتِ الله আল্লাহর কসম অর্থাৎ, বাইতুল্লাহ শরিফ পর্যন্ত হেঁটে যাবো অর্থাৎ কা'বা পর্যন্ত হেঁটে যাবো–তাহলে তার মানতের কি আদেশ? এর জবাব হলো, এ ব্যাপারে সমস্ত ফোকাহায়ে কেরামের ঐকমত্য রয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি ওপরযুক্ত শব্দরাজি সহকারে মা'নত মানে তাহলে তার দায়িত্বে হজ কিংবা উমরা করা ওয়াজিব হবে।

---

[৩৯৩] সহিহ বোখারি- كتاب للنذور : باب من نذر ان -সহিহ মুসলিম- كتاب الايمان و النذور : باب النذر فيما لا يملك- يمشى الى الكعبة-

যদি পায়ে হজ করার মা'নত করে তাহলে সওয়ারির ওপর আরোহণ করে যাওয়ার বিধান

দ্বিতীয় মাসআলা হলো, যদি কোনো ব্যক্তি ওপরযুক্ত শব্দে বাইতুল্লাহ পর্যন্ত পায়দল যাওয়ার মা'নত করে কিন্তু এখন কষ্ট-তকলিফ কিংবা রোগ বা অন্য কোনো ওযরের কারণে পায়ে হেঁটে যেতে পারছে না, তাহলে তার জন্য আরোহণ করে যাওয়া বৈধ কিনা? এর জবাব হলো, এ ব্যাপারে সমস্ত ফোকাহায়ে কেরামের ঐকমত্য রয়েছে যে, তার জন্য আরোহণ করে যাওয়া বৈধ। ওপরযুক্ত দুটি হাদিস এর দলিল। কেনোনা, এগুলোতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াসাল্লাম আরোহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আরোহণ করার ফলে কাফফারা ওয়াজিব

তৃতীয় মাসআলা হলো যখন এক ব্যক্তি পায়ে হেঁটে যাওয়ার মা'নত মেনেছিলো তা সত্ত্বেও সে আরোহণ করে চলে যায়, তার আরোহণের ফলে তার ওপর কাফ্ফারা ইত্যাদি আসবে কিনা?

এ মাসআলায় ফোকাহায়ে কেরামের মতপার্থক্য রয়েছে। অনেক ফকিহ বলেন, তার দায়িত্বে কোনো কাফ্ফারা ইত্যাদি ওয়াজিব না। অবশ্য ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, সে ব্যক্তি এক বকরির দম দিবে। শাফেয়ি রহ. এর মাজহাবও এটাই। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর দিকে এ উক্তিটি সম্বন্ধযুক্ত যে, তাঁর মতে, এ ব্যক্তির ওপর দম আসবে না; বরং সে কসমের কাফ্ফারা আদায় করবে। মালিক রহ. বলেন, তখন সে আরোহণ করে হজ কিংবা উমরা আদায় করবে, কিন্তু পরবর্তী বছর পুনরায় তার দায়িত্বে উমরা কিংবা হজ করা ওয়াজিব হবে। এবার যতোদূর পায়দল চলে অতিক্রম করেছে পরবর্তী বছর এতোটুকু দূরত্ব আরোহণ করে অতিক্রম করবে। প্রথমবার যতোদূর আরোহণ করে অতিক্রম করেছিলো, পরবর্তী বছর এতোদূর পায়ে চলে যাবে।

মোটকথা এই যে, তিনটি মাজহাব হয়ে গেলো, হানাফি ও শাফেয়িদের মাজহাব হলো, দম দিবে। হাম্বলিদের মাজহাব হলো, কসমের কাফ্ফারা দিবে। মালিক রহ.-এর মাজহাব হলো, দোহরিয়ে নিবে।

ইমাম মালেক রহ. এর মাজহাব ও দলিল

ইমাম মালেক রহ. তার মাজহাবের ওপর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর আছর দ্বারা দলিল পেশ করেন যে, এই মাসআলাতে তিনি ফতওয়া দিয়েছেন, সে ব্যক্তির উচিত পরবর্তীতে দোহরিয়ে নেওয়া, যতোটুকু পায়ে চলেছিলো এতোটুকু অংশ এখন আরোহণ করে যাওয়া এবং যতোটুকু অংশ আরোহণ করেছিলো ততোটুকু অংশ পর্যন্ত পায়ে চলে যাওয়া।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মাজহাব এবং দলিল

ইমাম আবু হানিফা রহ. আনাস রা. হতে বর্ণিত এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করে বলেন, এই হাদিসের বিস্তারিত বিবরণ অন্য বর্ণনাগুলোতে এভাবে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مروها فلتركب ولتهد هديا অর্থাৎ, সে মহিলাকে নির্দেশ দাও, যেনো আরোহণ করে এবং কোরবানির পশু কোরবানি করে। বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, যে মহিলার আলোচনা এ হাদিসে এসেছে তিনি ছিলেন হজরত উকবা ইবনে আমের রা.-এর বোন।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর দলিল

আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. তার মতের স্বপক্ষে তিরমিযীরই একটি বর্ণনা দ্বারা দলিল পেশ করেন। এটি কয়েকটি অনুচ্ছেদের পর আসছে। তাতে এ মহিলাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে- وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ অর্থাৎ, সে মহিলার তিনদিন রোজা রাখা উচিত।

হাম্বলি এবং মালেকিদের দলিলের জবাব

হানাফিদের পক্ষ হতে এই বর্ণনায় বিভিন্ন জবাব দেওয়া হয়েছে। সেগুলো আমার মতে জবাব না। আমার মতে, এই বর্ণনার صحيح জবাব হলো, সে ভদ্র মহিলা দুটি কাজ করেছিলেন।

১. তিনি মা'নত মেনেছিলেন যে, আমি পায়ে হেঁটে বায়তুল্লাহ শরিফ যাবো।

২. তিনি কসম খেয়েছিলেন, আমি ওড়না পরিধান করবো না।

এবার ওড়না পরিধান না করা, বিবস্ত্র মাথায় থাকা মহিলার জন্য অবৈধ। সুতরাং সে মহিলাকে এক তো এই আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, ওড়না পরিধান করো। স্পষ্ট বিষয়, যখন মাথায় ওড়না পরিধান করবে, তখন কসম ভেঙে যাবে। আর কসম ভঙ্গকারি হওয়ার ফলে কসমের কাফ্ফারা আসবে। সুতরাং এই বর্ণনায় তিনদিন রোজা রাখার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেটি মাথায় ওড়না পরে কসম ভঙ্গকারি হওয়ার কারণে দেওয়া হয়েছে। বাকি রইলো মানতের বিষয়, এ সম্পর্কে এতোটুকু নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি যেনো একটি কোরবানির পশু কোরবানি করেন।

ইমাম মালেক রহ. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর যে আছর দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। এর জবাব হলো, এ হাদিসটি মাওকুফ। এ অনুচ্ছেদের হাদিসগুলো হলো মারফু'। বস্তুত মাওকুফ হাদিসগুলো দ্বারা মারফু' হাদিসগুলোর সমকক্ষ হতে পারে না।[৩৯৪]

بَابٌ فِيْ كَرَاهِيَةِ النَّذْرِ

অনুচ্ছেদ-১১ : মা'নত করা মাকরূহ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৮১)

١٥٤٣ -عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْذُرُوْا فَاِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا وَاِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ.[৩৯৫]

১৫৪৩। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা মা'নত করো না। কেনোনা, মা'নত তাকদিরের বিরুদ্ধে মানুষের কোনো সহায়তা করতে পারে না। অবশ্য এর মাধ্যমে কৃপণ হতে মাল বের করা হয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত ইবনে উমর রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

সাহাবা প্রমুখ আলেমগণের মতে, এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা মা'নতকে মাকরূহ বলেছিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেছেন, মাকরূহের অর্থ হলো এবাদত ও নাফরমানির কাজে মানতের ক্ষেত্রে। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি নেক কাজের মা'নত মানে তারপর তা পূরণ করে, তাহলে তার জন্য তাতে সওয়াব রয়েছে এবং তার জন্য মা'নত মানা মাকরূহ নয়।

---

[৩৯৪] দ্র. তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম- ৪/১৬৭, মাবসুত-সারাখসি- ৫/১২৭ মুগনিল মুহতাজ- ৪/৩৬২, আল-মুগনি-ইবনে কুদামা- ৯/১৬ আল-বাহরুর রায়েক- ৪/৩৫৬।

[৩৯৫] সহিহ বোখারি- كتاب الايمان والنذور : باب الوفاء بالنذر، সুনানে আবু দাউদ- كتاب الايمان والنذور : باب النهي عن النذر-

অর্থাৎ, একজন মানুষের এমনিতে তো সদকা করার তাওফিক হয় না, কিন্তু সে মা'নত মেনে নেয়, যদি আমার এ কাজটি হয়ে যায়, তাহলে আমি এ পরিমাণ সদকা করবো। ফলে এ মা'নত হয়ে যায় তার সম্পদ বের করার মাধ্যমে।

দরসে তিরমিযী

لَا تَنْذُرُوْا এর অর্থ

এই হাদিসের প্রথম বাক্যটি। لَا تَنْذُرُوْا এর ব্যাখ্যা হলো, মা'নত দু'প্রকার–

১. সাধারণত মা'নত।

২. ঝুলন্ত মা'নত।

সাধারণ মা'নত বলে, একজন মানুষ এমনিতেই নিজের দায়িত্বে কোনো এবাদত আবশ্যক করে নেয়। যেমন বলে لِلّٰهِ عَلَيَّ اَنْ اُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ আল্লাহর কসম। আমি দু'রাকাত নামাজ আদায় করবো। এই এবাদতকে কোনো বিশেষ জিনিসের সঙ্গে ঝুলন্ত ও শর্তযুক্ত করেনি এবং সাধারণ মা'নত করে। এ ধরনের মা'নত বিনা মাকরুহ বৈধ এবং ইনশাআল্লাহ সওয়াবের কারণ হবে। কেনোনা, সে একটি নফল এবাদতের জন্য মনস্থ করেছে। দ্বিতীয় প্রকার হলো, ঝুলন্ত মা'নত। সেটি হলো মানুষ নিজের কোনো চাহিদা পূর্ণ হওয়ার ওপর এবাদতকে ঝুলন্ত করে দেয়। যেমন বললো, যদি আমার ছেলে সুস্থ হয়ে যায়, তাহলে ইমাম দু'রাকাত নফল পড়ব। এ অনুচ্ছেদের হাদিসে এই দ্বিতীয় প্রকার মা'নত সম্পর্কে বলেছেন, তোমরা মা'নত করো না। পরবর্তীতে কারণও বর্ণনা করে দিয়েছেন, যে, মানতের ফলে তাকদিরে কোনো ব্যবধান হয় না। কেনোনা, যে ঘটনা ঘটার সেটা ঘটেই থাকবে। মানতের কারণে তাতে পরিবর্তন আসবে না। সুতরাং তোমরা ঝুলন্ত মা'নত করো না।

ঝুলন্ত মা'নত সম্পর্কে এ হাদিসে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, এ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। অনেক আলেম বলেন, এই হাদিসে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে সেটি মা'নত সম্পর্কে না। বরং নিষেধ এসেছে এ কারণে যে, কোনো ব্যক্তি মা'নত ব্যতিত না আল্লার রাস্তায় ব্যয় করে, না কোনো নফল এবাদত করে, শুধু মানতের সময় করে–এটা ঠিক না। হাদিসে পরবর্তী বাক্য وَاِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهٖ مِنَ الْبَخِيْلِ এটা দলিল করছে। যেমন–কোরআন কারিমের আয়াত اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ অর্থাৎ, তোমরা লোকজনকে সৎ কাজের নির্দেশ দাও। আর স্বয়ং নিজেদেরকে ভুলে যাও। এ আয়াতেও নেক কাজের শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে প্রত্যাখ্যান নেই; বরং প্রত্যাখ্যান এর ওপর যে, তোমরা নিজেদেরকে ভুলে যাও। এমনভাবে এ অনুচ্ছেদের হাদিসেও উদ্দেশ্য এটাই।

ওপরযুক্ত ব্যাখ্যা মনঃপূত হয় না। কেনোনা, হাদিসে নিষেধাজ্ঞার শব্দ সম্পূর্ণ স্পষ্ট। لَا تَنْذُرُوْا অর্থাৎ তোমরা মা'নত করো না। সুতরাং আসাহ্ কথা হলো, ঝুলন্ত মা'নত মাকরুহ। চাই মাকরুহ তানজিহি হোক অর্থাৎ মানুষ নফল এবাদতকে নিজের কোনো পার্থিব উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার ওপর মওকুফ করে দিবে যে, আমার অমুক পার্থিব উদ্দেশ্য যদি পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে আমি নফল এবাদত করবো। এমন বিষয় পছন্দনীয় না। এবাদত তো খালেস আল্লাহর জন্যই হওয়া উচিত।

দ্বিতীয় কারণ হলো, ঝুলন্ত মানতের পদ্ধতি ভালো না। এমন অনুভূত হয় যেনো সে মা'নতকারি আল্লাহ তা'আলাকে প্রলুব্ধ করছে যে, হে আল্লাহ। যদি আপনি আমার এ কাজটি করে দেন, তাহলে আমি এতো রাকাত নফল পড়বো। কিংবা এ পরিমাণ সদকা করবো। নাউজুবিল্লাহ এটি বাহ্যত এক প্রকার প্রলুব্ধকরণ। আল্লাহ তা'আলার অমুখাপেক্ষিতার শানানুযায়ী নয় যে, মানুষ স্বীয় এবাদতকে আল্লাহ তা'আলার কোনো ফয়সালার ওপর ঝুলিয়ে দিবে। সুতরাং صحيح কথা হলো, জুলন্ত মা'নত করা উচিত না। জুলন্ত মা'নত করা মাকরুহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ وَفَاءِ النَّذْرِ

অনুচ্ছেদ-১২ : মা'নতপূর্ণ করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৮১)

١٥٤٤ -عَنْ عُمَرَ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ كُنْتُ نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ أَوْفِ بِنَذْرِكَ.***

১৫৪৪। **অর্থ :** উমর রা. একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াসাল্লামের কাছে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল। আমি বর্বরতার যুগে মা'নত করেছিলাম, মসজিদে হারামে এক রাত্র এতেকাফ করবো। হজরত উমর রা. একথা তখন বলেছিলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াসাল্লাম হুনাইনের যুদ্ধ হতে ফিরে জি'রানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বলেছেন, নিজ মা'নত পূর্ণ করো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও ইবনে আব্বাস রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, হজরত উমর রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

অনেক আলেম এ হাদিস অনুযায়ী মতপোষণ করেছেন, তাঁরা বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করবে তার ওপর এবাদতের মা'নত থাকা অবস্থায় তাহলে রোজা ব্যতিত কোনো এতেকাফ নেই। আর অন্যান্য আলেম বলেছেন, এতেকাফকারি ওপর রোজা নেই। তাহলে যদি নিজের ওপর রোজা ওয়াজিব করে। তাঁরা উমর রা. এর হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন যে, তিনি বর্বরতার আমলে এক রাত এতেকাফ করার জন্য মা'নত করেছিলেন। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তা পূরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব এটাই।

দরসে তিরমিযী

কুফরি অবস্থায় কৃত মানতের বিধান

এ হাদিসের অধীনে দুটি ফিকহি মাসআলা রয়েছে।

১. যদি কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের আগে কুফরি অবস্থায় মা'নত করে, তাহলে ইসলাম গ্রহণের পর তার মা'নত পূর্ণ করা ওয়াজিব হবে কি না?

শাফেয়ি রহ. বলেন, এই মা'নত পূর্ণ করা ওয়াজিব। তাঁরা এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন। তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত উমর রা. কে বর্বরতা যুগের মা'নত পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু হানাফি ফোকাহায়ে কেরাম বলেন, ইসলাম গ্রহণের পর কুফর এবং জাহেলি যুগে কৃত মা'নত পুরা করা ওয়াজিব না। এ হাদিস দ্বারা তাঁরা দলিল পেশ করেন, যাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- اَلْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ অর্থাৎ, ইসলাম সেসব বাধ্যবাধকতা খতম করে দেয়, যেগুলো ইসলাম

*** সহিহ বোখারি- -كتاب الاعتكاف : باب الاعتكاف- সহিহ মুসলিম- كتاب الايمان : باب نذر الكافر وما يفعل فيه اذا اسلم-

আগে ছিলো। ইসলাম আনয়নের আগে যখন কোনো ব্যক্তি মা'নত মেনেছিলো, তৎকালিন সময়ে তার আকিদা বা ধর্ম বিশ্বাস ঠিক ছিলো না। সে তাহিদের পূর্ণ প্রবক্তা ছিলো না। তখন যে মা'নত মেনেছিলো–নাউজুবিল্লাহ-সেগুলো স্বীয় প্রতিমাগুলোকে খুশি করার জন্য মেনেছিলো। সুতরাং বস্তুত, সে মা'নত শরয়ি ছিলো না। কাজেই সে মা'নত সংঘটিতই হয়নি।

এবার ইসলাম গ্রহণের পর সেটি কিভাবে পুরা করা যাবে? মেনে নিন, মা'নত বিশুদ্ধ হয়েছিলো, তারপরও اَلْاِسْلَامُ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهٗ হাদিসের কারণে সেটি ওয়াজির থাকেননি। অবশ্য যখন জাহেলি যুগে একটি নেক কাজের ইচ্ছা করেছিলো, তাই মুস্তাহাব হলো ইসলাম গ্রহণের পর সে নেক কাজের ইচ্ছা পুরা করা। সুতরাং উমর রা. কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাম আলাইহি ওয়াসাল্লাম মা'নত পূর্ণ করার যে নির্দেশ দিয়েছেন সেটি হানাফিদের মতে প্রয়োজ্য মুস্তাহাবের ক্ষেত্রে, ওয়াজিবের ক্ষেত্রে না।[৩৯৭]

এতকাফের জন্য রোজা শর্ত কি না?

দ্বিতীয় ফিকহি মাসআলা, এ হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করতে গিয়ে শাফেয়ি রহ. বলেন, এতেকাফের জন্য রোজা শর্ত না। কেনোনা, উমর রা. বলেন, আমি এক রাত মসজিদে হারামে এতেকাফ করার জন্য মা'নত করেছিলাম। যেহেতু রাত্রে রোজা হয় না, সেহেতু রাতের এতেকাফ হবে রোজা ব্যতিত। রে দ্বারা বুঝা গেলো, না তো পূর্ণ দিন এতেকাফ করা আবশ্যক, না এতেকাফের সঙ্গে রোজা শর্ত।

হানাফিদের মতে এতেকাফের জন্য রোজা শর্ত। তাঁরা এ অনুচ্ছেদে হাদিসের এই জবাব দেন যে, এ হাদিসে لَيْلَةً দ্বারা نَهَارٌ এর বিপরীতে রাত উদ্দেশ্য নয়; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দিন। এর দলিল হলো, صحيح বোখারি ও মুসলিমে يوما এসেছে।

অতএব, এতে রাতদিন উভয়টি অন্তর্ভুক্ত। কাজেই এ হাদিস দ্বারা দলিল ঠিক না। অবশ্য পরবর্তীতে হানাফিগণ বলেন, নফল এতেকাফে রোজা শর্ত না, রোজা ব্যতিতও নফল এতেকাফ করা যায়।[৩৯৮]

بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ كَانَ يَمِيْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

অনুচ্ছেদ–১৩ : নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শপথ কেমন ছিলো? প্রসংগে (মতন পৃ. ২৮১)

١٥٤٥ –عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : كَثِيْرًا مَّا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَحْلِفُ بِهٰذِهِ الْيَمِيْنِ وَلَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوْبِ.[৩৯৯]

১৫৪৫। **অর্থ** : আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, বহু সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নেযুক্ত শব্দে শপথ করবেন لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوْبِ মনে পরিবর্তন আনয়নকারির শপথ।

---

[৩৯৭] দ্র.-ইলাউস সুনান- ১১/৪৩৮, মাবসূত-সারাখসি- ৮/১৪৬।

[৩৯৮] দ্র. মাবসুত-সারাখসি- ৩/১১৫, আল-মুগনি-ইবনে কুদামা- ৩/১৮৫।

[৩৯৯] সুনানে আবু দাউদ- باب ماجاء في يمين النبى صلى الله عليه وسلم : كتاب الايمان والنذور, সুনানে ইবনে মাজাহ- كتاب الكفارات : باب يمين النبى صلى الله عليه وسلم

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ ثَوَابِ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً

অনুচ্ছেদ–১৪ : যে গোলাম মুক্ত করে তার সওয়াব প্রসংগে (মতন পৃ. ২৮১)

١٥٤٦ –عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللهُ مِنْهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِّنْهُ عُضْوًا مِّنَ النَّارِ حَتّٰى يُعْتِقُ فَرْجَهُ بِفَرْجِه.[৪০০]

১৫৪৬। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোনো মুমিন গোলাম মুক্ত করবে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিটি অঙ্গকে সে গোলামের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে জাহান্নাম হতে মুক্ত করে দিবেন। এমন কি তার লজ্জাস্থানকেও তার লজ্জাস্থানের বিনিময়ে মুক্ত করে দিবেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আয়েশা, আমর ইবনে আবাসা, ইবনে আব্বাস, ওয়াসিলা ইবনে আসকা', আবু উমামা, উকবা ইবনে আমের ও কা'ব ইবনে মুররা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি এ সূত্রে حسن صحيح غريب।

ইবনুল হাদ এর নাম হলো ইয়াজিদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উসামা ইবনে হাদ। তিনি মাদানি, সেকাহ। তার হতে মালেক ইবনে আনাস সহ একাধিক আলেম হাদিস বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَلطم عَلٰى خَادِمِه

অনুচ্ছেদ–১৫ : যে লোক তার সেবিকাকে থাপ্পড় মারে প্রসংগে (মতন পৃ. ২৮১)

١٥٤٧ –عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنَا سَبْعَةَ إِخْوَةٍ مَا لَنَا خَادِمٍ إِلَّا وَاحِدَةٌ فَلطمها أَحَدُنَا فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْ نَعْتِقَهَا.[৪০১]

১৫৪৭। **অর্থ :** সুয়াইদ ইবনে মুকরিন মুজানি রা. বলেন, আমি নিজেকে দেখেছি, আমরা সাত ভাই ছিলাম। একজন সেবিকা ব্যতিত আমাদের আর কোনো সেবিকা ছিলো না। আমাদের মধ্য হতে এক ভাই সে সেবিকাকে থাপ্পড় মেরেছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা তাকে মুক্ত করে দাও।

---

[৪০০] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الايمان والنذور : باب ماجاء فى يمين النبى صلى الله عليه وسلم, সুনানে ইবনে মাজাহ- كتاب الكفارات : باب يمين النبى صلى الله عليه وسلم

[৪০১] সহিহ মুসলিম- كتاب الايمان : باب صحبة المماليك, সুনানে আবু দাউদ- كتاب الادب : باب فى حق المملوك

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে উমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। একাধিক বর্ণানাকারি এ হাদিসটি হুসাইন ইবনে আবদুর রহমান হতে বর্ণনা করেছেন। আর কোনোর কোনো বর্ণনাকারি এ হাদিসে উল্লেখ করেছেন– فقال لطمها على وجهها (তিনি তার চেহারায় থাপ্পর মেরেছেন।)

بَابٌ بِلَا تَرْجَمَةٍ

শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ (মতন পৃ. ২৮১)

١٥٤٨ – عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَذَّابًا هُوَ كَمَا قَالَ.[৪০২]

১৫৪৮। **অর্থ :** সাবেত ইবনে জাহহাক রহ. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতিত অন্য কোনো ধর্মের মিথ্যা কসম খাবে, তাহলে সে তেমনি হয়ে যাবে, যেমন সে বললো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে মতপার্থক্য করেছেন। যখন কেউ ইসলাম ব্যতিত অন্য কোনো ধর্মের কসম খায়, সে বলে, যদি সে অমুক অমুক কাজ করে সে ইহুদি কিংবা খ্রিস্টান, তারপর সে সেই কাজটি করলো, তখন অনেকে বলেছেন, সে বড় গুনাহ করলো। তাহলে তার ওপর কাফফারা নেই। এটি মদিনাবাসীর মাজহাব। এই মতই পোষণ করেন মালেক ইবনে আনাস। এ মতই অবলম্বন করেছেন আবু উবাইদ রহ.।

সাহাবা তাবেয়িন প্রমুখ অনেক আলেম বলেছেন, এ ব্যাপারে তার দায়িত্বে কাফ্ফারা রয়েছে। এটি সুফিয়ান, আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব।

যেমন কেউ নিম্নেযুক্ত ভাষায় শপথ করলো إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَأَنَا يَهُوْدِيٌّ কিংবা إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَأَنَا نَصْرَانِيٌّ। অর্থাৎ, যদি আমি এমন করি তাহলে আমি ইহুদি, যদি এমন করি তাহলে আমি আমি খ্রিস্টান। এরপর যদি সে কাজ করে, তাহলে এমনই হয়ে যাবে, যেমন সে বলেছিলো। অর্থাৎ, ইহুদি কিংবা খ্রিস্টান হয়ে যাবে।

সে ইসলামের গণ্ডি বহির্ভুত হয়ে যাবে

এ হাদিসের কারণে অনেক আহলে জাহের বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি এমন কসম খায়, তারপর এর বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহলে বাস্তবিকই সে ইসলামের গণ্ডি বহির্ভূত হয়ে ইহুদি কিংবা খ্রিস্টানে পরিণত হবে।

কিন্তু অধিকাংশ ইসলামি আইনবিদ বলেন, হাদিসের উদ্দেশ্য হলো, যে ব্যক্তি তখন ইহুদি কিংবা খ্রিস্টানে পরিণত হবে, যখন সে কাজ করার সময় বাস্তবিক ইহুদি কিংবা খ্রিস্টান হওয়ার নিয়ত করে থাকে। যেমন এক

---

[৪০২] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الايمان والنذور : باب ما جاء فى الحلف بالبراءة, সুনানে ইবনে মাজাহ- ابواب الكفارات : باب من حلف بملة غير الاسلام–

লোক শপথ করলো– إِنْ دَخَلْتُ دَارَ فُلَانٍ فَأَنَا يَهُوْدِيٌّ তথা, যদি আমি অমুকের বাড়িতে প্রবেশ করি, তাহলে আমি ইহুদি। তারপর এই নিয়তে সে ঘরে প্রবেশ করছে যে, এ কাজের ফলে আমি ইহুদি হয়ে যাবো, তাহলে সে বাস্তবিকই ইহুদি হয়ে যাবে। আউজুবিল্লাহ, কিন্তু যদি তার উদ্দেশ্য দীন পরিবর্তন না হয়, তাহলে তার ওপর কুফরির ফতওয়া লাগানো যাবে না।

হানাফিদের মতে, কোনো ব্যক্তি নিম্নেযুক্ত ভাষায় শপথ করলো–إِنْ دَخَلْتُ دَارَ فُلَانٍ فَأَنَا يَهُوْدِيٌّ তাহলে কসম সংঘটিত হয়ে যাবে। সুতরাং এবার যদি সে ওই লোকের বাড়িতে প্রবেশ করতে চায় এবং অন্তরে এই নিয়ত না থাকে যে, আমি ইহুদি হবো, তাহলে সে ঘরে প্রবেশ করবে, তারপর কসমের কাফ্ফারা দেবে।

এই হাদিসের সম্পর্ক মিথ্যা কসমের সঙ্গেও হতে পারে। অর্থাৎ কেউ বলবে, যদি আমি এমন কাজ করে থাকি তাহলে আমি ইহুদি, অথচ সে ওই কাজ করেছিলো, এখন মিথ্যা শপথ করছে এবং নিজেকে ইহুদি বলছে, অতএব, হাদিসের অধীনে এটাও অন্তর্ভুক্ত।[৪০৩]

بَابٌ بِلَا تَرْجَمَةٍ

শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ–১৭ (মতন পৃ. ২৮১)

١٥٤٤ –عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أُخْتِيْ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّ اللهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا فَلْتَرْكَبْ وَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

[৪০৪]১৫৪৯। **অর্থ :** উকবা ইবনে আমের রা, বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল। আমার বোন মা'নত করেছে, সে বাইতুল্লাহ শরিফ পর্যন্ত খালি পায়ে, খালি মাথায় পায়ে হেঁটে যাবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার বোনের কষ্ট দ্বারা আল্লাহ তা'আলার কোনো কাজ নেই। সে যেনো আরোহণ করে, মাথায় ওড়না পড়ে এবং তিন দিন রোজাও রাখে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত ইবনে আব্বাস রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن। অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। এটি আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব।

এ হাদিস দ্বারাই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. কসমের কাফ্ফারার ওপর দলিল পেশ করেছেন। হানাফিদের পক্ষ হতে এর যে জবাব দেওয়া হয়েছে, তা সবিস্তারে পেছনে আরজ করেছি।

---

[৪০৩] দ্র. ইলাউস সুনান- ১১/৩৪৮, মুগনিল মুহতাজ- ৪/৩৪০, আল-মুগনি-ইবনে কুদামা- ৮/২৭৭, বাদায়েউস সানায়ে'- ৩/২০।

[৪০৪] সহিহ বোখারি- كتاب الايمان : باب من نذر ان يمشى الى الكعبة, সহিহ মুসলিম- كتاب الحج : من نذر المشى الى الكعبة–

খালি পায়ে বাইতুল্লাহ শরিফ যাওয়ার মা'নতের বিধান

এ হাদিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি মাসআলা হলো, যদি কোনো ব্যক্তি খালি পায়ে বায়তুল্লাহ শরিফ যাওয়ার মা'নত করে, তাহলে খালি পায়ে যাওয়া ওয়াজিব না। যদি জুতা পরে যায়, তাহলে কাফ্‌ফারা আসবে না। কেনোনা, খালি পা হওয়া কোনো এবাদত না। যেহেতু এবাদত না, সেহেতু এর মা'নতও হতে পারে না। বাকি রইলো, হাঁটার বিষয়টি। এটি একটি এবাদতও বটে। কেনোনা তাওয়াফ ও সায়িতে পায়ে হাঁটা বিদ্যমান। মূলনীতি হলো, যে আমলের সমজাতীয় কোনো এবাদত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হয় সেটির মা'নত করা বৈধ। যেহেতু পায়ে হাঁটার সমজাতীয় জিনিস উদ্দিষ্ট এবাদত রয়েছে, আর সেটি হলো তাওয়াফ ও সায়ি, সেহেতু এর মা'নত করাও বৈধ।

بَابُ بِلَا تَرْجَمَةٍ

শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ-১৮ (মতন পৃ. ২৮১)

١٥٥٠ -عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِيْ حَلِفِهِ وَاللَّاتِ وَالْعُزّٰى فَلْيَقُلْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَمَنْ قَالَ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ.[৪০৫]

১৫৫০। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্য হতে লাত ও উজ্জার শপথ করে, সে যেনো পরে لَآ إِلٰهَ اللهُ পড়ে নেয়। যে ব্যক্তি অন্যকে বলবে, এসো, জুয়া খেলি, সে যেনো সদকা করে দেয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। আবুল মুগীরা হলেন খাওলানি হিমসি। তার নাম হলো আব্দুল কুদ্দুস ইবনে হাজ্জাজ।

দরসে তিরমিযী

গাইরুল্লাহর নামে বিশেষত প্রতিমার শপথ করা অবৈধ। তখনকার মুসলমান যেহেতু জাহেলি যুগের খুবই নিকটবর্তী ছিলো, আর জাহেলি যুগে অনেক কথাই তাদের মুখে ছিলো, সেহেতু কথার মাঝে অনেক সময় তাদের জবানে وَاللَّاتِ وَالْعُزّٰى বেরিয়ে আসতো। কাজেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তখন যেনো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে এর ক্ষতিপূরণ করে নেয়। এর কারণ হলো, وَاللَّاتِ وَالْعُزّٰى বাক্যটি বাহ্যত শিরকি কথা। কেনোনা, কোনো প্রতিমার নামে কসম খাওয়া মানে, সে প্রতিমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, আর প্রতিমাকে সমান প্রদর্শন করা শিরক, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ বলো, যাতে এর ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। যদিও এর উচ্চারণকারির ওপর মুশরিক ও কাফের হওয়ার আদেশ লাগাবে না। কেনোনা, এই কথা মুখ হতে বেএখতিয়ার বেরিয়ে গেছে। তাজিম উদ্দেশ্য ছিলো না। এমনভাবে যে ব্যক্তি জুয়া খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং এর প্রতি আহ্বান জানায় সে যেনো কাফ্‌ফারা রূপে কিছু সদকা করে।

---

[৪০৫] সহিহ বোখারি- كتاب التفسير : سورة النجم باب افرايتم اللات والعزى- সহিহ মুসলিম- كتاب الايمان : باب الحلف باللات والعزى-

بَابُ قَضَا النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ-১৯ : মৃতের পক্ষ হতে মা'নত পুরা করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৮২)

١٥٥١ -عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اِسْتَفْتَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْ نَذْرٍ كَانَ عَلٰى أُمِّهٖ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِقْضِ عَنْهَا.[৪০৬]

১৫৫১। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত। সা'দ ইবনে উবাদা রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সে মা'নত সম্পর্কে মাসআলা জিজ্ঞেস করেছেন, যেটি তাঁর মায়ের ওপর ওয়াজিব ছিলো এবং সে মা'নত পূর্ণ করার পূর্বে তার ওফাত হয়ে গিয়েছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন, এখন তুমি তাঁর এ মা'নত পূর্ণ করো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

মুহাদ্দিসিনে কেরাম এ সম্পর্কে কালাম করেছে যে, এ হাদিসে যে মানতের উল্লেখ রয়েছে, সেটি কি ছিলো? নাসায়ির এক বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, তিনি একটি গোলাম মুক্ত করার মা'নত করেছিলেন। ফলে হজরত সা'দ ইবনে উবাদা রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ইরশাদের পর একটি গোলাম নিজের মায়ের পক্ষ হতে মুক্ত করে দেন।

মৃতের মা'নত পুরা করা সংক্রান্ত হুকুম

ইসলামি আইনবিদগণ এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় মা'নত করে, তারপর স্বীয় জীবনে সে মা'নত পূর্ণ করতে না পারে, তাহলে উত্তরাধিকারিদের দায়িত্বে সে মা'নত পুরা করা ওয়াজিব কিনা?

যদি মৃত ব্যক্তি মা'নত পুরা করার ওসিয়ত করে থাকে এবং সে মা'নতটিও এমন ছিলো যাতে স্থলাভিষিক্ততা জারি হতে পারে, যেমন–সদকা ইত্যাদি করার মা'নত ছিলো, তাহলে তখন সে মা'নত মৃতের এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ পর্যন্ত জারি করা হবে। অর্থাৎ যদি সে মা'নত এক-তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা পুরা করা যায়, তাহলে ওয়ারিসদের দায়িত্বে সে মা'নত পুরা করা আবশ্যক। তবে যদি সে মা'নত এক-তৃতীয়াংশ মাল দ্বারা পুরা করা ওয়াজিব ও আবশ্যক না। পুরা করলে ভালো। পুরা না করলে তাদের দায়িত্বে কোনো পাপ নেই। যদি মৃত ব্যক্তির মা'নত পূর্ণ করার অসিয়ত না করে হতে তাহলে ওয়ারিসদের দায়িত্বে সে মা'নত পুরা করা ওয়াজিব না। তারপরও যদি পুরা করে, তাহলে সেটা ভালো ও মুস্তাহাব।

আর যদি কোনো দৈহিক এবাদতের মা'নত মেনে থাকে। যেমন, নামাজ আদায় করা কিংবা রোজা রাখার মা'নত মেনেছিলো, তাহলে তাতে আমাদের মতে স্থলাভিষিক্ততা জারি হতে পারে না। সুতরাং তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে তার পক্ষ হতে নামাজ আদায় করা কিংবা রোজা রাখার অধিকার ওয়ারিসের নেই। অবশ্য যদি ফিদিয়া আদায় করতে চায়, তাহলে মৃতের পক্ষ হতে কৃত মা'নত নামাজ কিংবা রোজার ফিদিয়া তার সম্পদ হতে পরিশোধ করবে।

---

[৪০৬] সহিহ বোখারি- كتاب الايمان والنذور : باب من مات وعليه نذر- সহিহ মুসলিম- كتاب النذر : باب الامر بقضاء النذر-

এ হাদিসে যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম اِقْضِهِ عَنْهَا বলেছেন, এটি বৈধতা বুঝানোর জন্য বলেছেন, ওয়াজিব বুঝানোর জন্যে না। দলিল হলো, অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, হজরত সা'দ ইবনে উবাদা রা. স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি কি স্বীয় জননীর পক্ষ থেকে মা'নত পূর্ণ করবো। তিনি বললেন, করো। সুতরাং এর দ্বারা বৈধতা প্রমাণিত হয়, ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ مَنْ أَعْتَقَ

অনুচ্ছেদ- ২০ : গোলাম মুক্তকারির ফজিলত প্রসংগে (মতন পৃ. ২৮২)

١٥٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلٰى حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ هُوَ أَخُوْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ يُجْزِيُ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ يُجْزِيُ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُمَا عُضْوًا مِنْهُ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنَ النَّارِ يَجْزِيُ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهَا.[৪০৭]

১৫৫২। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোনো মুমিন গোলাম মুক্ত করবে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিটি অঙ্গকে সে গোলামের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে জাহান্নাম হতে মুক্ত করে দিবেন। এমন কি তার লজ্জাস্থানকেও তার লজ্জাস্থানের বিনিময়ে মুক্ত করে দিবেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি এ সূত্রে حسن صحيح غريب।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসে বুঝা যায় যে, পুরুষের জন্য গোলাম মুক্ত করা বাঁদি মুক্ত করার চেয়ে উত্তম। কেনোনা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলিম ব্যক্তিকে মুক্ত করে, জাহান্নাম হতে এটা তার মুক্তির কারণ হবে। তার প্রতিটি অঙ্গর বিনিময়ে তাকে প্রতিদান দেওয়া হবে। এ হাদিসটি সব সূত্রেই صحيح।

[৪০৭] দ্র. আল-মুগনি-ইবনে কুদামা- ৯/৩০, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম- ২/১৪৯।

أَبْوَابُ السِّيَرِ

عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সিরাত

অধ্যায়-২০ (২৮২)

দরসে তিরমিযী

সিয়ারের অর্থ এবং তার দ্বারা উদ্দেশ্য

سير শব্দটি سيرة এর বহুবচন। সিরাত মানে চরিত্র, অভ্যাস, তরিকা। যখন নিঃশর্তভাবে সিরাত শব্দ বলা হয়, তখন সাধারণত এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সিরাত। প্রথম দিকে যখন লোকজন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাত লেখতে আরম্ভ করেন, তখন এতে যেহেতু বেশিরভাগ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুদ্ধ-সারিয়্যা ইত্যাদি ছিলো, সেহেতু যুদ্ধ-সারিয়্যা এবং জেহাদের ক্ষেত্রে সিয়ার শব্দটির প্রয়োগ হতে শুরু করে। এই যোগসূত্রের কারণে মুহাদ্দিসিন ও ফোকাহায়ে কেরাম তাদের গ্রন্থাবলিতে যে কিতাবুস সিয়ার (সিয়ার যারা উদ্দেশ্য এটাই। এতে জেহাদের বিধিবিধান এবং জেহাদ সংক্রান্ত রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

জেহাদের সংজ্ঞা

জেহাদের শাব্দিক অর্থ যদিও চেষ্টা ও মেহনত এবং আল্লাহ তা'আলার দীনের জন্য যে কোনো মেহনত ও চেষ্টা করা হোক না কেনো, এগুলো সব আভিধানিকভাবে জেহাদের পর্যায়ে পরে। তবে পরিভাষায় জেহাদ সে আমলকে বলা হয়, যাতে কোনো শত্রু বা কাফেরের মুকাবিলা করা হয়। চাই মুকাবিলার এই পদ্ধতি হোক যে, শত্রু আমাদের ওপর আক্রমণ করেছে, আর আমরা তাদের হামলা প্রতিহত করছি, কিংবা আমরা কোনো শত্রুর ওপর আক্রমণ করছি, উভয় পদ্ধতি জিহাদের পর্যায়ে পরে। দুটি পদ্ধতিই বিধিবদ্ধ।

খ্রিস্টানদের সুস্পষ্ট পরাজয়

আপনি জানেন, সুদীর্ঘ একটি সময় পর্যন্ত খ্রিস্টজগত মুসলমানদের ওপর প্রবলতা লাভ করছে। রোম সাম্রাজ্য মুসলমানদের হাতে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যার ফলে এই খ্রিস্টানরা মুসলমানদের শত্রু হয়েছে গেছে। ফলশ্রুতিতে মুসলিম ও খ্রিস্টানদের মাঝে ক্রুসেড যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি, নূরুদ্দিন জঙ্গি এবং ইমাদুদ্দিন জঙ্গি রহ. এঁরা সবাই খ্রিস্টানদের তাড়িয়ে পরাজয়ের গ্লানি শুনিয়েছেন।

ক্রুসেড

জেহাদ আমাদের কাছে একটি এবাদত। জেহাদে শহিদ হওয়া কিংবা জেহাদের অংশগ্রহণ করার ফলে কোরআন হাদিসে সওয়াব-প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। বিরাট সওয়াব অর্জিত হওয়ার জন্য মুসলিম জাতি খ্রিস্টানদের মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতো। তবে খ্রিস্টানদের কাছে এটা কোনো এবাদত ছিলো না। বরং তাদের কাছে ইঞ্জিলে যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে সেটি হলো, যদি কোনো ব্যক্তি তোমাদের এক গালে থাপ্পড় দেয়, তাহলে তোমরা নিজেদের দ্বিতীয় গালও তার সামনে পেতে দাও। সুতরাং তাদের ধর্মে জেহাদ ও লড়াইয়ের কোনো কল্পনা ছিলো না। তবে যখন মুসলমানদের সঙ্গে মুকাবিলার সম্মুখীন হলো, তখন তারাও

তাদের কাছে জেহাদের মুকাবিলায় ক্রুসেড তথা ধর্মযুদ্ধ এবং পবিত্র লড়াইয়ের পরিভাষা নিরূপণ করে। খ্রিস্টানদের ধর্মীয় পথ প্রদর্শক পোপ খ্রিস্ট দুনিয়ায় এ ঘোষণা করিয়েছে–এতোদিন পর্যন্ত আমরা বললাম, যদি কেউ এক গালে থাপ্পড় মারে তাহলে অন্য গাল পেতে দাও। তবে এবার মুসলমানদের মুকাবিলায় যে যুদ্ধ করবো সেটাও ধর্মীয় ও পবিত্র যুদ্ধ হবে। সঙ্গে সঙ্গে এই ঘোষণাও করিয়েছে– যে ব্যক্তি এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে, সেতো পবিত্র হবেই, যদি কেউ এই যুদ্ধে চাঁদা দেয় তাহলে সে চাঁদার ছোট সিন্দুকে তার মুদ্রা পড়ার আগেই সে জান্নাতের যোগ্য হয়ে যাবে। এ ধরনের ঘোষণার পর ক্রুসেড যুদ্ধের ধারা শুরু হয়। দীর্ঘকাল পর্যন্ত তারা মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করেছে। তবে কখনও খোলা ময়দানে তারা স্পষ্ট সফলতা অর্জন করেনি। বরং যখনই মুকাবিলায় এসেছে তখনই পরাজয় বরণ করেছে।

বায়েজিদ ইয়ালদারামের বিস্ময়কর কাহিনী

সেই ক্রুসেড যুদ্ধকালের একটি ঘটনা লিখেছেন যে, বায়েজিদ ইয়ালদারাম নামে তুর্কির এক সম্রাট ছিলেন। তুর্কি ভাষায় ইয়ালদারাম বলা হয় বিদ্যুৎকে। তিনি বাস্তবেই শত্রুদের জন্য আকাশের বিদ্যুতের চেয়ে কম ছিলেন না। একবার তার ওপর ইউরোপের ষাটটি রাষ্ট্র ঐক্যবদ্ধ হয়ে আক্রমণ করেছিলো। প্রতিটি রাষ্ট্রের সম্রাট সে যুদ্ধে নিজ নিজ শাহাজাদাকে (যুবরাজকে) প্রেরণ করেছিলো। যেনো ইউরোপের ষাট যুবরাজ নিজ নিজ সৈন্যবাহিনী নিয়ে তার মুকাবিলায় এসেছিলো এবং বায়েজিদ ইয়ালাদারামের ওপর আক্রমণ করেছিলো। বায়েজিদ শুধু তাদেরকে পরাস্ত করেছেন এমন না; বরং ষাট যুবরাজকেও জীবন্ত গ্রেফতার করেন। অতঃপর সে যুবরাজদেরকে সসম্মানে তাঁবুতে রেখেছেন। কয়েকদিন পর তাদের ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন, বলো, তোমাদের সঙ্গে কি আচরণ করবো? তারা বললো, আমরা আপনার বন্দিত্বে আছি। আপনি বিজয়ী। আমরা বিজিত। আপনার স্বাধীনতা আছে, যা ইচ্ছে করতে পারেন। চাই কতল করুন না গোলাম বানান। বায়েজিদ ইয়ালদারাম বললেন, আমি তোমাদের একটি শর্তে ছেড়ে দিবো। সে শর্তটি হলো, তোমরা আমার সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দিবে যে, তোমরা সবাই স্বদেশে ফিরে গিয়ে পূর্ণ বছর যুদ্ধের প্রস্তুতি নিবে এবং আগামী বছর তোমরা সবাই পুনরায় আমার ওপর আক্রমণ করবে। যদি তোমরা এই ওয়াদা দাও, তাহলে আমি তোমাদের ছেড়ে দিচ্ছি। তা নাহলে আমি ছাড়বো না।

বায়েজিদ ইয়ালদারামের গ্রেফতারি ও তাঁর মৃত্যু

তিনি এমন মুজাহিদ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইউরোপের খ্রিস্টানদের দাঁত কাঁপিয়েছেন। তিনি ওই ব্যক্তি, যিনি খুব প্রভাবশালী পন্থায় কুস্তুনতুনিয়া বিজয়ের জন্য অবরোধ করেছিলেন। কুস্তুনতুনিয়া বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে এসেছিলো। তাই পেছন হতে এসে যান তৈমুর লং। যার ফলে তাকে কুস্তুনতুনিয়ার অবরোধ তুলে নিতে হয়। তৈমুর লং আক্রমণ করে বায়েজিদ ইয়ালাদরামাকে পরাস্ত করেন। তাকে গ্রেফতার করে পিঞ্জিরায় বন্দি করে নিয়ে যান। অবশেষে এই খাঁচাতেই বায়েজিদের মৃত্যু হয়।

রণক্ষেত্রে মুসলমানরা কখনও পরাস্ত হয়নি

সারকথা, এসব ক্রুসেড যুদ্ধের পরে এসব খ্রিস্টান মুসলিমদের হাতে বহু মার খেয়েছে, বহু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে মুসলমানদের সঙ্গে তাদের মারাত্মক শত্রুতা সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু ক্রুসেড যুদ্ধগুলোতে তাদের সফলতা আসেনি, বরং পরবর্তীতে স্বীয় প্রতারণা, ধোঁকা ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামি বিশ্বকে কব্জা করে নেয়। তারা দেখেছে রণক্ষেত্রে মুসলমানদের পরাস্ত করা কঠিন। তাই তারা বিভিন্ন পন্থায় মুসলমানদের পরাস্ত করার চেষ্টা করেছেন। মুসলমানদের মধ্যে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছে, তার মধ্যে তাদের চিন্তা-ফিকিরগুলো ঢুকিয়ে দিয়েছে।

ইসলাম কি প্রসারিত হয়েছে তলোয়ারের জোরে?

এখানে তারা বলছে যে, মুসলমানদের মধ্যে জেহাদ একারণে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, যাতে এর মাধ্যমে মানুষকে বলপূর্বক তলোয়ারের জোরে মুসলমান বানানো যায়। হয় মুসলমান হও, তা নাহলে তোমাদের মেরে ফেলবো। আর এই জেহাদ বস্তুত ইসলামকে প্রসারিত করার জন্য একটি জোর-জবরদস্তির মাধ্যম। এ বিষয়টিকে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ইসলাম তলোয়ারে জোরের প্রসারিত হয়েছে। অন্যথায়, ধর্মবিশ্বাস মেনে মানুষ মুসলমান হয়নি। খুব জোরদারভাবে এই অপপ্রচার শুরু করা হয়েছে।

অথচ, এ অপপ্রচারের কোনো বাস্তবতা নেই। কেনোনা, স্বয়ং কোরআনে কারিমে বলা হয়েছে– لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ অর্থাৎ, দীনে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই। অন্যত্র বলা হয়েছে– فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ তথা যার ইচ্ছা সে ঈমান আনুক, যার ইচ্ছা সে কুফরি করুক। –সূরা কাহাফ : ২৯।

দ্বিতীয় কথা হলো, যদি জেহাদের উদ্দেশ্য লোকজনকে জোরপূর্বক মুসলমান বানানো হতো, তাহলে কর আদায় ও গোলাম বানানোর সুরত কেনো হলো? যদি তোমরা মুসলমান না হও, তাহলে কর আদায় করো। এমতাবস্থায়ও আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো না এবং দ্বারা বুঝা গেলো, কর আদায় করার পদ্ধতি স্বয়ং প্রকাশ করছে যে, জেহাদের মাধ্যমে লোকজনকে বলপূর্বক মুসলমান বানানো উদ্দেশ্য না। আর মুসলমানদের পূর্ণ ইতিহাসে এর কোনো নজির পাওয়া যায় না যে, মুসলমানরা কোনো অঞ্চল বিজয় করার পর সেখানকার লোকদেরকে বলপূর্বক মুসলমান বানানোর জন্য বাধ্য করেছে; বরং তাদেরকে তাদের ধর্মের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। এরপর তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছে। যারা মুসলমান হয়েছে তারা সে দাওয়াতের ফলে মুসলমান হয়েছে, আর যারা মুসলমান হয়নি তাদেরকেও সে অধিকার দেওয়া হয়েছে, যা একজন মুসলমানকে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এ বক্তব্যের কোনো বাস্তবতা নেই যে, তলোয়ারের জোরে ইসলাম প্রসারিত হয়েছে, অথবা জেহাদের উদ্দেশ্য জোরপূর্বক লোকজনকে মুসলমান বানানো।

জেহাদের উদ্দেশ্য

প্রশ্ন : তাহলে জেহাদের উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : খুব ভালো করে অনুধাবন করুন। জিহাদের উদ্দেশ্য হলো কুফরের শান-শওকত ভেঙে দেওয়া এবং ইসলামের শান-শওকত প্রতিষ্ঠা করা এবং আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করা। যার অর্থ, আমরা এটা বরদাশত করে নিবো যে, তোমরা যদি ইসলাম গ্রহণ না করো, তাহলে ঠিক আছে, ইসলাম গ্রহণ করো না। তোমরা জানো, আর তোমাদের আল্লাহ জানেন। পরকালে তোমাদের শাস্তি ভোগ করতে হবে। তবে তোমরা স্বীয় কুফর এবং জুলুমের আইন আল্লাহর জমিনে বাস্তবায়িত করবে, আর আল্লাহর বান্দাদেরকে স্বীয় গোলামে পরিণত করবে, তাদেরকে অত্যাচারের লক্ষ্যবস্তু বানাবে এবং আল্লাহর আইনের পরিপন্থি আইন বাস্তবায়িত করবে, যেসব আইনের মাধ্যমে ফাসাদ ছড়াবে, সেটার অনুমতি আমরা তোমাদেরকে দিবো না। সুতরাং হয় তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো, আর যদি ইসলাম গ্রহণ না করো তাহলে তোমাদের ধর্মের ওপর থাকো। তবে কর আদায় করো। কর আদায় করার অর্থ হলো, আমাদের ও আমাদের আইনের বুলন্দি মেনে নাও। কেনোনা, যে আইন তোমরা চালু করেছো, সে আপনি বান্দাকে বান্দার গোলাম বানানোর আইন। আমরা এমন আইন চালু থাকতে দিবো না। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর কানুন বাস্তবায়িত হবে। আল্লাহর কালিমাই থাকবে সুউচ্চ। এটা হলো, জেহাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য।

এটা বললে না যে, কামান দ্বারা প্রসারিত হয়েছে কি?

আকবর ইলাহাবাদি নামক একজন কবি অতিবাহিত হয়েছেন। তিনি পাশ্চাত্যবাসীর বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে বড় সুন্দর সুন্দর কাব্য বলেছেন। পাশ্চাত্যবাদী যে প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, ইসলাম তলোয়ারের জোরে প্রসারিত হয়েছে, এর ওপর তিনি একটি কাসিদার অংশ বলেছেন,

اپنے عیبوں کی کہاں آپ کو کچھ بہروا ہے؟ غلط الزام بھی اوروں پر لگا رکھا ہے۔ یہی فرماتے رہے تیغ سے پھیلا اسلام یہ نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا؟

অর্থাৎ, নিজের দোষত্রুটিগুলোর কোনো পরোয়া তোমাদের কোথায়? ভ্রান্ত অভিযোগও অন্যদের ওপর উত্থাপন করে রেখেছো। এটাই বলছো যে, তলোয়ারের জোরে ছড়িয়েছে ইসলাম। এটা বলনি যে, কামান দ্বারা প্রসারিত হয়েছে? অর্থাৎ এই প্রশ্ন করেছো যে, তলোয়ারের জোরে ইসলাম প্রসারিত হয়েছে, কিন্তু তোমরা তোপ দ্বারা দুনিয়াতে কি ছড়িয়েছো তা কিন্তু বলোনি। অথচ, তোমরা পৃথিবীতে অনৈতিকতা, অশ্লীলতা, উলঙ্গপনা তোপের মুখে ছড়িয়েছো। যদি মেনে নিই, ইসলাম তলোয়ারের মাধ্যমেই ছড়িয়েছে তাহলে এর মাধ্যমে নেকি, তাকওয়া, পাক-পবিত্রতাই ছড়িয়েছে। আর তোমরা তো অশ্লীলতা আর উলঙ্গপনাই ছড়িয়েছো।

নব্যদের মতনুযায়ী জেহাদ শুধু আত্মরক্ষামূলক

আমাদের সমাজে ইংরেজদের প্রভাবের সময় এমন একটি শ্রেণি বিদ্যমান ছিলো, যখনই পাশ্চাত্যবাদী ইসলামের ওপর কিংবা মুসলমানদের ওপর কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করেছে, তখন এর জবাবে সে শ্রেণি পাশ্চাত্যবাসীর সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে যায়। বলে, হুজুর- আপনি ভুল বুঝেছেন, আমাদের দীনে এ বিষয়টি নেই। এর ওপর তারা ক্ষমা চায়।

যখন পাশ্চাত্যবাসীর পক্ষ হতে এই অপপ্রচার ও চিৎকার হলো যে, ইসলাম তলোয়ারের জোরে প্রসারিত হয়েছে, তখন সে শ্রেণিটি এই প্রশ্নের জবাবে বলতে শুরু করেছে যে, ইসলামের যে জেহাদ বিধিবদ্ধ আছে সেটি বস্তুত শুধু আত্মরক্ষামূলক, অর্থাৎ যখন কোনো শত্রু আমাদের ওপর আক্রমণ করবে, তখন আমরা স্বীয় আত্মরক্ষার্থে জেহাদ করি, প্রাথমিকভাবে কোনো জাতির ওপর আমরা আক্রমণ করি না। এটা আমাদের ইসলামের বিধিবদ্ধ আইন না। উদ্দেশ্য এই ছিলো, যদি অন্যরা আমাদের ওপর আক্রমণ করে, তাহলে আমরা মারবো, কিন্তু যদি অন্যরা আমাদের ওপর আক্রমণে উদ্যত না হয়, তাহলে অন্যের বিরুদ্ধে জেহাদ করা ও আক্রমণ করাকে আমরা বৈধ মনে করি না। যেনো আত্মরক্ষামূলক জেহাদ বৈধ, প্রাথমিকভাবে জেহাদ বিধিবদ্ধ ও বৈধ না।

স্বীয় এ অবস্থানকে প্রমাণিত করার জন্য কোরআনের আয়াতগুলো দ্বারা ভুল দলিল পেশ করতে আরম্ভ করেছে। যেমন, নিম্নেযুক্ত আয়াত পড়ে,

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا। (সূরা হজ : ৩৯)

এখানে বলা হচ্ছে, যাদের সঙ্গে অন্যরা লড়াই করবে এবং তাদের ওপর জুলুম করবে, তাদের জন্য লড়াই ও জেহাদের অনুমতি আছে। অন্যদের জেহাদ ও লড়াইয়ের অনুমতি নেই। এমনভাবে নিম্নেযুক্ত আয়াত পেশ করেছে,

قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ (সূরা বাকারা : ১৯০)

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে।

জেহাদের বিধান ক্রমশ এসেছে

কিন্তু এটি এমন একটি উক্তি যেটি চৌদ্দশ বছর হতে আজ পর্যন্ত উম্মতের কোনো ইসলামি আইনবিদ অবলম্বন করেননি যে, আত্মরক্ষামূলক জেহাদ প্রাথমিকভাবে বৈধ (আক্রমণাত্মক) জেহাদ করা অবৈধ। আসল কথা হলো জেহাদের আহকাম ক্রমশ কয়েকটি পর্যায়ে এসেছে। সর্বপ্রথম পর্যায় হলো, মক্কি জীবনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তলোয়ার উত্তোলন করতে সম্পূর্ণ নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিলো। বরং আদেশ

ছিলো, ধৈর্য ধারণ করো, মক্কি জীবনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তলোয়ার উত্তোলন করতে সম্পূর্ণ নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিলো। বরং আদেশ ছিলো, ধৈর্য ধারণ কর। আরো আদেশ ছিলো, যদি কেউ তোমাদের কষ্ট দেয়, তাহলে এর জবাবে তোমরা কোনো পদক্ষেপ নিয়ো না। তখন মক্কি জীবনে কোনো প্রকার জেহাদ বিধিবদ্ধ হয়নি। তারপর দ্বিতীয় পর্যায় এর। তাতে জেহাদের অনুমতি দেওয়া হলো কিন্তু জেহাদ তাদের ওপর ফরজ করা হয়নি, তখন নিম্নেযুক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো– أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا। এই আয়াতে জেহাদ ও লড়াইয়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে এই শর্তে যখন অন্য ব্যক্তি তোমাদের ওপর জুলুম করে কিংবা তোমাদের সঙ্গে লড়াই করে। এর জবাবে তোমাদের জন্য লড়াই করার অনুমতি রয়েছে।

সূচনামূলক জেহাদ বৈধ

তারপর তৃতীয় পর্যায়ে এসেছে। তাতে আত্মরক্ষা জন্য জেহাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং আয়াত নাজিল হয়েছে وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। –সূরা বাকারা : ১৯০

তারপর চতুর্থ পর্যায়ে আদেশ এলো, كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ

এ আয়াতের মাধ্যমে আদেশ দেওয়া হলো, এবার সূচনামূলকও (আক্রমণাত্মকও) লড়াই করতে হবে।। এবার শুধু আত্মরক্ষার সীমা পর্যন্ত লড়াই সীমিত না। এরপর সূরা তাওবার নিম্নেযুক্ত জেহাদ সংক্রান্ত আয়াতগুলো নাজিল হলো,

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ.

তারপর নিষেধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের যেখানে পাও সেখানে কতল করো, তাদের বন্দি করো, অবরোধ করো, আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎপেতে বসে থাকো।–সূরা তাওবা

আলি রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ পয়গাম লোকজনকে পৌছালেন যে, যাদের সঙ্গে মুসলমানদের চুক্তি রয়েছে, তাদেরকে চুক্তির সীমা পর্যন্ত অবকাশ দিচ্ছি। আর যাদের সঙ্গে চুক্তি নেই, তাদেরকে দিচ্ছি চার মাসের সুযোগ। তারা চার মাসের মধ্যে আরব দ্বীপ খালি করে দিবে। অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। সারকথা, এসব আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর, সূচনামূলক। (আক্রমণাত্মক) জেহাদও বৈধ হবে। এবার যদি কেউ ইসলামের প্রথম দিকে অবতীর্ণ আয়াতগুলো নিয়ে এর ফয়সালা করে দেয় যে, জেহাদ তো বৈধই নেই, মুসলমানদেরকে তো নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ধৈর্যের, যতোক্ষণ পর্যন্ত পৌত্তলিকরা মুসলমানদের কষ্ট দিবে তারা ধৈর্য ধারণ করবে–তাহলে স্পষ্ট বিষয় এটি ভুল। অনুরূপ যদি কেউ শুধু আত্মরক্ষামূলক আয়াতগুলো নিয়ে বসে থাকে, আর বলে যে, মুসলমানদের জন্য আত্মরক্ষা করা তো বৈধ, সূচনামূলক আক্রমণাত্মক জেহাদ করা অবৈধ–তাহলে এটিও ঠিক না, সম্পূর্ণ গলদ। বাস্তবতা হলো, প্রাথমিকভাবে আক্রমণাত্মক জেহাদও বৈধ।

দীনদার শ্রেণিতে আরেকটি ভুল বুঝাবুঝি ও এর জবাব

এতো ছিলো আধুনিকতাবাদীদের উক্তির বিস্তারিত জবাব যা পাশ্চাত্যবাদী হতে প্রভাবিত হয়ে বলছিলো যে, ইসলামে শুধু প্রগতিবাদীদের জেহাদ আছে। সূচনামূলক জেহাদ অবৈধ। তাছাড়া আর একটি ভুল বুঝাবুঝি এসব আধুনিকতাবাদীদের ব্যতিত ভালো ভালো খাস খাস দীনদার শ্রেণিতেও পাওয়া যায়। এখন সে ভুল বুঝাবুঝি ক্রমশ খুব প্রসারিত হচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে। আমাদের তাবলিগি জামা'আতের লোকজনও এই ভুল বুঝাবুঝির শিকার হচ্ছেন। তাই এ প্রসঙ্গেও বিশদ আলোচনা করতে চাই।

সে ভুল বুঝাবুঝি হলো, জেহাদ শুধু তখন এবং সে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিধিবদ্ধ যখন কোনো সম্প্রদায় দাওয়াতের রাস্তায় তেড়ে আসে এবং প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় এবং স্বীয় রাষ্ট্রে দাওয়াত ও তাবলিগের অনুমতি না দেয় তখন জেহাদ বিধিবদ্ধ। তবে যদি কোনো রাষ্ট্র এর অনুমতি দেয় যে, আমাদের এখানে এসে দাওয়াতের কাজ কর, তাবলিগ কর, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ বিধিবদ্ধ না। এটি সেকথা যা, প্রথমে আধুনিকতাবাদীরা বলতো। এখন ভালো ভালো লেখাপড়া জানলেওয়ালা শিক্ষিত দীনদার লোক এবং তাবলিগি জামা'আতের লোকেরাও বলতে শুরু করেছেন। ইতোপূর্বে তো লোকজন হতে শুধু মৌখিক শুনেছি, কিন্তু যখন রীতিমতো এবং সম্পর্কে লেখা দেখেছি, তখন এ কথাটি আমি বলছি। জেহাদের হাকিকত না বুঝার কারণ এ কথাটি বলা হয়েছে।

বাস্তব ঘটনা হলো, শুধু এতোটুকু বলা খুবই বিপদজনক যে, কোনো কাফের রাষ্ট্র তাদের দেশে আমাদের তাবলিগের অনুমতি দিয়েছে তাই আমাদের উচিত তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ না করা। কেনোনা, শুধু তাবলিগের অনুমতি দেওয়ার ফলে জেহাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না। কেনোনা, জেহাদের উদ্দেশ্য কুফরের শান-শওকত ভেঙে দেওয়া, আল্লাহর কালিমাকে শক্তিশালী করা। যতোক্ষণ পর্যন্ত কুফরের শান-শওকত স্থির থাকবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত হক গ্রহণ করার জসন্য লোকদের দিল-দেমাগ উন্মুক্ত হবে না। কেনোনা, মূলনীতি হলো যখন কোনো সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক শক্তি এবং এর ক্ষমতা মানুষের দিল-দেমাগ মন মানসিকতায় প্রভাব বিস্তার করে, সে সম্প্রদায়ের কথা লোকজনের দ্রুত বুঝে আসে। এর বিরোধী কথা লোকজনের মনে সহজে প্রভাব ফেলে না। পরীক্ষা করে দেখে নিন। এ কারণে, বর্তমানে পশ্চিমা বিশ্বের স্বতঃসিদ্ধ বাতিল কথাগুলো লোকজন না শুধু শুনে; বরং সেগুলো গ্রহণ করে নেয়। সেগুলো বাস্তবায়ন করে। কোন কারণে আজ পৃথিবীতে তাদের মুদ্রা চালু হয়েছে, তাদের ক্ষমতা আছে, তাদের চিন্তা গবেষণা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। যদি এই পরিস্থিতিতে কোনো পাশ্চাত্য রাষ্ট্রে তাবলিগ জামা'আত চলে যায়, আর সে রাষ্ট্র তাদের ভিসা দিয়ে দেয়, তাবলিগের অনুমতি দেয়, শুধু এতোটুকুর ফলে জেহাদের উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না, যতোক্ষণ না তাদের শান-শওকত ভেঙে পড়ে, যতোক্ষণ পর্যন্ত তাদের ক্ষমতা শেষ না হয়, যতোক্ষণ পর্যন্ত লোকজনের অন্তরে ছেয়ে থাকা প্রভাব শেষ না হয়। আর এই শান-শওকত এই ক্ষমতা এই প্রভাব ততোক্ষণ পর্যন্ত নিঃশেষ হবে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে মুকাবিলা না করা হয়। সুতরাং এটা বলা অনেক বড় ধোঁকার বিষয় যে, যদি কোনো রাষ্ট্র তাবলিগের অনুমতি দেয়, তাহলে জেহাদের প্রয়োজন নেই, জেহাদের উদ্দেশ্য তো অর্জিত হয়ে গেছে।

ব্যাপক জেহাদ অস্বীকারকারি কাফের

এবার প্রশ্ন হয়, যদি কোনো ব্যক্তি বা দল জেহাদের প্রাথমিক ফরজিয়তকে অস্বীকার করে, অথচ এটি অকাট্য নসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত, আর এ দলটি শুধু আত্মরক্ষামূলক জেহাদের প্রবক্তা হয়, তাহলে শরিয়তে এমন দলের কি মর্যাদা? এমন দলের দিকে কুফর কিংবা বিভ্রান্তির সম্বোধন করা কি ঠিক?

জবাব : আমিতো বলেছি যে, এই দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ ভুল যে, জেহাদ শুধু আত্মরক্ষার্থে বিধিবদ্ধ হয়েছে। তবে যে ব্যক্তি বা দল এই দৃষ্টিকোণের প্রবক্তা তার ওপর কুফরির ফতওয়া লাগানো মুশকিল। কাফের বলা এমন একটি বিষয়, যাতে খুব সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

অতএব, যে ব্যক্তি বা দল সাধারণ জেহাদকে অস্বীকার করবে তার ওপর নিঃসন্দেহে কুফরির ফতওয়া লাগানো হবে। তবে জেহাদের বিধিবদ্ধতা দীনের সুস্পষ্ট স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। তবে যে ব্যক্তি কিংবা দল আত্মরক্ষামূলক জেহাদের প্রবক্তা এবং প্রাথমিক সূচনামূলক জেহাদের বিধিবদ্ধতা অস্বীকার করে সে দল ব্যাখ্যা দানকারি তথা তাবিলকারি। তাবিলকারিকে কাফের বলা হয় না। সুতরাং এই দলকে কাফের বলবো না। অবশ্য এই দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ ভুল ও বাতিল। এটা শুধু ইজতিহাদি মতপার্থক্য না, বরং হক ও বাতিলের মতবিরোধ।

সূচনামূলক জেহাদ অস্বীকারকারিদের বলা হবে– তারা বাতিলের ওপর আছে, হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত না। তবে কুফরির ফতওয়া দেবো না।

ইসলাম কি রক্তপিপাসু ধর্ম?

প্রশ্ন : পাশ্চাত্যবাদী জেহাদের বরাতে ইসলামের ওপর সবচেয়ে বড় অপবাদ এই বের করেছে যে, ইসলাম একটি রক্ত পিপাসু ধর্ম। এই অপবাদ তখন সৃষ্টি হওয়া উচিত ছিলো, যখন মুসলমানরা জেহাদের মাধ্যমে গোটা বিশ্বে একটি হৈচৈ ফেলে দিয়েছিলো। তখন বাস্তবে বিশ্বাসীর এই সংশয় হতে হতে পারতো যে, মুসলমানদের বিজয়মূলক পদক্ষেপগুলো বোধহয় কোনো রক্তপ্রবাহমূলক শিক্ষার ফলশ্রুতি। তবে আজকে যখন মুসলমানরা সর্বদিক দিয়ে পরাজিত অধপতনোন্মুখ, এমন সময়ে একই অপবাদ সৃষ্টির পেছনে ধর্মহীন উপকরণের কোন আবেগ কার্যকর?

জবাব : যদিও মুসলমানরা এখন জয়িফ; কিন্তু মুসলমানদের ইতিহাস বলে, যখনই আল্লাহ তা'আলা একটু উত্থানের সুযোগ দিয়েছেন এবং তাদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি হয়েছে, তখন এর দ্বারা তারা শত্রুদের নাকে দম এঁটে দিয়েছে এবং ইসলামের শত্রুদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞাগুলোকে চলতে দেয়নি। যেসব শক্তি বর্তমানে পৃথিবীতে বিজয়ী তারা যদিও দেখছে যে, মুসলমানরা এখন কমজোর, কিন্তু তাদের ভীতিকর স্বপ্ন সব সময় আসতে থাকে যে, এই ঘুমন্ত সিংহ যদি কোনো সময় জাগ্রত হয়, তাহলে এরা আমাদের ধ্বংস করে দিবে। এ সমস্ত পাশ্চাত্য শক্তিগুলো যদিও মুসলমানদের দাবিয়ে রেখেছে, কিন্তু তাদের দাবানোর উদাহরণ তেমনি যেমন একটি মজাদার গল্প আছে। এক জয়িফ ব্যক্তি কোনোক্রমে কৌশলে মার প্যাঁচে ফেলে এক পালোয়ানকে চিৎপটাং করে দিয়ে তার বুকের ওপর উঠে বসে এবং ওপরে বসে কাঁদতে শুরু করে। লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কাঁদছ কেনো? সে জবাব দিলো, আমি কাঁদছি এ কারণে যে, এখন এই পালোয়ান উঠে আমাকে মার দিবে। এই কল্পনায় কাঁদছো। হুবহু এই অবস্থাই পাশ্চাত্যবাসীর। শক্তির জোরে তারা এই মুসলমানদের পতন ঘটাতে পারেনি। তবে মার প্যাঁচে আটকে এমনভাবে ফেলেছে যে, মুসলমানদের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করেছে। তাদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি করেছে, তাদের ষড়যন্ত্রে তারা পড়ে আছে। যার ফলে তাদের মধ্যে ঐক্য হতে পারেনি ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে সঙ্গে সঙ্গে এই পাশ্চাত্যবাসী এই ব্যাপারেও উদ্বিগ্ন-উৎকণ্ঠিত যে, যদি কখনও মুসলমানরা হুঁশ ফিরে পায় এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়, তখন আমাদের ধ্বংস করে দিবে।

জেহাদের তিনটি শর্ত

প্রশ্ন : নববি যুগের প্রথম তের বছর এমনভাবে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, সেগুলোতে পারিভাষিক অর্থে জেহাদ বিদ্যমান ছিলো না। সবর এবং আত্মিক মুজাহাদার পর যখন সাহাবায়ে কেরামের আমল-আখলাক তেজ হয়েছে তারপর মাদানি জীবনে জেহাদ এবং লড়াইয়ের ধারা আরম্ভ হয়। প্রশ্ন হয়, বর্তমান যুগের মুসলমান যেহেতু আত্মিক সংশোধনের এই মানদণ্ডে অবতীর্ণ হবে না, অতএব এমন অবস্থায় জেহাদের আগে আত্মিক সংশোধনের প্রতি কি মনোযোগ দেওয়া উচিত না?

জবাব : আসল কথা হলো, সূচনামূলক (আক্রমণাত্মক) যে জেহাদ বিধিবদ্ধ আছে, সেটি হলো মৌলিকভাবে। তবে সূচনামূলক জেহাদের কিছু শর্ত-শরায়েত আছে, যতোক্ষণ পর্যন্ত সে সব শর্ত না পাওয়া যাবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত সে জেহাদ না শুধু এটাই যে বিধিবদ্ধ নয়; বরং ক্ষতিকরও হতে পারে। এসব শর্তের মধ্যে এটিও অন্তর্ভুক্ত যে, সে জেহাদ হবে আল্লাহর রাস্তায়, নফসের রাস্তায় না। অর্থাৎ, এর উদ্দেশ্য হবে, আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করা এবং আল্লাহর দীনকে সুউচ্চ করা। তবে কেউ এজন্যে জেহাদ করছে, যাতে আমার প্রসিদ্ধি লাভ হয়, লোকজন আমাকে মুজাহিদ ও বীর বলবে, আমার প্রশংসা করবে। স্পষ্ট বিষয়, এটি جهاد فى سبيل الله না, বরং এ হলো নফসের রাস্তায় জেহাদ। সুতরাং জেহাদের একটি অবশ্যাম্ভবি শর্ত হলো, মানুষ

নিজের নফসের সংশোধন করে নিবে, নফসের ইসলামের পর যদি জেহাদ করে তাহলে সেটি হবে جِهَادٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ।

শরয়ি জেহাদের আরেকটি শর্ত হলো, তাদের একজন আমির থাকতে হবে। সে আমিরের ভিত্তিতে সবাই ঐক্যবদ্ধ হবে, যদি সর্বসম্মত আমির না হয় তাহলে এর ফল এই দাঁড়াবে যে, জেহাদের পর পরস্পরে লড়াই শুরু হয়ে যাবে। যেমন, আজকে আফগানিস্তানে হচ্ছে। কেনোনা, আমির না হওয়ার ফলে জেহাদের ফলাফল অর্জিত হতে পারে না। সুতরাং সর্বসম্মত একজন আমির হওয়া জরুরি।

জেহাদের আরেকটি শর্ত হলো, জেহাদ করা এবং লড়ার শক্তি থাকতে হবে। কেনোনা, শক্তি ব্যতিত জেহাদ করা এমনি যেমন, নিজে নিজের মস্তক ছিদ্র করে দেওয়া। সুতরাং শক্তি অর্জন ব্যতিত জেহাদ করা অবৈধ। কাজেই যতোক্ষণ পর্যন্ত এই তিনটি জিনিস মওজুদ না থাকবে, সে শক্তি অর্জন পর্যন্ত জেহাদ এটাই যে, এ তিনটি জিনিস অর্জনের চেষ্টা করবে। নফসের সংশোধনও হবে, আমির তালাশ করবে, শক্তি সঞ্চয় করবে। যখন এ তিনটি জিনিস পাওয়া যাবে, তারপর জেহাদ আরম্ভ করবে।

তাবলিগি জামা'আতের জেহাদ সম্পর্কে অবস্থান

প্রশ্ন : তাবলিগি জামা'আতের কোনো গ্রন্থ কিংবা লেখা দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা সূচনামূলক জেহাদের ফরজিয়তকে অস্বীকার করছে। ওলামায়ে কেরাম কি তাবলিগি জামা'আতের ওলামা ও আমিরগণকে এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন?

জবাব : তাবলিগি জামা'আতের বিভিন্ন লোকের পক্ষ হতে লোকজন আমার কাছে এসে অনেক কথা বর্ণনা করতে থাকেন। যেমন, তাবলিগি জামা'আতের অমুক ভাই বক্তব্যে বলেছেন এবং এই বক্তব্য রেখেছেন যে, বর্তমান সময়ে যেখানেই জেহাদ চলছে, চাই কাশ্মির হোক, বসনিয়া হোক, সেটি শরয়ি জেহাদ না। আসল জিনিস হলো দাওয়াত। এ ধরনের কথা লোকজন আমার কাছে এসে বর্ণনা করতো, কিন্তু যেহেতু বর্ণনার মধ্যে ভুল ভ্রান্তি এবং ভুল বুঝাবুঝির সম্ভাবনা থাকে, যতোক্ষণ না প্রত্যক্ষভাবে তার শ্রবণ করা হয়, সেহেতু এসব বিষয়কে আমি কখনও জামা'আত কিংবা জামা'আতের বড়দের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করিনি। তবে জামা'আতের বড়দের সঙ্গে যখনই সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছে, তখন এসব বিষয়ের প্রতি অবশ্যই সতর্ক করেছে যে, এসব কথা শোনা যায়, আপনারা যাচাই করুন। যদি এসব কথা সঠিক প্রমাণিত হয় তাহলে এসব বন্ধ করুন।

একবার জামা'আতের শীর্ষস্থানীয় এবং বড় উঁচু মাপের এক বুজুর্গ, যাকে আমি খুবই সম্মান প্রদর্শন করি, তাঁর একটি চিঠি পড়ার সুযোগ হলো। তিনি সে চিঠি লিখেছিলেন এক তাবলিগ সাথির নামে। যার নামে সে চিঠিটি ছিলো, তিনি সে চিঠি আমার কাছে পাঠিয়েছেন। এ চিঠিতে লেখার পূর্ণ রুখ এদিকে, যেনো এখন জেহাদের দিকে মনযোগী হওয়া কিংবা জেহাদের কথা বলা, জেহাদের ব্যাপারে চিন্তা করা, কিংবা জেহাদ সংক্রান্ত কোনো পদক্ষেপ নেওয়া কোনো ক্রমেই অবৈধ। বরং জেহাদ তো আসলে দাওয়াতের জন্য। যদি দাওয়াতের স্বাধীনতা থাকে তাহলে জেহাদের কোনো প্রয়োজন নেই, বরং এটি ক্ষতিকর। সঙ্গে সঙ্গে এটাও লিখেছেন যে, এখন এ কথাটি মানুষের বুঝে আসছে না, কিন্তু ক্রমশ ওলামায়ে কেরামের বুঝেও এসে যাবে। এই চিঠি দ্বারা বুঝা যায়, যেসব কথা তাবলিগি জামা'আতের সম্মানিত লোকদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলো এতোটা ভিত্তিহীন না। বরং এই চিন্তা ধীরেধীরে তৈরি হচ্ছে। বিষয়টি এমন নয় যে, এর ওপর নীরবতা অবলম্বন করা যায়। এ কারণে এই প্রসঙ্গে আবার আমরা জামা'আতের সেসব সম্মানিত লোকদের সঙ্গে মৌখিক আরজও করেছি, যাদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে। বড়দের কাছে এ কথা পৌছানোর প্রতি গুরুত্ব দিয়েছি, যে কথাটি সৃষ্টি হচ্ছে, এটা খুবই শংকাযুক্ত। এই চিঠিটি আমার কাছে আছে, কেউ দেখতে চাইলে দেখতে পারেন।

তাবলিগি জামা'আত এবং দীনের মহান সেবা

এসব কথা বর্ণনার উদ্দেশ্য সংশোধনই। তাবলিগি জামা'আত একা এমন একটি দল যার কাজে আলহামদুলিল্লাহ মন সর্বদা খুশি হয়। এ দলটি এতো বড় মহান খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে, যা অন্য কোনো দল আঞ্জাম দেয়নি। আল্লাহ তা'আলা এই জামা'আতের মাধ্যমে দীনের কালেমা কোথা হতে কোথায় পৌঁছিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর দরজা প্রশস্ত করুন। আমিন। তাঁর এখলাস এবং তাঁর সত্যিকার আবেগ এই দলটিকে এ পর্যন্ত বাকি রেখেছে। এই জামা'আতের পয়গাম ও দাওয়াতকে আল্লাহ তা'আলা বিশ্বের চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

সহযোগিতা ও সতর্ককরণ দুটোই আবশ্যক

সর্বদা এ বিষয়টি স্মরণ রাখা উচিত যে, কোনো দলের প্রসার ও তার পয়গাম দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পৌঁছা যদি صحيح পদ্ধতিতে হয়, তাহলে এটি স্বাগতমের যোগ্য। আর এমতাবস্থায় এ দলের সহযোগিতা করা উচিত। কিন্তু যদি এ দলে বিভিন্ন রকমের অসুবিধার সৃষ্টি হয়, কিংবা এর মধ্যে গলদ চিন্তা সৃষ্টি হয়, তাহলে সহযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে এর গলদের ব্যাপারে সতর্ক করাও জরুরি। কেনোনা, এমন যেনো না হয় যে, এই ভালো দলটি যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা এতো বড় কাজ নিয়েছেন, কোথাও ভুল রাস্তায় পড়ে যায়। বিশেষত এমন সময় সতর্ক করা আরো বেশি আবশ্যক হয়ে যায়, যখন এর নেতৃত্ব আলেমগণের হাতে নেই, এ জামা'আতে বেশির ভাগ লোক জনসাধারণ, যারা পূর্ণ ইলম রাখেন না। এ দলের মধ্যে যেসব আলেম ওলামা রয়েছেন, তাদের (আসল) কাজ ইলম না। কেনোনা, ওলামাও দু প্রকার হয়ে থাকেন। অনেক আলেম দরস-তাদরিস তথ্য শিক্ষকতা এবং ফতওয়া লেখার কাজে রত থাকেন। এ ধরনের আলেমগণের সঙ্গে ইলমের সম্পর্ক থাকে আর এক দল আলেম রয়েছেন, যাদের কাজ পাঠদান এবং ফতওয়া দেখা ইত্যাদি থাকে না, তাদের কাছে আলহামদুলিল্লাহ ইলম তো আছে, কিন্তু এই ইলমকে ধার দেওয়া হয়নি। তাই এ ধরনের আলেমগণের অন্তরে ভুল বুঝাবুঝি তৈরি হতে পারে।

ইলিয়াস রহ.-এর একটি ঘটনা

আমি আপনাকে ইলিয়াস রহ.-এর একটি ঘটনা শুনাচ্ছি। একবার তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। আমার সম্মানিত পিতা হজরত মুফতি মাওলানা মুহাম্মদ শফি রহ. তৎকালীন সময়ে দেওবন্দ হতে দিল্লিতে কোনো কাজে তাশরিফ এনেছেন। দিল্লিতে তিনি খবর পেলেন, মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস রহ. অসুস্থ। ফলে তিনি তাঁকে দেখার জন্য নিজামুদ্দীন তাশরিফ নিলেন। সেখানে গিয়ে জানা গেলো, চিকিৎসকরা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে নিষেধ করেছেন। পরে ওয়ালিদ সাহেব রহ. সেখানে উপস্থিত লোকজনের কাছে বললেন, আমি রোগী দেখার জন্য এসেছিলাম। তাঁর অবস্থা জানতে পারলাম এবং চিকিৎসকরা যেহেতু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে নিষেধ করেছেন, সেহেতু সাক্ষাতের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। যখন তাঁর তবিয়ত ঠিক হয়ে যাবে, তখন হজরতকে বলবেন, আমি সাক্ষাতের জন্য এসেছিলাম। আমার সালাম পেশ করবেন। এ বলে ওয়ালিদ সাহেব সেখান হতে চলে এলেন।

মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস রহ.-কে কেউ ভেতরে গিয়ে বললেন, মুফতি সাহেব এসেছিলেন। মাওলানা রহ. তৎক্ষণাৎ একজন লোক পেছনে পেছনে দ্রুত পাঠালেন যে, মুফতি সাহেবকে ডেকে নিয়ে আসো। যখন তিনি মুফতি সাহেবের কাছে পৌঁছলেন এবং তাকে বললেন, মাওলানা আপনাকে ডাকছেন, তখন মুফতি সাহেব রহ. বললেন, যেহেতু চিকিৎসকরা সাক্ষাৎ করতে নিষেধ করেছেন, সেহেতু এই অবস্থায় সাক্ষাৎ করাও সমীচীন না। সে লোক বললেন, হজরত মাওলানা কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁকে ডেকে আনো। হজরত মুফতি সাহেব রহ. বললেন, আমি সে লোকের সঙ্গে ফিরে গেলাম এবং মেজাজ ও কুশলাদি জিজ্ঞেস করলাম। তখন মাওলানা

মুহাম্মদ ইলিয়াস রহ. আমার হাত তার হাতে নিয়ে অনিচ্ছাকৃত ভাবে কাঁদতে লাগলেন এবং অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। মুফতি সাহেব রহ. বললেন, আমি মনে করলাম, যাই হোক, এখন তিনি কষ্টে আছেন, আবার রোগাক্রান্ত। এর প্রভাব তবিয়তের ওপর আছে। সুতরাং আমি কিছু সান্ত্বনা বাণী শুনালাম। মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস রহ. বললেন, আমি কষ্ট ও রোগাক্রান্ত হওয়ার কারণে কাঁদছি না।

এখন আমার দুটি চিন্তা এবং আশংকা লেগে আছে

মাওলানা ইলিয়াস রহ. বললেন, আমি কাঁদছি এজন্য যে, এখন আমার দু'টি ফিকির এবং দু'টি আশংকা লেগে আছে। সেগুলোর কারণে আমি উদ্বিগ্ন-উৎকণ্ঠিত। তাই আমার কান্না আসছে। ওয়ালিদ সাহেব রহ. জিজ্ঞেস করলেন, কি ফিকির লেগে আছে? মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব রহ. বললেন, প্রথম কথা হলো, জামা'আতের কাজ এখন দিন দিন ছড়িয়ে পড়ছে। আলহামদুলিল্লাহ, এর ফল ভালো পরিলক্ষিত হচ্ছে, লোকজন দলে দলে জামাআতে আসছে। এবার আমার আশংকা হয় যে, জামা'আতের এই সফলতা এমন তো নয় যে, এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ঢিল প্রদান? ইসতেদরাজ কথা ঢিল দেওয়া মানে কোনো বাতিল ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবকাশ ও ঢিল দেওয়া এবং তার জাহেরি সফলতা অর্জন হওয়া। অথচ, বাস্তবে সেটা আল্লাহ তা'আলার রেজামন্দির কাজ হয় না। আন্দাজ করুন, হজরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব রহ. কোনো পর্যায়ের বুজুর্গ ছিলেন। তিনি আশংকা করছিলেন যে, এটা কোনো ইসতেদরাজ তথা ঢিল দেওয়া তো নয়?

একাজ ইসতেদরাজ নয়

হজরত ওয়ালিদ সাহেব রহ. বললেন, আমি তৎক্ষণাৎ আরজ করলাম, হজরত! আপনাকে আমি পূর্ণ প্রশান্তি দিতে পারে, এটি ইসতেদরাজ না। ওয়ালিদ সাহেব রহ. বলেন, এর দলিল হলো, যখন কারো সঙ্গে ইসতেদরাজের সন্দেহ হচ্ছে, তাই এ সন্দেহ স্বয়ং এর দলিল যে, এটি ইসতেদরাজ না। যদি এটা তাই হতো তাহলে আপনার অন্তরে এর কখনও ধারণাও হতো না। সুতরাং আমি আপনাকে প্রশান্তি দিচ্ছি যে, এটি ইসতেদরাজ না; বরং এর যা কিছু হচ্ছে, এসব আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে মদদ ও নুসরত। হজরত ওয়ালিদ সাহেব রহ. বলেন, আমার এ জবাব শুনে হজরত মাওলানার চেহারায় হাসি ফুটে উঠলো। তিনি বললেন, আলহামদুলিল্লাহ। আপনার এ কথায় আমার বড় প্রশান্তি হলো।

দ্বিতীয় চিন্তা

মাওলানা ইলিয়াস রহ. আরও বললেন, আমার দ্বিতীয় ফিকির এই লেগে আছে যে, এই দলে জনসাধারণ প্রচুর পরিমাণে আসছে। আলেমদের সংখ্যা কম। আমার আশংকা হলো, যখন জনসাধারণের হাতে নেতৃত্ব আসে, তখন অনেক সময় সামনে গিয়ে তারা এ কাজটিকে গলদ রাস্তায় নিক্ষেপ করে। সুতরাং এমন যেনো না হয় যে, এ জামা'আতটি কোনো ভুল রাস্তায় পড়ে যায় এবং এর বিপদ আমার মাথায় আসে। সুতরাং আমার মনে চায় আলেমগণ যেনো প্রচুর পরিমাণে এ জামা'আতে আসেন এবং তারা এ দলে নেতৃত্ব সামাল দেন।

ওয়ালিদ সাহেব রহ. বললেন, আপনার এই ফিকির বিলকুল যথার্থ। তবে আপনি তো নেক নিয়তে صحيح পদ্ধতিতে কাজ শুরু করেছেন, যদি সামনে গিয়ে কেউ এটাকে নষ্ট করে দেয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ এর কোনো জিম্মাদারি আপনার ওপর নেই। সারকথা, বিষয়টি صحيح যে, আলেমদের উচিত সামনে এগিয়ে আসা এবং এর নেতৃত্ব সামলানো। মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস রহ. এর এই ঘটনা আমি আমার সম্মানিত পিতা হতে বার বার শুনেছি। এর ফলে আপনি আন্দাজ করুন, মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস রহ.-এর নিষ্ঠতার কি অবস্থা ছিলো এবং কি আবেগ ছিলো।

তাবলিগি জামা'আতের বিরোধিতা কখনও বৈধ নয়

বাস্তব পরিস্থিতি এই হয়ে গেছে যে, নেতৃত্ব বেশিরভাগ এমন লোকের হাতে যাদের এলমি পরিপক্কতা নেই। তাই অনেক সময় কিছু কিছু অসামঞ্জস্য বাড়াবাড়ির সম্মুখীন হতে হয়। এসব বাড়াবাড়ির ফলে জামা'আতের বিরোধিতা কখনও বৈধ নয়। কেনোনা, সামগ্রিক বিচারে আলহামদুলিল্লাহ, জামাআত অনেক উত্তম কাজ করেছে এবং এখনও ভালো কাজ করছে। সুতরাং এই জামা'আতের সহযোগিতা করা উচিত এবং যথাসম্ভব আলেমদের এই জামা'আতে শামিল হওয়া উচিত। এর সঙ্গে উচিত সহযোগিতার ধারা অব্যাহত রাখা।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আলেমদের এতে দাখিল হওয়ার এ ফায়দা হওয়া উচিত যে, যেসব বাড়াবাড়ি-অসামঞ্জস্যতা সৃষ্টি হচ্ছে সেগুলোর দ্বারা যেনো রুদ্ধ হয়। সুতরাং যে সব আলেম যান, তারা এই ফিকির ও চিন্তা নিয়ে যাবেন যে, আমরা একটি লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে যাচ্ছি। এ উদ্দেশ্য হলো দাওয়াত তাবলিগের সঙ্গে সঙ্গে সামর্থ্য অনুযায়ী এ মুবারক জামা'আতকে ভুল রাস্তায় পড়া হতে বিরত রাখবো। এমন যেনো না হয় যে, আলেমগণ নিজেরাও জামা'আতের প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিবেন এবং ভেসে যাবেন।

তাবলিগি জামা'আতের অসামঞ্জস্যতা এবং বাড়াবাড়ি

যেমন, একটি গুরুত্বপূর্ণ বাড়াবাড়ি হলো, প্রথমে এই হতো যে, ফতওয়ার ব্যাপারে তাবলিগি জামা'আতের সম্মানিত ব্যক্তিগণ এবং তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জনসাধারণ মুফতিদের শরণাপন্ন হতেন। তবে এখন সেখানে ফতওয়া দেওয়ার ধারাও চালু হয়েছে। মাসাইলে সাধারণ ফুকাহায়ে উম্মতের সঙ্গে মতপার্থক্য একটি ঝোঁক সৃষ্টি হতে শুরু করেছে। অনেকে দলাদলির কথাও শুরু করেছে। যেমন, এ কথাটি চলছে যে, এখন তাবলিগ করনেওয়ালাদের সে মুফতির কাছে ফতওয়া জিজ্ঞেস করা উচিত, যিনি তাবলিগে সময় লাগিয়েছে, অন্যান্য আলেমের কাছে জিজ্ঞেস করা ঠিক না।

অনেক সময় জামা'আতের আমিরগণ এমন ফয়সালা করেন, যেগুলো শরিয়ত অনুযায়ী হয় না। যেমন, তাবলিগ ও দাওয়াত ফরজে আইন না ফরজে কিফায়া? এ সম্পর্কে রীতিমতো একটি অবস্থান অবলম্বন করা হয়েছে। সেটি হলো দাওয়াত ও তাবলিগ না শুধু এতোটুকু যে ফরজে আইন; বরং এই বিশেষ পদ্ধতিতে করা ফরজে আইন। যে ব্যক্তি এই বিশেষ পদ্ধতিতে করবে না, সে এই ফরজে আইন বর্জনকারি, এটাও মারাত্মক বাড়াবাড়ির বিষয়। এমনভাবে জেহাদ সম্পর্কেও বাড়াবাড়িমূলক কথাবার্তা শোনা যায়।

ছাত্ররা তাবলিগি জামা'আতে অংশ নেবে

আমরাতো আমাদের ছাত্রদেরকে তাবলিগি জামা'আতে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করি। কেনোনা, জামা'আতে যাওয়া স্বয়ং নিজের সংশোধনের জন্য খুবই উপকারি। কেনোনা, বিভিন্ন লোকের সুহবত সম্ভব হয়। এর কারণে নিজের ত্রুটিগুলো দূর করার সুযোগ হয়। নফসের সংশোধনের অবকাশ লাভ হয়। বরং দেখা গেছে, এখানে মাদরাসায় আট বছর পড়েও ফাজায়েলে আমালের এতোটা গুরুত্ব সৃষ্টি হয় না, যে পরিমাণ গুরুত্ব সৃষ্টি হয় এক চিল্লা সময় লাগালে এবং আমলের প্রতি মনোযোগ এসে যায়। এটা অনেক বড় নেয়ামত। তাই আমরা তালেবে ইলমদেরকে উৎসাহিত করি যাতে তারা জামা'আতে সময় লাগায়।

ছাত্ররা সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষ্য রাখবে, যে জামা'আতে ওপরযুক্ত বাড়াবাড়িগুলোও পাওয়া যায়। এসব বাড়াবাড়ি হতে নিজেও প্রভাবিত হওয়ার পরিবর্তে। এগুলো দূর করার ফিকির করা উচিত। সেখানে গিয়ে নিজেও এই স্রোতে যেনো ভেসে না যায় তাদের সঙ্গে জি হাঁ, জি হাঁ করতে আরম্ভ না করে। লবণের খনিতে যা পড়ে, তাই লবণ হয়ে যায়– এমন হওয়া উচিত না।

এ জামা'আতের এটা একটা যথার্থ পরিস্থিতি। আলহামদুলিল্লাহ, এখনও এসব বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও সামগ্রিক বিচারে এই জামা'আতের কল্যাণ প্রবল। সামগ্রিকভাবে এই জামা'আত দ্বারা অনেক ফায়দা হচ্ছে। এই

জামা'আতে অংশগ্রহণ করা উচিত। তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করা উচিত। তবে এসব বাড়াবাড়ির দিকেও খেয়াল রাখা উচিত। বাস্তবে এই হয় যে, যখনই কেউ এসব বাড়াবাড়ির ব্যাপারে সাধারণ সমালোচনা করে, তখন এর বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু হয়ে যায় যে, এ ব্যক্তি জামা'আত বিরোধী। এটা বড় মারাত্মক বিষয়।

বর্তমানে জেহাদ আক্রমণাত্মক না প্রতিরক্ষামূলক?

এক ছাত্র জিজ্ঞেস করেছে, বর্তমানে যে জেহাদ হচ্ছে এটা আক্রমণাত্মক না আত্মরক্ষামূলক। এর জবাব হলো, এসব জেহাদ যেগুলো বসনিয়া বা কাশ্মিরে হচ্ছে এগুলো সব বাস্তবে আত্মরক্ষামূলক জেহাদ। বসনিয়ার মুসলমানদের কাছে স্বয়ং কাফেররা আক্রমণ করে, তাদের ওপর জুলুম করেছিলো। এর ফলে মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে। কাশ্মিরকেও ভারত জোরপূর্বক নিয়েছে। কেনোনা, বিভাগের সময় সিদ্ধান্ত হয়েছিলো, যেসব এলাকায় মুসলমানদের আধিক্য থাকবে, সেসব এলাকা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে। এই মূলনীতি হিসেবে কাশ্মির পাকিস্তানের অংশ ছিলো। তবে ভারত জোরপূর্বক তা দখল করে নেয়। এইজন্য এটাকে অধিকৃত এলাকা বলা হয়। এবার যদি সেখানে লোকজন স্বীয় এলাকাকে কাফেরদের প্রভাব হতে মুক্ত করাতে চায় তাহলে এ জেহাদ আত্মরক্ষামূলক।

এসব বক্তব্য হতে ভুল ফলাফল যেনো বের না হয়

তাবলিগি জামা'আত সম্পর্কে যেসব কথা আমি বলেছি, এগুলো ভালো করে বুঝা উচিত। কেনোনা, অনেক সময় যখন কোনো কথা মজলিসে আলোচনা করা হয়, তখন এটিকে ভুল বুঝে তারপর ভুল পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়। বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় না। অনেক সময় কথার এক অংশ বর্ণনা করে দেওয়া হয়, আর দ্বিতীয় অংশ বর্ণনা করা হয় না। যার ফলে সংশোধন হয় না। বরং উল্টা ফ্যাসাদ ছড়ায়। আপনাদের বলার উদ্দেশ্য হলো, যেহেতু আপনারা এখন দরসে নিজামি হতে ফারেগ হতে যাচ্ছেন। আপনাদের প্রতিটি জিনিসের বাস্তবতা যথার্থভাবে জানা উচিত। সুতরাং এসব কথা আপনাদেরকে বলা হচ্ছে। কাজেই এর দ্বারা কোনো ব্যক্তি এই ফলাফল যেনো বের না করে যে, আমি তাবলিগি জামা'আতের বিরোধী একজন লোক।

তাবলিগি জামা'আত দোষমুক্ত নয়

সারকথা, আমি আপনাদের কাছে স্পষ্ট আকারে বলে দিচ্ছি যে, তাবলিগি জামা'আতের মধ্যে কল্যাণ প্রবল। সুতরাং এই জামা'আতকে গণিমত মনে করা উচিত। এর সঙ্গে সহযোগিতা করা উচিত। তবে কল্যাণ প্রবল হওয়ার অর্থ এই নয় যে, এই জামা'আতটি দোষমুক্ত। এতে কোনো ভুলভ্রান্তি নেই, কিংবা কোনো বাড়াবাড়ি নেই।

ওলামায়ে কেরাম দীনের জাগ্রত প্রহরী

ওলামায়ে কেরাম দীনের প্রহরী। আমরা তো ছাত্র। আলেমদেরকে আল্লাহ তা'আলা দীনের পাহারাদার বানিয়েছেন। এক তাবলিগি সাথির সঙ্গে আমি এই ধরনের কিছু কথা বললাম। জবাবে তিনি বলতে লাগলেন, এই মৌলভিরা তো ইসলামের ঠিকাদার হয়ে আছে। এরা যে সম্পর্কে বলবে, এটা ইসলাম, সেটা ইসলাম। আর যেটা সম্পর্কে তারা বলবেন, এটা ইসলাম না, তাহলে সেটা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত না। আমি তার জবাবে বললাম, তারা ইসলামের ঠিকাদারতো না, তাহলে প্রহরী অবশ্যই। পাহারাদারের দায়িত্ব হলো, কোনো যুবরাজও যদি সম্রাটের দরবারের প্রবেশ করতে চায় এবং তাঁর সঙ্গে না থাকে তাহলে পাহারাদার সেই শাহজাদাকেও বারণ করবে। অথচ পাহারাদার জানে, আমি একজন প্রহরী, তিনি যুবরাজ। তবে পাহারাদারের পদ মর্যাদাগত দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হলো যুবরাজকে বারণ করা। এমনভাবে আমরা দীনের ঠিকাদার নই, কিন্তু অবশ্যই পাহারাদার। আমাদের কাজ ঝাড়ু দেওয়া। আপনার তাজিম এবং সম্মান করা আমাদের চরম দায়িত্ব, কিন্তু পাহারাদার হিসেবে আমাদেরকে বলতে হবে, আপনার এ কাজ ঠিক না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الدَّعْوَةِ قَبْلَ الْقِتَالِ

অনুচ্ছেদ–১ : লড়াইয়ের আগে দাওয়াত

১৫৫৩ -عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ : أَنَّ جَيْشًا مِّنْ جُيُوْشِ الْمُسْلِمِيْنَ كَانَ أَمِيْرُهُمْ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ حَاصَرُوْا قَصْرًا مِّنْ قُصُوْرِ فَارِسَ فَقَالُوْا يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ أَلَا نَنْهَدُ إِلَيْهِمْ ؟ قَالَ دَعُوْنِيْ أَدْعُهُمْ كَمَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَدْعُوْهُمْ فَأَتَاهُمْ سَلْمَانُ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مِّنْكُمْ فَارِسِيٌّ تَرَوْنَ الْعَرَبَ-الْعَرَبُ يُطِيْعُوْنَنِيْ فَإِنْ أَسْلَمْتُمْ فَلَكُمْ مِثْلُ الَّذِيْ لَنَا وَعَلَيْكُمْ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْنَا وَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا دِيْنَكُمْ تَرَكْنَاكُمْ عَلَيْهِ وَأَعْطُوْنَا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُوْنَ قَالَ وَرَطَنَ إِلَيْهِمْ بِالْفَارِسِيَّةِ وَأَنْتُمْ غَيْرُ مَحْمُوْدِيْنَ وَإِنْ أَبَيْتُمْ نَابَذْنَاكُمْ عَلَى سَوَاءٍ قَالُوْا مَا نَحْنُ بِالَّذِيْ نُعْطِي الْجِزْيَةَ وَلٰكِنَّا نُقَاتِلُكُمْ فَقَالُوْا يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ أَلَا نَنْهَدُ إِلَيْهِمْ ؟ قَالَ لَا فَدَعَاهُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَى مِثْلِ هٰذَا ثُمَّ قَالَ انْهَدُوْا إِلَيْهِمْ قَالَ فَنَهَدْنَا إِلَيْهِمْ فَفَتَحْنَا ذٰلِكَ الْقَصْرَ.[৪০৮]

১৫৫৩। **অর্থ :** আবুল বাখতারি রা. এ হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, মুসলমানদের সৈন্য বাহিনীগুলোর একটিতে আমির ছিলেন সালমান ফারেসি রা.। তিনি পারস্যের একটি দুর্গ অবরোধ করেছিলেন। সেনাবাহিনীর লোকজন সালমান ফারেসি রা. এর কাছে বললেন, আবু আবদুল্লাহ। আমরা কি তাদের দিকে উঠবো না? সালমান ফারেসি রা. বললেন, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি তাদেরকে এমনভাবে দাওয়াত দিবো যেমনভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত দিতেন। পারস্যবাসীর কাছে গেলেন এবং তাদেরকে বললেন, দেখো, আমি তোমাদেরই মধ্যকার একজন পারস্যবাসী। আরববাসী আমার আনুগত্য করছেন, অথচ আরবদের এই অবস্থা ছিলো যে, তারা নিজেদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মনে করতেন। অন্য কারো আনুগত্য করার জন্য সম্মত হতো না। তা সত্ত্বেও আরবরা আমার আনুগত্য করছেন। আমার এ মর্যাদা ইসলামের বদৌলতে পেয়েছি। যদি তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, তাহলে তোমাদের সে অধিকার অর্জিত হবে, যেমন আমাদের আছে। তোমাদের ওপর সে সব দায়দায়িত্বই হবে যেগুলো আমাদের ওপর রয়েছে। তবে যদি স্বীয় ধর্মের ওপরই থাকতে চাও, তাহলে আমরা তোমাদেরকে তোমাদের ধর্মের ওপর ছেড়ে দিবো। তবে তোমরা ছোট হয়ে নিজের হাতে কর আদায় করো। এরপর সালমান ফারেসি রা. তাদের সঙ্গে ফার্সিতে কথা বললেন যে, যদি এই কর তোমরা আদায় করো তাহলে আমরা তা গ্রহণ করে নেবো। তবে তখন তোমরা প্রশংসার যোগ্য হবে না। যদি তোমরা জিজিয়া প্রদানে অস্বীকৃতি জানাও তাহলে আমরা তোমাদের সামনে পারস্পরিক চুক্তি সমানভাবে নিক্ষেপ করছি। অর্থাৎ, তারপর আমাদের সঙ্গে তোমাদের কোনো চুক্তি রইলো না। বরং আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করবো। জবাবে তারা বললো, আমরা জিজিয়া আদায় করার মতো লোক নই। তখন সৈন্যবাহিনী হজরত সালমান ফারেসি রা. কে জিজ্ঞেস করলেন, এবার কি আমরা হামলা করবো না? হজরত সালমান ফারেসি রা. জবাবে বললেন, না। এরপর সালমান ফারেসি রা. তিনদিন পর্যন্ত তাদেরকে এই দাওয়াত দিতে থাকলেন। তিনদিন পর সৈন্যবাহিনীকে বললেন, এবার তাদের ওপর আক্রমণ করো। তাই আমরা তাদের ওপর আক্রমণ করলাম। সে দুর্গ আমরা বিজয় করলাম।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, বুরাইদা, নো'মান ইবনে মুকাররিন, ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। সালমান রা. এর হাদিসটি حسن। এটি আমরা কেবল আতা ইবনে সাইব সূত্রেই

[৪০৮] মুসনাদে আহমদ- ৫/৪৪০, ৪৪১।

জানি। আমি মুহাম্মদকে বলতে শুনেছি, আবুল বাখতারি হজরত সালমান রা. কে পাননি। কেনোনা, তিনি আল রা. কে পাননি। সালমান রা. ইন্তেকাল করেছেন, হজরত আলি রা. এর আগে।

সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেম এ মতপোষণ করেছেন, তাঁরা এর রায় পোষণ করেছেন যে, লড়াইয়ের আগে তাঁদেরকে দাওয়াত দেওয়া হবে। ইসহাক ইবনে ইবরাহিম রহ. এর মাজহাব এটাই। তিনি বলেছেন, যদি তাদের আগে দাওয়াত দেওয়া হয় তাহলে এটা ভালো। এটা তাদের জন্য বড় ভীতিকর ও প্রভাব সৃষ্টিকারি হবে।

আর অনেক আলেম বলেছেন, আজকে (বর্তমান) কোনো দাওয়াত নেই। ইমাম আহমদ রহ. বলেছেন, আমি বর্তমানে কাউকে দাওয়াত দেওয়া হয় বলে জানি না। শাফেয়ি রহ. বলেছেন, শত্রুর সঙ্গে তাকে দাওয়াত দেওয়ার আগে যুদ্ধ করা হবে না, কিন্তু যদি তারা তাড়াহুড়া করে। যদি দাওয়াত না দেওয়া হয় তাহলে তাদের কাছে তো দাওয়াত পৌছেছে।

জেহাদের আগে দাওয়াত দেওয়া আবশ্যক কি না?

এ হাদিস থেকে বুঝা গেলো, সালমান ফারেসি রা. আক্রমণের আগে দাওয়াত দেওয়া আবশ্যক মনে করেছেন এবং তিন দিন পর্যন্ত দাওয়াত দিয়েছেন। এরপর আক্রমণ করেছেন। ফুকাহায়ে কেরাম এ মাসআলাতে আলোচনা করেছেন যে, প্রতিটি জেহাদ এবং হামলার আগে দাওয়াত দেওয়া আবশ্যক কি না? ই… আইনবিদগণের একটি দলের বক্তব্য হলো, লড়াইয়ের আগে দাওয়াত দেওয়া আবশ্যক না। তবে যদি তাদের কাছে আগে দাওয়াত না পৌছে তাহলে যুদ্ধের আগে তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া জরুরি ও ওয়াজিব। তা ব্যতিত লড়াই করা অবৈধ। সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলামি আইনবিদের বক্তব্য হলো, এখন বিশ্বের সমস্ত অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াত ব্যাপক আকারে পৌছে গেছে। কেনোনা, পৃথিবীতে এমন কোনো ব্যক্তি নেই যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর আনীত দীন সম্পর্কে ইজমালিভাবে ওয়াকিফহাল না। সুতরাং এখন কোথাও জেহাদের আগে দাওয়াত দেওয়া শর্ত না, বরং মোস্তাহাব। সুতরাং দাওয়াত দেওয়া ব্যতিতও যদি জেহাদ করা হয়, তাহলে তা বৈধ হবে, অবৈধ হবে না।[৪০৯]

দুনিয়াতে ফরজ দাওয়াত প্রতিটি ব্যক্তির নিকট পৌছে গেছে

এ থেকে বুঝা গেলো, যে দাওয়াত মুসলমানদের দায়িত্বে ফরজ, সেটি পৌছে গেছে। সেটি হলো, অমুসলমানদের এটা জানিয়ে দেওয়া যে, মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল ছিলেন। তিনি একত্ববাদের দাওয়াত দিয়েছেন এবং এই ইসলাম ধর্ম নিয়ে তাশরিফ এনেছেন। যদি এতোটুকু কথাও ইজমালিভাবে পৌছে যায়, তাহলে দাওয়াতের ফরজ আদায় হয়ে গেছে। এবার প্রতিটি ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন দাওয়াত দেওয়া এটা কোনো ফরজ না। বর্তমান এই কল্পনা করা মুশকিল যে, এমন কোনো ব্যক্তি আছে, যার কাছে ইসলাম সম্পর্কে ইজমালিভাবে দাওয়াত পৌছেনি। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের জামানায় এমন কোনো ব্যক্তি ছিলো না। কেনোনা, এ কথাতো সবার জানা হয়ে গিয়েছিলো যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়তের দাবি করেছিলো, তিনি তাওহিদের দাওয়াত দেন। এতোটুকু কথা সবাই জানতো। সুতরাং তাদেরকে ওজরবিশিষ্ট মনে করা হবে না।

তাবলিগ জামাতের আরেকটি বাড়াবাড়ি

তাবলিগ জামাতের আরেকটি বাড়াবাড়ি হলো, এক একজন ব্যক্তিকে স্বতন্ত্রভাবে দাওয়াত দেয়া ফরজ মনে করা হয়। বলা হয়, যদি তুমি গিয়ে দাওয়াত না দাও তবে কিয়ামত দিবসে কাফেররা তোমাদের গিরেবান চেপে ধরবে। অথচ এক একজন ব্যক্তি পৃথক পৃথকভাবে গিয়ে দাওয়াত দেয়া ফরজ না। সুতরাং একথা সম্পূর্ণ ভুল

[৪০৯] দ্র. আল-মুগনি-ইবনে কুদামা- ৮/৩৬১, আল মুহাজ্জাব-শিরাজি- ২/৩২১, বাদায়েউস সানায়'- ৭/১০০।

যে, আমরা যদি এ কাজটুকু না করি তাহলে কাফেররা কিয়ামত দিবসে আমাদের গিরেবান ধরবে, তোমরা আমাদের কেন দাওয়াত দাওনি? হতে পারে বক্তব্যের আবেগে কেউ একথা বলেছে, তবে এ কথাটি ঠিক না।

সমাজের একটি সমস্যা

এখানে একটি সমস্যা হলো, যখন কেউ কোনো কাজ আরম্ভ করে দেয়, তখন যতোক্ষণ পর্যন্ত সে কাজটিকে ফরজে আইন সাব্যস্ত না করে, ততোক্ষণ পর্যন্ত তার প্রশান্তি আসে না এবং যতোক্ষণ পর্যন্ত সে একথা না বলবে, যে ব্যক্তি এ কাজটি করছে না, সে ভুলের ওপর আছে, ততোক্ষণ পর্যন্ত তার শান্তি আসে না। নিজের এ কাজটিকে ফরজে আইন সাব্যস্ত করা এবং অন্যান্য কাজে সমালোচনা করাকে এ কাজটির গুরুত্ব ও তাগিদ দেখানোর জন্য আবশ্যক মনে করতে শুরু করেছে। যেমন, যে ব্যক্তি দাওয়াত ও তাবলিগে লেগে গেছে, সে বলতে শুরু করেছে, দাওয়াত ও তাবলিগ ফরজে আইন। যে জেহাদে লেগেছে, সে বলতে শুরু করেছে, জেহাদ ফরজে আইন। যে দরস-তাদরিস ও ইলম শিক্ষায় লেগেছে, সে এটাকে ফরজে আইন সাব্যস্ত করেছেন। অথচ, এগুলো সব দীনের বিভিন্ন কর্ম পদ্ধতি। এগুলোর প্রত্যেকটির ওপর আমল করা উচিত। তবে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে আমল করা উচিত। মধ্যপন্থা না থাকার কারণে দলাদলি হয়। পরস্পরে অসন্তোষ সৃষ্টি হয় এবং পারস্পরিক টানাহেঁচড়া তৈরি হয়। সুতরাং প্রতিটি ব্যক্তির উচিত নিজের কাজে মধ্যপন্থার সঙ্গে রত হওয়া।

بَابٌ بِلَا تَرْجَمَةٍ

শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ–২ (মতন পৃ. ২৮৩)

١٥٥٤ –عَنِ ابْنِ عَاصِمٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا بَعَثَ جَيْشًا يَقُوْلُ لَهُمْ اِذَا رَاَيْتُمْ مَسْجِدًا وَسَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا فَلَا تَقْتُلُوْا اَحَدًا.

[৪১০]১৫৫৪। **অর্থ :** আসেম মুজানি স্বীয় পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো সৈন্যবাহিনী কিংবা সারিয়্যা পাঠাতেন, তখন দিক নির্দেশনা দিতেন, যখন তোমরা কোনো মসজিদ দেখো কিংবা আজানের শব্দ শোন, সেখানে কাউকে কতল করো না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

এই হাদিসটি غريب। এটি হলো ইবনে উয়াইনার হাদিস।

بَابٌ فِي الْبَيَاتِ وَالْغَارَاتِ

অনুচ্ছেদ– ৩ : রাত্রে আক্রমণ করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৮৩)

١٥٥٥ –عَنْ اَنَسٍ : اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حِيْنَ خَرَجَ اِلٰى خَيْبَرَ اَتَاهَا لَيْلًا وَكَانَ اِذَا جَاءَ قَوْمًا بِلَيْلٍ لَمْ يُغِزْ عَلَيْهِمْ حَتّٰى يُصْبِحَ فَلَمَّا اَصْبَحَ خَرَجَتْ يَهُوْدُ بِمَسَاحِيْهِمْ وَمُكَاتِلِهِمْ فَلَمَّا رَاَوْهُ قَالُوْا مُحَمَّدٌ وَافَقَ وَاللهِ مُحَمَّدٌ الْخَمِيْسَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ.[৪১১]

---

[৪১০] সুনানে আবু দাউদ- باب فى دعاء المشركين : كتاب الجهاد, মুসনাদে আহমদ- ৩/৪৪৮।

[৪১১] সহিহ বোখারি- باب غزوة خيبر : كتاب المغازى, মুসনাদে আবু ইয়ালা মাওসিলি-৬/৪৩১।

১৫৫৫। **অর্থ :** আনাস রা. বলেন, যখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বর বিজয়ের উদ্দেশে রওয়ানা দিলেন তখন রাতের বেলায় খায়বর পৌছেছেন। তাঁর স্বভাব ছিলো যখন তিনি কোনো সম্প্রদায়ের কাছে রাতে পৌছতেন, তখন রাতের বেলায় আক্রমণ করতেন না। বরং সকাল হওয়ার অপেক্ষা করতেন। ফলে সকাল হলে তিনি দেখলেন, ইহুদিরা কোদাল এবং টুকরি নিয়ে বেরিয়েছে। তারা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলো, তখন বললো, এতো মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আল্লাহর কসম, তিনি সৈন্যবাহিনী সহ এসে গেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহু আকবার। খায়বর বিরান হয়ে গেলো। যখন আমরা কোনো সম্প্রদায়ের আঙিনায় অবতরণ করি, তখন ভীতিপ্রদর্শনকৃত লোকজনের সকাল খারাপ হয়ে যায়। এরপর তিনি খায়বরের ওপর আক্রমণ করে তার জয় নিয়ে আসেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

এ হাদিস দ্বারা অনেকে রাত্রি বেলায় আক্রমণ করা ও হামলা করাকে খারাপ মনে করেন। তবে صحيح উক্তি হলো, যুদ্ধ সংক্রান্ত হিকমতের দিকে লক্ষ করে দিনের বেলায় হামলা করা কিংবা রাত্রি বেলা হামলা করা উভয় পদ্ধতি বৈধ।

١٥٥٦ - عَنْ اَبِيْ طَلْحَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلٰى قَوْمٍ أَقَامَ بِعَرْصَتِهِمْ ثَلَاثًا.[৪১২]

১৫৫৬। **অর্থ :** আবু তালহা রা. বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো সম্প্রদায়ের ওপর বিজয় হতেন, তখন তাদের আবাদির বাইরে তিন দিন অবস্থান করতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

এ হাদিসটি حسن صحيح।

আনাস রা. হতে বর্ণিত হুমাইদের হাদিসটি حسن صحيح।

একদল আলেম রাত্রে আক্রমণ করার অবকাশ দিয়েছেন এবং রাত্রে আক্রমণের অনুমতি দিয়েছেন। আর অনেকে এটাকে মাকরূহ বলেছেন।

ইসহাক রহ. বলেছেন, রাত্রে শত্রুর ওপর আক্রমণে কোনো সমস্যা নেই।

وَافَقَ مُحَمَّدٌ اَلْخَمِيْسَ এর অর্থ, মুহাম্মদ সৈন্যের সঙ্গে একত্রিত হয়েছেন।

بَابٌ فِي التَّحْرِيْقِ وَالتَّخْرِيْبِ

অনুচ্ছেদ- ৪ : জ্বালাও পোড়াও প্রসংগে (মতন পৃ. ২৮৩)

١٥٥٧ -عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيْرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ فَأَنْزَلَ اللهُ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى أُصُوْلِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِيْنَ.[৪১৩]

---

[৪১২] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الجهاد : باب في الامام يقيم عند الظهور على العدو بعرصتهم- সহিহ বোখারি- كتاب الجهاد : باب من غلب العدو فاقام على عرصتهم ثلاثا-

[৪১৩] সহিহ বোখারি- كتاب الجهاد : باب حرق الدور و النخيل- সহিহ মুসলিম- كتاب الجهاد و السير : باب جواز قطع اشجار وتحريقها- الكفار

১৫৫৭। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, বুয়াইরা নামক স্থানে অবস্থিত বনু নজির গোত্রের খেজুর গাছগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন এবং কাটিয়ে দিয়েছিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা নিম্নেযুক্ত আয়াত নাজিল করলেন– 'যেসব খেজুর গাছ আপনারা কেটেছেন কিংবা মূলে ওপর দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছেন, সেগুলো আল্লাহর হুকুমে হয়েছে। যাতে আল্লাহ তা'আলা অবাধ্যদের অপমান-অপদস্ত করেন।'

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত ইবনে আব্বাস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

এ হাদিসটি حسن صحيح।

এ মতপোষণ করেছেন একদল আলেম। তাঁরা বৃক্ষ কর্তন ও দূর্গ ধ্বংস করাতে কোনো দোষ মনে করেন না। অনেকে এটাকে মাকরুহ মনে করেছেন। এটি আওজায়ি রহ. এর উক্তি। ইমাম আওজায়ি রহ. বলেছেন, আবু বকর সিদ্দিক রা. বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। তথা ফলদার বৃক্ষ কাটতে কিংবা আবাদ জায়গা ধ্বংস করতে নিষেধ ঘোষণা করেছেন। এর ওপর আমল করেছেন পরবর্তীতে মুসলমানরা।

শাফেয়ি রহ. বলেছেন, শত্রুর ভূমিতে আগুন লাগানো, গাছ কাটা ও ফল কাটাতে কোনো অসুবিধা নেই। ইমাম আহমদ রহ. বলেছেন, কখনও কখনও বিভিন্ন ক্ষেত্রে এটা হয়ে থাকে। সেখানে এছাড়া কোনো উপায় থাকে না। তাহলে অনর্থক জ্বালানো হবে না। ইসহাক রহ. বলেছেন, জ্বালানো পোড়ানো সুন্নত। এটা যখন তাদের ক্ষেত্রে অধিক শাস্তির ইল্লত হয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغَنِيْمَةِ

অনুচ্ছেদ –৫ : গণিমত প্রসংগে (মতন পৃ. ২৮৩)

١٥٥٨ –عَنْ سَيَّارٍ عَنْ اَبِيْ أُمَامَةَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللهَ فَضَّلَنِيْ عَنِ الْأَنْبِيَاءِ أَوْ قَالَ أُمَّتِيْ عَلَى الْأُمَمِ وَلَحَلَّ لَنَا الْغَنَائِمَ.[৪১৪]

১৫৫৮। **অর্থ :** আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে সমস্ত নবীগণের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। কিংবা বলেছেন, আমার উম্মতকে সমস্ত উম্মতের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং আমাদের জন্য হালাল করেছেন গণিমতের মাল।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত আলি, আবু জর, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আবু মুসা ও ইবনে আব্বাস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, আবু উমামা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

এ সাইয়ারকে বনু মুয়াবিয়ার মুক্তকৃত গোলাম সাইয়ারও বলা হয়। তার হতে বর্ণনা করেছেন সুলাইমান তাইমি, আবদুল্লাহ ইবনে বাহির সহ একাধিক রাবি।

---

[৪১৪] মিশকাতুল মাসাবিহ- كتاب الجهاد : باب قسمة الغنائم و الغلول فيها, কানজুল উম্মাল- ১১/৪১৫।

١٥٥٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ.[৪১৫]

১৫৫৯। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকে অন্যান্য নবীর ওপর ছয়টি বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে।

১. আমাকে জাওয়ামিউল কালিম দান করা হয়েছে।

২. আমাকে প্রভাব দান করা হয়েছে।

৩. আমার জন্য গণিমতের মাল হালাল করা হয়েছে।

৪. আমার জন্য পুরো জমিনকে মসজিদ এবং পবিত্রতার উপকরণ বানানো হয়েছে।

৫. আমাকে সমস্ত মখলুকের প্রতি নবী বানিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৬. আমার ওপর নবীদের ধারা সমাপ্ত করা হয়েছে।

بَابُ فِيْ سَهْمِ الْخَيْلِ

অনুচ্ছেদ- ৬ : ঘোড়ার অংশ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৮৩)

١٥٦٠ -عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَسَّمَ فِي النَّفْلِ لِلْفَرَسِ بِسَهْمَيْنِ وللرجل بسهم.[৪১৬]

১৫৬০। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত। গণিমতের মাল বণ্টনকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়ার দুই অংশ আর পদাতিকের এক অংশ দিয়েছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার-আবদুর রহমান ইবনে মাহদি-সুলাইম ইবনে আখজার অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

হজরত মুজাম্মি ইবনে জারিয়া, ইবনে আব্বাস, ইবনে আবু আমরা-তার পিতা সূত্রে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। ইবনে উমর রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

সাহাবা প্রমুখ অধিকাংশ আলেমের মতে এর ওপর আমর অব্যাহত। ইহা সুফিয়ান সাওরি, আওজায়ি, মালেক ইবনে আনাস, ইবনে মুবারক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব। তাঁরা বলেছেন, অশ্বারোহির জন্য তিন অংশ। এক অংশ তার আর দুই অংশ তার ঘোড়ার। পদাতিকের জন্য এক অংশ।

এ হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করতে গিয়ে ইমামত্রয় বলেন, যদি কেউ অশ্বের ওপর আরোহণ করে যুদ্ধ করে, তাহলে তার তিন অংশ হবে। এক অংশ লড়াইকারির, দুই অংশ ঘোড়ার। আর যে পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করেছে সে

---

[৪১৫] সহিহ মুসলিম- كتاب المساجد ومواضع الصلوة, মুসনাদে আহমদ-২/১১১।

[৪১৬] সহিহ বোখারি- كتاب الجهاد : باب سهام الفرس, মুসনাদে আহমদ-২/১১১।

পাবে এক অংশ। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে অশ্বারোহীর দুই অংশ, এক অংশ যোদ্ধার, আরেক অংশ ঘোড়ার। তিনি দারাকুতনি ও বাইহাকি ইত্যাদিতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেনে। আরেকটি বর্ণনা ইবনে মাজাহতে বর্ণিত হয়েছে, মুজাম্মি ইবনে জারিয়া রা. হতে। এসব বর্ণনার শব্দরাজি নিম্নেযুক্ত لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ অর্থাৎ, অশ্বারোহির দুই অংশ আর পদাতিকের এক অংশ।

এ অনুচ্ছেদে হাদিস সম্পর্কে হানাফিগণ বলেন, এতে এই শব্দটি হয়তো আসলে فَارِسٌ ছিলো। বর্ণনাকারি এটিকে فَرَسٌ বলে দিয়েছেন। কিংবা বলা হবে এতে যে দুই অংশ ঘোড়াকে দেওয়া হয়েছে, সেগুলো গণিমতের মাল হিসেবে দেওয়া হয়নি, বরং পুরস্কার ও অতিরিক্ত হিসেবে দেওয়া হয়েছে। কেনোনা, গণিমতের মাল ব্যতিত পুরস্কার হিসেবে কাউকে কিছু দিতে চাইলে তা রাষ্ট্র প্রধানের দেওয়ার এখতিয়ার আছে। তাই এ অনুচ্ছেদের হাদিসে নফল শব্দ আছে। যেমন, قَسَّمَ فِى النَّفْلِ অতএব, পুরো সম্ভব যে, ঘোড়াকে যে এক অংশ অতিরিক্ত দেওয়া হয়েছে, সেটি পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয়েছে। অধিকার শুধু দুই অংশেরই ছিলো।[৪১৭]

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّرَايَا

অনুচ্ছেদ-৭ : সারিয়্যাসমূহ (ছোট ছোট লড়াই) প্রসংগে (মতন পৃ. ২৪৩)

١٥٦١ -عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ وَخَيْرُ الْجُيُوْشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَلَا يُغْلَبُ اِثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ.[৪১৮]

১৫৬১। **অর্থ :** ইবনে আব্বাস রা. বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সঙ্গীদের উত্তম সংখ্যা হলো চার। সঙ্গীদের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যখন কিছু লোক সফর করে, তখন আফজাল হলো চারজনের জামা'আত বানানো। আফজাল সারিয়্যা সেটি যার মধ্যে চারশ' সদস্য থাকে। আফজাল সৈন্যবাহিনী সেটি যেটি চার হাজার সদস্য দ্বারা গঠিত। বারো হাজার সৈন্য শুধু সংখ্যালঘিষ্ঠতার কারণে পরাস্ত হবে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব কথা তার অবস্থা ও পরিবেশের দিকে লক্ষ্য করে বলেছেন। সুতরাং এ অবস্থা সর্বদা এমন স্থির থাকবে-এটা আবশ্যক না। বরং সংখ্যায় বেশ-কমও করতে পারেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

এ হাদিসটি حسن غريب। জারির ইবনে হাজম ব্যতিত বড় কেউ এটাকে মুসনাদ হিসেবে বর্ণনা করেননি। এ হাদিসটি কেবল জুহরি সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। হাব্বান ইবনে আলি আনাজি রহ.-ওকাইল-জুহরি-উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ-ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে এটি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। লাইস ইবনে সা'দ-উকাইল-জুহরি সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন মুরসাল হিসেবে।

---

[৪১৭] দ্র. দুররে মুখতার- ৪/১৪৬ বাদায়েউস সানায়ে'- ৭/১৭৬, আল-মুগনি-ইবনে কুদামা- ৮/৪০৪।

[৪১৮] সুনানে আবু দাউদ- كتاب للجهاد : باب فيما يستحب من الجيوش و الرفقاء, মুসনাদে আহমদ- ১/২৯৪।

بَابُ مَنْ يُّعْطَي الْفَيْءُ

অনুচ্ছেদ– ৮ : মালে ফাই কাকে দেওয়া হবে? প্রসংগে (মতন পৃ. ২৮৩)

١٥٦٢ –عَنْ يَزِيْدَ بْنِ هُرْمُزْ : اَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُوْرِيَّ كَتَبَ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَغْزُوْ بِالنِّسَاءِ ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ ؟ فَكَتَبَ اِلَيْهِ ابْنَ عَبَّاسٍ كَتَبْتَ اِلَيَّ تَسْأَلُنِيْ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَغْزُوْ بِالنِّسَاءِ وَكَانَ يَغْزُوْ بِهِنَّ فَيُدَاوِيْنَ الْمَرْضَى وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيْمَةِ وَاَمَّا بِسَهْمٍ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ بِسَهْمٍ.[৪১১]

১৫৬২। **অর্থ :** হজরত ইবনে হুরমুজ বলেন, একবার নাজদা হারুরি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. কে চিঠি লেখলো। এই নাজদা হারুরি ছিল খারেজিদের সরদার। সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতো। মাসআলা জিজ্ঞেস করলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি মহিলাদেরকে জেহাদে নিয়ে যেতেন? তিনি কি সেসব মহিলাদের জন্য কোনো অংশ নির্ধারণ করতেন? আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রহ. জবাবে লিখলেন, তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে জেহাদে সঙ্গে নিয়ে যেতেন কি না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন, তারা রোগীদের চিকিৎসা করতেন। গণিমতের মাল হতে তাদেরকে কিছু দেওয়া হতো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত আনাস ও উম্মে আতিয়্যা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

এ হাদিসটি حسن صحيح।

অধিকাংশ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। এটি সুফিয়ান সাওরি ও শাফিই রহ. এর মাজহাব। আর অনেকে বলেছেন, মহিলা ও শিশুর জন্য ভাগ রাখা হবে। এটি ইমাম আওজায়ি রহ. এর উক্তি। আওজায়ি রহ. বলেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাচ্চাদের জন্য খায়বরে অংশ দিয়েছেন। মুসলমান শাসকগণ সেসব বাচ্চার জন্য অংশ দিয়েছেন, যারা শত্রু কবলিত রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করেছেন। আওজায়ি রহ. বলেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরে মহিলাদের জন্য অংশ দিয়েছেন। পরবর্তীতে মুসলমানগণ তা নিয়েছেন।

এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আলি বিন খাশরাম-ঈসা ইবনে ইউনুস-আওজায়ি সূত্রে। وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيْمَةِ يَقُوْلُ : يَرْضَخُ لَهُنَّ بِشَيْءٍ مِّنَ الْغَنِيْمَةِ يُعْطَيْنَ شَيْئًا এর অর্থ–তাদেরকে গণিমতের কিছু অংশ দেওয়া হবে।

بَابُ هَلْ يُسْهَمُ لِلْعَبْدِ

অনুচ্ছেদ – ৯ : গোলামকে কি গণিমতের অংশ দেওয়া হবে? প্রসংগে (মতন পৃ. ২৮৩)

١٥٥٧ –عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى اَبِي اللَّحْمِ قَالَ : شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِيْ فَكَلَّمُوْا فِيْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَكَلَّمُوْهُ اَنِّيْ مَمْلُوْكٌ قَالَ فَاَمَرَنِيْ فَقُلِّدْتُ السَّيْفَ فَاِذَا اَنَا اَجُرُّهُ فَاَمَرَ لِيْ

---

[৪১১] সহিহ মুসলিম- كتاب الجهاد والسير : باب النساء الغازيات يرضخ, সুনানে আবু দাউদ- كتاب الجهاد : باب فى المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة–

بِشَيْءٍ مِّنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ رُقْيَةً كُنْتُ أَرْقِي بِهَا الْمَجَانِيْنَ فَأَمَرَنِي بِطَرْحِ بَعْضِهَا وَحَبْسِ بَعْضِهَا.

[৪২০]১৫৬৩। **অর্থ :** আবুল লাহমের মুক্তকৃত গোলাম উমাইর ছিলেন সাহাবি। তার মনিবের উপাধি হলো আবুল লাহম। এর অর্থ, গোশত প্রত্যাখ্যানকারি। তিনি গোশত খেতেন না বলেই তার এই উপাধি প্রসিদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। উমর রা. ছিলেন তার গোলাম। তিনি বর্ণনা করেন যে, খায়বরের যুদ্ধে আমি স্বীয় মনিবদের সঙ্গে হাজির হলাম। আমার সম্পর্কে আমার মনিবগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আলোচনা করলেন, তাঁকে তারা জানালেন যে, আমি গোলাম। আলোচনার উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, তারও গণিমতের মাল হতে কিছু অংশ পাওয়া উচিত। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন। তখন আমার গলায় তলোয়ার ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। قَلَّدَ يُقَلِّدُ تَقْلِيْدًا এর অর্থ কোনো জিনিস ঝুলিয়ে দেওয়া। এই তলোয়ার এ বিষয়টি দেখার জন্য ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিলো যে, আমি এটি টেনে হেঁচড়াচ্ছিলাম। অর্থাৎ, তলোয়ার জমিনে হেঁচড়াচ্ছিলো। আমার দৈহিক গঠন ছিলো ছোট। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কিছু অত্র সামান হিসেবে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। অর্থাৎ, যেহেতু আমি যুদ্ধে শরিক হয়েছিলাম, সেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ঘরে ব্যবহার্য কিছু সামানপত্র দিয়েছেন। তবে রীতিমতো অংশ দেননি। এ হাদিস দ্বারা ইসলামি আইনবিদগণ দলিল করেছেন যে, ছোট বাচ্চা কিংবা গোলাম হলে, তাকে গণিমতের মাল হতে রীতিমতো অংশ দেওয়া হবে না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত ইবনে আব্বাস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। এ হাদিসটি حسن صحيح। অনেক আলেমের মতে, এ হাদিস অনুযায়ী আমল অব্যাহত যে, গোলামকে অংশ দেওয়া হবে না, তবে তাকে কিছু দেওয়া হবে। সাওরি, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব এটাই ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَهْلِ الذِّمَّةِ يَغْزُوْنَ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ هَلْ يُسْهَمُ لَهُمْ

অনুচ্ছেদ- ১০ : মুসলমানদের সঙ্গে যেসব জিম্মি যুদ্ধ করে তাদের অংশ দেওয়া হবে কি না? প্রসংগে (মতন পৃ. ২৮৪)

١٥٦٤ -عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نِيَارٍ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى بَدْرٍ حَتَّى إِذَا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرِ لَحِقَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ يُذْكَرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ وَنَجْدَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ ؟ قَالَ لَا قَالَ ارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِيْنَ بِمُشْرِكٍ.[৪২১]

১৫৬৪। **অর্থ :** আয়েশা রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন বদর যুদ্ধের জন্য, এমনকি তিনি যখন হাররাতুল ওয়াবারের কাছে পৌঁছলেন। মদিনা মুনাওয়ারার আসে পাশে এমন

---

[৪২০] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الجهاد : باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة, সুনানে ইবনে মাজাহ- ابواب الجهاد : باب العبيد والنساء يشهدون مع المسلمين-

[৪২১] সহিহ মুসলিম- كتاب الجهاد والسير : باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر, মুসনাদে আহমদ- ৬/৬৭, ১৪৮।

কংকরময় জমি আছে, যেগুলোতে কালো কালো পাথর রয়েছে। এমন জমিকে হাররা বলা হয়। মদিনার কাছে বহু হাররা আছে। তন্মধ্যে এক হাররার নাম হলো, হাররাতুল ওয়াবার। তখন এক পৌত্তলিক ব্যক্তি তার সঙ্গে এসে মিলিতি হলো। যার বীরত্ব ও বাহাদুরি প্রসিদ্ধ ছিলো। সে এসে আগ্রহ প্রকাশ করলো, আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধে শরিক হতে চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ওপর ইমান রাখো? সে বললো, না। তিনি বললেন, ফিরে যাও। কারণ, জেহাদে কোনো পৌত্তলিক হতে আমি কখনও সহায়তা নিবো না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

এ হাদিসে আরো বেশি আলোচনা রয়েছে। এ হাদিসটি حسن غريب। অনেক আলেমের মতে, এর ওপর আমল অব্যাহত। তারা বলেছে, জিম্মিদেরকে অংশ দেওয়া হবে না। যদিও তারা মুসলমানদের সঙ্গে মিলে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করুক না কেনো।

অনেক আলেম এ মতপোষণ করেছেন যে, তাদেরকে অংশ দেওয়া হবে যখন মুসলমানদের সঙ্গে লড়াইয়ে উপস্থিত থাকে। জুহরি হতে বর্ণনা করা হয় যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদিদের একটি সম্প্রদায়কে অংশ দিয়েছে। তারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মিলে যুদ্ধ করেছিলো।

এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, কুতাইবা ইবনে সাইদ-আবদুল ওয়ারিস ইবনে সাইদ-ওরওয়া ইবনে সাবেত-জুহরি সূত্রে। এ হাদিসটি حسن غريب।

জেহাদে কাফেরদের হতে সহায়তা নেওয়ার বিধান

এ হাদিসের কারণে অনেক আহলে জাহের বলেছেন, জেহাদে কোনো কাফের হতে সহায়তা নেওয়া অবৈধ। কেনোনা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পৌত্তলিককে ফেরত পাঠিয়েছেন এবং বলেছেন, আমি মুশরিক হতে সহায়তা নিবো না। অবশ্য অধিকাংশ ইসলামি আইনবিদের বক্তব্য হলো, যদি মুসলমানদের জন্য উপকারি হয়, তাহলে কাফের জিম্মিদের হতেও সহায়তা নেওয়া যায়। এর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ স্থলে সহায়তা নিতে অস্বীকার করেছেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন যুদ্ধের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমুসলিমদেরকেও যুদ্ধে শরিক করেছেন। তাদের হতে সহায়তা নিয়েছেন। এর থেকে বুঝা যায়, সত্তাগতভাবে এমন করা বৈধ। হুনাইনের যুদ্ধের সময় অনেক অমুসলিম হতে সহায়তা নেওয়া হয়েছে। তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

এ অনুচ্ছেদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মুশরিককে যুদ্ধে অংশগ্রহণ হতে যে নিষেধ করেছেন, এর কারণ ছিলো, বদরের যুদ্ধ ছিলো ইসলামের প্রথম যুদ্ধ। এর সম্পর্কে বলেছেন যে, এটি হক ও বাতিলের মাঝে সিদ্ধান্তকারি দিন–ইয়াওমুল ফুরকান ছিলো। এই প্রথম সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কাফের হতে সহায়তা নেওয়া স্বার্থের অনুকূল মনে করেননি। এটাকে বরদাশত করেনি। যাতে কুফর এবং ইসলামের মাঝে যে প্রথম যুদ্ধ হয়, তা খালেস ভাবে মুসলমান এবং কাফেরদের মাঝেই হয় এবং কোনো কাফের মুসলমানদের পক্ষ হতে অন্তর্ভুক্ত না হয়। যাতে হক এবং বাতিল স্পষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে তিনি সাহায্য নিতে অস্বীকার করেছেন। অন্যথায় সত্তাগতভাবে যদি সহায়তা নেওয়া মুসলমানদের স্বার্থের অনুকূল হয়, তাহলে অমুসলিমদের থেকেও সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। তবে শর্ত হলো, নেতৃত্ব মুসলমানদের হাতে থাকতে হবে। কাফের মুসলমানদের অধীনস্থ থাকবে। তবে যেখানে বিষয়টি এর বিপরীত হয় অর্থাৎ কাফের নেতা হবে আর মুসলমান তার অধীনস্থ হবে এ সুরত অবৈধ।[৪২২]

---

[৪২২] দ্র. আল-মুগনি-ইবনে কুদামা- ৮/৪১৪, আল-বাহরুর রায়েক- ৫৭০।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দুদের অংশগ্রহণ

পাকিস্তান গঠনের আগে এ বিষয়টি ভারত স্বাধীনতার সময় এসেছিলো। এমন একটি সময় ছিলো, যখন মুসলমানরা ভারত স্বাধীনতার জন্য খেলাফত আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন, তখন এতে নেতৃত্ব দিয়েছেন শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান।

আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিলো মুসলমানদের হাতে। হিন্দুরা মুসলমানদের সঙ্গে অধীনস্থ হিসেবে লেগেছিলো। তাই তখন হিন্দুদের অংশগ্রহণকে অবৈধ মনে করা হয়নি। তাই শায়খুল হিন্দ রহ. হিন্দুদেরকে নিজের সঙ্গে মিলিয়ে খেলাফত আন্দোলন চালিয়েছেন।

অমুসলিমদের অধীনস্থ হয়ে কাজ করা অবৈধ

ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস যখন অস্তিত্ব লাভ করলো, তখন তারা ভারত স্বাধীনতার ঝাণ্ডা উত্তোলন করলো। তখন নেতৃত্বে ছিলো গান্ধী, নেহেরু, প্যাটেল প্রমুখ হিন্দুদের হাতে। তাই আমাদের ওলামায়ে কেরামের মধ্য হতে হজরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহ. বললেন, যেহেতু নেতৃত্ব হিন্দুদের হাতে, সেহেতু মুসলমানদের জন্য তাদের সঙ্গে মিলে কাজ করা দুরস্ত না, বরং তাদের স্বতন্ত্র নিজস্ব দল তৈরি করা উচিত। তাই এরপর স্বতন্ত্র দল গঠন করা হলো।

তখন অনেক আলেম বলেছিলেন যে, কাফেরদের সঙ্গে চুক্তি এবং তাদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করা যায়। সুতরাং কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে মুসলমানদের জন্য কাজ করাতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে হজরত থানভি রহ. বলেছেন, ইসলামি আইনবিদগণ লিখেছেন যে, মুশরিক ও কাফেরদের সঙ্গে কোনো যৌথ রাজনৈতিক উদ্দেশে যৌথভাবে কাজ করা বৈধ। তবে ইসলামের আদেশ স্পষ্ট হবে। মুসলমান নেতৃত্বে থাকবে আর অমুসলিমরা থাকবে অধীনস্থ। তবে এখানে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অমুসলিম নেতা হয়ে গেছে আর মুসলমান তাদের অধীনস্থ হয়ে গেছে। সুতরাং তাদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করা অবৈধ। তাদের সহযোগিতা ও সমর্থন অবৈধ।

তবে এই আদেশটি তখন, যখন মুসলমানরা স্বয়ং নিজেদের দল বানাতে পারে ও নেতৃত্ব দিতে পারে। তবে যে স্থানে স্বীয় দল বানানোর সম্ভাবনা নেই এবং তারা বাঁধা যে, কারো না কারো সঙ্গে থাকতে হবে। তখন মুসলমান যে দলকে এবং যে পদ্ধতিকে হালকা বিপদ মনে করতো, সেটাকে গ্রহণ করবে। তাহলে যেখানে এর সুযোগ থাকবে যে, মুসলমানদের নিজেদেরকে স্বতন্ত্র কায়েম করা এবং নিজেদেরই দল বানানো ও আন্দোলন চালানোর, তখন অমুসলিমদের অধীনস্থ হয়ে কাজ করা অবৈধ।

সহায়তাকারিকে গণিমতের মালে অংশ দেওয়ার বিধান

١٥٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ : قَدِمْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْ نَفَرٍ مِّنَ الْأَشْعَرِيِّيْنَ خَيْبَرَ فَأَسْهَمَ لَنَا مَعَ الَّذِيْنَ افْتَتَحُوْهَا.[৪২৩]

১৫৬৫। **অর্থ :** আবু মুসা আশ'আরি রা. বলেন, আমি আশ'আরি গোত্রের কিছু সংখ্যক লোকের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে খায়বরে পৌঁছলাম। তখন আমরা সেখানে পৌঁছলাম, যখন যুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। তখন প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত করে গণিমতের সম্পদের অংশ দিয়েছেন, যারা খায়বর বিজয় করেছিলেন।

---

[৪২৩] সহিহ মুসলিম- كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل الاشعريين رضى الله عنهم, সুনানে আবু দাউদ- كتاب الجهاد : باب فيمن جاء بعد الغنيمة لاسهم له-

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن غريب।

অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। আওজায়ি রহ. বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের সঙ্গে মিলিত হবে ঘোড়ার অংশ দেওয়ার আগে তাকে অংশ দেওয়া হবে। বুরাইদের উপনাম হলো আবু বুরাইদা। তিনি সেকাহ্। তার হতে সুফিয়ান সাওরি ও ইবনে উয়াইনা প্রমুখ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

এ হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করে ইসলামি আইনবিদগণ বলেছেন, যদি মুজাহিদদের জন্য পেছনে হতে কেউ সহায়তাকারি হয়ে আসে এবং সে সহায়তাকারি গণিমতের মাল বণ্টনের আগে পৌছে, তাহলে তাকেও গণিমতের সম্পদের অধিকারি করা হবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِنْتِفَاعِ بِآنِيَةِ الْمُشْرِكِيْنَ

অনুচ্ছেদ– ১১ : মুশরিকদের পাত্র দ্বারা উপকৃত হওয়া

١٥٦٦– حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْرَمَ الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ قُتَيْبَةَ مُسْلِمُ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ قَلَابَةَ عَنْ اَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ قُدُوْرِ الْمَجُوْسِ فَقَالَ أَنْقُوْهَا غَسْلًا وَاطْبَخُوْا فِيْهَا وَنَهٰى عَنْ كُلِّ سَبُعٍ وَذِيْ نَابٍ.[৪২৪]

১৫৬৬। **অর্থ :** আবু সা'লাবা খুশানি রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অগ্নি উপাসকদের ডেগ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, মুসলমানরা এগুলো ব্যবহার করতে পারে কি না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে নাও। তারপর ব্যবহার করো। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সব হিংস্র প্রাণি খেতে নিষেধ করেছেন, যেগুলো দাঁতালো। কেনোনা দাঁতালো পশু হিংস্র হয়ে থাকে। বস্তুত হিংস্র প্রাণি হালাল না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

এ হাদিসটি এ সূত্র ব্যতিত অন্য সূত্রে আবু সালাবা রা. হতে বর্ণিত হয়েছে। এটি বর্ণনা করেছেন, আবু ইদরিস খাওলানি আবু সালাবা রা. হতে। আবু কিলাবা আবু সালাবা হতে শুনেননি, তিনি শুধু আবু আসমা-আবু সালাবা হতে বর্ণনা করেছেন।

عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيْعَةَ بْنَ يَزِيْدِ الدِّمَشْقِيَّ يَقُوْلُ أَخْبَرَنِيْ اَبُوْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيُّ عَائِذُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ يَقُوْلُ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّا بِاَرْضِ قَوْمٍ اَهْلَ كِتَابٍ تَأْكُلُ فِيْ اٰنِيَتِهِمْ ؟ قَالَ اِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ اٰنِيَتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوْا فِيْهَا فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاغْسِلُوْهَا وَكُلُوْا فِيْهَا.

[৪২৫]**অর্থ :** আবু সা'লাবা খুশানি রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আমি এসে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এমন এক ভূখণ্ডে থাকি, যেখানে আহলে কিতাব বসবাস করেন।

---

[৪২৪] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الاطعمة : باب الاكل فى آنية اهل الكتاب, মুসনাদে আহমদ- ৪/১৯৩।

[৪২৫] সহিহ বোখারি- كتاب الذبائح و الصيد : باب الاكل فى آنية المجوس و الميتة, সহিহ মুসলিম- كتاب الصيد و الذبائح وما يوكل من الحيوان, باب الصيد بالكلاب–

আমরা তাদের পাত্রে খেতে পারি কি না? প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি তাদের পাত্র ব্যতিত অন্যদের পাত্র তোমরা পেয়ে যাও তাহলে আহলে কিতাবের পাত্রগুলোতে খেয়ো না। কেনোনা, তাদের পাত্রগুলোতে তারা কেমন কেমন অবৈধ ও হারাম দ্রব্যাদি খেয়ে থাকবে। সুতরাং বিনা কারণে তাদের পাত্রগুলো ব্যবহার করা অবৈধ। তবে যদি অন্য কোনো পাত্র পাওয়া না যায়, তাহলে তাদের পাত্র ধুয়ে সেগুলোতে খেতে পারো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

بَابٌ فِي النَّفْلِ

অনুচ্ছেদ -১২ : অতিরিক্ত পুরস্কার প্রসংগে (মতন পৃ. ২৮৪)

١٥٦٧-عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يُنَفِّلُ فِي الْبَدَأَةِ الرُّبُعَ وَفِي الْقُفُولِ الثُّلُثَ.

[৪২৬]১৫৬৭। **অর্থ :** উবাদা ইবনে সামেত রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক-চতুর্থাংশ আর ফিরে আসার সময় এক-তৃতীয়াংশ নফল তথা পুরস্কার দিতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, মুসাইয়িব যা বলেছেন তার ওপরই এ হাদিসটি প্রযোজ্য। নফল পুরস্কার খুমুসের অন্তর্ভুক্ত। ইসহাক রহ. বলেছেন, যেমন তিনি (মুসাইয়িব) বলেছেন।

এ অনুচ্ছেদে হজরত ইবনে আব্বাস, হাবিব ইবনে মাসলামা, মা'ন ইবনে ইয়াজিদ, ইবনে উমর ও সালামা ইবনে আকওয়া রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে। উবাদা রা. এর হাদিসটি حسن। এ হাদিসটি আবু সাল্লাম সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবি হতেও বর্ণিত আছে।

হান্নাদ বর্ণনা করেছেন-ইবনে আবুজ জিনাদ-তার পিতা-উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা-ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতিরিক্ত পুরস্কার হিসেবে দান করেছেন তার জুলফাকার নামক তলোয়ারটি বদর যুদ্ধের দিন। এটি সম্পর্কেই তিনি উহুদের যুদ্ধের দিন স্বপ্ন দেখেছেন।

এ হাদিসটি حسن غريب। এটি আমরা এ সূত্রে কেবল ইবনে আবুজ জিনাদ হতেই জানি। ওলামায়ে কেরাম মতপার্থক্য করেছেন খুমুস তথা এক পঞ্চমাংশ হতে অতিরিক্ত দান সম্পর্কে। মালেক ইবনে আনাস রহ. বলেছেন, আমার কাছে এ সংবাদ পৌছেনি যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সমস্ত যুদ্ধে অতিরিক্ত কিছু পুরস্কার দান করেছেন। আমার কাছে সংবাদ পৌছেছে যে, তিনি অনেক যুদ্ধে অতিরিক্ত পুরস্কার দিয়েছেন। আর এটা শাসকের পক্ষ হতে ইজতেহাদ হিসেবে হয়ে থাকে। গণিমতের শুরুতেও শেষেও।

ইবনে মানসুর রহ. বলেন, আমি আহমদ রহ. কে বলেছি, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতিরিক্ত দান করেছেন। যখন খুমুসের পর এক চতুর্থাংশ পৃথক করে ফেলেছেন এবং যখন খুমুসের পর এক

[৪২৬] মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা- ১৪/৪৫৬, মুসনাদে আহমদ- ৪/১৬০।

তৃতীয়াংশ নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছেন তখন তিনি বললেন, খুমুস বের করে নিবে। তারপর যা অবশিষ্ট থাকে তা হতে অতিরিক্ত পুরস্কার দিবে এর চেয়ে বেশি না।

এ হাদিসের উদ্দেশ্য হলো, অনেক সময় একটি বড় সৈন্যদলকে অনেক বড় যুদ্ধ অভিযানে রওয়ানা করা হয়। তখন কোনো সময় এই বড় সৈন্যবাহিনী হতে একটি ছোট বাহিনীকে ভিন্ন করে আংশিক কোনো অভিযানে প্রেরণ করা হয়। যেমন, আপনার হয়তো স্মরণ থাকবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকের যুদ্ধের জন্য তাশরিফ নিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে মুসলমানদের একটি বিরাট বাহিনী ছিলো। তারপর এই সেনাবাহিনী হতে একটি ছোট দলকে হজরত খালেদ ইবনে ওয়ালিদ রহ. এর নেতৃত্বে তিনি উকাইদকে কতল করার জন্য দাউমাতুল জুন্দুলের দিকে প্রেরণ করেছেন। সে ছোট বাহিনী বিজয় ও কামিয়ারি অর্জন করলো এবং গণিমতের মাল নিয়ে ফিরে এলো। তখন গণিমতের মালে পূর্ণ। সেনাবাহিনী অংশীদার হয়। তবে যে ছোট সৈন্য বাহিনী সরাসরি বিজয় অর্জন করে গণিমতের মাল পেয়েছে, তাকে সাধারণ সৈন্যের তুলনায় অধিক পুরস্কার দেওয়া হয়। সেই পুরস্কারকে নফল বলা হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সময়, এই ছোট বাহিনীকে পূর্ণ গণিমতের সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ দিয়েছেন আর কোনো সময় এক-চতুর্থাংশ দিয়েছেন। তবে কোন্ স্থানে এক-চতুর্থাংশ দিয়েছেন আর কোন্ স্থানে এক-তৃতীয়াংশ-এর বিস্তারিত বিবরণ এ অনুচ্ছেদের হাদিসে এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, যদি সে ছোট বাহিনীকে সেনাবাহিনীর প্রথম সফরে রওয়ানা করা হয় যেমন, এখনও মদিনা মুনাওয়ারা হতে সেনাবাহিনী বেরই হয়নি এবং সে যুদ্ধের জন্য যে বড় সেনাবাহিনী বেরিয়েছিলো সেটি এবং এখন সামনে আছে। এর আগেই কোনো অভিযানে ছোট বাহিনী রওয়ানা করে দেওয়া হলো। তাহলে তখন এ ছোট বাহিনীর মুজাহিদদেরকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক-চতুর্থাংশ দিয়ে দিতেন। আর যদি বড় সেনাবাহিনীকে যে ফ্রন্টে পাঠানো হয়েছে, সে ফ্রন্ট হতে সে বাহিনী অবসর হয়ে যায়, এরপর কোনো ছোট বাহিনীকে প্রত্যাবর্তনকালে কোনো অভিযানে রওয়ানা করা হয়, তাহলে একমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ছোট বাহিনীকে এদের আনিত গণিমতের মাল হতে এক-তৃতীয়াংশ দিতেন। এর কারণ হলো, বড় যুদ্ধ আসার আগে মুজাহিদরা তাজা দম তথা স্বতঃস্ফূর্ত থাকে। একে তো দুশমনদের সঙ্গে তাদের মুকাবিলার সম্মুখীন হতে হয়নি, তাই তখন ছোট অভিযানে ছোট বাহিনীর যাওয়া কোনো বেশি কষ্টকর মনে হতো না। সুতরাং এই স্থলে তাদেরকে গণিমতের মাল হতে পুরস্কার কম অর্থাৎ এক-চতুর্থাংশ দেওয়া হয়েছে। তবে যখন মুজাহিদরা একটি বড় অভিযান হতে অবসর হয় এবং সমস্ত মুজাহিদ ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে। সবার আগ্রহ থাকে তখন তাড়াতাড়ি বাড়িতে যাওয়া। কোনো অভিযানে যাওয়া তখন বেশি কষ্টকর। সুতরাং এ স্থানে যেসব মুজাহিদ যেতেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের পুরস্কার বেশি অর্থাৎ, এক-তৃতীয়াংশ দিতেন।

অর্থাৎ, যখন সে ছোট বাহিনী গণিমতের মাল নিয়ে ফিরে আসতো, তখন সর্বপ্রথম তন্মধ্য হতে বাইতুল মালের জন্য এক-পঞ্চমাংশ বের করা হতো। যে অবশিষ্ট মাল বেঁচে যেতো, এগুলোর এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ এই ছোট বাহিনীকে দিয়ে দেওয়া হতো। বাকি মাল অন্যান্য সেনাবাহিনীর মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হতো।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তলোয়ার জুলফাকার

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَفَّلَ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ الَّذِيْ فِيْهِ الرُّؤْيَا يَوْمَ اُحُدٍ.

"ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর যুদ্ধের দিন তাঁর 'জুল-ফাকার' নামক তরবারিখানা নফল (অতিরিক্ত) হিসেবে পেয়েছিলেন। তিনি উহুদের যুদ্ধের দিন এ সম্পর্কে একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন।"

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن غريب।

ইবনে আবিজ জিনাদের হাদিস হিসাবে কেবল উপরিউক্ত সূত্রেই আমরা এ হাদিস জানতে পেরেছি। গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ থেকে পুরস্কার হিসাবে অতিরিক্ত প্রদান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ আলেমগণের মধ্যে মতভেদ আছে। মালেক ইবনে আনাস রা. বলেন, এমন কোনো বর্ণনা আমার নিকট পৌঁছেনি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব যুদ্ধেই পুরস্কার দিয়েছেন। আমি এরূপ বর্ণনাই পেয়েছি যে, তিনি কোনো কোনো যুদ্ধে সৈনিকদের পুরস্কৃত করেছেন। বিষয়টি শাসকের বিশেষ বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল। তিনি ইচ্ছা করবে প্রাথমিকভাবে অথবা শেষে গনিমত হিসাবে তা প্রদান করতে পারেন। ইবনে মানসুর বলেন, আমি ইমাম আহমাদকে বললাম– সন্দেহ নেই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের প্রাথমিক যুগে এক-পঞ্চমাংশের পর এক-চতুর্থাংশ এবং প্রত্যাবর্তনের সময় এক-পঞ্চমাংশের পর এক-তৃতীয়াংশ দান করেছেন। ইমাম আহমদ রহ. বলেন, হ্যাঁ, প্রথমে গনিমত থেকে খুমুস (এক পঞ্চমাংশ) আলাদা করতে হবে। তারপর অবশিষ্ট মাল থেকে পুরস্কার (নফল) প্রদান করতে পারবে; তদপেক্ষা যেনো বেশি না হয়। এ হাদিসের বক্তব্য ইবনুল মুসাইয়াবের কথার ওপর প্রযোজ্য অর্থাৎ, খুমুস থেকে পুরস্কার দেওয়া হবে। ইসহাকও অনুরূপ কথা বলেছেন।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تَنَفَّلَ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ الَّذِيْ رَاٰى فِيْهِ الرُّؤْيَا يَوْمَ اُحُدٍ.[৪২৭]

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর দিবসে নিজের তলোয়ার জুলফাকার পুরস্কার হিসেবে নিয়েছেন। এই তলোয়ারটি আস ইবনে উমাইয়ার ছিলো। যেটি বদর যুদ্ধে গনিমতের মাল হিসেবে এসেছিলো। বর্ণনায় আছে, এই তলোয়ারটি পরবর্তীতে গনিমতের মাল হিসেবে এসেছিলো। বর্ণনায় আছে, এই তলোয়ারটি পরবর্তীতে হরত আলি রা.-এর কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে। এমনকি এ পর্যন্ত প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে لَا فَتٰى اِلَّا عَلِيٌّ لَا سَيْفَ اِلَّا ذُوالْفِقَارِ এ শব্দটি জুলফাকার- ফা এর ওপর জবর সহকারে, ফায়ের নিচে জের নেই। ফাকার শব্দটি فقرة এর বহুবচন। যার অর্থ মোহরা তথা বিষ। হতে পারে এ তলোয়ারের কিছু বিষ ছিলো, যার কারণে তার এই নাম পড়ে গেছে। এটিই সে তলোয়ার ছিলো, যায় সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের দিন স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, এই তরবারির দাঁত পড়ে গেছে।

পুরস্কারের তারিফ

মালে গনিমতের মধ্য হতে প্রতিটি মুজাহিদ যা পায়, তাছাড়া যে অতিরিক্ত সম্পদ কোনো মুজাহিদকে পুরস্কার দেওয়া হয় সেটিকে নফল বলে। এ সম্পর্কে ইসলামি আইনবিদগণের মধ্যে আলোচনা হয়েছে, রাষ্ট্রপ্রধানের কি পর্যন্ত পুরস্কার দেওয়ার স্বাধীনতা আছে? কতটুকু স্বাধীনতা নেই? হানাফিদের বক্তব্য হলো, পুরস্কার দেওয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধানের উদার ও সুপ্রশস্থ স্বাধীনতা আছে। আর যদি রাষ্ট্রপ্রধান চান তাহলে ঘোষণাও দিতে পারেন যে, যেই মুজাহিদ এ কাজটি করবে সে এই পুরস্কার পাবেন।

---

[৪২৭] সুনানে ইবনে মাজাহ- كتاب الجهاد : باب السلاح- মুসনাদে আহমদ- ১/২৭১।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا فَلَهُ سَلَبُهُ

অনুচ্ছেদ– ১৩ : যে কাউকে কতল করবে সে তার হতে লব্ধ সম্পদগুলো পাবে প্রসংগে (মতন পৃ. ২৮৫)

١٥٦٨ -عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ.[৪২৮]

১৫৬৮। **অর্থ** : আবু কাতাদা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কাউকে যুদ্ধে কতল করবে এবং তার কাছে তাকে কতল করার দলিল থাকবে যে সাক্ষী দিতে পারবে যে, এ এ নিহত ব্যক্তিকে সেই কতল করেছে, তাহলে হত্যাকারিকে নিহতের থেকে লব্ধ সম্পদ পাবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসে একটি ঘটনা আছে।

ইবনে আবু উমর-সুফিয়ান-ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ এ সনদে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদে আওফ ইবনে মালেক, খালেদ ইবনে ওয়ালিদ, আনাস ও সামুরা রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

এ হাদিসটি حسن صحيح। আবু মুহাম্মদ হলেন, নাফে' আবু কাতাদার মুক্তকৃত গোলাম। সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। আওজায়ি, শাফেয়ি ও আহমদ রহ. এর মাজহাব এটাই। অনেক আলেম বলেছেন, শাসকের জন্য সলব হতে খুমুস বের করার অধিকার আছে। সাওরি রহ. বলেছেন, নফলের অর্থ শাসক বলবেন, যে কিছু পাবে সেটি তার। আর যে কাউকে কতল করবে তার হতে প্রাপ্ত সম্পদ তার। এটা বৈধ। এতে খুমুস নেই। ইসহাক রহ. বলেছেন, সলব কতলকারির জন্য। কিন্তু যদি বেশি জিনিস হয়তো, তারপর শাসক তার হতে খুমুস বের করার মতপোষণ করেন, যেমন উমর ইব্নুল খাত্তাব রা. করেছেন তাহলে তা ভিন্ন।

দরসে তিরমিযী

নিহতের প্রাপ্ত মালামালের বিধান

ইমাম শাফেয়ি রা. বলেন, এ বিধানটি বিধিবদ্ধতামূলক বা তাশরিয়ি। যার অর্থ, এই মূলনীতিটি সাময়িক নয়; এবং সব সময়ের জন্য যে, নিহত ব্যক্তির ব্যক্তিগত (ছিনিয়ে নেওয়া) মাল সাধারণ গণিমতের সম্পদের অন্তর্ভুক্ত করে সব সদস্যের মধ্যে বণ্টন করা যায় না। বরং প্রতিটি নিহতের কাছ থেকে প্রাপ্ত মাল গণিমত হতে ভিন্ন করা হবে। শুধু হত্যাকারি তার অধিকারি হবে। ইমাম আবু হানিফা ও মালিক এবং এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, এটি কোনো তাশরিয়ি এবং চিরস্থায়ী আদেশ নয়; বরং এটা শাসকের পক্ষ হতে পুরস্কারের ঘোষণা। সুতরাং নিহতের মাল সর্বদা হত্যাকারিই পাবে এটা কোনো জরুরি নয়; বরং আসল মূলনীতি হলো, সলব তথা নিহতের সম্পদও গণিমতের সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অন্যান্য গণিমতের সম্পদের মতো এটাকেও সমস্ত মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হবে। তবে যদি কোনো সময় লোকজনকে উৎসাহিত

---

[৪২৮] সহিহ বোখারি- كتاب الجهاد والسير : باب من لم يخمس الاسلاب, সহিহ মুসলিম- كتاب الجهاد : باب استحقاق القاتل سلب القتيل-

করার জন্য ও সাহস দেওয়ার জন্য সমীচীন মনে করে, তাহলে এই ঘোষণা করতে পারেন– যে ব্যক্তি কাউকে কতল করবে তার কাছ থেকে প্রাপ্ত মাল কতলকারিকেই দেবো।

শাফেয়ি রহ. এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করতে গিয়ে বলেন, দেখুন, এ হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুষ্ট আকারে নির্দেশ দিয়েছেন এবং এ বিধানটি বিধিবদ্ধ ও চিরস্থায়ী। তবে হানাফি ও মালেকিগণ নিম্নেযুক্ত আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করেন,

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ

এই আয়াতে غَنِمْتُمْ-এ মা শব্দটি ব্যাপক। এ কারণে, سَلَبٌ তথা শত্রুর মালও এর অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত, খবরে ওয়াহিদ দ্বারা আল্লাহর কিতাবে কোনো প্রকার কয়েদ বা শর্তারোপ বা খাস করা যায় না। সুতরাং উভয়ের ওপর স্ব স্ব স্থানে আমল করবো এবং বলবো যে, আসল আদেশতো এটাই যে, سَلَبٌও গণিমতের সম্পদের অংশ। তবে যদি শাসক ইচ্ছা করেন, তাহলে কোনো সময় ঘোষণা দিতে পারেন مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا فَلَهٗ سَلَبُهٗ। তখন নিহতের সে সম্পদ কতলকারি পেয়ে যাবে।

এর একটি দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় যুগে অনেক ঘটনা এমন ঘটেছে, যেগুলোতে নিহতের মাল হত্যাকারিকে দেওয়া হয়নি। যেমন, বদরের যুদ্ধে আবু জেহেলকে কতল করেছেন মু'আওয়াজ ও মা'আজ ভাতৃদ্বয়, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু জেহেলের এ সম্পদ কাপড় ইত্যাদি তাদের দুজনের মধ্য হতে একজনকে প্রবল ধারণা মতে, মা'আজ রা.কে দিয়েছেন। আবু জেহেদের তলোয়ারটি দিয়েছেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. কে। মু'আওয়াজ রা.কে কিছুই দেননি। অথচ হত্যায় তিনিও শরিক ছিলেন। এর দ্বারা বুঝা গেলো, নিহতের মাল হত্যাকারির পাওয়া চিরস্থায়ী আদেশ না। তাছাড়া অনেক বর্ণনাও প্রমাণ করে, যেগুলোতে নিহতের মালকে সাধারণ গণিমতের সম্পদের মতো বণ্টন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হত্যাকারির জন্য এটিকে বিশেষিত করা হয়নি। সুতরাং এসব দলিলের আলোকে বলা হবে, এ অনুচ্ছেদের হাদিসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আদেশ দিয়েছেন, সেটি ছিলো শাসকের বাণী হিসেবে, শরিয়ত প্রবর্তকের নির্দেশ হিসেবে নয়। সুতরাং এটিকে চিরস্থায়ী হুকুম বলা যায় না।[৪২৯]

مَقْتُوْل-এর মাল সম্পর্কে কখন ঘোষণা করবে

এ ব্যাপারে ইসলামি আইনবিদগণের মতপার্থক্য আছে যে, নিহতের মাল সম্পর্কে শাসক কর্তৃক কখন ঘোষণা করা উচিত। হানাফি ফকিহগণ বলেন, এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপ্রধানের স্বাধীনতা আছে, যখন ইচ্ছা ঘোষণা দিবেন। ইচ্ছে করলে জেহাদের শুরুতে ঘোষণা দিবেন কিংবা মধ্যখানে বা শেষে, কিংবা গণিমতের মাল বণ্টনকালে। ইমাম মালেক রহ. বলেন, শাসকের জন্য নিহতের মাল সম্পর্কে যুদ্ধের শুরুতে ঘোষণা না করা উচিত। বরং জেহাদ শেষ হওয়ার সময় এবং গণিমতের মাল বণ্টন করার সময় ঘোষণা করা উচিত। কেনোনা, শুরুর দিকে ঘোষণা করার ফলে জেহাদের মধ্যে পার্থিব স্বার্থ অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। সুতরাং জেহাদকে খালিস রাখার জন্য শুরুতে ঘোষণা করবে না; বরং পরে করবে।

হানাফিগণ বলেন, কোনো ব্যক্তি শুধু নিহতের মাল অর্জন করার জন্য নিজের জানকে আশংকায় ফেলে না। বরং জেহাদকারির আসল নিয়ত আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করাই হয়ে থাকে। অবশ্য নিহতের মাল ঘোষণা করার ফলে তার মধ্যে উদ্বুদ্ধ করার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সুতরাং এর কারণে এটা বলবো না যে, জিহাদ

---

[৪২৯] দ্র. আল ফিকহুল ইসলামি ওয়াআদিল্লাতুহু- ৬/৪৫৩, বাদায়েউস সানায়ি'-৭/১১৫, মুগনিল মুহতাজ- ৩/৯৯।

খালিস রইলো না। কেনোনা, এখলাসের জন্য দেখা হয় এ কাজ সম্পাদনকারির আসল কারণ কি? যদি মূল কারণ আল্লাহ তা'আলাকে খুশি করা হয়, তাহলে এখলাস আসবে। চাই পরবর্তীতে এর মধ্যে অধীনস্থভাবে হোক না কেনো।

যেমন–এক ব্যক্তি ইলম অর্জন করছে। এবার ইলম হাসিল করার মূল কারণ তো এটাই যে, আমি আল্লাহ তা'আলার আহকাম জেনে এর ওপর আমল করবো এবং আল্লাহর দীনের যে খেদমত করতে হয়, তা আমি আঞ্জাম দিবো, আল্লাহকে রাজি খুশি করবো। তবে অনেক সময় মাঝখানে অন্যান্য কিছু খেয়ালও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। যেমন–আমি পজিশন লাভ করে পুরস্কার অর্জন করবো। কিংবা পজিশন অর্জন করবো যাতে ওস্তাদগণ আমার প্রশংসা করেন। এসব জিনিস যেহেতু আসল কারণ না, সেহেতু এর কারণে এখলাস ফওত হবে না। যতোক্ষণ পর্যন্ত মূল কারণ আল্লাহকে রাজি করা আছে, ততোক্ষণ পর্যন্ত মাঝখানে এসব জিনিস আসার কারণে এখলাস ছুটে যাবে না, ইনশাআল্লাহ। তবে যদি পড়ার মৌলিক উদ্দেশ্যই হয় আমি পড়ার পর আলেম হবো, অনুসরণীয় ইমাম হবো। ফলে লোকজন আমার খেদমত করবে এবং আমি মাখদুম হয়ে যাবো এবং আমার জন্য হাদিয়া তোহফা নিয়ে আসবে। সুতরাং এমতাবস্থায় এখলাস ছুটে যাবে। نعوذ بالله।[৪০০]

بَابٌ فِيْ كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتّٰى تُقْسَمَ

অনুচ্ছেদ– ১৪ বণ্টনের আগ পর্যন্ত গণিমতের মাল বিক্রি করা নিষেধ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৮৫)

١٥٦٩ – عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتّٰى تُقْسَمَ.[৪০১]

১৫৬৯। **অর্থ :** আবু সাইদ খুদরি রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বণ্টনের আগে গণিমতের জিনিস ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। কেনোনা, বণ্টনের আগে। সে জিনিস মালিকানা ও কব্জায় চলে আসেনি। যেহেতু মালিকানা আসেনি, সেহেতু তা বিক্রি করার প্রশ্নই আসবে না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি غريب।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ وَطْيِ الْحَبَالٰى مِنَ السَّبَايَا

অনুচ্ছেদ– ১৫ : গর্ভবতী বন্দিদের সঙ্গে সঙ্গম করা নিষেধ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৮৫)

١٥٧٠ –عَنْ وَهْبِ اَبِيْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ اُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ : اَنَّ اَبَاهَا اَخْبَرَهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَهٰى اَنْ تُوْطَاَ السَّبَايَا حَتّٰى يَضَعْنَ مَا فِيْ بُطُوْنِهِنَّ.

---

[৪০০] দ্র.- আল-মুগনি-ইবনে কুদামা- ৮/৩৮১, আর-মাজমু'-শরহুল মুহাজ্জাব- ১৯/৩৫০।

[৪০১] মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা- ১২/৪৩৬, মুসনাদে আহমদ- ৩/৪২।

[৪০২]১৫৭০। **অর্থ :** ইরবাজ ইবনে সারিয়া রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েদি হয়ে যেসব গর্ভবতী মহিলা আসে তাদের সঙ্গে তাদের সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার আগে সঙ্গম করতে নিষেধ করেছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদের রুয়াইফি' ইবনে সাবেত রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইরবাজ রা. এর হাদিসটি غريب। আলেমদের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত।

আওজায়ি রহ. বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি অন্তঃসত্ত্বা, বন্দি, বাঁদি খরিদ করে উমর ইবনে খাত্তাব রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন তখন অন্তঃসত্ত্বা মহিলার সঙ্গে সন্তান প্রসবের আগ পর্যন্ত সহবাস করা যাবেনা। আওজায়ি রহ. বলেছেন, কিন্তু স্বাধীনা মহিলাদের ব্যাপারে সুন্নত চালু হয়েছে, তাদেরকে ইদ্দত পূর্ণ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এসবগুলো বিষয় আমাকে বর্ণনা করেছেন আলি ইবনে খাশরাম। তিনি বলেছেন, আমার নিকট হাদিস বর্ণনা করেছেন ঈসা ইবনে ইউনুস আওজায়ি থেকে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ طَعَامِ الْمُشْرِكِيْنَ

অনুচ্ছেদ- ১৬ : মুশরিকদের খাবার প্রসংগে (মতন পৃ. ২৮৫)

١٥٧١ -عَنْ شُعْبَةَ أَخْبَرَنِيْ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ قَبِيْصَةَ بْنَ هُلْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَعَامِ النَّصَارٰى فَقَالَ لَا يَتَخَلَّجَنَّ فِيْ صَدْرِكَ طَعَامٌ فِيْهِ النَّصْرَانِيَّةَ.[৪০৩]

১৫৭১। **অর্থ :** হুলব ইবনে কবিসা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে খ্রিস্টানদের খানা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি বললেন, তোমাদের অন্তরে কোনো খানা সন্দেহ ও সংশয় যেনো সৃষ্টি না করে। যদি তোমরা এমন করো, তাহলে তোমরা এ ব্যাপারে খ্রিস্টানদের মতো হয়ে যাবে। উদ্দেশ্য এই যে, এটা খ্রিস্টানদের কাজ। তারা অন্য ধর্মাবলম্বিদের খানা হতে পরহেজ করে এবং তাদের খানাকে মাকরূহ মনে করে। সুতরাং তোমাদের অন্তরে কারো খানা সম্পর্কে ঘৃণা সৃষ্টি না হওয়া উচিত। চাই কোনো কাফেরের রান্না করা খাবার হোক না কেনো।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن।

মাহমুদ বলেছেন, উবায়দুল্লাহ ইবনে মুসা, ইসরাইল-সিমাক-কাবিসা-তার পিতা সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। মাহমুদ বলেন, আর ওহাব ইবনে জারির অনুরূপ বলেছেন-শো'বা-সিমাক-মুররি ইবনে কাতারি-আদি ইবনে হাতেম-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে।

ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত তথা আহলে কিতাবের খাবারের ব্যাপারে অবকাশ রয়েছে।

---

[৪০২] মুসনাদে আহমদ- ৪/১২৭।

[৪০৩] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الاطعمة : باب فى كراهية التقذر للطعام, সুনানে ইবনে মাজাহ- كتاب الجهاد : باب الاكل فى قدور المشركين-

অমুসলিমদের রান্না করা খাবারের আদেশ

এ হাদিসের অধীনে দুটি বিষয় অনুধাবনযোগ্য।

১. এ হাদিসটি হয়ত সে খাবারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাতে গোশত ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত না। যেমন–সবজি, তরকারি, ডাল, ছোলা ইত্যাদি। তখন এ হুকুমটি ব্যাপক হবে। আহলে কিতাব এবং গর আহলে কিতাব সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করবে। যেমন–হিন্দুরা কোনো জিনিস রান্না করলো, তাহলে শুধু এ কারণে প্রত্যাখ্যান করা অবৈধ যে, এটা কাফেরের রান্না করেছে। বরং এটা খাওয়া বৈধ। তাহলে শর্ত হলো, হারামের অন্য কোনো কারণ যেনো উপস্থিত না থাকে।

আহলে কিতাবের জবাইকৃত জিনিসের হুকুম

আর যদি এই খাবারের গোশত থাকে তাহলে আহলে কিতাবের গোশতের অনুমতি কোরআনে করিম দিয়েছে। হাদিসগুলোতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও অনুমতি দিয়েছেন। অনুমতি দেওয়ার কারণ হলো, আহলে কিতাব চাই ইহুদি হোক কিংবা খ্রিস্টান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় জবাইয়ের সময় তারা সেসব শর্তের প্রতি লক্ষ্য রাখতো, যেগুলো ইসলাম বর্ণনা করেছে। তারা আল্লাহর নাম নিয়ে বিসমিল্লাহ বলে জবাই করতো। চারটি রগ বিধিবদ্ধ পন্থায় কর্তন করতো। গর আহলে কিতাব আল্লাহর নামে জবাই করতো না; বরং প্রতিমাগুলোর নামে জবাই করতো। তাই গর আহলে কিতাবের জবাইকৃত জিনিস খেতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছিলেন।

তবে আমাদের আমলে পরিস্থিতি বদলে গেছে। এখনকার অবস্থা হলো, ইহুদিরা তো এখনও জবাইয়ের সময় স্বীয় ধর্মীয় মূলনীতিগুলোর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে। তারা জবাইয়ের সময় আল্লাহর নামও নেয়। চারটি রগও শরিয়ত অনুযায়ী কাটে, কিন্তু খ্রিস্টানরা সবকিছু ছেড়ে দিয়েছে, এখন না তারা আল্লাহর নাম নেয় এবং না রগ চতুষ্টয় বিধিবদ্ধ পন্থায় কাটার প্রতি গুরুত্ব দেয়। সুতরাং ইহুদিদের জবাইকৃত পশু আমাদের জন্য বৈধ হবে, আর খ্রিস্টানদের জবাইকৃত জিনিস আমাদের জন্য বৈধ নয়।

বর্তমান যুগের খ্রিস্টানদের জবাইকৃত পশুর বিধান

বর্তমানে ইউরোপ, আমেরিকা, বৃটেন ইত্যাদিতে খ্রিস্টানদের জবাইকৃত গোশত পাওয়া যায়। আরবের অনেক আলেম এই ফতওয়া দিয়েছেন যে, যদিও এসব খ্রিস্টান শর্ত-শরায়েতের প্রতি লক্ষ্য নাও করুক তবুও তাদের জবাইকৃত জিনিস বৈধ। প্রমাণে তারা নিম্নেযুক্ত আয়াত পেশ করেন– وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ অর্থাৎ, আহলে কিতাবদের খাবার তোমাদের জন্য হালাল।

অতএব, এ খ্রিস্টান যে কোনো জিনিস যেভাবেই রান্না করুক এগুলো সব বৈধ। একথাটি সম্পূর্ণ গলদ। বাস্তবতা হলো, যদি এই অবস্থান মেনে নেওয়া হয় যে, তাহলে কিতাবের সব জবাইকৃত জিনিস হালাল, চাই তারা আল্লাহর নাম নিক কিংবা না নিক, শরিয়তের শর্তগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুক বা না করুক, তাহলে তখন আশ্চর্য ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। সেটি হলো, যদি একজন মুসলমান জবাই করার সময় শর্তগুলোর প্রতি লক্ষ্য না করে, তাহলে তার জবাইকৃত জিনিস হারাম। আর যদি খ্রিস্টান ও কাফের জবাইয়ের সময় শর্তগুলোর প্রতি লক্ষ্য না করে, তাহলে তাদের জবাইকৃত জিনিস হালাল। অথচ, মুসলমানদের অন্তরে তো কমপক্ষে তাওহিদের কালেমা বিদ্যমান আছে। একত্ববাদের তো প্রবক্তা। আর কাফের তো একত্ববাদেরই প্রবক্তা না। তাহলে একজন মুসলমানদের অন্তরে তো কমপক্ষে তাওহিদের কালেমা বিদ্যমান আছে। একত্ববাদের তো প্রবক্তা। আর কাফের তো একত্ববাদেরই প্রবক্তা না। তাহলে একজন মুসলমানের জবাইকৃত জিনিসের তুলনায় একজন কাফেরের জবাইকৃত জিনিসকে কিভাবে হালাল বলা যাবে?

মূল বিষয় হলো, কুফর সবটুকুই এক ধর্ম। সব কাফেরই একই ধর্মের, চাই যে ইহুদি হোক বা খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজক বা হিন্দু। তবে শরিয়ত বিশেষভাবে আহলে কিতাবের জবাইকৃত জিনিসকে কেনো বৈধ সাব্যস্ত করেছে, আর অন্যদের জবাইকৃত জিনিসকে কেনো বৈধ সাব্যস্ত করেনি? এর কারণ হলো, আহলে কিতাব তখন জবাইকৃত জিনিসের শরয়ি শর্তগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতো। তাই তাদের জবাইকৃত জিনিসকে হালাল করা হয়েছে। হালাল হওয়ার কারণ এটিই ছিলো। এবার এখন সে কারণ সেই, অতএব, হারাম হয়ে গেছে। সুতরাং এ উক্তি করা ঠিক নয় যে এটা, হলো আহলে কিতাবের জবাইকৃত জিনিস। সুতরাং হালাল।

এই আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করে, যারা বৈধতার ফতওয়া দেন তারা বলেন, এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কোনো প্রকার খাস করে বলেননি যে, আহলে কিতাবের সে খানা হালাল, যেটি শরয়ি শর্ত-শরায়েত অনুযায়ী হবে। আর অপর খানাটি হারাম। বরং এখানে ব্যাপক আকারে বলেছেন-وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ এর জবাব হলো, এ আয়াতটি স্বীয় ব্যাপকতার ওপর নেই। কারণ, যদি ব্যাপকতা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে শূকরও মুসলমানদের জন্য হালাল হওয়া উচিত। কেনোনা, শূকরও আহলে কিতাবদের খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত। তবে শূকরকে তাই হারাম বলেন যে, এটি শরিয়তের আহকাম মুতাবিক না। সুতরাং উদ্দেশ্য এটা হবে যে, আহলে কিতাবের যে খাবার শরিয়তের আহকাম অনুযায়ী হয়, সেটি মুসলমানদের জন্য হালাল। এই অর্থ নয় যে, সব খাওয়া হালাল। সুতরাং এই দলিল সঠিক না।

بَابٌ فِيْ كَرَاهِيَةِ التَّفْرِيْقِ بَيْنَ السَّبْيِّ

অনুচ্ছেদ- ১৭ : বন্দিদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো মাকরূহ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৮৫)

১৫৭২ -عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَّوَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.[৪০৪]

১৫৭২। **অর্থ :** আবু আইয়ুব রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে মা এবং সন্তানের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তার এবং তার বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাবেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আলি রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। এ হাদিসটি حسن غريب।

সাহাবা প্রমুখ আলেমগণের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা বন্দিদের মাঝে তথা মাথা ও সন্তানের মাঝে এবং পিতা ও সন্তানের মাঝে এবং ভাইদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো মাকরূহ মনে করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قَتْلِ الْاُسَارٰى وَالْفِدَاءِ

অনুচ্ছেদ- ১৮ : বন্দিদের কতল করা এবং মুক্তিপণ দান প্রসংগে (মতন পৃ.)

১৫৭৩ -عَنْ عَلِيٍّ : اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اِنَّ جِبْرَائِيْلَ هَبَطَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ خَيِّرْهُمْ يَعْنِيْ اَصْحَابَكَ فِيْ اُسَارٰى بَدْرٍ الْقَتْلَ اَوِ الْفِدَاءَ عَلٰى اَنْ يُّقْتَلَ مِنْهُمْ قَابِلٌ مِّثْلُهُمْ قَالُوْا الْفِدَاءَ وَيُقْتَلُ مِنَّا.[৪০৫]

---

[৪০৪] মুসনাদে আহমদ- ৫/৪১২, সুনানে দারেমি- ২/১৪৬।

[৪০৫] সুনানে কুবরা-নাসায়ি- ৫/২০০, জামিউল মাসানিদ ওয়াস সুনান- ২০/১৪৪।

১৫৭৩। **অর্থ** : আলি রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হজরত জিবরাইল আ. আমার কাছে এসে বললেন, আপনি বদরের যুদ্ধ বন্দিদের ব্যাপারে আপনার সাহাবায়ে কেরামকে স্বাধীনতা দিন, তারা হয়তো তাদের কতল করবে কিংবা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিবে। তবে মুক্তিপণ নিলে শর্ত হলো, আগামী বছর সাহাবায়ে কেরাম হতে ঠিক এতো সংখ্যক লোককেই কতল করা হবে। তারা বন্দি ছিলো সত্তর জন। যদি তাদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে আগামী বছর উহুদের যুদ্ধে সত্তর জন সাহাবি শহিদ হবেন। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা মুক্তিপণ নেওয়ার বিষয়টি অবলম্বন করছি। আমাদের হতে আগামী বছর সত্তর জন শহিদ হবে আমরা এর ওপর সম্মত।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত ইবনে মাসউদ, আনাস, আবু বারজাহহ ও জুবাইর ইবনে মুতইম রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن غريب সাওরি সূত্রে। এটি আমরা শুধু ইবনে আবু জায়েদা সূত্রেই জানি।

আবু উসামা অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন হিশাম-ইবনে সিরিন-উবায়দা-আলি রা. সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম হতে। ইবনে আওন বর্ণনা করেছেন, ইবনে সিরিন-উবায়দা-আলি-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মুরসাল আকারে। আবু দাউদ আল হাফারির নাম হলো উমর ইবনে সা'দ।

একটি প্রশ্ন এবং তার জবাব

প্রশ্ন : স্বাধীনতা প্রদানের অর্থ, দুটি পথ উন্মুক্ত ও বৈধ। সুতরাং যেহেতু সাহাবায়ে কেরামকে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে, উভয় দূরত্ব হতে যে কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন। তাঁরা এক পদ্ধতি তথা মুক্তিপণ নেওয়ার পদ্ধতিটি অবলম্বন করেছেন। তাহলে তাদের ওপর সে ভর্ৎসনা কেনো হলো? যার আলোচনা কোরআনে কারিমের নিম্নেযুক্ত আয়াতে আছে,

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ.

"নবীর পক্ষে উচিত না বন্দিদেরকে নিজের কাছে রাখা যতোক্ষণ না পৃথিবীতে প্রচুর রক্তপাত ঘটাবে। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা করো, অথচ আল্লাহ চান আখিরাত।" (সূরা আনফাল : ৬৭)

এই আয়াত নাজিল হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই মুক্তিপণ নেওয়ার সিদ্ধান্তের ফলে আজাব নিকটবর্তী হয়েছিলো। তবে আল্লাহ তা'আলা। স্বীয় ফজল ও করমে তা দূরীভূত করে দিয়েছেন। এই ভর্ৎসনা কেনো হলো?

জবাব : সাহাবায়ে কেরামকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিলো সেটি ছিলো পরীক্ষামূলক। সুতরাং এখানে এখতিয়ারের উদ্দেশ্য এটা ছিলো না যে উভয় পন্থা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি মুতাবিক। বরং এ দুটোর মধ্য হতে একটি আল্লাহর সন্তুষ্টি মুতাবিক। তবে এখন তোমাদের পরীক্ষা আছে, তোমরা কোনো পদ্ধতিটি অবলম্বন করে। আর এটা যে বলেছেন যে, মুক্তিপণ নিলে আগামী বছর তোমাদের সত্তর জন শহিদ হবেন– এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করে দেওয়া হয়েছে যে, মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া আল্লাহ তা'আলার কাছে পছন্দনীয় না। এ কারণেই এর বিনিময়ে আগামী বছর তোমাদের সত্তর জনকে কতল করা হবে। এর ফলে স্পষ্ট হলো যে, সাহাবায়ে কেরামকে এ ব্যাপারে যে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছিলো, সেটি বৈধতামূলক স্বাধীনতা ছিলো না। বরং এটি ছিলো পরীক্ষামূলক স্বাধীনতা।

যেমন–প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণকে নিম্নেযুক্ত আয়াতগুলোর মাধ্যমে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিলো,

إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْأٰخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيْمًا.

"তোমরা যদি ইহকালীন জীবন এবং তার বিলাসিতা কামনা করো, তাহলে আস, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দেই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদেরকে বিদায় দেই। পক্ষান্তরে যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ও পরকাল কামনা করো, তাহলে তোমাদের সৎকর্ম পরায়নদের জন্য আল্লাহ মহাপুরস্কার তৈরি করে রেখেছেন।" (সূরা আহযাব : ২৮)

কিন্তু এই স্বাধীনতা ছিলো পরীক্ষামূলক। কে দুনিয়া অবলম্বন করে আর কে আল্লাহকে অবলম্বন করে। এ অনুচ্ছেদের হাদিসেও স্বাধীনতাটি অনুরূপই। সাহাবায়ে কেরাম যেহেতু মুক্তিপণ নেওয়ার পদ্ধতিটি অবলম্বন করেছেন, যেটি তখন আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় পদ্ধতি ছিলো না সেহেতু তাদের প্রতি তিরস্কৃত হয়েছে।

মুক্তিপণ নিয়ে বন্দিদের ছেড়ে দেওয়ার বিধান

١٥٧٤ -عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَدٰى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ بِرَجُلٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ.[৪৩৬]

১৫৭৪। **অর্থ :** ইমরান ইবনে হুসাইন রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মুশরিকের বিপরীতে দু'জন মুসলমানকে ছাড়িয়ে এনেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

আবুল মুহাল্লাব হলেন আবু কিলাবার চাচা। তার নাম হলো আবদুর রহমান ইবনে আমর। তাঁকে মুয়াবিয়া ইবনে আমরও বলা হয়। আবু কিলাবার নাম হলো আবদুল্লাহ ইবনে জায়েদ জারমি। সাহাবা প্রমুখ সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে এর ওপর আমর অব্যাহত যে, শাসক যেসব কয়েকদির ব্যাপারে ইচ্ছা অনুগ্রহ করতে পারেন। যাকে ইচ্ছা কতল করতে পারেন। আর মুক্তিপণ নিয়ে নিতে পারেন যার হতে ইচ্ছা।

অনেক আলেম মুক্তিপণের ওপর কতলকে মনোনয়ন করেছেন। আওজায়ি রহ. বলেন, এ আয়াতটি মানসুখ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً (তারপর হয়তো অনুগ্রহ কর কিংবা মুক্তিপণ নাও) আয়াতটিকে فَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ (অতএব তাদের যেখানে পাও কতল কর) আয়াত মানসুখ করেছে।

এটি বর্ণনা করেছেন হান্নাদ-ইবনে মুবারক-আওজায়ি সূত্রে। ইসহাক ইবনে মানসুর বলেন, আমি আহমদ রহ.কে জিজ্ঞেস করলাম, যখন বন্দিকে কয়েদ করা হয়, তখন কতল করে দেওয়া কিংবা মুক্তিপণ নিয়ে ব্যতিত এ দু'টোর মধ্যে কোন্‌টি আপনার কাছে অধিক প্রিয়? তিনি বললেন, যদি মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে তাহলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। আর যদি তাকে কতল করা হয় তাহলে তাতেও আমি কোনো অসুবিধা আছে বলে জানি না। ইসহাক রহ. বলেন, প্রচুর রক্তপাত করা আমার কাছে অধিক প্রিয়। তাহলে যদি কোনো ভালো কিছু থাকে ফলে এক দ্বারা বেশি কিছুর আশা করি।

এ হাদিস দ্বারা বুঝা গেলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুক্তিপণের ওপর আমল করেছেন। আসল কথা হলো, মুক্তিপণ নেওয়ার ফলে সাহাবায়ে কেরামের প্রতি যে ভর্ৎসনা হয়েছিলো, সেটি ছিলো প্রথম

---

[৪৩৬] সুনানে কুবরা-নাসায়ি- ৫/২০১, সুনানে দারেমি- ২/১৪২।

দিকে। যতোক্ষণ পর্যন্ত কাফেরদের অন্তরে মুসলমানদের প্রভাব জমেনি। তখন আল্লাহ তা'আলা জানতে চাইতেন, এখন সে কাফেরদেরকে যেনো মুক্তিপণ নিয়ে না ব্যতিত হয়। বরং তাদেরকে কতল করা হয়। যাতে মুসলমানদের প্রভাব তাদের অন্তরে বসে যায়। তাই কোরআনে কারিমের আয়াতে বলেছেন- حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ যতোক্ষণ না প্রচুর ও ভীষণভাবে রক্তপাত করা হয়।

কিন্তু যখন এই উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে গেছে এরপর মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ারও অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যেমন- সূরা মুহাম্মদে বলেছেন, حَتّٰى اِذَا اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً অর্থাৎ, যখন তোমরা কাফেরদেরকে খুব কচুকাটা কাটবে, তখন তাদেরকে গ্রেফতার করতে পারো। অতঃপর তোমাদের জন্য বৈধ, চাই তাদের ওপর অনুগ্রহ করতে গিয়ে মুক্তিপণ নেওয়া ব্যতিত ছেড়ে দাও, কিংবা ইচ্ছে হলে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দাও। যেনো বদর যুদ্ধে যে অনুগ্রহ করা ও মুক্তিপণ নেওয়া বৈধ ছিলো না, উক্ত আয়াতে এ দু'টিকে বৈধ করে দিয়েছেন।

فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً ওপরযুক্ত আয়াতটি সূরা মুহাম্মদের এমন একট জিনিসের অনুমতি দিয়েছেন যেটি আগে বৈধ ছিলো না। অর্থাৎ, অনুগ্রহ করা ও মুক্তিপণ নেওয়া। এর অর্থ এই নয়, যে জিনিস আগে বৈধ ছিলো, এ আয়াত সেগুলো হারাম করে দিয়েছে। যেমন- কতল করা ও গোলাম বানানো; বরং এ আয়াতটি দুটি অতিরিক্ত জিনিসকে বৈধ করে দিয়েছে। এমনভাবে শাসকের জন্য চারটি পন্থা বৈধ হয়ে গেলো- অনুগ্রহ করে ছেড়ে দেওয়া, মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া, কতল করা গোলাম বানানো।

শাসক যেমন ভালো মনে করেন, তদনুযায়ী কাজ করবেন। এটা উম্মতের ইজমায়ি অবস্থান। শতাব্দির পর শতাব্দি এর ওপর আমল চলে আসছে। এ ব্যাপারে সমস্ত ইসলামি আইনবিদের ঐকমত্য রয়েছে।

কতল করা ও গোলাম বানানো কি মানসুখ হয়ে গেছে?

আমাদের যুগের অনেক আধুনিকপন্থী বলতে শুরু করেছে যে, সূরা মুহাম্মদের এ আয়াত কতল করা ও গোলাম বানানোকে মানসুখ করে দিয়েছে। সুতরাং কতল করা ও গোলাম বানানো অবৈধ। শুধু অনুগ্রহ করে ছেড়ে দেওয়া কিংবা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া বৈধ। আমার জানা মতে, বোধহয় সর্বপ্রথম মাওলানা উবাদুল্লাহ সিন্ধি রহ. এ মত পেশ করেছেন। তাঁর বক্তব্য হলো, সূরা মুহাম্মদের আয়াত فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً এর মাধ্যমে দুটি বিষয়ে সীমিত করে দেওয়া হয়েছে-অনুগ্রহ করা এবং মুক্তিপণ নেওয়া। সুতরাং তৃতীয় পদ্ধতি অবৈধ।

কিন্তু এই দলিলটি বাতিল। اما শব্দটি কখনও সীমাবদ্ধতার জন্য আসে না। বরং এখতিয়ারের জন্য আসে। এ আয়াতে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে, মানউল জমার ভিত্তিতে। অর্থাৎ, এছাড়া আরও পন্থাও হতে পারে। আর এ দু'পন্থা যেগুলো প্রথমে জায়েজ ছিলো না, এগুলো বৈধ করে দেওয়া হয়েছে। সেগুলো হলো, অনুগ্রহ করা এবং মুক্তিপণ নেওয়া। বস্তুত এ আয়াতটি বিশুদ্ধ উক্তি অনুযায়ী দ্বিতীয় হিজরিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরেও অনেক যুদ্ধ হয়েছে। বনি মুস্তালিক যুদ্ধ এর পরে হয়েছে। এতে বন্দিদেরকে গোলাম বানানো হয়েছে। যদি এ আয়াতটি গোলাম বানানোকে মানসুখ করে থাকতো, তাহলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোলাম বানাতেন না। এমনকি অষ্টম হিজরিতে সংগটিত হুনাইনের যুদ্ধেও গোলাম বানানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর খুলাফায়ে রাশেদিনের পূর্ণ যুগে এই গোলাম বানানোর ওপর আমল অব্যাহত ছিলো। যদি এ বিধান মানসুখ হয়ে থাকতো তাহলে খুলাফায়ে রাশেদিন এর ওপর আমল করতেন কিভাবে? অতএব, এ আয়াত কতল ও গোলাম বানানোকে মানসুখ করে দিয়েছে এমন কথা বলা সম্পূর্ণ বাতিল ও ভুল। এতে কোনো সত্যতা নেই। বাস্তবতা হলো, ইসলাম গোলাম বানানোকে এখতিয়ারিভাবে অবশিষ্ট

রেখেছে। শাসক পরিস্থিতি অনুযায়ি যদি ভালো মনে করেন, তাহলে গোলাম বানাতেও পারবেন। আর এ আদেশটি আজ পর্যন্ত বহাল রয়েছে।

গোলাম বানানো একটি বৈধ কাজ, ওয়াজিব নয়

গোলাম বানানো একটি বৈধ কাজ, আবশ্যকীয় না। শরিয়তের সামগ্রিক স্বভাব হলো, যথাসম্ভব চেষ্টা করে যেনো মানুষ স্বাধীন থাকে, গোলাম না থাকে। এ কারণে শরিয়ত প্রতিটি কাফফারায় গোলাম মুক্তকে আগে রেখেছেন। কোরআন হাদিসে গোলাম মুক্ত করার অগণিত ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং যদি কোনো শাসক গোলাম বানাতে না চান, তাহলে তাতে কোনো দোষ নেই।

বর্তমান যুগে যেসব ইসলামি রাষ্ট্র জাতিসংঘের সদস্য সেগুলোর জন্য গোলাম বানানো বৈধ না। কেনোনা, জাতিসংগে সমস্ত রাষ্ট্রগুলো মিলে পারস্পরিক এই চুক্তি করেছে যে, আমরা যুদ্ধ বন্দিদেরকে গোলাম বানাবো না। যেসব রাষ্ট্র এ চুক্তিতে শরিক, এ চুক্তি অনুযায়ী তাদের জন্য গোলাম বানানোর অবৈধ। আর এ অবৈধতা এ কারণে নয় যে, গোলাম বানানোর আদেশ মানসুখ হয়ে গেছে। বরং এর কারণ হলো, গোলাম বানানো একটি শরিয়ত সম্মত ও বৈধ বিষয় ছিলো। তবে আমরা চুক্তি করে, স্বয়ং নিজেদের ওপর পাবন্দি আরোপ করেছি।

ইসলাম গোলামি প্রথাকে খতম করে দেয়নি কেনো?

প্রশ্ন : ইসলাম গোলামিকে কেনো খতম করে দেয়নি?

জবাব : আসল কথা হলো, ইসলামি যুগে যে ধরনের গোলামি প্রচলিত ছিলো, তখন শুধু নামেই গোলামি ছিলো, অন্যথায় বাস্তবে তারা ভাই ভাই হয়ে গিয়েছিলো। কেনোনা, অনেক সময় এমন হয় যে, যুদ্ধ বন্দিদের জন্য এর চেয়ে উত্তম কোনো রাস্তা হয় না। তাদেরকে গোলাম বানাতে হয়। কেনোনা, যদি সে বন্দিদেরকে কতল করে, তাহলে তাদেরকে প্রাণ শেষ হয়ে যায়। আর যদি তাদের ছেড়ে দেয় তাহলে, ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য শংকা হতে পারে। সুতরাং তাদের জীবন বাঁচানোর জন্য এবং আশংকা হতে হেফাজতে থাকার জন্য গোলাম বানানো অপেক্ষা উত্তম কোনো রাস্তা হতো না।

ইসলামে গোলামের মর্যাদা

গোলাম বানানোর অনুমতি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গোলামের অধিকারগুলোও বাতিল দিয়েছে। গোলাম কোনো জন্তু হয় না। সে মানুষ। শরিয়ত তার সঙ্গে সৎ ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে। ইসলাম গোলামকে এমন অধিকার দিয়েছে যে, আগের লোকদের কল্পনাও আসেনি যে, গোলামরাও এমন অধিকার পেতে পারে। এমনকি মুসলমানদের মধ্যে গোলামদের এ মর্যাদা হয়েছে যে, গোটা ইসলামি বিশ্বে এমন একটি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে যে, ইলম ও ফজলের বড় বড় পাহাড় সব হয়তো গোলাম ছিলেন কিংবা গোলামদের সন্তান এই গোলামই পরবর্তীতে সম্রাটও হয়েছেন। এমনভাবে ইসলাম তাদের মানবিক যোগ্যতাকে সংরক্ষণ করে তাদের দ্বারা কল্যাণমূলক কাজ নিয়েছে। তবে যেখানে সম্ভাবনা হয় যে, লোকজন তাদের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখবে না, সেখানে যেহেতু গোলাম বানানো ফরজ না, ওয়াজিব না, সুন্নত না, মুস্তাহাব না, পছন্দনীয় আমল না বরং শুধু বৈধ। যা প্রয়োজনের সময় এখতিয়ার করা যায়, তখন গোলাম বানাবে না। তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিমে মুক্তি পর্বের শুরুতে আমি এ বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছি যে, ইসলাম গোলামি ব্যবস্থায় কি কি সংস্কার এবং সংশোধন করেছে।

وَقَالَ الْاَوْزَاعِيُّ : بَلَغَنِيْ اَنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ مَنْسُوْخَةٌ

আমি ওপরে বর্ণনা করেছি যে, মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধি রহ. বলেন যে, فاما منا بعد আয়াত কতল ও গোলাম বানানোকে মানসুখ করে দিয়েছে। অথচ ইমাম আওজায়ি রহ.ও ইমাম আবু হানিফা রহ. এর বক্তব্য

হলো, এ আয়াতটি স্বয়ং মানসুখ এবং এর জন্য নাসেখ হলো, দ্বিতীয় আয়াত– وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ (সূরা বাকারা : ১৫১) তথা তাদের যেখানে পাও কতল করো।

অতএব, এখন অনুগ্রহ করা ও মুক্তিপণ নেওয়া অবৈধ। এখন তো হত্যাই করতে হবে।

قَالَ إِسْحٰقُ : اَلْاَثْخَانُ اَحَبُّ اِلَيَّ ইসহাক রহ. বলেন, আমার কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয় হলো কতল করা। তবে, কোনো বন্দি কাফেরদের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হলে এবং তার মাধ্যমে অনেক মুসলমান বন্দির মুক্তির ব্যাপারে প্রলুব্ধ করা হবে, যেমন– তাদেরকে বলা হবে, যদি তোমরা তাকে ছাড়াতে চাও, তাহলে আমাদের পঞ্চাশ জনকে তাদের বিনিময়ে ছেড়ে দাও। এমনভাবে মুক্তিপণে মুক্ত করা হবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

অনুচ্ছেদ–১৯ : নারী এবং শিশুদেরকে কতল করা নিষেধ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৮৬)

١٥٧٥ –عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ذٰلِكَ وَنَهٰى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.[৪৩৭]

১৫৭৫। **অর্থ** : আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, একজন মহিলাকে এক যুদ্ধে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে পছন্দ করতেন না এবং নারী ও শিশুদের কতল করতে নিষেধ করলেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত বুরাইদা, রাবাহ, আসওয়াদ ইবনে সারি', ইবনে আব্বাস ও সা'ব ইবনে জাসসামা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। উল্লেখ্য, রাবাহকে রাবাহ ইবনে রাবি'ও বলা হয়।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা মহিলা ও শিশুদের কতল অপছন্দ করেছেন। একটি সুফিয়ান সাওরি ও শাফেয়ি রহ. এর মাজহাব। অনেক আলেম রাত্রে আক্রমণ ও তাতে মহিলাদের কতল ও শিশুদের কতল করার অবকাশ দিয়েছেন। এটি আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব। তাঁরা দু'জন রাতে আক্রমণের অবকাশ দিয়েছেন।

এ হাদিসের কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে মহিলা ও শিশুদেরকে মারা শুধু অবৈধই নয়; বরং যথাসম্ভব মহিলা এবং শিশুদেরকে বাঁচানোই চাই। তবে যদি কোথাও অপারগতা আসে, যেমন, মুসলমানরা কাফেরদের কোনো অঞ্চলে রাত্রে আক্রমণ করলো, অন্ধকারের পরে বুঝা যায় না– সামনে পুরুষ না নারী, তাহলে তখন অনুমতি আছে।

١٥٧٦ –عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ خَيْلَنَا أَوْطَئَتْ مِنْ نِسَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ وَأَوْلَادِهِمْ قَالَ هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ.[৪৩৮]

১৫৭৬। **অর্থ** : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রহ. বলেন, সা'ব ইবনে জাসসামা রা. আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ঘোড়াগুলো কাফের মহিলা ও শিশুদের পিষিয়ে ফেলেছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারাও তার বাপ-দাদাদের অন্তর্ভুক্ত।

---

[৪৩৭] সহিহ বোখারি- كتاب الجهاد والسير : باب قتل النساء فى الحرب, সহিহ মুসলিম- كتاب الجهاد : باب تحريم قتل النساء و الصبيان في الحرب–

[৪৩৮] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الجهاد : باب فى قتل النساء, মুসনাদে আহমদ- ৪/৩৮।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

এ হাদিসে সে পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে, যখন মহিলা ও শিশুরা অনিচ্ছাকৃতভাবে মারা যায়। তাই তিনি বলেছেন, তারা স্বীয় পিতা-প্রপিতাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সুতরাং অপারগতা রয়েছে।

بَابٌ بِلَا تَرْجَمَةٍ

শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ –২০ (মতন পৃ. ২৮৬)

١٥٧٧ –عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْ بَعْثٍ فَقَالَ إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ فَأَحْرِقُوْهُمَا بِالنَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حِيْنَ أَرَدْنَا الْخُرُوْجَ إِنِّيْ كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوْا فُلَانًا وَفُلَانًا بِالنَّارِ وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللهُ فَإِنْ وَجَدْتُمُوْهُمَا فَاقْتُلُوْهُمَا.[৪৩৯]

১৫৭৭। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. বললেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সেনাবাহিনীর সঙ্গে প্রেরণকালে বললেন, যদি তোমরা কুরাইশের অমুক অমুককে পাও, তাহলে তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে দাও। তারপর যখন তারা রওয়ানা হতে শুরু করে, তখন তিনি বললেন, আমি অমুক অমুককে আগুনে পোড়াতে নির্দেশ দিয়েছিলাম। তবে আগুন দ্বারা শাস্তি দেন শুধু আল্লাহ তা'আলা। সুতরাং যদি সে দু' ব্যক্তিকে তোমরা পেয়ে যাও, তাহলে তাদের কতল করো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত ইবনে আব্বাস ও হামজা ইবনে আমর আসলামি রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

অনেক আলেমের মতে, এর ওপর আমল অব্যাহত। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক, সালমান ইবনে ইয়াসার ও আবু হুরায়রা রা. এর মাঝে আরেক ব্যক্তির নাম ও হাদিসে উল্লেখ করেছেন। একাধিক বর্ণনাকারি লাইসের বর্ণনার মতো বর্ণনা করেছেন। লাইস ইবনে সা'দ এর হাদিসটি (সত্যের) অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ এবং আসাহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُلُوْلِ

অনুচ্ছেদ–২১ : গণিমতের মালে খেয়ানত করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৮৬)

١٥٧٨ –عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِيْءٌ مِنْ ثَلَاثٍ الْكِبْرِ وَالْغُلُوْلِ وَالدَّيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.[৪৪০]

---

[৪৩৯] সহিহ বোখারি- كتاب الجهاد : باب لا يعذب بعذاب الله, সুনানে আবু দাউদ- كتاب الجهاد : باب فى كراهية حرق العدو بالنار-

[৪৪০] সুনানে ইবনে মাজাহ- كتاب الصدقات : باب التشديد فى الدين-, মুসনাদে আহমদ- ৫/২৭৬।

১৫৭৮। **অর্থ** : সাওবান রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকার গণিমতের মালে খেয়ানত ও ঋণ মুক্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে যাবে।

হজরত আবু হুরায়রা ও জায়েদ ইবনে খালেদ জুহানি রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

১৫৭৯ –عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ فَارَقَ الرُّوْحُ وَالْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيْءٌ مِّنْ ثَلَاثٍ اَلْكَنْزُ وَالْغُلُوْلُ وَالدَّيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ هٰكَذَا قَالَ سَعِيْدٌ اَلْكَنْزُ.

১৫৭৯। **অর্থ** : সাওবান রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার রূহ দেহ হতে তখন বিচ্ছিন্ন হবে যে, সে তিনটি জিনিস হতে দায়মুক্ত,

১. সম্পদ জমা করা।

২. গণিমতের মাল খেয়ানত করা।

৩. ঋণ, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সাইদ অনুরূপই اَلْكَنْزُ বলেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু আওয়ানা রহ. তার হাদিসে বলেছেন, اَلْكِبْرُ তথা অহংকার। তাতে তিনি "মা'দান হতে" কথাটি বর্ণনা করেননি। তাহলে সাইদ এর বর্ণনাটি আসাহ্।

১৫৮০ –حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ اَبُوْ زَمِيْلٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ حَدَّثَنِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ فُلَانًا قَدِ اسْتُشْهِدَ قَالَ كَلَّا قَدْ رَاَيْتُهُ فِي النَّارِ بِعَبَاءَةٍ قَدْ غَلَّهَا قَالَ قُمْ يَا عُمَرُ اِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا الْمُؤْمِنُوْنَ ثَلَاثًا.[৪৪১]

১৫৮০। **অর্থ** : উমর ইবনে খাত্তাব রা. বলেন, কেউ বললো, হে আল্লাহর রাসূল! অমুক ব্যক্তি শহিদ হয়ে গেছে। তিনি বললেন, কক্ষনো না, আমি তাকে মালে গণিমত হতে একটি আবা চুরি করার পরে অগ্নিকে দেখেছি। তারপর বললেন, উমর! দাঁড়িয়ে যাও। তিনবার ঘোষণা দাও যে, জান্নাতে শুধু ঈমানদাররাই যাবে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح غريب।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ خُرُوْجِ النِّسَاءِ فِي الْحَرْبِ

অনুচ্ছেদ–২২ : মহিলাদের যুদ্ধে যাওয়া প্রসংগে (মতন পৃ. ২৮৬)

১৫৮১ –عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَغْزُوْ بِاُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مَعَهَا مِنَ الْاَنْصَارِ يَسْقِيْنَ الْمَاءَ وَيُدَاوِيْنَ الْجَرْحٰى.[৪৪২]

---

[৪৪১] সহিহ মুসলিম- كتاب الايمان : باب غلظ تحريم الغلول وانه لا يدخل, মুসনাদে আহমদ- ১/৩৫।

[৪৪২] সহিহ মুসলিম- كتاب الجهاد : باب غزوة النساء مع الرجال, সুনানে আবু দাউদ)- كتاب الجهاد : باب فى النساء يغزون-

১৫৮১। **অর্থ :** আনাস রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জেহাদে উম্মে সুলাইম রা. ও অনেক আনসারি মহিলাকে সঙ্গে রাখতেন। যাতে তারা পানি ইত্যাদি পারো করাতে পারে ও আহতদের চিকিৎসা দিতে পারে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত রুবাইয়ি' বিনতে মুয়াওয়াজ রা, হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। এ হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قُبُوْلِ هَدَايَا الْمُشْرِكِيْنَ

অনুচ্ছেদ– ২৩ : পৌত্তলিকদের উপঢৌকন গ্রহণ করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৮৬)

١٥٨٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ ثُوَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّ كِسْرٰى أَهْدٰى لَهُ فَقَبِلَ وَإِنَّ الْمُلُوْكَ أَهْدَوْا إِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُمْ.

[৪৪৩]১৫৮২। **অর্থ :** আলি রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, পারস্য সম্রাট নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপহার পাঠালে তিনি তা গ্রহণ করেন। এমনভাবে যখন কোনো সম্রাট কোনো হাদিয়া প্রেরণ করতেন, তখন তিনি তা গ্রহণ করতেন।

হজরত জাবের রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। এ হাদিসটি حسن غريب। সুয়াইব ইবনে আবু ফাখিতার নাম হলো সাইদ ইবনে ইলাকা। সুয়াইবের উপনাম হলো আবু জাহম।

بَابٌ فِيْ كَرَاهِيَةِ هَدَايَا الْمُشْرِكِيْنَ

অনুচ্ছেদ– ২৪ : মুশরিকদের উপহার গ্রহণ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৮৬)

١٥٨٣ –عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ : أَنَّهُ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَدِيَّةً لَهُ أَوْ نَاقَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَسْلَمْتَ ؟ قَالَا لَا قَالَ فَإِنِّيْ نُهِيْتُ عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِيْنَ.[৪৪৪]

১৫৮৩। **অর্থ :** ইয়াজ ইবনে হিমার রা. বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একবার একটি উটনি হাদিয়া দেওয়া হয়েছিলো। তিনি হাদিয়া দাতাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করেছো? সে বললো, না। তিনি বললেন, মুশরিকদের হতে দান নিতে নিষেধ করা হয়েছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

إِنِّيْ نُهِيْتُ عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِيْنَ এর অর্থ তাদের হাদিয়া উপহার। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে, তিনি মুশরিকদের নিকট হতে তাদের হাদিয়া গ্রহণ করতেন।

এ হাদিসে মাকরূহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হতে পারে একটা তাদের নিকট হতে হাদিয়া গ্রহণ করার পরের বিধান। পরবর্তীতে তিনি নিষেধ করে দিয়েছেন তাদের হাদিয়া সম্পর্কে।

---

[৪৪৩] মুসনাদে আহমদ- ১/৯৬, ১৪৫, মুসনাদে আহমদ- ১৩/৩৩২।

[৪৪৪] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الخراج والامارة والفئي : باب في الامام يقبل هدايا المشركين

মুশরিকদের হাদিয়া গ্রহণ করার হুকুম

এ হাদিস থেকে বুঝা যায় যে, মুশরিকদের হাদিয়া গ্রহণ করা অবৈধ। অথচ এ অনুচ্ছেদের প্রথম হাদিস থেকে বুঝা যায় যে, পারস্য সম্রাট ও অন্যান্য রাজা-বাদশাদের কাছ হতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিয়া উপহার গ্রহণ করেছেন। এ দুটি হাদিসের মধ্যে বৈপরিত্য পাওয়া যায়।

জবাব : এ দুটি হাদিসের মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য আদেশ করা যায় যে, যে হাদিসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের হাদিয়া গ্রহণ করেনি বলে উল্লেখ রয়েছে, এটি ছিলো (ইসলামের) প্রথম আমলের ঘটনা। আর পারস্য সম্রাট ও অন্যান্য রাজা-বাদশার উপঢৌকন গ্রহণ করার যে ঘটনা সেগুলো পরবর্তী যুগের। সুতরাং এ হাদিসটি এর জন্য নাসেখ। কিংবা উভয় হাদিসকে বিভিন্ন অবস্থার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে। বলা হবে, যেখানে কোনো মুশরিক হতে হাদিয়া গ্রহণ করার ফলে মুসলমানদের কোনো স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়ে যায়, এই ধারণা হয় যে, সে মুশরিক উপঢৌকন দেওয়ার পর নিজের প্রভাব সৃষ্টি করবে এবং আমাদের হতে তার কথা মানানোর জন্য চেষ্টা করবে, তাহলে এমতাবস্থায় তাদের হাদিয়া গ্রহণ না করা উচিত। এমনভাবে যদি মুশরিকদের হাদিয়া গ্রহণ করার ফলে শিরকের কিংবা মুশকিরদের সহযোগিতা কোনোভাবে আবশ্যক হয়, তাহলেও তাদের উপঢৌকন গ্রহণ করা অবৈধ। আর যেখানে এ ধরনের কোনো আশংকা নেই, সেখানে এগুলো গ্রহণ করাতে কোনো সমস্যা নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ سَجْدَةِ الشُّكْرِ

অনুচ্ছেদ ২৫ : শোকরানা সেজদা প্রসংগে (মতন পৃ.)

١٥٧٨ -عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَتَاهُ أَمْرٌ فَسُرَّ بِهِ فَخَرَّ لِلّٰهِ سَاجِدًا.[৪৪৫]

১৫৮৪। **অর্থ** : মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না...হজরত আবু বকরা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এমন একটি বিষয় এলো, যার ফলে তিনি আনন্দ পেলেন, তখন তিনি সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন। অর্থাৎ, শোকরানা সেজদা আদায় করলেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি غريب। আমরা এটি বাক্কার ইবনে আবদুল আজিজ সূত্রে এ সনদ ব্যতিত অন্য কোনো সনদে জানি না। অধিকাংশ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তারা শোকরানা সেজদার মতপোষণ করেছেন। বস্তুত বাক্কার ইবনে আবদুল আজিজ ইবনে আবু বকরা মুকারিবুল হাদিস।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَمَانِ وَالْمَرْأَةِ الْعَبْدِ

অনুচ্ছেদ– ২৬ : নারী এবং গোলামের নিরাপত্তা প্রসংগে (মতন পৃ.)

١٥٧٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَأْخُذُ لِلْقَوْمِ يَعْنِيْ تُجِيْرُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ.

---

[৪৪৫] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الصلوة : باب ماجاء فى سجود الشكر সুনানে ইবনে মাজাহ- كتاب الجهاد : باب فى الصلوة والسجدة عند الشكر –

[৪৪৬]১৫৮৫। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নারী কোনো সম্প্রদায়কে আশ্রয় দেওয়ার অধিকার রাখে।

হজরত উম্মে হানি রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। এই হাদিসটি حسن غريب। আমি মুহাম্মদকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি বলেছেন, এ হাদিসটি صحيح। কাসির ইবনে জায়েদ ওয়ালিদ ইবনে রাবাহ হতে হাদিস শুনেছেন। ওয়ালিদ ইবনে রাবাহ শুনেছেন আবু হুরায়রা রা. হতে। তিনি মুকারিবুল হাদিস।

হজরত আবুল ওয়ালিদ দিমাশকি-ওয়ালিদ ইবনে মুসলিম-ইবনে আবু জিব-সাইদ মাকবুরি-আবু মুররা আকলি ইবনে আবু তালেবের মুক্তকৃত গোলাম-উম্মে হানি রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আমার শ্বশুরালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত দু' ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়েছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছো আমি তাকে নিরাপত্তা দিলাম।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। ওলামায়ে কেরামের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা মহিলা ও গোলামের নিরাপত্তার অনুমতি দিয়েছেন। এটি আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব। তাঁরা দু'জন মহিলা ও গোলামের নিরাপত্তা দানের অনুমতি দিয়েছেন।

একাধিক সূত্রে এ হাদিসটি বর্ণিত আছে। আবু মুররা হলেন আকিল ইবনে আবু তালেবের আজাদকৃত গোলাম। তাকে উম্মে হানি রা. এর গোলামও বলা হয়। তার নাম ইয়াজিদ।

হজরত আলি ইবনে আবু তালেব রা. ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত আছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলমানদের দায়-দায়িত্ব এক। এর ব্যাপারে তাদের নিম্ন পর্যায়ের এক লোকও চেষ্টা করবে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ওলামায়ে কেরামে মতে এর অর্থ, মুসলমানদের মধ্য হতে যে নিরাপত্তা দান করবে সেটা তাদের সবার হতে বৈধ হবে।

এ হাদিস হতে বুঝা গেলো, নিজ সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে নিরাপত্তা দিতে পারে। সুতরাং যদি কোনো মহিলা কোনো কাফেরকে নিরাপত্তা দেয়, তাহলে সে নিরাপত্তা গোটা সম্প্রদায়ের ওপর বাস্তবায়িত হবে। সবার জন্য এর নিরাপত্তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব। কেনোনা, হাদিস শরিফে আছে– ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعٰى بِهَا

عَنْ أُمِّ هَانِئٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ : اَجَرْتُ رَجُلَيْنِ مِنْ اَحْمَائِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : قَدْ اَمَنَّا مَنْ اَمَنْتَ.[৪৪৭]

"উম্মে হানি রা. বলেন, আমি দু'ব্যক্তিকে আমার শশুরালয়ের নিরাপত্তা দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছ, আমরাও তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছি।"

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ وَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعٰى بِهَا اَدْنَاهُمْ.[৪৪৮]

---

[৪৪৬] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الجهاد : باب فى امان المراة, মিশকাতুল মাসাবিহ- كتاب الجهاد باب الامان

[৪৪৭] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الجهاد : باب فى امان المراة, মিশকাতুল মাসাবিহ- كتاب الجهاد : باب الامان

[৪৪৮] সহিহ বোখারি- كتاب الجهاد : باب فكال الاسير, সহিহ মুসলিম- كتاب العتق : باب تحريم تولى العتق غير مواليه

আলি এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সমস্ত মুসলমানদের জিম্মাদারি এক। তাদের মধ্য হতে একজন নিম্ন শ্রেণির ব্যক্তিও জিম্মাদারি নিয়ে চলতে পারে।

এর উদ্দেশ্য হলো, যদি একজন নিম্ন পর্যায়ের এবং মামুলি শ্রেণির লোকও দায়-দায়িত্ব দেয়, আর বলে- আমি নিরাপত্তা দিচ্ছি, তাহলে সমস্ত মুসলমানদের ওপর এ নিরাপত্তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা জরুরি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغَدَرِ

অনুচ্ছেদ-২৭ : গাদ্দারি প্রসংগে (মতন পৃ. ২৮৭)

١٥٨٦ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَيْضِ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ يَقُوْلُ : كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ أَهْلِ الرُّوْمِ عَهْدٌ وَكَانَ يَسِيْرُ فِي بِلَادِهِمْ حَتّٰى إِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ أَغَارَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا رَجُلٌ عَلٰى دَابَّةٍ أَوْ عَلٰى فَرَسٍ وَهُوَ يَقُوْلُ اللهُ أَكْبَرُ وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ وَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحُلَّنَّ عَهْدًا وَلَا يَشُدَّنَّهُ حَتّٰى يَمْضِيَ أَمَدُهُ أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ قَالَ فَرَجَعَ بِالنَّاسِ.[৪৪৯]

১৫৮৬। **অর্থ :** সুলাইম ইবনে আমের রা. বলেন, মুয়াবিয়া রা. এবং রোমীদের মাঝে একটি যুদ্ধ বন্ধ চুক্তি ছিলো। তিনি তাদের জনপদে (সৈন্যসহ) উপনীত হলেন এব সন্ধির মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে তারেকে অতর্কিত আক্রমণ করেন। এমন সময় শোনা গেলো এক ব্যক্তি পশুর পিঠে অথবা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বলছে, 'আল্লাহু আকবার' চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ কর, বিশ্বাস ঘাতকতা করো না। জানা গেলো, এ আরোহি ব্যক্তি ছিলেন আমর ইবনে আবাসা রা.। মুয়াবিয়া রা. তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা.কে বলতে শুনেছি, কোনো জাতির সাথে যার চুক্তি রয়েছে, সে যেনো এই চুক্তি ভংগ না করে এবং তার বিপরীত কিছু না করে। চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অথবা প্রতিপক্ষকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত। বর্ণনাকারি বলেন, অতঃপর মুয়াবিয়া রা. নিজের লোকদের নিয়ে ফিরে আসেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح

দরসে তিরমিযী

মুয়াবিয়া রা. তখন ছিলেন শামের গভর্নর। রোমীদের সঙ্গে তাদের লড়াই অব্যাহত থাকতো। একবার একটি মেয়াদ পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধের চুক্তি করেছিলেন। মুয়াবিয়া রা. বড় রাজনীতিবিদ ছিলেন। চুক্তির মেয়াদের সময় যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকেন, যখন চুক্তি শেষ হওয়ার সময় একেবারে নিকটবর্তী হলো, তখন তিনি ভাবলেন, চুক্তির মেয়াদের ভেতর হতে আক্রমণ করা যায় না। তবে রোমীদের রাষ্ট্রে প্রবেশ করা তো নিষেধ না। তাই তিনি যুদ্ধ বন্ধের মেয়াদের ভেতরই তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের দেশে ঢুকলেন এবং চলতে থাকলেন, অবশ্য যুদ্ধ করেননি। তিনি ভাবলেন, রোমবাসী হয়তো এই ধারণায় পড়ে থাকবে যে, যখন যুদ্ধ বন্ধের মেয়াদ শেষ হবে

---

[৪৪৯] সুনানে আবু দাউদ- كتاب للجهاد : باب في الامام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير اليه-- মুসনাদে আহমদ- ৪/১১১।

এরপর সৈন্য সেখান হতে চলে যাবে। তখন এখানে পৌছতে পৌছতে অনেক সময় লাগবে। তাই তারা উদাসীন অবস্থায় থাকবে। আমি এটা করবো যে, যখনই চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে, সেদিনের সূর্য অস্তমিত হবে তৎক্ষণাৎই আক্রমণ চালিয়ে দিবো।

মুয়াবিয়া রা. তাদের রাষ্ট্রে চলতে থাকলেন, এক পর্যায়ে চুক্তির মেয়াদ যখনই শেষ হলো, তখনই কাল বিলম্ব না করে আক্রমণ করলেন। যেহেতু তারা ছিলো উদাসীন-বেখবর, সেহেতু তিনি তাদের অনেক অঞ্চল বিজয় করে নিলেন। বিজয় লাভ করতে করতে সামনের দিকে এগুচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখলেন, এক ব্যক্তি একটি পশুর ওপর কিংবা ঘোড়ার ওপর আরোহণ করে চলে আসছেন, তিনি বলছিলেন, اَللهُ اَكْبَرُ وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ অর্থাৎ, মুমিনের চরিত্র হলো বিশ্বস্ততা-ওফাদারি, গাদ্দারি বা বিশ্বাস ভঙ্গ না। তিনি নিকটবর্তী হলে জানা গেলো, তিনি হলেন হজরত আমর ইবনে আবাসা রা.। মুয়াবিয়া রা. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার? আমরা কি গাদ্দারি করেছি? আমর ইবনে আবাসা রা. বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যখন কারো কোনো সম্প্রদায়ের সঙ্গে চুক্তি থাকে, সে যেনো সে চুক্তিকে না খুলে এবং না বাঁধে। অর্থাৎ, এ চুক্তির মধ্যে কোনো তছরূপ না করে এবং এ চুক্তির খেলাফ কোনো কাজ না করে। যতোক্ষণ না এর মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়, কিংবা তাদের পক্ষ হতে চুক্তিকে সমান সমান ভাবে নিক্ষেপ না করে। অর্থাৎ, এই ঘোষণা করে যে, আমরা এই চুক্তি খতম করছি, এবার আমরা এই চুক্তির পাবন্দ নই। যতোক্ষণ এ কাজ না করবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত এ চুক্তির খেলাফ কোনো তছরুপ করা অবৈধ। যেহেতু তিনি চুক্তির মেয়াদের ভেতর তাদের দেখে প্রবেশ করেছেন, যেহেতু তার এই পদক্ষেপ শরিয়ত সম্মত না। বর্ণনাকারি বলেন, হজরত মুয়াবিয়া রা. যখন একথা শুনলেন, তখন সেনাবাহিনী নিয়ে ফিরে এলেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ইসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

বিশ্বস্ততার এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত

একটু ভাবুন, একটি সেনাবাহিনী শহরের পর শহর, গ্রামের পর গ্রাম, বিজয় করে চলছে, বিজয়ের কামিয়াবির পর কামিয়াবি অর্জন করছে। তখন পেছন হতে এসে একজন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদিস শুনিয়ে দেয়, তখন একজন বিজেতার কি অবস্থা হবে। আজ এর কল্পনাও করা যায় না যে, একজন বিজেতা এতোটুকু কথা শুনে তার সমস্ত প্রোগ্রাম শেষ করে দেয়, আর নিজের সমস্ত পরিকল্পনা ভেঙে দেয়। এ হলো অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার সর্বোচ্চ মর্তব্য যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণী শুনে বিজিত অঞ্চল শত্রুদের ফেরত দিয়ে দেয়। হয়ত পৃথিবীর ইতিহাসে এর কোনো উদাহরণ থাকবে না। আমার মতো কেউ যদি হতো তাহলে হাজার হাজার ব্যাখ্যা করতো যে, ভাই! আমরা চুক্তির মেয়াদের ভেতর হামলা করিনি। বরং শুধু একজন সাধারণ নাগরিকের মতো তাদের দেশে প্রবেশ করেছি। তবে হজরত মুয়াবিয়া রা. যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী শুনেছেন, তখন কোনো ব্যাখ্যা করেনি। বরং মস্ত কাবনত করেছেন এবং সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফিরে চলে এসেছেন। বিজিত অঞ্চল খালি করে দিয়েছেন। এর কারণ এটাই ছিলো যে, তার লড়াই এবং জেহাদ রাষ্ট্র এবং সম্পদ অর্জনের জন্য ছিলো না; বরং ছিলো আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য। তাই যেখানেই সন্দেহ হয়েছে যে, আমাদের এই আমল আল্লাহর সন্তুষ্টি মুতাবিক কিনা? তা জানা নেই, সেখানে জেহাদ ও লড়াই পরিত্যাগ করলেন।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অনুচ্ছেদ—২৮ : প্রতিটি গাদ্দারের জন্য কিয়ামত দিবসে একটি করে ঝাণ্ডা হবে প্রসংগে (মতন পৃ. ২৮৭)

١٥٨٧ -عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.[৪৫০]

১৫৮৭। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন প্রতিটি প্রতিশ্রুতি, ভঙ্গকারির জন্য একটি ঝাণ্ডা গেড়ে দেওয়া হবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত আলি, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবু সাইদ খুদরি ও আনাস রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। মুহাম্মদ রহ. কে আমি সুয়াইদ-আবু ইসহাক-উমারা ইবনে উমাইর-আদি-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত হাদিসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, যাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রতিটি বিশ্বাস ভঙ্গকারির জন্য একটি ঝাণ্ডা থাকবে। জবাবে তিন বললেন, আমি মারফু' আকারে এ হাদিসটি জানি না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّزُوْلِ عَلَى الْحُكْمِ

অনুচ্ছেদ—২৯ : ফয়সালার ভিত্তিতে অবতরণ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৮৭)

١٥٨٨ -عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ : رُمِيَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَطَعُوْا أَكْحَلَهُ أَوْ أَبْجَلَهُ فَحَسَمَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّارِ فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ فَتَرَكَهُ فَنَزَفَهُ الدَّمُ فَحَسَمَهُ أُخْرَى فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ قَالَ اللّٰهُمَّ لَا تُخْرِجْ نَفْسِي حَتَّى تُقِرَّ عَيْنِي مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ فَاسْتَمْسَكَ عِرْقُهُ فَمَا قَطَرَ قَطْرَةً حَتَّى نَزَلُوْا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَحَكَمَ أَنْ يُقْتَلَ رِجَالُهُمْ وَيُسْتَحْيِي نِسَاؤُهُمْ يَسْتَعِيْنُ بِهِنَّ الْمُسْلِمُوْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَبْتَ حُكْمَ اللهِ فِيْهِمْ وَكَانُوْا أَرْبَعَمِائَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِهِمْ اِنْفَتَقَ عِرْقُهُ فَمَاتَ.[৪৫১]

১৫৮৮। **অর্থ :** জাবের রা. বলেন, আহজাবের যুদ্ধে হজরত সা'দ ইবনে মুয়াজ রা.-এর দেহে একটি তীর লেগেছিলো, ফলে তাঁর আকহাল (বাহুর একটি রগ) কিংবা আবজাল রগ কেটে গিয়েছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আগুন দিয়ে দাগিয়ে দিলেন। তখন তার হাত ফুলে গেলো। তারপর যখন ছেড়ে

---

[৪৫০] সহিহ বোখারি- كتاب الجهاد : باب اثم الغادر للبر و الفاجر, সহিহ মুসলিম- كتاب الجهاد : باب تحريم الغدر

[৪৫১] সহিহ মুসলিম- كتاب السلام : باب لكل داء دواء و استحباب التداوى, মুসনাদে আহমদ- ৩/৩১২।

দিলেন, তখন রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয়বার তাকে দাগালেন, আবার হাত ফুলে গেলো। তিনি (সাদ রা.) যখন এ ব্যাপার দেখলেন, তখন দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আমার রূহ ততোক্ষণ পর্যন্ত যেনো না বের হয়, যতোক্ষণ পর্যন্ত তুমি বনু কুরাইজা দ্বারা আমার চোখ না জুড়াও। অর্থাৎ যতোক্ষণ পর্যন্ত পর্যন্ত তাদের ফয়সালা না দেখাবে। এ দোয়ার পর তাঁর রগ হতে রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলো, এক ফোঁটাও রক্ত পড়লো না। যতোক্ষণ না নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দ ইবনে মুয়াজ রা. কে নিজের ফয়সালাকারি বানান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে সংবাদ পাঠালেন, তখন তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, বনু কুরাইজার পুরুষদের কতল করা হবে। আর মহিলাদের জীবিত রাখা হবে, যাতে মুসলমানরা তাদের হতে সহযোগিতা লাভ করতে পারেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার যথার্থ ফয়সালা পর্যন্ত পৌঁছেছো। তারা ছিলো চারশ' জন। যখন সা'দ রা. তাদের কতল করে অবসর হলেন, তখন তাঁর রগ খুলে গেলো এবং তাঁর মৃত্যু হয়ে গেলো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু সাইদ ও আতিয়্যা কুরাজি রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

١٥٨٣ -عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اُقْتُلُوْا شُيُوْخَ الْمُشْرِكِيْنَ وَاسْتَحْيُوْا شَرْخَهُمْ.[৪৫২]

১৫৮৯। **অর্থ :** সামুরা ইবনে জুনদুব রহ. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুশরিক বৃদ্ধদের কতল করো। আর তাদের নাবালেগ শিশুদের জীবিত রাখো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

الشرخ এর অর্থ সেসব বালক যাদের নাভীর নিচে পশম গজায়নি।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح غريب।

হজরত হাজ্জাজ ইবনে আরতাত এটি কাতাদা হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٥٩٠ -عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ : عَرَضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيْلُهُ فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيْلِيْ.[৪৫৩]

১৫৯০। **অর্থ :** আতিয়্যা কুয়াজি রা. বলেন, কুরাইজার দিন আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পেশ করা হয়। তখন যাদের নাভীর নিচে পশম উঠেছিলো তাদের কতল করে দেওয়া হয়। আর যাদের নাভীর নিচে পশম গজায়নি তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, যাদের নাভীর নিচে পশম গজায়নি। ফলে আমাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

---

[৪৫২] সুনানে আবু দাউদ- باب في قتل النساء : كتاب الجهاد, মুসনাদে আহমদ ৫/১২।

[৪৫৩] সুনানে আবু দাউদ- كتاب, باب في الغلام يصيب الحد الحدود, সুনানে ইবনে মাজাহ- باب من لا يجب عليه الحد : كتاب الحدود-

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। অনেক আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা পশম গজানোকে বালেগ হওয়া (এর আলামত) মনে করেন, যদি তার স্বপ্নদোষ কিংবা বয়স জানা না যায়। আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব এটাই।

আতিয়্যার রহ. পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং অনেক বড় উঁচু পর্যায়ের আলেম হয়েছিলেন।

বালেগ হওয়ার আলামত কি?

এ হাদিস দ্বারা অনেক ইসলামি আইনবিদ দলিল পেশ করেছেন যে, নাভীর নিচে পশম গজানো বালেগ হওয়ার নিদর্শন। তবে অন্যান্য ইসলামি আইনবিদ বলেন, যেহেতু সেখানে বয়স নির্ধারণের কোনো মাধ্যম ছিলো না, আবার প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার যে আসল আলামত স্বপ্নদোষ সেটাও জানার কোনো পদ্ধতি ছিলো না। তাই একটি জাহেলি আলামত হিসেবে নাভীর নিচে পশম গজানোর বিষয়টি অবলম্বন করা হয়েছিলো। এ কারণে ইসলামি আইনবিদগণের মতে, এটা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার সিদ্ধান্তমূলক নিদর্শন না।[৪৫৪]

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَلْفِ

অনুচ্ছেদ – ৩০ : কসম প্রসংগে (মতন পৃ. ২৮৭)

١٥٩١ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ن حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ فِيْ خُطْبَتِهِ أَوْفُوْا بِحَلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَزِيْدُهُ يَعْنِي الْإِسْلَامَ إِلَّا شِدَّةً وَلَا تُحْدِثُوْا حِلْفًا فِي الْإِسْلَامِ.[৪৫৫]

১৫৯১। **অর্থ :** আমর ইবনে শুয়াইব স্বীয় পিতা হতে, তিনি নিজ দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় খুতবায় বলেছেন তোমরা জাহেলি যুগের চুক্তিগুলো পূর্ণ করো। অর্থাৎ জাহেলি যুগে কারো সঙ্গে কোনো চুক্তি করেছিলে। যেমন–আমি তোমার সহায়তা করবো, যদি তোমার ওপর জুলুম হয়। এবার ইসলাম গ্রহণের পরেও তা পূর্ণ করো। কেনোনা, ইসলাম এ চুক্তিতে অতিরিক্ত আরো বৃদ্ধির কারণ হবে। এটাকে ভঙ্গের কারণ হবে না। তাহলে শর্ত হলো, সে চুক্তি যেনো এমন না হয়, যেটি শরয়ি মতে বৈধ হবে, তাহলে তা বাকি রাখা ও এর পাবন্দি করা জরুরি। তবে ইসলাম আনয়নের পর কোনো নতুন চুক্তি করো না। কেনোনা, জাহেলি যুগে যেসব চুক্তি হতো সেগুলোতে বলা হতো, আমি সর্বাবস্থায় তোমার সহায়তা করবো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ, উম্মে সালামা, জুবাইর ইবনে মুতইম, আবু হুরায়রা, ইবনে আব্বাস ও কায়েস ইবনে আসেম রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাতদীসটি حسن صحيح।

---

[৪৫৪] দ্র. আল-মুগনি-ইবনে কুদামা- ৪/৫০৯, মুগনিল মুহতাজ- ২/১৬৭ মাবসুদ সারাখসি- ১০/২৭, ইলাউস সুনান ১২/১৯৩, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম- ৩/৩৮৪।

[৪৫৫] মিশকাতুল মাসাবিহ- الفصل الهانى ,باب الامان : كتاب الجهاد : كتاب المصابيح, কানজুল উম্মাল- ১৬৭০৪।

দরসে তিরমিযী

أُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا এর উদ্দেশ্য

একটি প্রবাদ প্রসিদ্ধ আছে- أُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا

এটি মূলত জাহেলী যুগের প্রবাদ ছিলো। লোকজন এ বক্তব্যটিকে এর প্রকৃত অর্থে প্রয়োগ করতো। সেটি হলো, যদি তোমার ভাই অত্যাচারও করে, তারপরও তার সহায়তা করো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও জাহেলি যুগের এ বাক্যটি ব্যবহার করেছেন। তবে এর অর্থ বদলে ফেরেছেন। তাই হাদিস শরিফে এসেছে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম أُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا বললেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মজলুমের সহায়তা তো বুঝে আসে, কিন্তু জালেমের সহায়তা কিভাবে করবো? জবাবে তিনি বললেন, তাকে অত্যাচার হতে বারণ করো। এমনভাবে তিনি এ বাক্যটির অর্থ পরিবর্তন করে দিয়েছেন।

জাহেলি যুগে কৃত চুক্তিগুলোর বিধান

এ অনুচ্ছেদের হাদিসে যে, চুক্তি সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে সেটি হলো, এমন চুক্তি, যাতে সর্বাবস্থায় সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি হয়। আর পক্ষপাতিত্বেও এটাই হয় যে, তাতেও মানুষ চিন্তা করে, যেহেতু সে আমার দেশ বা ভাষা বা সম্প্রদায়ের লোক, অতএব, আমি তার সহায়তা করবো, চাই সে হকের ওপর থাকুক বা না থাকুক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কারণেই পক্ষপাতিত্ব ও গোড়ামিকে منتنة তথা দুর্গন্ধযুক্ত বলেছেন। সুতরাং দেখা উচিত যে, সে হকের ওপর আছে না বাতিলের ওপর। যদি হকের ওপর থাকে তাহলে, নিঃসন্দেহে তার সহায়তা করো। আর যদি বাতিলের ওপর থাকে তাহলে এর সহায়তা কর না। বরং তার সহায়তা কর, যে তার বিপরীতে হকের ওপর আছে। চাই সে তোমার গোত্রের, সম্প্রদায়ের এবং দেশের লোক নাই হোক না কেনো?

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوْسِ

অনুচ্ছেদ–৩১ : অগ্নিপূঁজকের নিকট হতে কর গ্রহণ করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৮৮)

١٥٩٢ –عَنْ بَجَالَةَ بْنَ عَبْدَةَ قَالَ : كُنْتُ كَاتِبًا لِجُزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَلٰى مَنَاذِرَ فَجَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ ك أُنْظُرْ مَجُوْسَ مِنَ قِبَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ فَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ أَخْبَرَنِيْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوْسِ هَجَرَ.[৪৫৬]

১৫৯২। অর্থ : হজরত বাজালা ইবনে আবদা রা. বলেন, আমি মানাজির নামক স্থানে হজরত জয ইবনে মুয়াবিয়া রা.-এর লেখক তথা কেরাণী নিযুক্ত ছিলাম। আমাদের কাছে হজরত উমর রা. চিঠি এলো যে, স্বীয় এলাকায় অগ্নি উপাসকদের দেখো, কারা কারা আছে? তাদের হতে জিজিয়া আদায় করো। কেনোনা, আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজার নামক স্থানের অগ্নি উপাসকদের কাছ হতে কর আদায় করেছিলেন।

---

[৪৫৬] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الخراج والامارة والفئى : باب فى اخذ الجزية من المجوس, কানজুল উম্মাল- ১৬/৭০৪।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن।

١٥٩٣ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ بَجَالَةَ : أَنَّ عُمَرَ كَانَ لَا يَأْخُذُ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوْسِ حَتّٰى أَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوْسِ هَجَرَ.[৪৫৭]

১৫৯৩। অর্থ : বাজালা রা. হতে বর্ণিত। উমর রা. অগ্নি উপাসকেদের কাছ হতে জিজিয়া কর নিতেন না, যতোক্ষণ না হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. সংবাদ দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজার নামক স্থানের অগ্নি উপাসকদের কর আদায় করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

এ হাদিসে আরো বেশি আলোচনা আছে। এ হাদিসটি حسن صحيح।

١٥٩٤ -عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ : أَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوْسِ الْبَحْرَيْنِ وَأَخَذَهَا عُمَرُ مِنْ فَارِسٍ وَأَخَذَهَا عُثْمَانُ مِنَ الْفَرَسِ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هٰذَا ؟ فَقَالَ هُوَ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১৫৯৪। অর্থ : সাইব ইবনে ইয়াজিদ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহরাইনের অগ্নি উপাসকদের কাছ হতে কর আদায় করেন। উমর রা. তা গ্রহণ করেছেন পারস্য হতে। উসমান রা. তা গ্রহণ করেছেন পারস্য হতে। আমি মুহাম্মদ রহ. কে এ হাদিসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি বলেছেন, এটি মালেক-জুহরি-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে।

بَابُ مَاجَاءَ مَا يَحِلُّ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

অনুচ্ছেদ–৩২ : জিম্মিদের কোন সম্পদ হালাল হবে? প্রসংগে (মতন পৃ. ২৮৮)

١٥٩٥ -عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا نَمُرُّ بِقَوْمٍ فَلَا هُمْ يُضَيِّفُوْنَا وَلَهُمْ يُؤَدُّوْنَ مَا لَنَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ وَلَا نَحْنُ نَأْخُذُ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَبَوْا إِلَّا أَنْ تَأْخُذُوْا كَرْهًا فَخُذُوْا.[৪৫৮]

১৫৯৫। অর্থ : উকবা ইবনে আমের রা. বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা অনেক সময় এমন কোনো সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে অতিক্রম করি যে, তারা না আমাদের মেহমানদারি করে, না আমাদের জন্য তাদের ওপর যে অধিকার রয়েছে সে অধিকার আদায় করে এবং না আমরা তাদের কাছ থেকে নিই।

অনেক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হতে কোনো যুদ্ধাভিযানে কোনো সেনাবাহিনী পাঠানো হতো, পথিমধ্যে যেসব গ্রাম ও জনপদ আসতো, সেনাবাহিনীর লোকজনকে সেসব জনপদ হতে খাদ্য

---

[৪৫৭] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الخراج والامارة والفئى : باب فى اخذ الجزية من المجوس, মুসনাদে আহমদ- ১/১৯০।

[৪৫৮] সহিহ বোখারি- كتاب الادب, باب اكرام الضيف وخدمته اياه بنفسه, সহিহ মুসলিম- كتاب اللقطة, باب الضيافة ونحوها

ক্রয়ের প্রয়োজন হতো। তখন সে জনপদের লোকজন যেহেতু মুসলমানদের শত্রু হতে কিংবা মুসলমানদের প্রতি মারাত্মক শত্রুতা রাখতো। তাই তারা না সে সেনাবাহিনীর মেহমানদারি করতো। যেমন–আরবে নিয়ম ছিলো, যদি কোনো জনপদে কোনো মুসাফির আসত লোকজন তাদের মেহমানদারি করতো। তাই তারা আমাদের হক উসুল করতো না। অনেক বর্ণনায় আছে, সে জনপদবাসী স্বীয় দোকানগুলো বন্ধ করে চলে যেতো, যাতে এসব মুসলমান কোনো জিনিস ক্রয় করতে না পারে এবং আমরা এই মনে করে তাদের হতে জোরপূর্বকও নিতাম না যে, জোরপূর্বক নেওয়া তো ঠিক না। এমনস্থানে আমরা কি করবো? জবাবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি তোমরা জবরদস্তি না নিলে জনপদবাসী দিতে অস্বীকার করে তাহলে তাদের হতে জোরপূর্বক নিয়ে নাও। এর অর্থ, তারা যদি স্বীয় সম্মতিতে বিক্রির জন্য প্রস্তুত না হয়, তাহলে তোমরা জোরপূর্বকও তাদের হতে নিতে পারো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن। লাইস ইবনে সা'দ এটি বর্ণনা করেছেন ইয়াজিদ ইবনে আবু হাবিব হতেও। এ হাদিসের অর্থ তারা যুদ্ধে বের হতেন তখন কোনো সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে অতিক্রম করতেন। টাকা দিয়ে খাদ্য ক্রয় করার মতো খাবার পেতেন না। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি জোরপূর্বক না নিলে তারা (খাদ্য) বিক্রি করতে অস্বীকার করে, তাহলে তোমরা তা (সেভাবে) গ্রহণ করো। অনেক হাদিসে এমন ব্যাখ্যা সহ বর্ণিত হয়েছে। উমর ইবনে খাত্তাব রা. হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি অনুরূপ নির্দেশ দিতেন।

দরসে তিরমিযী

জোরপূর্বক বিক্রয়ের বিধান

এই হাদিস দ্বারা ইসলামি আইনিবিদগণ এর ওপর দলিল পেশ করেছেন যে, মুসলমানদের আমির ও শাসক যদি মুসলামানদের লাভ এবং উপকারিতা বুঝেন, তাহলে কোনো ব্যক্তিকে জোরপূর্বক বিক্রি করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। সাধারণ অবস্থাতে বিক্রির নিয়ম হলো, এটা দুই পক্ষের সম্মতিতে অস্তিত্ব লাভ করে। কোরআনে কারিমের আয়াত রয়েছে–

لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (সূরা নিসা : ২৬)

অতএব, জোরপূর্বক কাউকে বিক্রির জন্য বাধ্য করা যায় না। তবে এমন অবস্থায় যেখানে মুসলমানদের কোনো প্রয়োজন এর কারণ হয় এবং মুসলমানদের সাধারণ দাবির তাগাদা হয়, তখন শাসক জোরপূর্বক বাধ্য করতে পারেন বিক্রির জন্য।

মসজিদ বাড়ানোর প্রয়োজনে বিক্রির জন্য বাধ্য করা

উসমান গনি রা. যখন মসজিদে হারাম সম্প্রসারিত করার জন্য মনস্থ করলেন, তখন মসজিদের আশে পাশে লোকজনের বাড়িঘর তৈরি ছিলো। মসজিদ সংকীর্ণ ছিলো। উসমান গনি রা. আছে পাশে যেসব বাড়িঘর ছিলো তাদেরকে নির্দেশ দিলেন, নিজের বাড়িঘর খালি করে দাও। মসজিদের প্রয়োজনে আমাদের কাছে তা বিক্রি করে দাও। আমরা তোমাদেরকে এর মূল্য পরিশোধ করবো। তখন অনেক লোক তাদের মধ্য হতে এই প্রশ্ন উত্থাপন করলো যে, সম্মতি ব্যতিত তো বিক্রি হয় না। সুতরাং আমাদের কাছ হতে জোরপূর্বক কেনো বিক্রি করানো হচ্ছে? জবাবে উসমান গনি রা. বললেন, তোমরা কা'বা শরিফে এসে অবতীর্ণ হয়েছো। কা'বা শরিফ তোমাদের ওপরে এসে পড়েনি। অর্থাৎ, বাস্তবে এ জায়গাটি বায়তুল্লাহ শরিফের। এর প্রয়োজনে এগুলো ছিলো। তবে

তোমরা এখানে এসে এ জায়গার ওপর বাড়িঘর বানিয়েছো। এ স্থানের ওপর তোমরা কব্জা করে নিয়েছো। কা'বা শরিফের প্রয়োজন প্রধান। যে সব জিয়ারতকারি আসেন, তাদের অসুবিধা হয়। সুতরাং আমি জোরপূর্বক তোমাদের হতে এ জমি ক্রয় করে নিবো। ফলে হজরত উসমান গনি রা. জোরপূর্বক সেসব বাড়ি তাদের কাছ থেকে ক্রয় করে নিয়েছেন। তারপর তাদের মধ্য হতে অনেকে এমন ছিলো যারা এরপরও বাড়ি খালি করতে অস্বীকার করলো। তখন হজরত উসমান গনি রা. তাদের বাড়িঘরের মূল্য বাইতুল্লাহ শরিফের দরজায় রেখে দিলেন এবং তাদেরকে বলে দিলেন। বাড়ি খালি করে দাও এবং মূল্য সেখান হতে তুলে নিয়ে নাও। এমনভাবে তাদের থেকে বাড়ি খালি করালেন জোরপূর্বক।

ইসলামি আইনবিদগণ এ ঘটনা হতে এর ওপর দলিল পেশ করেছেন, যদি কোথাও মসজিদ সংকীর্ণ হয়ে যায়, আর তা সম্প্রসারণের জন্য জায়গার প্রয়োজন হয়, কিংবা মুসলমানদের রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে যায়, আর এর জন্য জায়গার প্রয়োজন হয়, তাহলে শাসকের জন্য বিনিময় পরিশোধ করে লোকদের কাছ হতে জায়গা নেওয়া বৈধ। তবে শর্ত হলো, সে বিনিময় বাজার মূল্য অনুযায়ী হতে হবে। বিনিময় পরিশোধে দেরি করতে পারবে না। বরং তৎক্ষণাৎ মূল্য পরিশোধ করে দেবে।

এর বিপরীত আরেকটি ঘটনা দ্বারা সন্দেহ হয় যে, প্রয়োজনের সময়ও কাউকে বিক্রির জন্য বাধ্য করা যায় না। সে ঘটনাটি হলো–যখন হজরত উমর ফারুক রা. এর যুগে মসজিদে নববি সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিলো, এর সম্প্রসারণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিলো, তখন ফারুকে আজমে রা. আশেপাশের বাড়িওয়ালাদের বললেন, আপনারা আপনাদের বাড়িগুলো আমাদের কাছে বিক্রি করুন। আমরা এগুলোকে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করবো। অনেকে আপন খুশিতে দিয়েছেন। আবার কারো কারো কাছ থেকে জোরপূর্বক নিয়েছিলেন। তন্মধ্যে একটি বাড়ি ছিলো হজরত আব্বাস রা. এর। যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা। তিনি বললেন, আমি তো আমার বাড়ি দিবো না। হজরত ফারুকে আজম রা. বললেন, যেহেতু মসজিদে নববীর জন্য প্রয়োজন, অতএব, আপনাকে এই জায়গা দিতে হবে। হজরত আব্বাস রা. বললেন, এটা তো কোনো মূলনীতি হলো না যে, আপনি আমাদেরকে বিক্রির জন্য জোর করবেন। আমি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত নই। কথা অনেক বেড়ে গেলো, তখন আব্বাস বা বললেন, আপনি চাইলে আমরা নিজেদের মধ্যে কাউকে বিচারক বানাবো। ফলে উবাই ইবনে কা'ব রা.কে বিচারক বানানো হলো। তিনি উভয়ের মাঝে ফয়সালা করতে গিয়ে বললেন, ফারুকে আজম রা. এর বাড়ি জোরপূর্বক নেওয়ার কোনো অধিকার নেই। হজরত সুলায়মান রা. এর ঘটনা দ্বারা তিনি দলিল পেশ করলেন যে, যখন তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করছিলেন, তখন তিনি এক যুবক ছেলের জমি নিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাসে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাকে জোরপূর্বক নেওয়ার ব্যাপারে নিষেধের ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা গেলো জোরপূর্বক মসজিদের জন্য কারো বাড়ি নেওয়া অবৈধ।

যখন এই ফয়সালা হলো, তখন আব্বাস রা. বললেন, এবার আমি আমার এই বাড়ি হাদিয়া হিসেবে মসজিদে নববীকে দিচ্ছি। তিনি বললেন, আমি চাচ্ছিলাম, লোকজনের সামনে মাসআলাটি স্পষ্ট হয়ে যাক এবং ভবিষ্যতে কোনো শাসক কারো বাড়ি কিংবা জমির ওপর জোর জবরদস্তিমূলক কব্জা করার ধৃষ্টতা না দেখান। উবাই ইবনে কা'ব রা. এর ফয়সালা দ্বারা আমার এ উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে। সুতরাং এবার এ জমি আমি মসজিদে নববীর জন্য বিনামূল্যে দান করছি।

এ ঘটনা থেকে বুঝা যায়, উবাই ইবনে কা'ব ও আব্বাস রা. এর এই অবস্থান ছিলো এব পরবর্তীতে উমর রা. এটা মেনে নিয়েছেন যে, অন্যের জমিজমা তার মর্জি ব্যতিত নেওয়া কোনো প্রকারেই অবৈধ।

এর জবাব হলো, মূলত অন্যের জমি-জায়েদাদ জোর জবরদস্তিতে নেওয়া তখন বৈধ হয়, যখন ভীষণ প্রয়োজন দেখা দেয়, তাছাড়া গুজারা সম্ভব না। হজরত আব্বাস রা. এর অবস্থান ছিলো আমার বাড়ি নেওয়া এমন কোনো আবশ্যকীয় প্রয়োজন নয় যে, এর ফলে জোরপূর্বক বিক্রি বৈধ হয়ে যায়। এরই ভিত্তিতে হজরত

উবাই ইবনে কা'ব রা. ফয়সালা করেছেন। হজরত উসমান গনি রা. এর যে ঘটনা এর বিপরীত উল্লেখ করা হলো, এতে উসমান গনি রা. পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন, কা'বা শরিফ তোমাদের ওপর এসে অবতীর্ণ হয়নি। তোমরা কা'বা শরিফের এখানে এসে অবতীর্ণ হয়েছ। যার অর্থ, কা'বা শরিফের আশে পাশে এলাকা কা'বার প্রয়োজনের জন্য ছিলো, আর কোরআনে করিম বলেছে, যারা এখানে অবস্থানকারি এবং যেসব লোক বাহির হতে আগন্তুক তারা সবাই এ অধিকারে সমান। কারো অন্যদের ওপর ফজিলত ও শ্রেষ্ঠত্ব নেই। যেহেতু সেখানে বাস্তবিক প্রয়োজন ছিলো, সেহেতু উসমান গনি রা. জবরদস্তি নেওয়ার ফয়সালা করলেন এবং ফুকাহায়ে সাহাবার মধ্য হতে কেউ এ ফয়সালার বিরোধিতা করেননি।

এর থেকে বুঝা গেলো, আসল নির্ভরশীলতা এ বিষয়ের ওপর যে, প্রয়োজন কোনো পর্যায়ের? যদি বাস্তবিকই প্রয়োজন এমন হয় যে, তাছাড়া কাজ চলতে পারে না, তাহলে বিনিময় দিয়ে জোরপূর্বক নেওয়া যায়। তাহলে বিনিময় ইনসাফ অনুযায়ী হতে হবে। অর্থাৎ, বাজারের মূল্য অনুযায়ী হওয়া উচিত এবং তা পরিশোধ করা উচিত তৎক্ষণাৎ। যাতে মালিক উদ্বিগ্ন-উৎকণ্ঠিত না হয়ে পড়ে। অবশ্য বিনা বিনিময়ে নেওয়া যে কোনো অবস্থাতেই অবৈধ।

পাকিস্তানের আইনকানুন ও জোরপূর্বক বিক্রি

পাকিস্তানে যেসব আইনকানুন প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে কিছু কিছু আইন এমন ছিলো, যেগুলো বিনিময় ব্যতিত অন্যের মালিকানার জিনিস নেওয়ার অনুমতি দিতো। সেসব কানুন আলহামদুলিল্লাহ, আমার ফয়সালার মাধ্যমে বাতিল হয়ে গেছে। তবে অনেক আইন এখনও এমন আছে, যেগুলোতে জোরপূর্বক বিক্রির অনুমতি রয়েছে। তবে এগুলোতে শরয়ি শর্ত-শরায়েতের প্রতি লক্ষ্য নেই। যেমন– সে জমিজমার বিনিময় বাজার মূল্য হিসেবে দেওয়া হবে না, বরং মূল্য নির্ধারণ করা ক্ষেত্রে সরকার স্বাধীন। যে মূল্য ইচ্ছা নির্ধারণ করতে পারে। এ পদ্ধতি সঠিক না। এই মাস'আলাটির অতিরিক্ত বিস্তারিত আলোচনা আমার এ ফয়সালায় বিদ্যমান রয়েছে। যা সুপ্রিম কোর্টে লিখেছিলাম। এ সিদ্ধান্তটি এখন গ্রন্থ আকারে ملکیت زمین اور اس کی تحدید নামে ছাপা হয়েছে। এই ফয়সালাটি জুলফিকার আলি ভুট্টোর যুগের আইনগুলোকে বাতিল করে দিয়েছে। এই সিদ্ধান্তে আমি বিস্তারিত দলিল দলিলাদি দ্বারা বর্ণনা করেছি যে, সরকার কখন কারো মালিকানা বিনিময় সহ নেওয়ার অধিকার রাখে। বিনা বিনিময়ে এবং বিনা প্রয়োজনে অন্যের জায়গা জমি নেওয়ার যে সব দলিলাদি দিয়েছেন, সেগুলো সবিস্তারে রদ করে দেওয়া হয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْهِجْرَةِ

অনুচ্ছেদ– ৩৩ : হিজরত প্রসংগে (মতন পৃ. ২৮৮)

١٥٩٦ –عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا.[৪৫১]

১৫৯৬। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে, মক্কা বিজয়ের পর হিজরত নেই। অর্থাৎ, যে হিজরত আগে ফরজে আইন

---

[৪৫১] সহিহ বোখারি- كتاب الجهاد والسير, باب لا هجرة بعد الفتح- সহিহ মুসলিম- كتاب الامارة, باب المبايعة بعد فتح مكة على الاسلام والجهاد

ছিলো এবং যেসব মুসলমান মক্কা মুকাররমায় মুকিম ছিলো; তাদের ওপর ফরজে আইন ছিলো হিজরত করে মদিনা মুনাওয়ারায় চলে যাওয়া– সে হিজরত এখন ফরজ থাকেনি। অবশ্য এখন হিজরতের আদেশ হলো, যদি কোনো ব্যক্তি এমন কাফের রাষ্ট্রে বসবাস করে, যেখানে স্বীয় দীনি আহকামের ওপর আমল করা সম্ভব না, তখন তো হিজরত করা তার ওপর ফরজ, আর যদি এমন জায়গায় বসবাস করে যেখানে সে দীনি আহকামের ওপর আমল করতে পারে, তাহলে তখন হিজরত করা মোস্তাহাব। তবে এখন রয়েছে জেহাদ এবং নেক নিয়ত। অর্থাৎ, মানুষ এ নিয়ত রাখবে যে, যখন প্রয়োজন আসবে তখন আল্লাহর রাস্তায় নিজ জানমাল কোরবান করবো। আর যখন তোমাদেরকে জেহাদের জন্য বের করা হবে তখন বেরিয়ে পড়বে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু সাইদ, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও আবদুল্লাহ ইবনে হুবশি রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

এটি বর্ণনা করেছেন অনুরূপভাবে সুফিয়ান সাওরি-মানসুর ইবনে মু'তামির সূত্রে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ بَيْعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

অনুচ্ছেদ– ৩৪ : নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বায়'আত প্রসংগে (মতন পৃ. ২৮৮)

١٥٩١ –عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى { لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ } قَالَ جَابِرٌ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلٰى أَنْ لَا نَفِرَّ وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ.[৪৬০]

১৫৯৭। **অর্থ :** জাবের রা. হতে বর্ণিত যে, কোরআনে কারিমের আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে আমরা এর ওপর বায়'আত হইনি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত সালামা ইবনে আকওয়া' ইবনে উমর, উবাদা ও জারির ইবনে আবদুল্লাহ রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ঈসা ইবনে ইউনুস-আওজায়ি-ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসির-জাবের ইবনে আবদুল্লাহ সূত্রে এ হাদিসটি বর্ণিত আছে। তাহলে তাতে আবু সালামার নাম উল্লেখ করা হয়নি।

١٥٩٨ –عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ عُبَيْدٍ قَالَ : قُلْتُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَلٰى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ ؟ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ.[৪৬১]

---

[৪৬০] আল-মুসনাদুল জামে'- ৪/৩৪৫।

[৪৬১] সহিহ বোখারি- كتاب الجهاد و السير, باب للبيعة فى الحرب ان لايفروا, সহিহ মুসলিম- كتاب الامارة, باب استحباب مبايعة الا مام الجيش–

১৫৯৮। **অর্থ :** ইয়াজিদ ইবনে আবু উবাইদ বলেন, আমি সালামা ইবনে আকওয়া' রা.কে জিজ্ঞেস করলাম, হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিসের ওপর বায়'আত হয়েছিলেন। তিনি জবাবে বললেন, মৃত্যুর ওপর।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

এই হাদিসটি حسن صحيح।

বাহ্যত উভয় হাদিসের মাধ্যমে পরস্পর বিরোধ বুঝা যায়। কেনোনা, জাবের রা. মৃত্যুর ওপর বায়'আত অস্বীকার করেছেন। সালামা ইবনে আকওয়া' রা. বলেছেন, আমরা মৃত্যুর ওপর বায়'আত হয়েছিলাম। বস্তুত, উভয়ের মাঝে কোনো বৈপরিত্য নেই। কেনোনা, এটা প্রযোজ্য বিভিন্ন অবস্থার ক্ষেত্রে। অনেক সময় না পালানোর ব্যাপারে বায়'আত নেওয়া হয়েছে, আর কোনো সময় এ কথার ওপর বায়'আত নেওয়া হয়েছে যে, মরে যাবো, তারপরও পিছু হটবো না। দুটোরই সারনির্যাস এক।

١٥٩٩ -عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كُنَّا نُبَايِعُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَيَقُوْلُ لَنَا فِيْمَا اسْتَطَعْتُمْ.[৪৬২]

১৫৯৯। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শ্রবণ এবং আনুগত্যের ওপর বায়'আত হতাম। ফলে তিনি ওই সময় বলতেন, 'যথাসম্ভব'।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ দু'টো হাদিসই حسن صحيح।

উভয় হাদিসের অর্থও বিশুদ্ধ। সাহাবায়ে কেরামের একদল মৃত্যুর ওপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বায়'আত হয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, আমরা সর্বদা আপনার সামনে থাকবো। যতোক্ষণ না শহিদ হই। আর অন্য কিছু সংখ্যক লোক তার কাছে বায়'আত হয়েছে, তারা বলেছেন, আমরা পালাবো না।

١٦٠٠ -عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لَمْ نُبَايِعْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى الْمَوْتِ إِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلٰى أَنْ لَا نَفِرَّ.[৪৬৩]

১৬০০। **অর্থ :** জাবের রা. বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মৃত্যুর ওপর বায়'আত হইনি বরং এ কথার ওপর বায়'আত হয়েছিলাম যে, আমরা রণক্ষেত্র হতে পালাবো না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

---

[৪৬২] সহিহ মুসলিম- كتاب الامارة : باب البيعة على السمع فيما استطاع- والطاعة, সুনানে আবু দাউদ- كتاب الخراج والامارة والفئى، باب ماجاء فى البيعة-

[৪৬৩] সহিহ মুসলিম- كتاب الامارة : باب استحباب مبايعة الامام الجيس, সুনানে নাসায়ি- كتاب البيعة : البيعة على ان لانفر-

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ نَكْثِ الْبَيْعَةِ

অনুচ্ছেদ—৩৫ : বায়'আত ভঙ্গ করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৮৮)

١٦٠١ -عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ رَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفٰى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ.[৮৬৪]

১৬০১। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্রও করবেন। তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। তাদের মধ্য হতে একজন সে ব্যক্তি, যে শাসকের হাতে বায়'আত হয়েছে, তারপর যদি শাসক তাকে কিছু দেয়, তাহলে আনুগত্য করে, তাছাড়া না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

এর ওপরই বিষয়টি বিনা মতপার্থক্যে অব্যাহত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ بَيْعَةِ الْعَبْدِ

অনুচ্ছেদ—৩৬ : গোলামের বায়'আত প্রসংগে (মতন পৃ. ২৮৮)

١٦٠٢ -عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَا يَشْعُرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ ن فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِعْنِيْهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ وَلَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتّٰى يَسْأَلَهُ أَعَبْدٌ هُوَ؟[৮৬৫]

১৬০২। **অর্থ :** জাবের রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক গোলাম এসে তাঁর হাতে হিজরতের ওপর বায়'আত হলো। তিনি জানতেন না সে গোলাম। এরপর সে গোলামের মালিকও এসে গেলো। তিনি মালিককে বললেন, এ গোলামটি আমার কাছে বিক্রি করে দাও। ফলে তিনি তাকে দুটি কৃষ্ণাঙ্গ গোলামের বিনিময়ে কিনে নিলেন। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কারও কাছ হতে বায়'আত নিতেন, তখন প্রথমে জিজ্ঞেস করতেন, সে কি গোলাম, না স্বাধীন?

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত জাবের রা. এর হাদিসটি حسن صحيح غريب।

এটি আমরা আবুজ জুবাইরের হাদিস ব্যতিত অন্য কোনো সূত্রে আমাদের জানা নেই।

---

[৮৬৪] সুনানে আবু দাউদ- كتاب البيوع : باب فى منع الماء, সুনানে ইবনে মাজাহ- كتاب التجارات, باب ماجاء فى كراهية الايمان فى الشراء

[৮৬৫] সহিহ মুসলিম- كتاب البيوع : باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه, সুনানে নাসায়ি- كتاب البيوع : بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد متفاضلا-

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ بَيْعَةِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ–৩৭ : নারীদের বায়'আত প্রসংগে (মতন পৃ. ২৮৮)

١٦٠٣ - عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ أُمَيْمَةَ بِنْتَ رُقَيْقَةَ تَقُوْلُ : بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَنَا فِيْمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ قُلْتُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنَّا بِأَنْفُسِنَا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ بَايِعْنَا قَالَ سُفْيَانُ تَعْنِيْ صَافِحْنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّمَا قَوْلِيْ لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِيْ لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ.[৪৬৬]

১৬০৩। **অর্থ** : উমাইমা বিনতে রুকাইকা রহ. বলেন, কয়েকজন মহিলার সঙ্গে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বায়'আত হয়েছি। তখন তিনি বলেছেন, 'যতোটুকু তোমাদের শক্তি সামর্থ্য হয়'। আমি বললাম, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল আমাদের জানের প্রতি আমাদের চেয়েও বেশি দয়াবান। তারপর আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের থেকে বায়'আত নিন। হজরত সুফিয়ান রা. বলেন, বায়'আত দ্বারা উদ্দেশ্য আমাদের সঙ্গে মুসাফাহা করুন। তিনি বললেন, আমার উক্তি শত মহিলার জন্য অনুরূপ যেমন একজন মহিলার ক্ষেত্রে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আয়েশা, আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও আসমা বিনতে ইয়াজিদ রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির সূত্র ব্যতিত অন্য কোনো সূত্রে আমাদের জানা নেই। সুফিয়ান সাওরি, মালেক ইবনে আনাস প্রমুখ এ হাদিসটি এ হাদিসটি মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এ হাদিস সম্পর্কে আমি মুহাম্মদ রহ.কে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি বলেছেন, উমাইমা বিনতে রুকাইকার এটি ব্যতিত অন্য কোনো হাদিস আমি জানি না। উমাইমা হলেন অন্য আরেকজন রমণী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে তাঁর একটি হাদিস আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ عِدَّةِ أَهْلِ بَدْرٍ

অনুচ্ছেদ–৩৮ : বদরি সাহাবিগণের সংখ্যা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৮৮)

١٥٩٨ -عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَصْحَابَ بَدْرٍ يَوْمَ بَدْرٍ كَعِدَّةِ أَصْحَابِ طَالُوْتَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا.

[৪৬৭]১৬০৪। **অর্থ** : বারা রা. বলেন, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারিদের সংখ্যা তালুতের সঙ্গীদের সংখ্যার সমান। অর্থাৎ, তিন শত তের জন।

---

[৪৬৬] সুনানে নাসায়ি- كتاب البيعة : باب بيعة يعة النساء, সুনানে ইবনে মাজাহ- كتاب الجهاد : باب بيعة النساء

[৪৬৭] সহিহ বোখারি- كتاب المغازى : باب عدة لصحاب بدر, সুনানে ইবনে মাজাহ- كتاب الجهاد : باب السرايا

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। এটি সাওরি প্রমুখ আবু ইসহাক হতে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُمُسِ

অনুচ্ছেদ–৩৯ : খুমুস প্রসংগে (মতন পৃ. ২৮৮)

١٦٠٥ -جَمْرَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ آمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ.[৪৬৮]

১৬০৫। **অর্থ :** কুতাইবা...হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল কায়েস প্রতিনিধিকে বলেছেন, আমি তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি, গণিমতের সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ আদায় করতে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

হজরত কুতাইবা-হাম্মাদ ইবনে জায়েদ-আবু জামরা-ইবনে আব্বাস সূত্রে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النُّهْبَةِ

অনুচ্ছেদ–৪০ : লুটপাট করা নিষেধ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৮৮)

١٦٠٦ -عَنْ جَدِّهِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فَتَقَدَّمَ سَرْعَانُ النَّاسِ فَتَعَجَّلُوْا مِنَ الْغَنَائِمِ فَاطْبَخُوْا وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْ أُخْرَى النَّاسِ فَمَرَّ بِالْقُدُوْرِ فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَهُمْ فَعَدَلَ بَعِيْرًا بِعَشْرِ شِيَاهٍ.[৪৬৯]

১৬০৬। **অর্থ :** রাফে' ইবনে খাদিজ রা. বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। কিছু সংখক তাড়াহুড়া প্রবণ ব্যক্তি আগে অগ্রসর হলো, তারা গণিমতের সম্পদের কিছু জিনিস নিয়ে নিলো এবং এগুলো রান্না করতে আরম্ভ করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবার পেছনে ছিলেন। তিনি যখন সেসব ডেগের কাছ দিয়ে অতিক্রম করলেন, তখন তিনি সেসব ডেগ উল্টে দিতে নির্দেশ দিলেন। পরে সেগুলো উল্টে দেওয়া হলো। তারপর তিনি গণিমতের সম্পদ ভাগ করলেন এবং বণ্টনে একটি উটকে করলেন দশটি বকরির সমান।

---

[৪৬৮] সহিহ বোখারি- كتاب الايمان : باب اداء الخمس من الاسمان, সহিহ মুসলিম- كتاب الايمان : باب الامر بالايمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم–

[৪৬৯] সুনানে ইবনে মাজাহ- كتاب الاضاحى : باب كم تجزى من الغنم عن البدنة

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, সুফিয়ান সাওরি-তার পিতা-আবায়া-তার দাদা রাফে' ইবনে খাদিজ রা. সূত্রে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তাহলে তাতে তিনি তাঁর পিতা হতে শব্দটি বর্ণনা করেননি।

এ হাদিসটি মাহমুদ ইবনে গায়লান-ওয়াকি'-সুফিয়ান সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এটি আসাহ্।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত সা'লাবা ইবনে হাকাম, আনাস, আবু রাইহানা, আবুদ দারদা, আবদুর রহমান ইবনে মাসুরা, জায়েদ ইবনে খালেদ, জাবের, আবু হুরায়রা ও আবু আইউব রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি আসাহ্। আবায়া ইবনে রিফাআ তাঁর দাদা রাফে' ইবনে খাদিজ রা. হতে শুনেছেন।

এ হাদিস থেকে বুঝা গেলো, যতোক্ষণ পর্যন্ত গণিমতের মাল বণ্টন করা না হয়, ততোক্ষণ পর্যন্ত তা হতে কোনো জিনিস খাওয়া কিংবা নিজে ব্যবহার করা দুরুস্ত নেই। কেনোনা, যদিও এ সম্পদের সঙ্গে সমস্ত মুসলমানের হক সংশ্লিষ্ট কিন্তু যতোক্ষণ না বণ্টন করা হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তির জন্য তা হতে উপকৃত হওয়ার হক নেই।

দরসে তিরমিযী

সরকারি মালিকানা হতে নিজের অধিকার করা

মুফতি শফী সাহেব রহ. বলতেন যে, মৌলভির শয়তানও মৌলভি হয়ে থাকে। অর্থাৎ, তাকে মৌলভি হিসেবে ধোঁকা, দেয়। কিছুদিন আগে এক মৌলভি একটি ফতওয়া চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। তাতে লিখেছেন, আমি সরকারি মালিকানা জিনিস বেধড়ক ব্যবহার করি। যেমন, বিদ্যুৎ চুরি করা, সরকারি টেলিফোন ব্যবহার করা, প্রাইজ বণ্ডের মাধ্যমে যে অর্থ আসে তা উসুল করে নেওয়া। কেনোনা, এগুলো সব সরকারি পয়সা। এর দলিল হলো, সরকারি ফান্ডে ওলামা এবং ছাত্রদেরও অধিকার রয়েছে। সরকার যে অধিকার দেয় না। তাই আমরা জোরপূর্বক এসব পন্থায় আদায় করে নেই। দেখুন, এ অনুচ্ছেদের হাদিসে যে গণিমতের সম্পদের উল্লেখ রয়েছে, তাতে সমস্ত মুজাহিদের হক প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু যতোক্ষণ পর্যন্ত বণ্টিত হয়নি, ততোক্ষণ পর্যন্ত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা হতে উপকৃত হওয়ার অনুমতি দেননি। এর দ্বারা বুঝা গেলো, শুধু অধিকার প্রমাণিত হয়ে যাওয়া আদায় করার জন্য যথেষ্ট না। যতোক্ষণ না রীতিমতো বণ্টনের পর অর্জিত না হয় এবং মালিকানা অধিকার না আসে।

গণিমতের সম্পদের একটি উট দশটি বকরির সমান

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদিসে গণিমতের সম্পদ ভাগের একটি উটকে দশটি বকরির সমান করেছে। এর ফলে অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরামের সে অবস্থান শক্তিশালী এবং সমর্থিত হয় যে, যেসব হাদিসে এসেছে–একটি উট দশ ব্যক্তির মাঝে বণ্টিত হতে পারে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য গণিমত ভাগ করা, কুরবানি উদ্দেশ্য না।

١٦٠٧ –عَنْ أَنَسٍ رَضِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا.[৪৭০]

১৬০৭। **অর্থ :** আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি গণিমতের সম্পদ হতে বণ্টনের আগে কিছু নিয়ে নেয়, আমাদের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

---

[৪৭০] মুসনাদে আহমদ- ৩/১৪০, মাজমাউজ জাওয়াইদ- ৫/৩৩৭।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح غريب আনাস রা. সূত্রে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيْمِ عَلٰى أَهْلِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ–৪১ : আহলে কিতাবকে সালাম দেওয়া

١٦٠٨ –عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَا تَبْدَءُوْا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى بِالسَّلَامِ وَإِذَا لَقِيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيْقِ فَاضْطَرُّوْهُمْ إِلٰى أَضْيَقِهِ.[৪৭১]

১৬০৮। **অর্থ :** হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে আগে সালাম দিও না। আর যখন তাদের সঙ্গে পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হয়, তখন তাদেরকে সংকীর্ণ পথের দিকে যেতে বাধ্য করো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে উমর, আনাস ও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি আবু বসরা গিফারি রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

لَا تَبْدَءُوْا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى এ হাদিসের অর্থ অনেক আলেম বলেছেন, মাকরূহ হওয়ার অর্থ–এটা তাদের জন্য সম্মান প্রদর্শন হয়। অথচ মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাদের অপদস্ত করার জন্য। অনুরূপভাবে যখন তাদের কারোর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হবে তাহলে তাদের জন্য রাস্তা ছেড়ে দিবে না। কেনোনা, এতে তাদের জন্য সম্মান রয়েছে।

এ হাদিসের জন্য অনেকে বলেছেন, তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় মুবারকবাদীর কোনো শব্দ প্রথমে ব্যবহার না করা উচিত। তবে বিশুদ্ধ বক্তব্য হলো, সালাম ব্যতিত অন্যান্য শব্দ ব্যবহার করতে পারেন। যেমন– যদি সে ইংরেজ হয়, তাহলে তার সঙ্গে সাক্ষাৎকালে গুড মর্নিং বলে দিলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে আগে আস্‌সালামু আলাইকুম বলবে না; বরং হাদিস শরিফে এসেছে, যদি তারা তোমাদেরকে সালাম করে, তাহলে জবাবে তোমরা আলাইকুম বলে দাও। অবশ্য অনেক আলেম বলেছেন, জবাবে পূর্ণ ওয়ালাইকুমুস সালাম বলাও বৈধ। তবে নিয়ত যেনো এটা হয় যে, তার শান্তি ইসলামের মাধ্যমে অর্জিত হোক। অর্থাৎ, নিয়ত করবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে মুসলমান হওয়ার তওফিক দান করুন। যার ফলে তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হবে। এ নিয়তে পূর্ণ জবাব দিয়ে কোনো সমস্যা নেই।

١٦٠٩ –عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّ الْيَهُوْدَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ فَإِنَّمَا يَقُوْلُ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُلْ عَلَيْكَ.

---

[৪৭১] সহিহ মুসলিম- كتاب السلام, باب النهى عن ابتداء اهل الكتاب بالسلام, সুনানে আবু দাউদ- كتاب الادب : باب فى السلام على اهل الذمة–

১৬০৯। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইহুদিরা যখন তোমাদের কাউকে সালাম করে, তখন বলে আসসামু আলাইকা, অতএব, তোমরা জবাবে বলো, عليك।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْمَقَامِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِيْنَ

অনুচ্ছেদ-৪২ : মুশরিকদের মাঝে অবস্থান করা মাকরূহ হওয়া প্রসংগে (মতন পৃ. ২৮৯)

١٦١٠ -عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم بَعَثَ سَرِيَّةً إِلٰى خَثْعَمٍ فَاعْتَصَمَ نَاسٌ بِالسُّجُوْدِ فَأَسْرَعَ فِيْهِمُ الْقَتْلَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم وَسَلَّمْ فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ أَنَا بَرِيْءٌ مِّنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيْمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِيْنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَلِمَ ؟ قَالَ لَا تَرَايَا نَارَاهُمَا.[৮৭২]

১৬১০। **অর্থ :** হজরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু খাস'আম গোত্রের দিকে একটি সৈন্য বাহিনী পাঠিয়েছিলেন। তখন সে গোত্রের কিছুসংখ্যক লোক সেজদার মাধ্যমে বেঁচে গেছে। অর্থাৎ, সেজদা করে দেখালো যে, আমরা মুসলমান হয়ে গেছি। তবে তাদেরকে তাড়াহুড়া করে কতল করে দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানতে পারলেন যে, লোকজন সেজদায় পতিত হয়েছে, তা সত্ত্বেও মুসলমানরা তাদের কতল করেছে। তখন তিনি তাদের জন্য রক্তপণের অর্ধেক প্রদানের নির্দেশ দেন। তিনি বললেন, আমি সেসব মুসলমান হতে দায় মুক্ত, যারা মুশকিদের সাথে থাকে অর্থাৎ, যদি কোনো সময় মুসলমানদের সৈন্য বাহিনী তাদের ওপর আক্রমণ করে এবং সে মুসলমান মারা যায়, তাহলে আমি এর জিম্মাদার নই। কেনোনা, তারা নিজেরাই ভুল করছে যে, মুশরিকদের মাঝে থাকছে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, এমন কেনো? জবাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে দুজনের আগুন পরস্পরে দৃষ্টিতে না আসা উচিত। অর্থাৎ, মুসলমানদেরকে কাফেরদের জনপদ হতে এমনভাবে স্বতন্ত্র ও দূরে থাকা উচিত যে, যদি মুসলমানরা আগুন জ্বালায়, তাহলে কাফেররা সে আগুন দেখতে পাবে না। আর যদি কাফেররা আগুন জ্বালায় তাহলে মুসলামনারা সে আগুন দেখতে পাবে না। এমন জনপদের সবাই এমনভাবে থাকবে না যে, তাতে কাফের এবং মুসলমানদের কোনো ব্যবধান থাকবে না। তাই ইমাম তিরমিযী রহ. এর ওপর এ অনুচ্ছেদ কায়েম করেছেন।

١٦١١ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ : مِثْلَ حَدِيْثِ أَبِيْ مُعَاوِيَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَنْ جَرِيْرٍ وَهٰذَا أَصَحُّ.

১৬১১। **অর্থ :** হজরত কাইস ইবনে আবু হাজেম সূত্রে আবু মুয়াবিয়া রা. এর হাদিসের মতো হাদিস বর্ণনা করেছেন। এতে তিনি 'জারির হতে' শব্দটি বর্ণনা করেননি। এটি আসাহ্।

---

[৮৭২] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الجهاد : باب النهى عن قتل من اعتصم بالسجود

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত সামুরা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। ইমাম রা. বলেছেন, ইসমাইলের অধিকাংশ ছাত্র বলেছেন, ইসমাইল-কাইস ইবনে আবু হাজেম সূত্রে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সারিয়্যা প্রেরণ করেছেন। তাঁরা তাতে 'জারির হতে' কথাটি বর্ণনা করেননি।

এটি বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ ইবনে সালামা-হাজ্জাজ ইবনে আরতাত-ইসমাইল ইবনে আবু খালেদ-কাইস-জারির হজরত আবু মুয়াবিয়া রা. এর হাদিসের মতো।

অমুসলিম রাষ্ট্রে থাকার হুকুম

এ হাদিসে যদিও ইবারাতুন-নস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যদি মুশরিকদের জনপদে কোনো মুসলমান বসবাস করে, আর মুসলমানদের সেনাবাহিনী সে জনপদে আক্রমণ করে আর অজ্ঞতাবশত সে মুসলমান মারা যায়, তাহলে মুসলমানদের ওপর তার কোনো জরিমানা এবং রক্তপণ ইত্যাদি কিছুই আসবে না। তবে এ হাদিস দ্বারা ইশারাতুন-নস হিসেবে প্রমাণিত হয় যে, একজন মুসলমানের জন্য অমুসলিমদের জনপদে থাকা উচিত না।

এ মাস'আলাটির বিস্তারিত বর্ণনা হলো, যদি কোনো মুসলমান কোনো অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করে, আর সেখানে থাকার কোনো যৌক্তিক কারণ নেই, বরং বেশি পয়সা অর্জন করা উদ্দেশ্য। যেমন–আজকাল লোকজন আমেরিকা, ইউরোপ ইত্যাদিতে গিয়ে বসবাস করছে। তাদের উদ্দেশ্য পয়সা বৃদ্ধি করা। অথচ, নিজের দেশে প্রয়োজন মাফিক রুজি সম্ভব এবং সহজ ছিলো। তা সত্ত্বেও অমুসলিম রাষ্ট্রে গিয়ে অধিবাসী হয়ে গেছে। এমনভাবে সেখানে গিয়ে স্বতন্ত্রভাবে অধিবাসী হওয়া مَكْرُوْهٌ تَحْرِيْمِيٌّ। ইসলামি আইনবিদগণ এই পর্যন্ত বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন করবে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না। যেনো তাকে ফাসেক সাব্যস্ত করা হয়।

কিন্তু যদি কোনো প্রয়োজন এর কারণ হয়, যেমন–নিজ দেশে রুজি-রোজগার পাওয়া যায় না। তখন স্বয়ং কোরআনে কারিমে বলা হয়েছে–

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ (সূরা মূলক : ১৫)

অমুসলিম রাষ্ট্রে আশ্রয়

অনেক সময় এমন অপারগতা হয় যে, মুসলিম রাষ্ট্রে আশ্রয় নেই। সেখানে কতল ও লুটপাটের বাজার গরম। তখন যদি অপরাগ হয়ে কোনো অমুসলিম রাষ্ট্রে চলে যায়, তবু সেটি বৈধ। তবে সেখানে গিয়ে এ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করবে যে, দীনের বিধিবিধানের ওপর আমল করবে এবং এর ওপর আমল করার ক্ষেত্রে যেসব প্রতিবন্ধকতা থাকবে সেগুলো দূর করবে। যেমন–আজকাল অনেক মুসলিম রাষ্ট্রে এমন রয়েছে যে, যদি সেখানে কোনো মুসলমান দীনের নাম নেয় তাহলে সেখানে কঠোরতা আরোপ করা হয়, তাকে জেলে দেওয়া হয়, তাকে পেরেশান করা হয়। বর্তমানে মিসর, আলজেরিয়া, ও তিউনিসিয়ায় তাই হচ্ছে। তখন যদি সে এমন কোনো অমুসলিম রাষ্টে চলে যায়, যেখানে তার ইসলামি এবাদত ও আহকামের ওপর আমলের স্বাধীনতা রয়েছে, তাহলে তাতে কোনো সমস্যা নেই।

এটি বড় শিক্ষণীয় বিষয় যে, মিসর, শাম এবং আলজেরিয়া ইত্যাদির অনেক মুসলমান এমন রয়েছে যাদেরকে কোনো মুসলমান রাষ্ট্র আশ্রয় দেয়নি এবং তাদের স্বীয় সরকার দীনের কারণে তাদের ওপর জুলুম করেছেন। তাদেরকে আমেরিকা ও ইউরোপ আশ্রয় দিয়েছে। তারা সেখানকার অধিবাসী হয়ে গেছে। অথচ বর্তমানে ইসলামি বিশ্ব ইন্দোনেশিয়া হতে মরক্কো পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। তবে কোথাও তাদের আশ্রয় মিলেনি।

বর্তমানের ইসলামি রাষ্ট্রগুলো দারুল ইসলাম কিনা?

প্রশ্ন : যে ইসলামি রাষ্ট্রে না এতোটুকু যে ইসলামি আহকাম বাস্তবায়িত হয় না। বরং যারা ইসলামের নাম নেয় তাদের ওপর কঠোরতা আরোপ করা হয়। যার ফলে তারা অন্য রাষ্ট্রে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়, এমন রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম কিভাবে বলবে?

জবাব : ফিকহি দৃষ্টিকোণ হতে তারপরও সে রাষ্ট্র دَارُ الْإِسْلَامِ। কেনোনা, دَارُ الْإِسْلَامِ এর সংজ্ঞা এই নয় যে বিধি-বিধান সেখানে কার্যত ইসলামি বাস্তবায়িত হয়। বরং দারুল ইসলামের সংজ্ঞা হলো, সে রাষ্ট্রে প্রবল শক্তি মুসলমানদের থাকবে। যখন তারা ইসলামি আহকাম বাস্তবায়ন করতে চায়, তখন করতে পারবে। চাই এখন কার্যত ইসলামি আহকাম বাস্তবায়িত নাই করে থাকুক না কেনো? এবং চাই মুসলমানদের ওপর এবং দীনের নাম উচ্চারণকারিদের ওপর জুলুমই করুক না কেনো? এসব কাজের ফলে সে রাষ্ট্রটি دَارُ الْإِسْلَامِ সংজ্ঞা হতে বহির্ভূত হয়ে যায় না। সুতরাং এর ওপর دَارُ الْإِسْلَامِ এর আহকাম প্রয়োগ হবে।

যখন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ শাসক হয়েছিলো তখন সে প্রায় এক লাখের বেশি লোককে কতল করেছেন। তারাও ছিলেন আলেম, ইসলামি আইনবিদ, মুহাদ্দিস, হাফেজ, ক্বারী। তবে তার এ অপকর্মের ফলে সে রাষ্ট্রটি دَارُ الْإِسْلَامِ হতে বেরিয়ে যায়নি। বরং সেটি দারুল ইসলামই রয়েছে। এর ওপর دَارُ الْإِسْلَامِ এরই আহকাম জারি হবে, যতোক্ষণ না এর ওপর কাফেরদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। যখন তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন সে রাষ্ট্রটি دار الحرب তথা শত্রু কবলিত রাষ্ট্রের পর্যায়ভুক্ত হবে, নতুবা নয়। এর কারণ হলো, دَارُ الْإِسْلَامِ এমন একটি পরিভাষা যার ওপর অগণিত শরয়ি আহকাম নির্ভরশীল। যদি আমরা এটিকে دَارُ الْحَرْبِ বা শত্রু কবলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা করি তাহলে এর বিধি আদেশ বদলে যাবে। সুতরাং এসব ফিকহি আহকামের সীমা পর্যন্ত সে রাষ্ট্রটি دَارُ الْإِسْلَامِই থাকবে।

অত্যাচারি ফাসেক শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিধান

এবার প্রশ্ন হলো, যদি কোনো ইসলামি রাষ্ট্রের ওপর কিছু অবাঞ্ছিত কোনো ক্ষমতায় এসে যায়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা কি বৈধ? এর জবাব হলো, যদি কোনো ইসলামি রাষ্ট্রের ওপর জালেম এবং এমন শাসক চাপিয়ে দেওয়া হয়, যে ইসলাম হতে চরম দূরবর্তীতে অবস্থান করে, তাদেরকে সেখানে হতে হঠানোর জন্য এবং যথার্থ লোকদেরকে ক্ষমতায় স্থানান্তরিত করার জন্য চেষ্টা করা মুসলমানদের জন্য জরুরি। অনেক সময় তাদের বিরুদ্ধে রীতিমতো বিদ্রোহ করা এবং অবাঞ্ছিত লোক সরিয়ে দেওয়ারও অবকাশ হবে।

তবে বিদ্রোহের প্রথম শর্ত হলো, বিদ্রোহের শক্তি থাকতে হবে। কেনোনা, যদি শক্তি ব্যতিত বিদ্রোহ করা হয়, তাহলে অন্যের মাথা ফুড়তে না পারলে নিজের মাথাই ফুড়বে-এ উদাহরণই বাস্তবায়িত হবে। এমনও যেনো না হয় যে, এই বিদ্রোহের ফলে এমন খুন, কতল ও গৃহযুদ্ধ শুরু হয়, যা মুসলমানদের জন্য বেশি ফিৎনার কারণ হবে।

২য় শর্ত হলো, তাদের একজন আমির থাকবেন। সবাই তার অধীনস্থ হয়ে বিদ্রোহ করবে। কেনোনা, আমির ব্যতিত বিদ্রোহের ফলে সফলতার পর পরস্পরে নিজেদের মধ্যেই যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যাবে। যদি এ দুটি শর্ত পাওয়া যায়, তাহলে আমার মতে, তখন ইসলামি বিশ্বের অধিকাংশ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বৈধ।

وَرُوِىَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : لَا تُسَاكِنُوْا الْمُشْرِكِيْنَ وَلَا تُجَامِعُوْهُمْ فَمَنْ سَاكَنَهُمْ أَوْ جَامَعَهُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ.

[৪৭৩]"হজরত সামুরা ইবনে জুন্দুব রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুশরিকদের সঙ্গে থেকো না। তাদের সঙ্গে নিজেদেরকে একত্রিত করো না। যে ব্যক্তি তাদের সঙ্গে থাকবে কিংবা তাদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে যাবে, তারা তাদের মতোই।"

দেখুন, এই হাদিসে কত কঠোর সতর্কবাণী বর্ণনা করেছেন, তাই যতোক্ষণ পর্যন্ত কোনো প্রয়োজন কারণ না হয়, ততোক্ষণ পর্যন্ত কোনো অমুসলিম রাষ্ট্রে গিয়ে বিনা কারণে আবাদ হওয়াকে মামুলি মনে না করা উচিত।

অমুসলিম রাষ্ট্রের মুসলিম জনপদে অবস্থানের আদেশ

প্রশ্ন : যখন মুসলমান কোনো অমুসলিম রাষ্ট্রে গিয়ে নিজ জনপদ ভিন্ন আবাদ করে এবং সে জনপদে শুধু মুসলমানই থাকবে, তাহলে সেখানে গিয়ে বসবাস করার কি বিধান?

জবাব : বিনা প্রয়োজনে তারপরও সে জনপদে গিয়ে অধিববাসী না হওয়া উচিত। কেনোনা, যদি মুসলমান নিজ জনপদ ভিন্নও করে নেয় তারপরও অমুসলিমদের সঙ্গে অনেক ব্যাপারে জড়িত হতে হয়। তাই বিনা প্রয়োজনে সেখানেও অধিবাসী হবে না। অবশ্য যদি প্রয়োজন হয়, তখন তাদের জনপদে থাকার তুলনায় মুসলমানদের স্বতন্ত্র জনপদে অবস্থান করা অনেক উত্তম ।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ إِخْرَاجِ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ

অনুচ্ছেদ -৪৩ : আরব দ্বীপ হতে ইহুদি এবং খ্রিস্টানকে বহিষ্কার করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯০)

١٦١٢ -أَخْبَرَنِيْ أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ أَخْبَرَنِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ فَلَا أَتْرُكُ فِيْهَا إِلَّا مُسْلِمًا.

[৪৭৪]১৬১২। **অর্থ :** উমর ইবনে খাত্তাব রা. সংবাদ দিয়েছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, আমি ইহুদি ও খ্রিস্টানকে আরব দ্বীপ হতে বহিষ্কার করবো। মুসলিম ব্যতিত কাউকে এতে রাখবো না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

আরব দ্বীপে অমুসলিমদের থাকার অনুমতি নেই

এই বিধানটি এ মূলনীতির ওপর নির্ভরশীল যে, আল্লাহ তা'আলা এটাকে মুসলমানদের স্থায়ী নিবাস বানিয়েছেন। এটা মুসলমানদের হেড কোয়ার্টার। সুতরাং এতে কোনো অমুসলিমের জন্য ভিন্নভাবে বসবাস করার অনুমতি নেই।

---

[৪৭৩] মুসতাদরাকে হাকেম- ২/১৪১।

[৪৭৪] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الخراج والامارة والفى : باب اخراج اليهود من جزيرة, সহিহ মুসলিম- كتاب الجهاد : باب اخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب-

আরব দ্বীপে কাফেরদের হতে এ কারণেই কর গ্রহণ করা হবে না। এখানেতো শুধু দুটি জিনিস রয়েছে। হয়তো ইসলাম, না হয় তলোয়ার। অবশ্য যদি সাময়িকভাবে ব্যবসা কিংবা চাকরির ইচ্ছায় এখানে থাকে, তাহলে এর অবকাশ আছে। আরব দ্বীপের সীমা হলো, জর্দান সীমান্ত হতে ইয়ামান পর্যন্ত, আর প্রস্থে বাহরে আহমার হতে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত। এখন আরব দ্বীপে কমপক্ষে আমার ধারণা মতে, এক ডজন সরকার আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে ছিলো মাত্র একটি সরকার।

١٦١٣ - عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَئِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللهُ لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ.[৪৯৫]

১৬১৩। **অর্থ :** উমর ইবনে খাত্তাব রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি আমি ইনশাআল্লাহ বেঁচে থাকি, তাহলে ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে আরব দ্বীপ হতে অবশ্যই বহিষ্কার করে দিবো।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَرِكَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

অনুচ্ছেদ-৪৪ : নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিত্যক্ত সম্পদ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯০)

١٦١٤ - عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ فَقَالَتْ مَنْ يَرِثُكَ ؟ قَالَ أَهْلِيْ وَوَلَدِيْ قَالَتْ فَمَا لِيَ لَا أَرِثُ بِيْ ؟ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ لَا نُوْرَثُ وَلٰكِنِّيْ أَعُوْلُ مَنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَعُوْلُهُ وَأُنْفِقُ عَلٰى مَنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ.[৪৯৬]

১৬১৪। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. বলেন, ফাতেমা রা. আবু বকর সিদ্দিক রা. এর কাছে এসে বললেন, আপনার ওয়ারিস কে হবে? তিনি বললেন, আমার পরিবার, আমার সন্তান-সন্ততি। ফাতেমা রা. বললেন, তাহলে আমি আমার বাবার ওয়ারিস হবো না কেনো? হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমাদের কোনো উত্তরাধিকারি হয় না। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করতেন, আমিও তাদের দায়-দায়িত্ব নেবো এবং যাদের বেলায় তিনি ব্যয় করতেন, আমিও তাদের বেলায় ব্যয় করবো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত উমর, তালহা, জুবায়র, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, সা'দ ও আয়েশা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি এ সূত্রে غريب।

এটি মুসনাদ আকারে বর্ণনা করেছেন কেবল হাম্মাদ ইবনে সালাবা ও আবদুল ওয়াহহাব ইবনে আতা-মুহাম্মদ ইবনে আমর-আবু সালামা-আবু হুরায়রা রা. সূত্রে। আমি মুহাম্মদকে এ হাদিসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি বলেছেন, আমি এমন কাউকে জানি না, যিনি এটি মুহাম্মদ ইবনে আমর-আবু সালামা-আবু হুরায়রা

---

[৪৯৫] মুসনাদে আহমদ- ১/৩২, আল-মুসনাদুল জামে' ১৪১৭।

[৪৯৬] মুসনাদে আহমদ- ১/১৩, আল-মুসনাদুল জামে' ৯/৬২৭।

সূত্রে বর্ণনা করেছেন' হাম্মাদ ইবনে সালামা ব্যতিত। আবদুল ওয়াহহাব ইবনে আতা-মুহাম্মদ ইবনে আমর-আবু সালামা-আবু হুরায়রা রা. হতে হাম্মাদ ইবনে সালামার বর্ণনার মতো এটি বর্ণনা করেছেন।

١٦١٥ – عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : أَنَّ فَاطِمَةَ جَاءَتْ أَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا تَسْأَلُ مِيْرَاثَهَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَا : سَمِعْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ : إِنِّيْ لَا أُوْرَثُ قَالَتْ وَاللهِ لَا أُكَلِّمُكُمَا أَبَداً فَمَاتَتْ وَلَا تُكَلِّمُهُمَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ عِيْسٰى مَعْنٰى لَا أُكَلِّمُكُمَا تَعْنِيْ فِيْ هٰذَا الْمِيْرَاثِ أَبَداً أَنْتُمَا صَادِقَانِ.

১৬১৫। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত। ফাতেমা রা. আবু বকর ও উমর রা. এর কাছে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে তার মিরাস প্রার্থনা করলেন। তখন তাঁরা দু'জন বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, আমার কোনো ওয়ারিস হবে না। তখন ফাতেমা রা. বললেন, আল্লাহ শপথ, আমি আপনাদের সঙ্গে আর কখনও কথা বলবো না। তারপর তাদের সঙ্গে কথা না বলেই তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। আলি ইবনে ঈসা বলেন, 'আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো না' মানে মিরাস সম্পর্কে কখনও কথা বলবো না। আপনারা দু'জন সত্যবাদী।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

একাধিক সূত্রে এ হাদিসটি আবু বকর সিদ্দিক রা. এর সনদে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে।

١٦١٦ – عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ الْحَدَثَانِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ دَخَلَ عَلَيْهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَ سَعْدُ بْنُ أَبِيْ وَقَّاصٍ ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ وَ الْعَبَّاسُ يَخْتَصِمَانِ فَقَالَ عُمَرُ لَهُمْ أَنْشُدُكُمُ اللهَ الَّذِيْ بِإِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا مِنْ صَدَقَةٍ قَالُوْا نَعَمْ ؟ قَالَ عُمَرُ فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ أَنَا وَلِيُّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَجِئْتَ أَنْتَ وَهٰذَا إِلٰى أَبِيْ بَكْرٍ تَطْلُبُ أَنْتَ مِيْرَاثَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيْكَ وَيَطْلُبُ هٰذَا مِيْرَاثَ اِمْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيْهَا ؟ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ طَوِيْلَةٌ.[৮৭৭]

১৬১৬। **অর্থ :** মালেক ইবনে আউস রহ. বলেন, আমি উমর ইবনে খাত্তাব রা. এর কাছে আসলাম। তখন হজরত উসমান ইবনে আফফান রা. ... হজরত জুবায়র ইবনে আওয়াম রা. ...হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. এবং হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. এলেন। ইতোমধ্যে আলি ও আব্বাস রা. ও বাদানুবাদ করতে করতে এসে পড়লেন। হজরত উমর রা. বললেন, আমি তোমাদেরকে সে আল্লাহর কসম দিচ্ছি, যার হুকুমে আসমান ও জমিন প্রতিষ্ঠিত, তোমাদের কি জানা আছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাদের কোনো ওয়ারিস হয় না। যা কিছু আমরা রেখে যাই, সেগুলো সদকা হয়ে তাকে। তারা সবাই

---

[৮৭৭] সহিহ মুসলিম- كتاب الخراج والامارة الفئى : باب حكم الفئى ,সুনানে আবু দাউদ- كتاب الجهاد والسير : باب فى صفايا رسول الله صلى الله وسلم-

বললেন, হাঁ, আমাদের জানা আছে। হজরত উমর রা. বললেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয়েছে তখন হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলিফা। তখন আপনি (হজরত আব্বাস রা.) এবং তিনি (হজরত আলি রা.) উভয়েই হজরত আবু বকর রা.-এর কাছে এলেন। আপনি আপনার ভাতিজার আর ইনি তাঁর স্ত্রীর বাপের মিরাস দাবি করতে শুরু করেছেন। তখন আবু বকর রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাদের কোনো ওয়ারিস হয় না। আমরা যা কিছু পরিত্যাগ করে যাই সেগুলো সদকা হয়ে থাকে এবং আল্লাহ তা'আলা জানেন, তিনি (হজরত আবু বকর রা.) সত্যবাদী, নেককার, পথপ্রদর্শক এবং সত্যের অনুসারী ছিলেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসে সুদীর্ঘ ঘটনা রয়েছে।

এ হাদিসটি মালেক ইবনে আনাস সূত্রে حسن صحيح غريب।

بَابُ مَا جَاءَ مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ إِنَّ هٰذِهِ لَا تُغْزٰى بَعْدَ الْيَوْمِ

অনুচ্ছেদ-৪৫ : মক্কা বিজয়ের দিন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আজকের পর আর যুদ্ধ করা হবে না প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯০)

١٦١٧ -عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْبَرْصَاءِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ يَقُوْلُ لَا تُغْزٰى هٰذِهِ الْيَوْمِ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.[৪৭৮]

১৬১৭। **অর্থ :** হারেস ইবনে মালেক রা. বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আজকের পর কিয়ামত পর্যন্ত মক্কা মুকাররমাকে বিজয় করতে হবে না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত ইবনে আব্বাস, সুলাইমান ইবনে সুরাদ ও মুতি' রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে। এ হাদিসটি حسن صحيح। এটি হলো জাকারিয়া ইবনে আবু জায়েদা-শা'বি সূত্রে বর্ণিত হাদিস। সুতরাং আমরা এটি তার সূত্র ব্যতিত অন্য সূত্রে জানি না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِيْ يَسْتَحِبُّ فِيْهَا الْقِتَالُ

অনুচ্ছেদ– ৪৬ : যে সময় যুদ্ধ করা মোস্তাহাব প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯০)

١٦١٨ -عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَمْسَكَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ قَاتَلَ فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ أَمْسَكَ حَتّٰى تَزُوْلَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ

---

[৪৭৮] মুসনাদে আহমদ- ৩/৪১২, মুসতাদরাকে হাকেম ৩/৬২৭, মাজমাউজ জাওয়াইদ- ৩/২৮৪।

فَلَمْ حَتَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَمْسَكَ حَتَّى يُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ يُقَاتِلُ وَكَانَ يُقَالُ عِنْدَ ذٰلِكَ تَهِيجُ رِيَاحُ النَّصْرِ وَيَدْعُو الْمُؤْمِنُوْنَ لِجُيُوْشِهِمْ فِي صَلَاتِهِمْ.[৪৭৯]

১৬১৮। **অর্থ :** নো'মান ইবনে মুকাররিন রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আমি অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। যখন ফজর উদয় হতো, তখন তিনি লড়াই বন্ধ করে দিতেন, যতোক্ষণ না সূর্যোদয় হতো। যখন সূর্যোদয় ঘটতো, তখন আবার যুদ্ধ আরম্ভ করতেন। এরপর যখন দুপুর হতো, তখন লড়াই বন্ধ করে দিতেন সূর্য হেলা পর্যন্ত। তারপর যখন সূর্য হেলতো, তখন আবার যুদ্ধ আরম্ভ করতেন এবং তা আসর পর্যন্ত অব্যাহত থাকতো। আসরের সময় যুদ্ধ বন্ধ করে দিতেন এবং আসরের নামাজ পড়তেন। আসর নামাজের পর আবার লড়াই শুরু হতো, এ সময় সম্পর্কে বলা হয় তখন আল্লাহর মদদের হাওয়া প্রবাহিত হয়। মুমিনগণ নামাজগুলোতে তাদের সেনাবাহিনীর জন্য তখন দোয়া করেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি নো'মান ইবনে মুকার্‌রিন রা. হতে এর চেয়ে আরও অধিক মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হয়েছে। কাতাদা নো'মান ইবনে মুকার্‌রিনকে পাননি। নো'মান ইবনে মুকার্‌রিন ইন্তেকাল করেছেন উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর খিলাফত আমলে।

١٦١٩ - عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ إِلَى الْهُرْمُزَانِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ فَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ مُقَرِّنٍ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ انْتَظَرَ حَتَّى تَزُوْلَ الشَّمْسُ وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ وَيَنْزِلَ النَّصْرُ.

১৬১৯। **অর্থ :** উমর ইবনে খাত্তাব রা. নো'মান ইবনে মুকার্‌রিন রা. কে হুরমুজানের কাছে পাঠালেন। তারপর তিনি সুদীর্ঘ হাদিস বর্ণনা করেন। তখন নো'মান ইবনে মুকাররিন রা. বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম। তিনি যখন দিনের শুরুভাগে যুদ্ধ করতেন না, তখন সূর্য হেলাল, বাতাস প্রবাহিত হওয়ায় এবং মদদ নাজিল হওয়ার অপেক্ষা করতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

আলকামা ইবনে আবদুল্লাহ, বকর ইবনে আবদুল্লাহ মুজানির ভাই। নো'মান ইবনে মুকাররিন উমর ইবনে খাত্তাব রা. এর খিলাফত আমলে মৃত্যুবরণ করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الطِّيَرَةِ

অনুচ্ছেদ-৪৭ : অশুভ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯০)

١٦٢٠ - عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الطِّيَرَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَمَا مِنَّا وَلٰكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ.[৪৮০]

---

[৪৭৯] আল-মুসনাদুল জামে' ১৫৫৪৩।

[৪৮০] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الطب : باب فى الطيرة, সুনানে ইবনে মাজাহ- كتاب الطب : باب من كان يعجب الفال ويكره الطيرة-

১৬২০। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অশুভ মনে করা শিরকের একটি অংশ وَمَا مِنَّا এর পর একটি বাক্য উহ্য আছে। وَمَا مِنَّا إِلَّا وَقَدْ يَتَوَهَّمُ الطِّيَرَةَ তথা, আমাদের কেউ এমন নেই যার অন্তরে কখনও অশুভ এর ধারণা আসে না। তবে আল্লাহ তা'আলা এটাকে তাওয়াক্কুলের কারণে দূরীভূত করে দেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত সা'দ, আবু হুরায়রা, হাবিস তামিমি, আয়েশা ও ইবনে উমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদ হাদিস বর্ণিত আছে। এ হাদিসটি حسن صحيح।

এটি আমরা কেবল সালামা ইবনে কুহাইল সূত্রেই জানি শো'বাও সালামা হতে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইলকে বলতে শুনেছি, সুলাইমান ইবনে হারব এ হাদিস সম্পর্কে বলতেন,

وَمَا مِنَّا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ

অর্থাৎ, আমাদের সবার মনেই অশুভ এর ধারণা হতো, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তা তাওয়াক্কুলের বরকতে দূর করে দিতেন।

অশুভ মনে করা

অশুভ মনে করতে এ হাদিসে নিষেধ করেছেন। যেমন–শিখদের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে, যদি তারা ঘর হতে কোনো উদ্দেশে বের হয় ও সামনে দিয়ে বিড়াল রাস্তা অতিক্রম করে যায়, তখন তারা বলে, এ যাত্রা এখন অশুভ হয়ে গেলো। সুতরাং তখন ফিরে এসে যায়। সফর মূলতবী করে। কিংবা যেমন, কাক বাম দিকে উড়ে গেলো, তখন তার দ্বারা অশুভ জ্ঞান করে। এই অশুভ মনে করা শিরকের একটি শাখা। কিতাবুল জেহাদে এর আলোচনা বিশেষভাবে এ কারণে করেছেন যে, যখন মানুষ যুদ্ধে বের হয় তখন লোকজন বহু অশুভ মনে করে। সুতরাং তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। অবশ্য শুভ মনে করা বৈধ, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে রওয়ানা হতেন তখন نجيح শব্দ কারো মুখ থেকে শুনলে তিনি খুশি হতেন এবং বলতেন আমরা সফরের শুরুতেই সফলতার শব্দ শুনেছি। ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সাফল্য দান করবেন। তবে অশুভ মনে করা অবৈধ।

١٦٢١ -عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدْوٰى وَلَا طِيَرَةَ وَأُحِبُّ الْفَأْلَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْفَأْلُ ؟ قَالَ اَلْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ.[৪৮১]

১৬২১। **অর্থ :** মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার...হজরত আনাস রা. হতে বর্ণিত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সংক্রমণ ও অশুভ নেই। আমি শুভ মনে করা পছন্দ করি। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ফাল কি? জবাবে তিনি বললেন, ভালো কথা।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

---

[৪৮১] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الطب : باب في الطيرة- সুনানে ইবনে মাজাহ- كتاب الطب : باب من كان يعجب الفال ويكره الطيرة-

দরসে তিরমিযী

রোগ সংক্রমণে বিশ্বাস

عَدْوٰى অর্থ রোগ একজন হতে অপরজনের প্রতি সংক্রমিত হওয়া। এ হাদিসের অর্থ এই নয় যে, রোগ এক ব্যক্তি হতে অন্যের দিকে সংক্রমিত হয় না। এটাকে (সংক্রমণকে) অস্বীকার করা হয়নি। বরং জাহেলি যুগে عَدْوٰى (সংক্রমণ) একটি বিশেষ ধর্ম বিশ্বাস ছিলো। সেটি হলো, আল্লাহ তা'আলার কুদরত ব্যতিতই রোগের মধ্যে সত্তাগতভাবে অন্য আরেকজনের মধ্যে সংক্রমিত হওয়ার ক্রিয়া বা তাছির রয়েছে। (নাউজুবিল্লাহ।) জাহেলি যুগের এ ভ্রান্ত বিশ্বাসকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদিসে অস্বীকার করেছেন। তবে যদি কোনো ব্যক্তি আসবাব-উপকরণের পর্যায়ে বলে যে, এই রোগটি এক ব্যক্তি হতে অপর ব্যক্তির দিকে সংক্রমিত বা স্থানান্তরিত হয়, কিন্তু সে রোগটি সত্তাগতভাবে ক্রিয়াশীল না। বরং আল্লাহর ইচ্ছা ও হুকুমে হয়, তাহলে এই আকিদা এ হাদিসের বিপরীত না। সুতরাং যেসব হাদিসে এসেছে فَرَّ مِنْ الْمَجْذُوْمِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ (কুষ্ঠ রোগী হতে এমনভাবে পালাও যেমন সিংহ হতে পালাও।) এর দ্বারা উদ্দেশ্য কারণের পর্যায়ে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। এই সতর্কতা এ হুকুমের বিপরীত না। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুষ্ট রোগীর সঙ্গে খানা খেয়েছেন। এটা বলার জন্য যে রোগ সত্তাগতভাবে ক্রিয়াশীল না, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা যতোক্ষণ না হয়।

١٦٢٢ - عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَةٍ أَنْ يَّسْمَعَ يَا رَاشِدُ يَا نَجِيْحُ.

[৪৮২]১৬২২। **অর্থ :** আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো সফর ইত্যাদিতে বেরুতেন, তখন তিনি يَا رَاشِدًا يَا نَجِيْحُ শব্দ শুনতে পছন্দ করতেন। رَاشِدُ শব্দটি رُشْد হতে আর نَجِيْح শব্দটি نَجَاح হতে উদ্ভূত। উভয়টি একজন মুসাফিরের জন্য কিংবা কোনো প্রয়োজনে বাইরে বের হবার মতো লোকের জন্য খায়ের এবং বরকতের কারণ। رُشْد এর অর্থ হেদায়াত, আর نَجَاح-এর অর্থ সফলতা।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح غريب।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ وَصِيَّتِهٖ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي الْقِتَالِ

অনুচ্ছেদ-৪৮ : যুদ্ধ সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসিয়ত প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯১)

١٦١٧ -عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيْرًا عَلٰى جَيْشٍ أَوْصَاهُ فِيْ خَاصَّةِ نَفْسِهٖ بِتَقْوَى اللهِ وَمَنْ مَعَهٗ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا وَقَالَ أُغْزُوْ بِسْمِ اللهِ وَفِي سَبِيْلِ

---

[৪৮২] মুশকিলুল আছার- ২/৩৪৪, আল-মুসনাদুল জামে'- ২/১৯৪।

اللهِ قَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ وَلَا تَغُلُّوْ وَلَا تَغْدِرُوْا وَلَا تُمَثِّلُوْا وَلَا تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا فَإِذَا لَقِيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَادْعُهُمْ إِلٰى إِحْدٰى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ أَيَّتُهَا أَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ وَادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَالتَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلٰى دَارِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَأَخْبِرْهُمْ إِنْ فَعَلُوْا ذٰلِكَ فَإِنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِيْنَ وَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُوْنُوْا كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِيْنَ يَجْرِيْ عَلَيْهِمْ مَا يَجْرِيْ عَلَى الْأَعْرَابِ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْغَنِيْمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوْا فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ وَإِذَا حَاصَرْتَ حِصْنًا فَأَرَادُوْكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهٖ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهٖ وَاجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَمَ أَصْحَابِكَ لِأَنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوْا ذِمَّتَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ تُخْفِرُوْا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُوْلِهٖ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوْكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلٰى حُكْمِ اللهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ وَلٰكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلٰى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِيْ أَتُصِيْبُ حُكْمَ اللهِ فِيْهِمْ أَمْ لَا أَوْ نَحْوَ هٰذَا[৪৮৩]

১৬২৩। **অর্থ :** বুরাইদা রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো সেনাবাহিনীর জন্য কাউকে আমির বানিয়ে প্রেরণ করতেন, তখন তিনি তাকে ওসিয়ত করতেন, সে যেনো নিজের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে এবং যেসব লোক তার সঙ্গে থাকবে তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের ওসিয়ত করতেন এবং বলতেন, বিসমিল্লাহ পড়ে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করো, কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়, আর গণিমতের মালে খেয়ানত কর না, চুক্তি ভঙ্গ কর না, কারো লাশ বিকৃত কর না, কোনো শিশুকে কতল কর না, যখন তোমাদের মুকাবিলা তোমাদের মুশরিক দুশমনের সঙ্গে হবে তখন তোমরা তাদেরকে তিনটির মধ্য হতে একটি বিষয়ের দাওয়াত দাও। যদি তারা সে তিনটির মধ্য হতে কোনো একটির ওপর সম্মত হয়ে যায়, তাহলে তাদের হতে তা গ্রহণ করো। তারপর তাদের হতে বিরত থাকো। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো না। সর্বপ্রথম তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দাও এবং বলো তারা যেনো স্বীয় বাড়ি ঘর হতে দারুল মুহাজিরিনের দিকে স্থানান্তরিত হয়ে যায় এবং তাদেরকে বলে দাও, যদি তারা এমন করে তাহলে তাদের অধিকার এবং দায়-দায়িত্ব সেগুলোই হবে যেগুলো অন্যান্য মুহাজিরের রয়েছে। আর যদি তারা স্বীয় স্থান হতে স্থানান্তরিত হতে অস্বীকার করে অর্থাৎ, ইসলাম তো গ্রহণ করে কিন্তু হিজরত না করে, তাহলে তখন তাদের ওপর সে আহকামই জারি হবে যেগুলো অন্যান্য বেদুইন মুসলমানের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। গণিমতের মাল এবং ফাই এর (বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদের) সম্পদ হতে ততোক্ষণ পর্যন্ত তাদের কোনো অংশ হবে না, যতোক্ষণ না তারা জেহাদ করে। আর যদি তারা তা হতেও অস্বীকার করে তাহলে আল্লাহ তা'আলার সহায়তা কামনা করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। আর যদি তোমরা কোনো দুর্গ অবরোধ করো, আর তারা চায় যে তোমরা তাদেরকে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের জিম্মা দাও, তাহলে তোমরা তাদেরকে এই কথা বলো না যে, আমরা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের জিম্মা দিচ্ছি; বরং বলো, আমরা নিজ এবং নিজ সঙ্গীদের জিম্মা দিচ্ছি। কেনোনা, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের জিম্মার বেহুরমতি করা এটি অনেক মারাত্মক মানুষ কর্তৃক নিজের জিম্মার বেহুরমতি করা অপেক্ষা। এমনভাবে যদি তোমরা কোনো দুর্গ অবরোধ কর আর তারা চায়, তোমরা তাদেরকে আল্লাহর বিধানের ওপর নামাও অর্থাৎ, আল্লাহর ফায়সালার ওপর সন্ধি করতে চায়, তাহলে তোমরা এমন কর না; বরং তাদেরকে বলো, আমরা তোমাদেরকে আমাদের ফায়সালার

---

[৪৮৩] সহিহ মুসলিম- كتاب الجهاد والسير : باب تامير الامام الامراء على البعوث -সুনানে আবু দাউদ- كتاب للجهاد باب في دعاء المشركين-

ওপর নামাচ্ছি। কেনোনা, তোমাদের কি জানা আছে যে, তোমরা যে সিদ্ধান্ত করছো সেটি আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী হচ্ছে? অতএব নিজের ফায়সালাকে আল্লাহর সিদ্ধান্ত সাব্যস্ত করো না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত নো'মান ইবনে মুকার্‌রিন রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। বুরাইদা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

হজরত মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার–আবু আহমদ-সুফিয়ান-আলকামা ইবনে মারসাদ অনুরূপ অর্থবোধক হাদিস বর্ণনা করেছেন। এতে তিনি আরও অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন–"তারপর যদি তারা তা মানতে অস্বীকার করে তাহলে তাদের হতে কর নাও। যদি তারা তা মানতে অস্বীকার করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর সহায়তা প্রার্থনা করো।"

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, অনুরূপই বর্ণনা করেছেন এটি ওয়াকি' এ একাধিক রাবি সুফিয়ান হতে। মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার ব্যতিত অন্য বর্ণনাকারি আবদুর রহমান ইবনে মাহদি হতে বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি জিজিয়া-করের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

١٦٢٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا يُغِيْرُ إِلَّا عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ فَاسْتَمَعَ ذَاتَ يَوْمٍ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ فَقَالَ عَلَى الْفِطْرَةِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَقَالَ خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ.

১৬২৪। **অর্থ :** আনাস ইবনে মালেক রা. বর্ণনা করেন, ফজরের নামাজের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামলা করতেন। যদি আজান শুনতেন তখন বিরত হতেন অন্যথায় আক্রমণ চালাতেন। একদিন তিনি আজানের শব্দ শোনার জন্য কান পাতলেন, তখন এক ব্যক্তিকে শুনলেন সে اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ বলছে। তখন তিনি বললেন, সে ইসলামি স্বভাবের ওপর আছে। তারপর লোকটি বললো, أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ। তিনি বললেন, তুমি জাহান্নাম হতে বেরিয়ে গেছো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হাসান রহ. বলেছেন, আমাদেরকে ওয়ালিদ হাম্মাদ ইবনে সালামা হতে এই সনদে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

أَبْوَابُ فَضَائِلِ الْجِهَادِ

জেহাদের ফজিলত পর্ব-২৩

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الْجِهَادِ

অনুচ্ছেদ-১ : জেহাদের ফজিলত প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯১)

١٦٢٥ -عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ ؟ قَالَ لَا تَسْتَطِيْعُوْنَهُ فَرَدُّوْا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كَانَ ذٰلِكَ يَقُوْلُ لَا تَسْتَطِيْعُوْنَهُ فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ مَثَلُ الْقَائِمِ الصَّائِمِ الَّذِيْ لَا يَفْتُرُ مِنْ صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ حَتّٰى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.[৪৮৪]

১৬২৫। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোনো আমল জেহাদের সমান? তিনি জবাবে বললেন, তোমরা সে আমলের ক্ষমতা রাখো না। দু' তিন বার লোকজন প্রশ্ন করলে প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ জবাবই দিলেন যে, তোমরা এর ক্ষমতা রাখো না। তৃতীয় বারের জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের দৃষ্টান্ত এমন যেমন কোনো নামাজি এবং রোজাদার ব্যক্তি, যে নামাজ এবং রোজায় কখনও অলসতা, ক্লান্তি ও ত্রুটি আসতে দেয় না, যতোক্ষণ না সে মুজাহিদ জেহাদ হতে প্রত্যাবর্তন করে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

হজরত শিফা, আবদুল্লাহ ইবনে হুবশি, আবু মুসা, আবু সাইদ, উম্মে মালেক বাহজিয়্যা ও আনাস ইবনে মালেক রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। এ হাদিসটি حسن صحيح।

এটি একাধিক সূত্রে আবু হুরায়রা রা. হতে নবী করিম হতে বর্ণিত হয়েছে।

١٦٢٦ - عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَعْنِيْ يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْمُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ هُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ إِنْ قَبَضْتُهُ أَوْرَثْتُهُ الْجَنَّةَ وَإِنْ رَجَعْتُهُ بِأَجْرٍ أَوْ غَنِيْمَةٍ.[৪৮৫]

১৬২৬। **অর্থ :** আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদকারির জিম্মাদারি আমার ওপর, যদি আমি তার রূহ কব্জ করি তাহলে তাকে জান্নাতের উত্তরাধিকারি বানাই। আর যদি তাকে ফেরত পাঠাই তাহলে প্রতিদান কিংবা মালে গণিমতসহকারে ফেরত পাঠাই।

---

[৪৮৪] সহিহ মুসলিম- كتاب الامارة : باب فضل الشهادة فى سبيل الله عزوجل, মুসনাদে আহমদ- ২/৪২৪।

[৪৮৫] কানজুল উম্মাল- ৪/২৯৪।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا

অনুচ্ছেদ- ২ : যে পাহারাদারিতে রত অবস্থায় মারা যায় তার ফজিলত

١٦٢٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ : أَخْبَرَنِيْ أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ الْجَنْبِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ فُضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلٰى عَمَلِهِ إِلَّا الَّذِيْ مَاتَ مُرَابِطًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَإِنَّهُ يُنْمٰى لَهُ عَمَلُهُ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ.[৪৮৬]

১৬২৭। **অর্থ** : ফাজালা ইবনে উবাইদ রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রতিটি মরণশীল ব্যক্তির আমলের ওপর তার মৃত্যুর সময় সীল মোহর লাগিয়ে দেওয়া হয়। তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় প্রহরীর দায়িত্ব সম্পাদন করতে গিয়ে মারা যায়, তার আমলকে কিয়ামত পর্যন্ত বাড়ান হয়। সে ব্যক্তি কবরের ফিতনা হতে নিরাপদ থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আমি শুনেছি মুজাহিদ সে যে নিজের নফসের বিরুদ্ধে জেহাদ করে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত উকবা ইবনে আমের ও জাবের রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। ফাজালা ইবনে উবাইদের হাদিসটি صحيح حسن।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الصَّوْمِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

অনুচ্ছেদ–৩ : আল্লাহর রাস্তায় রোজা রাখার ফজিলত প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯১)

١٦٢٨ -عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ زَحْزَحَهُ اللهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا أَحَدُهُمَا يَقُوْلُ سَبْعِيْنَ وَالْآخَرُ يَقُوْلُ أَرْبَعِيْنَ.[৪৮৭]

১৬২৮। **অর্থ** : আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে জেহাদের মধ্যে এক দিনের রোজা রেখেছে, আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের আগুন হতে তাকে ৭০ বছরের দূরত্ব পরিমাণ দূরে রাখবেন। একজন বর্ণনাকারি সত্তর আর দ্বিতীয় বর্ণনাকারি চল্লিশ বছর বলেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি এ সূত্রে حسن غريب। আবুল আসওয়াদের নাম হলো মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে নাওফাল আসাদি মাদানি। হজরত আবু সাঈদ, আনাস, উকবা ইবনে আমের ও আবু উমামা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

---

[৪৮৬] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الجهاد : باب فى فضل الرباط, মুসনাদে আহমদ- ৬/২০।

[৪৮৭] সুনানে ইবনে মাজাহ- كتاب الصيام : باب فى صيام يوم فى سبيل الله, সুনানে নাসায়ি- كتاب الصيام : باب ثواب من صام فى سبيل الله–

١٦٢٩ – عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا يَصُوْمُ عَبْدٌ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ إِلَّا بَاعَدَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ النَّارِ عَنْ وَجْهِهِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا.[৪৮৮]

১৬২৯। **অর্থ :** আবু সাইদ খুদরি রা. সূত্রে বর্ণিত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু, আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোনো বান্দা আল্লাহর রাস্তায় (জেহাদে) একদিন রোজা রাখবে সেদিনটি তার চেহারা হতে জাহান্নামকে সত্তর বছর দূরে সরিয়ে দিবে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

١٦٢٤ – عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.[৪৮৯]

১৬৩০। **অর্থ :** আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জেহাদের সময় একদিন রোজা রাখবে আল্লাহ তা'আলা তার ও জাহান্নামের মাঝে আসমান এবং জমিনের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান একটি গর্ত বানিয়ে দেন। এ হাদিসটি আবু উমামা রা. সূত্রে غريب।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ النَّفَقَةِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

অনুচ্ছেদ-৪ : আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়ের ফজিলত প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯২)

١٦٣١ –عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ.[৪৯০]

১৬৩১। **অর্থ :** খুরাইম ইবনে ফাতেক রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জেহাদের রাস্তায় কিছু ব্যয় করে তার জন্য একের বিনিময়ে সাত'শ পর্যন্ত লেখা হয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এ হাদিসটি حسن। এটি আমরা কেবল রুকাইন ইবনে রাবি'র সূত্রেই জানি।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الْخِدْمَةِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

অনুচ্ছেদ- ৫ : আল্লাহর রাস্তায় সেবার ফজিলত প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯২)

١٦٢٦ –عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ : أَنَّهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ خِدْمَةُ عَبْدٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوْ ظِلُّ فُسْطَاطٍ أَوْ طَرُوْقَةُ فَحْلٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.[৪৯১]

---

[৪৮৮] সহিহ বোখারি- كتاب الصيام : باب فضل الصيام في سبيل الله، সহিহ মুসলিম- كتاب الجهاد : باب فضل الصوم في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر-

[৪৮৯] জামিউল মাসানিদ ওয়াস সুনান- ১৩/১৪৭, জামিউল উসুল- ৯/৪৫৭।

[৪৯০] সুনানে নাসায়ি- كتاب الجهاد : باب فضل النفقة في سبيل الله، মুসনাদে আহমাদ- ৪/৩৪৫।

[৪৯১] আল-মুসনাদুল জামে' ১২/৫০৭।

১৬৩২। **অর্থ :** আদি ইবনে হাতেম রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ সদকা সবোত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় কোনো গোলামের সেবা পেশ করা অর্থাৎ কোনো মুজাহিদকে গোলাম দেওয়া যাতে সে গোলাম সে মুজাহিদের খেদমত করে, কিংবা কোনো তাঁবুর ছায়া অর্থাৎ, কোনো মুজাহিদকে তাঁবু দিয়ে দিলো যাতে সে মুজাহিদ জেহাদের সময় এই তাঁবু দ্বারা ছায়া লাভ করতে পারে। কিংবা আল্লাহর রাস্তায় কোনো নর দান করা অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে তার নর দান করে যাতে সে নরের মাধ্যমে মাদির সঙ্গে যৌনক্রিয়া করায় (পাল দেয়) এবং এর দ্বারা যে বাচ্চা পয়দা হবে সেটিকে জেহাদে ব্যবহার করে, এটিও বড় সদকা।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি মুয়াবিয়া ইবনে সালেহ হতে মুরসাল আকারে বর্ণিত হয়েছে। এর সনদের কোনো অংশে জায়েদের বিরোধিতা করা হয়েছে।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, ওয়ালিদ ইবনে জামির এ হাদিসটি কাসেম আবু আবদুর রহমান-আবু উমামা-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লালম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এটি বর্ণনা করেছেন। এটি বর্ণনা করেছেন জিয়াদ ইবনে আইউব।

١٦٢٧ - حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ جَمِيْلٍ عَنِ الْقَاسِمِ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَمَنِيْحَةُ خَادِمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوْ طَرُوْقَةُ فَحْلٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

১৬৩৩। **অর্থ :** আবু উমামা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সর্বোত্তম সদকা হলো আল্লাহর রাস্তায় তাঁবুর ছায়া এবং আল্লাহর রাস্তায় একজন সেবক দান ও আল্লাহর রাস্তায় নর কর্তৃক মাদি জানোয়ারের সঙ্গে যৌনক্রিয়া সম্পাদন (পালদান)।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح غريب। এটি আমার মতে মুয়াবিয়া ইবনে সালেহ এর হাদিস অপেক্ষা আসাহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا

অনুচ্ছেদ- ৬ : মুজাহিদকে রসদপত্র যে কোনো আসবাবপত্র উপকরণ তৈরি করে দেয় প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯২)

١٦٣٤ -عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ : عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِيْ أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا.[৪৯২]

১৬৩৪। **অর্থ :** জায়েদ ইবনে খালেদ জুহানি রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় রওয়ানাকারি গাজির রসদপত্র তৈরি করে দেয় সেও জেহাদকারিদের পর্যায়ভুক্ত। আর যে ব্যক্তি মুজাহিদদের পরিবার-পরিজনের তত্ত্বাবধান করে সেও তাদেরই পর্যায়ভুক্ত হবে।

---

[৪৯২] সহিহ বোখারি- كتاب الجهاد : باب فضل من جهز غازيا او خلفه بخير, সহিহ মুসলিম- كتاب الامارة : باب فضل اعانة الغازى-

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। একাধিক সূত্রে, এটি বর্ণিত হয়েছে।

١٦٣٥ -عَنْ عَطَاءٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوْ خَلَفَهُ فِيْ أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا.

১৬৩৫। **অর্থ :** জায়েদ ইবনে খালেদ জুহানি রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কোনো যোদ্ধার রসদপত্র তৈরি করে দেয় কিংবা তার পরিবারে সে পেছনে থাকে (তত্ত্বাধান করে) সেও লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن।

١٦٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ أَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَحْوَهُ.

১৬৩৬। **অর্থ :** মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার...জায়েদ ইবনে খালেদ জুহানি রা. হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ অর্থবোধক হাদিস বর্ণনা করেছেন।

١٦٣٧ -عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِيْ أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا.

১৬৩৭। **অর্থ :** জায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে আল্লাহর রাস্তায় তথা জেহাদের কোনো যোদ্ধার রসদপত্র তৈরি করে দিলো সেও যুদ্ধ করলো। আর যে যোদ্ধার পরিবারের পেছনে তত্ত্বাবধানে হতে গেলো সেও যুদ্ধ করলো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ مَنْ إِغْبَرَتْ قَدَمَاهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

অনুচ্ছেদ–৭ : যার পদদ্বয় আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে ধূলিময় হয়

١٦٣٢ -عَنْ يَزِيْدِ بْنِ أَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ : أَلْحِقَنِيْ عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ وَأَنَا مَاشٍ إِلَى الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَبْشِرْ فَإِنَّ خُطَاكَ هٰذِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ سَمِعْتُ أَبَا عَبْسٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَهُمَا حَرَامٌ عَلَى النَّارِ.[৪৯৩]

---

[৪৯৩] সহিহ বোখারি- كتاب الجمعة, باب المشى الى الجمعة وقول الله- সুনানে নাসায়ি- كتاب الجهاد : ثواب من اغبرت قدماه فى سبيل الله-

সুনানে নাসায়ি- كتاب الجهاد : فضل من عمل فى سبيل الله على قدمه–, আল-মুসনাদুল জামে' ১৮/২৮।

১৬৩৮। **অর্থ :** ইয়াজিদ ইবনে আবু মারইয়াম বলেন, জুমার নামাজে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে আমার সঙ্গে আবায়া ইবনে রিফা'আ ইবনে রাফে' রা. এর সাক্ষাত ঘটলো। তিনি বললেন, সুসংবাদ শুনে নাও, তোমার এ পদক্ষেপ আল্লাহর রাস্তায়। আমি আবু আবাস রা. হতে শুনেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার কদম আল্লাহর রাস্তায় ধূলিময় হয় সে কদম জাহান্নামের ওপর হারাম হয়ে যায়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح غريب।

আবু আবাসের নাম হলো আবদুর রহমান ইবনে জাবর। এ অনুচ্ছেদে হজরত আবু বকর ও জনৈক সাহাবি হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইয়াজিদ ইবনে আবু মারইয়াম কুফি। তার পিতা রাসূলুল্লাহ এর সাহাবি। তার নাম হলো মালেক ইবনে রবিআ'।

ইয়াজিদ ইবনে আবু মারইয়াম, আনাস ইবনে মালেক রা. হতে হাদিস শুনেছেন। ইয়াজিদ ইবনে আবু মারইয়াম হতে আবু ইসহাক হামদানি, আতা ইবনে সাইব, ইউনুস ইবনে আবু ইসহাক ও শো'বা বহু হাদিস বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الْغُبَارِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

অনুচ্ছেদ-৮ : আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে ধূলোর মর্যাদা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯২)

١٦٣٩ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَي مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتّٰى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ[৪৯৪]

১৬৩৯। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করেছে, সে ততোক্ষণ পর্যন্ত জাহান্নামে যাবে না যতোক্ষণ পর্যন্ত দুধ স্তনে ফিরে না যায়। অর্থাৎ, যেমনভাবে দুধ স্তনের মধ্যে ফিরে যাওয়া অসম্ভব এমনভাবে এমন ব্যক্তির জাহান্নামে যাওয়াও অসম্ভব। আল্লাহর রাস্তায় ধূলো আর জাহান্নামের ধোঁয়া উভয়টি একত্রিত হতে পারে না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান হলেন, আবু তালহার মুক্তকৃত গোলাম। তিনি মাদানি।

হাদিস সমূহে যেখানে فِيْ سَبِيْلِ اللهِ শব্দ এসেছে সেটা প্রত্যক্ষভাবে জেহাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তবে এটি অন্য কথা যে, দীনের অন্যান্য যেসব আমল করা হয়, কিংবা যে ব্যক্তি দীনের অন্য কোনো কর্মে রত আশা করা

---

[৪৯৪] সহিহ বোখারি- كتاب الجمعة, باب المشى الى الجمعة وقول الله, সুনানে নাসায়ি- كتاب الجهاد : ثواب من اغبرت قدماه فى سبيل الله–

যায় ইনশাআল্লাহ সেও আল্লাহ রহমতে في سبيل الله এর পর্যায়ভুক্ত হয়ে যাবে। তবে সামগ্রিকভাবে বেশির ভাগ في سبيل الله দ্বারা জেহাদই উদ্দেশ্য।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

অনুচ্ছেদ-৯ : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় বার্ধক্য লাভ করে

١٦٤٠ - عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ أَنَّ شُرَحْبِيْلَ بْنَ السِّمْطِ قَالَ : يَا كَعْبُ بْنُ مُرَّةَ حَدِّثْنَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَاحْذَرْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ[৪৯৫]

১৬৪০। **অর্থ :** সালেম ইবনে জা'দ হতে বর্ণিত। শুরাহবিল ইবনে সামত হজরত কা'ব ইবনে মুর্‌রা রা. কে বললেন, আপনি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস শুনান এবং সতর্কতার সঙ্গে কাজ করুন। তখন হজরত কা'ব রা. বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আমি শুনেছি, যে ব্যক্তি ইসলামে বৃদ্ধ হয়েছে তার এ বার্ধক্য কিয়ামত দিবসে তার জন্য নূরের আকার ধারণ করবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ফাজালা ইবনে উবাইদ ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। কা'ব ইবনে মুর্‌রার হাদিসটি অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন, আ'মাশ আমর ইবনে মুর্‌রা হতে।

এ হাদিসটি মানসুর সূত্রে সালেম ইবনে আবুল জা'দ হতে বর্ণিত হয়েছে। তার মাঝে ও কা'ব ইবনে মুর্‌রার মাঝে এ সনদে তিনি আরেক ব্যক্তিকে প্রবিষ্ট করিয়েছেন এবং বলা হয় কা'ব ইবনে মুর্‌রা। আবার বলা হয় মুর্‌রা ইবনে কা'ব বাহজি। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণের মধ্য হতে প্রসিদ্ধ হলো মুর্‌রা ইবনে কা'ব বাহজি। তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন।

١٦٤١ -عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.[৪৯৬]

১৬৪১। **অর্থ :** আমর ইবনে আবাসা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করতে গিয়ে বৃদ্ধ হয়ে গেছে কিয়ামত দিবসে সে বার্ধক্য তার জন্য জ্যোতির আকার ধারণ করবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح غريب।

হায়ওয়া ইবনে শুরাইহ হলেন ইবনে ইয়াজিদ হিমসি।

---

[৪৯৫] সুনানে নাসায়ি- كتاب الجهاد : ثواب من رمى بسهم فى سبيل الله-، মুসনাদে আহমদ-৪/২৩৫।

[৪৯৬] মুসনাদে আহমদ- ৪/১১৩, সুনানে নাসায়ি- كتاب الجهاد : ثولب من رمى بسهم فى سبيل الله

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ مَنْ اِرْتَبَطَ فَرَسًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

অনুচ্ছেদ-১০ : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় রাস্তায় ঘোড়া বেঁধে রাখা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯৩)

١٦٤٢ -عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَلْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ ك هِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ ن وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ وَهِيَ عَلٰى رَجُلٍ وِزْرٌ فَأَمَّا الَّذِيْ لَهُ أَجْرٌ فَالَّذِيْ يَتَّخِذُهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ هِيَ لَهُ أَجْرٌ لَا يُغَيَّبُ فِيْ بُطُوْنِهَا شَيْءٌ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرًا.[৪৯৭]

১৬৪২। **অর্থ** : আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ঘোড়ার কপালে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ঘোড়া তিন প্রকার। প্রথম প্রকার হলো যেটি মানুষের সওয়াব এবং প্রতিদানের কারণ।

দ্বিতীয় প্রকার যেটি (গোনাহ) ঢেকে রাখার কারণ। তৃতীয় প্রকার যেটি মানুষের জন্য বোঝা অর্থাৎ আজাব ও পাপের কারণ। প্রথম প্রকার ঘোড়া যেটি সওয়াব ও প্রতিদানের কারণ, সেটি হলো যে ঘোড়াকে মানুষ আল্লাহ রাস্তায় জেহাদের জন্য প্রতিপালন করে ও এটিকে প্রস্তুত করে। আর সে ঘোড়া যে ঘাস-চারা খাবে তার ওপরও তার জন্য সওয়াব লেখা হবে।

এ হাদিসে একটি ঘটনা আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

হজরত মালেক ইবনে আনাস-জায়েদ ইবনে আসলাম-আবু সালেহ-আবু হুরায়রা সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الرَّمْيِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

অনুচ্ছেদ-১১ : আল্লাহর রাস্তায় তীর নিক্ষেপের ফজিলত প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯৩)

١٦٤٣ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ حُسَيْنٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ لَيُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ الْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِيْ صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِيْ بِهِ وَالْمُمِدَّ بِهِ وَقَالَ ارْمُوْا وَارْكَبُوْا وَلَأَنْ تَرْمُوْا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوْا كُلُّ مَا يَلْهُوْ بِهِ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيْبَهُ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَتَهُ أَهْلَهُ فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ.[৪৯৮]

১৬৪৩ **অর্থ** : আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু হুসাইন রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা একটি তীরের কারণে তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে ঢুকাবেন।

---

[৪৯৭] সুনানে নাসায়ি- كتاب الخيل

[৪৯৮] সুনানে ইবনে মাজাহ- كتاب الجهاد: باب الرمى فى سبيل الله

১. তীর প্রস্তুতকারক যে নেক নিয়তে তা তৈরি করবে।

২. তীর নিক্ষেপকারি।

৩. যে ব্যক্তি তীর তুলে দিবে। তারপর তিনি বললেন, তীর নিক্ষেপ করা এবং ঘোড়সওয়ারি শিখো। তীর নিক্ষেপ ঘোড়া সওয়ারি হতে আফজাল। যে সব খেলা মুসলমান খেলে সেগুলো সব অনর্থক। ব্যতিক্রম শুধু তীর নিক্ষেপ, ঘোড়া প্রশিক্ষণ দান এবং স্ত্রীর সঙ্গে হাস্যরসের খেলা-এ তিনটি বৈধ আছে।

হজরত আহমদ ইবনে মানি'-ইয়াজিদ ইবনে হারুন-হিশাম দাসতাওয়াঈ-ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসির-আবু সাল্লাম-আবদুল্লাহ ইবনে আজরাক-উকবা ইবনে আমের-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত কা'ব ইবনে মুররা, আমর ইবনে আবাসা ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে। এ হাদিসটি حسن صحيح।

١٦٤٤ -عَنْ اَبِيْهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيْ نَجِيْحِ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ رَمٰى بِسَهْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ لَهُ عِدْلُ مُحَرَّرٍ.[৪৯৯]

১৬৪৪। **অর্থ :** আবু নাজিহ সুলামি রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় তীর নিক্ষেপ করে তার একটি তীর নিক্ষেপ একটি গোলাম মুক্ত করার সমান।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

আবু নাজিহ হলেন আমর ইবনে আবাসা সুলামি। আবদুল্লাহ ইবনে আজরাক হলেন আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াজিদ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الرَّمْيِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

অনুচ্ছেদ-১২ : আল্লাহর রাস্তায় পাহারার ফজিলত প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯৩)

١٦٤٥ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ زُرَيْقٍ أَبُوْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.[৫০০]

---

[৪৯৯] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الجهاد : ثواب من رمى بسهم فى سبيل الله عزوجل- সুনানে নাসায়ি- كتاب العتق : باب اى الرقاب افضل-

[৫০০] সুনানে ইবনে মাজাহ- كتاب الجهاد : باب الرمى فى سبيل الله

১৬৪৫। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, এমন দু'টি চোখ রয়েছে যেগুলোকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।

(১) আল্লাহর ভয়ে যে চোখ কেঁদেছে।

(২) আল্লাহর রাস্তায় প্রহরায় যে চোখ রাত অতিক্রম করেছেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত উসমান ও আবু রাইহানা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিসটি حسن غريب।

এটি আমরা কেবল শুয়াইব ইবনে রুজাইক সূত্রেই জানি।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ ثَوَابِ الشُّهَدَاءِ

অনুচ্ছেদ-১৩ : শহিদের সওয়াব প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯৩)

١٤٤٦- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْهِ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِيْ طَيْرٍ خُضْرٍ تَعْلُقُ مِنْ ثَمَرَةِ الْجَنَّةِ أَوْ شَجَرِ الْجَنَّةِ.[৫০১]

১৬৪৬। **অর্থ :** কা'ব ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শহিদদের রূহ সবুজ পাখিগুলোর মধ্যে জান্নাতের ফল কিংবা বৃক্ষ হতে খেয়ে দেয়ে চলবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

এসব শহিদদের ফজিলত হলো তাদের রূহ স্বাধীন। জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যাবে। তাদের ওপর কোনো কড়াকড়ি নেই। তবে আত্মাগুলো কিভাবে সবুজ পাখির ভেতরে প্রবিষ্ট হয়? এর ধরণ আল্লাহ তা'আলাই জানেন, আমরা জানি না। বাস্তব ঘটনা হলো, মৃত্যুর পর রূহগুলোর স্থায়ী আবাস কোথায় হয়? সেগুলো কোথায় থাকে। এগুলো সম্পর্কে বর্ণনা বিভিন্ন ধরনের। অনেক বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, মাকামে ইল্লিয়্যীনে চলে যায়। আল্লামা ইবনে কাইয়িম রহ. কিতাবুর রূহে লিখেছেন, প্রতিটি মানুষের রূহের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করা হয়। কেনোনা, কোনো মানুষের রূহ সম্পর্কে নিশ্চিত বলা যায় না তার রূহ কোথায় যায়? অবশ্য শহিদদের রূহ সম্পর্কে হাদিসসমূহে বিশেষভাবে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে, তাদের স্বাধীনতা থাকে। জান্নাতে সবুজ পাখি হিসেবে যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যায়। খায় দায় ঘুরে। তবে এ সম্পর্কে কিছু জানা নেই যে, শহিদদের রূহ সেসব পাখির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, না তাদের রূহ কুদরতিভাবে পাখির হিসেবে রূপান্তরিত হয়ে যায়? আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। আমরা এগুলোর হাকিকত ও ধরণ সম্পর্কে ওয়াকেফহাল নেই। সারকথা হলো এই যে, তাদেরকে রূপদান করা হয় সুন্দর সুদর্শন। এমনভাবে তাদেরকে স্বাধীনতাও দেওয়া হয়।

١٦٤٧ -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ شَهِيْدٌ وَعَفِيْفٌ مُتَعَفِّفٌ وَعَبْدٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ وَنَصَحَ لِمَوَالِيْهِ.[৫০২]

---

[৫০১] আত-তারহিব- ২/৩১৬, কানজুল উম্মাল- ৪/৩৯৯।

[৫০২] মুসনাদে আহমদ- ২/৪২৫, আস-সুনানুল কুবরা-বায়হাকি- ৪/৮২।

১৬৪৭। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার সামনে সে তিন ব্যক্তিকে পেশ করা হয়েছে যারা সবার আগে জান্নাতে যাবে।

১. শহিদ।

২. হারাম এবং সংশয়যুক্ত জিনিস হতে পরহেজগারি।

৩. যে বান্দা ভালোভাবে এবাদত করে এবং নিজের মালিকেরও উত্তমরূপে সেবা করে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

١٦٤٨ -عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْقَتْلُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ خَطِيْئَةٍ فَقَالَ جِبْرَئِيْلُ اِلَّا الدَّيْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِلَّا الدَّيْنَ [৫৫৩]

১৬৪৮। **অর্থ :** আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর রাস্তায় সমস্ত পাপের কাফ্ফারা। হজরত জিবরাইল আ. বললেন, ঋণ ব্যতিত। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বললেন, ঋণ ব্যতিত।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ইসা রহ. বলেছেন, হজরত কা'ব ইবনে উজরা, জাবের, আবু হুরাযরা, আবু কাতাদা রা., হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। আনাস রা. এর হাদিসটি غريب। আমরা আবু বকরের সূত্র ব্যতিত এ হাদিসটি অন্য কোনো সূত্রে জানি না। মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইলকে আমি এ হাদিসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি এটি চিনেননি। তিনি আরো বলেছেন, আমার ধারণা তিনি হুমাইদ-আনাস-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত হাদিসটি মনস্থ করেছেন। সেটি হলো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো জান্নাতি দুনিয়াতে ফিরে আসার ব্যাপারে আনন্দ লাভ করবে না। শুধুমাত্র শহিদ ব্যতিত।

١٦٤٩ -عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوْتُ لَهُ عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ يُحِبُّ اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا وَاَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا اِلَّا الشَّهِيْدُ لِمَا يَرٰى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فَاِنَّهُ يُحِبُّ اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلُ مَرَّةً اُخْرٰى.[৫৫৪]

১৬৪৯। **অর্থ :** আনাস রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছে, কোনো বান্দা এমন নেই যার মৃত্যু হয়ে যায় এবং আল্লাহর কাছে তার জন্য উত্তম প্রতিদান হয় আর সে দুনিয়ার দিকে ফিরে আসতে পছন্দ করে; যদিও দুনিয়াতে গোটা পৃথিবী এবং তার সব কিছুই সে পাক না কেনো। ব্যতিক্রম শুধু শহিদ। সে শাহাদতের ফজিলত ও মরতবা দেখে আগ্রহ করবে দুনিয়াতে ফিরে এসে পুনরায় শহিদ হতে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

ইবনে আবু উমর বলেছেন, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রহ. বলেছেন, আমর ইবনে দিনার ছিলেন জুহরি রহ. হতে বেশি বয়স্ক।

---

[৫৫৩] কানজুল উম্মাল- ৪/৪০০।

[৫৫৪] সহিহ মুসলিম- كتاب الامارة : باب فضل الشهادة فى سبيل الله تعالى, সহিহ বোখারি- كتاب الجهاد : باب الحور العين وصفتهن-

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ

অনুচ্ছেদ-১৪ : আল্লাহর কাছে শহিদদের ফজিলত প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯৩)

١٦٥٠ - عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْخَوْلَانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ الشُّهَدَاءُ أَرْبَعَةٌ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْإِيمَانِ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَّقَ اللهَ حَتَّى قُتِلَ فَذٰلِكَ الَّذِي يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَعْيُنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هٰكَذَا وَرَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى وَقَعَتْ قَلَنْسُوَتُهُ قَالَ فَمَا أَدْرِي أَقَلَنْسُوَةَ عُمَرَ أَرَادَ أَمْ قَلَنْسُوَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ؟ قَالَ وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْإِيمَانِ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَكَأَنَّمَا ضُرِبَ جِلْدُهُ بِشَوْكِ طَلْحٍ مِنَ الْجُبْنِ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ فَهُوَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَّقَ اللهَ حَتَّى قُتِلَ فَذٰلِكَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ أَسْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَّقَ اللهَ حَتَّى قُتِلَ فَذٰلِكَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ.[৫০৫]

১৬৫০। **অর্থ :** উমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আমি শুনেছি, শহিদ চার প্রকার।

১. যে মুমিন ছিলো ও তার ঈমানও ছিলো ভালো অর্থাৎ, ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল করেছিলো, সে আল্লাহর সঙ্গে কৃত নিজ প্রতিশ্রুতিগুলো সত্য করে দেখিয়েছে। এমনকি সে জেহাদে শহিদ হয়ে গেছে। এই সে ব্যক্তি যার দিকে কিয়ামত দিবসে লোকজন এমনভাবে চোখ তুলে তাকাবে। একথা বলে তিনি নিজের মস্তক এমনভাবে উঁচু করলেন যে তার টুপি পড়ে গেলো। বর্ণনাকারি বলেন, আমার জানা নেই কথাটি বর্ণনা করতে গিয়ে হজরত উমর রা. এর টুপি পড়ে গেছে? না এই টুপির ঘটনা হজরত রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে ঘটেছিলো? মোটকথা, বলা উদ্দেশ্য, তার মর্যাদা এতো উঁচু হবে যে লোকজন এমনভাবে তার দিকে চোখ তুলে তাকাবে।

২. দ্বিতীয় প্রকার হলো একজন মুমিন ভালো ইমানদার ছিলো। যখন দুশমনের সম্মুখীন হয়েছে, তখন দুর্বলতার কারণে তার কাছে এমন লাগতো যে, তার চামড়ায় বাবলার কাঁটা বিদ্ধ করা হয়েছে। অর্থাৎ, দুর্বলতার কারণে তার খুব ভয় অনুভূত হচ্ছিলো। সে অবস্থায় তার গায়ে এমন একটি তীর লাগলো যার নিক্ষেপকারি পরিদৃষ্ট হচ্ছিলো না। سهم غريب এমন তীরকে বলা হয় যার নিক্ষেপকারি সামনে থাকে না। এ তীর তাকে শহিদ করে দেয়। এমন ব্যক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকবে। কেনোনা, তার যদি ভয় লাগছিলো, সে দুর্বল ছিলো এবং তার অন্তরে দুর্বলতা সৃষ্টি হচ্ছিলো, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়েছে এবং শহিদ হয়ে গেছে। তারও দ্বিতীয় দরজা লাভ হবে না।

৩. সে ব্যক্তি যে এমন মুমিন ছিলো যে, নেক আমলের সঙ্গে সঙ্গে অন্য বদ আমলও করেছিলো উভয় প্রকার আমল করেছিলো– ভালোও মন্দও। যখন দুশমনের সঙ্গে মুকাবিলা হলো তখন আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতিকে সে সত্য করে দেখালো। এক পর্যায়ে সে শহিদ হয়ে গেলো। এ ব্যক্তি তৃতীয় পর্যায়ে থাকবে।

৪. চতুর্থ সে ব্যক্তি যে মুমিন ছিলো। তবে নিজের জানের ওপর জুলুম করেছিলো। অর্থাৎ, জীবনে নেক আমল কম ও বদ আমল বেশি করেছিলো। যখন শত্রুর সঙ্গে মুকাবিলা হলো তখন সেও আল্লাহর সঙ্গে কৃত ওয়াদা সত্য করে দেখালো। এ ব্যক্তি থাকবে চতুর্থ পর্যায়ে।

---

[৫০৫] মুসনাদে আহমদ- ১/২২, আল-মুসনাদুল জামে'- ১৬১৪।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, মুহাম্মদকে আমি বলতে শুনেছি, সাইদ ইবনে আবু আইউব এ হাদিসটি আতা ইবনে দিনার সূত্রে খাওলানের অনেক শায়খ হতে বর্ণনা করেছেন। সেখানে তিনি আবু ইয়াজিদের নাম উল্লেখ করেননি এবং বলেছেন, আতা ইবনে দিনারের মধ্যে কোনো সমস্যা নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ غَزْوَةِ الْبَحْرِ

অনুচ্ছেদ– ১৫ : নৌ-যুদ্ধ

١٦٥١ –عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَدْخُلُ عَلٰى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ وَجَلَسَتْ تَفْلِيْ رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِيْ عُرِضُوْا عَلَيَّ غُزَاةً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ يَرْكَبُوْنَ ثَبَجَ هٰذَا الْبَحْرِ مُلُوْكٌ عَلَى الْأَسِرَّةِ أَوْ مِثْلَ الْمُلُوْكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اُدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِيْ عُرِضُوْا عَلَيَّ غُزَاةً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ نَحْوَ مَا قَالَ فِي الْأَوَّلِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اُدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ قَالَ فَرَكِبَتْ أُمُّ حَرَامٍ الْبَحْرَ فِيْ زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِيْنَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ.[৫০৬]

১৬৫১। **অর্থ :** আনাস রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রা. এর ঘরে প্রবেশ করতেন। তিনি ছিলেন একজন মহিলা আনসারি সাহাবি। হজরত আনাস রা. এর ছিলেন খালা। তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খানা খাওয়াতেন। তিনি হজরত উবাদা ইবনে সামেত রা. এর অর্ধাঙ্গিনী ছিলেন। একদিন তাঁর ঘরে তাশরিফ নিলে তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খানা খাওয়ালেন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার উকুন বাছাই করার জন্য তাঁকে রেখে দিলেন। হতে পারে এ ভদ্র মহিলা দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়তার ভিত্তিতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাহরাম ছিলেন। আবার এটাও সম্ভব যে, এ ঘটনা ছিলো পর্দার আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার আগেকার। সারকথা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে বিশ্রাম করলেন। তিনি যখন জাগ্রত হলেন, তখন তার চেহারা মুবারকে ছিলো মৃদু হাসি। মহিলা বললেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল আপনি হাসছেন কেনো? তিনি বললেন, স্বপ্নে আমার উম্মতের কিছু লোককে আমার সামনে তখন পেশ করা হলো যে, তারা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করছিলো এবং সমুদ্রের তরঙ্গে ওপর আরোহণ করছিলো এবং এমনভাবে আরোহণ করছিলো। যেমন সিংহাসনের ওপর সম্রাট উপবিষ্ট। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার

---

[৫০৬] সহিহ মুসলিম- كتاب الامارة : باب فضل الغزو فى البحر, সহিহ বোখারি- كتاب الجهاد والسير : باب غزو المرأة فى البحر–

জন্য দোয়া করুন আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। তিনি তার জন্য দোয়া করলেন। তারপর তিনি পুনরায় আরাম করলেন। তারপর তিনি পুনরায় মৃদু হাসি মুখে জাগ্রত হলেন। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার মুচকি হাসির কারণ কি ছিলো? তিনি আগের সেই জবাবটি দিলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার জন্য তাদের পর্যায়ভুক্ত হওয়ার দোয়া করুন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, তুমি প্রথম দলে অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং দ্বিতীয় দলে শামিল হবে না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

উম্মে হারাম বিনতে মিলহান হলেন উম্মে সুলাইম রা. এর বোন। তিনি হলেন আনাস ইবনে মালেক রা. এর খালা।

দরসে তিরমিযী

সাহাবায়ে কেরামের কাবরাস বিজয়

এ হাদিস থেকে বুঝা গেলো, স্বপ্নযোগে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দু'টি দৃশ্য দেখানো হয়েছে। যেগুলোতে সাহাবায়ে কেরাম জেহাদের জন্য সমুদ্র সফর করছিলেন। তন্মধ্যে প্রথম স্বপ্নটি এমনভাবে পূর্ণ হয়েছে যে, মুসলমানরা কুবরুসের ওপর আক্রমণ করেছে। এটি একটি দ্বীপ। বর্তমানে এটি নিয়ে তুর্কি এবং গ্রীকের ঝগড়া চলছে। এই দ্বীপটি মুয়াবিয়া রা. এর যুগে বিজিত হয়েছিলো। সাহাবায়ে কেরাম যখন কুবরুসে আক্রমণ করার জন্য বের হলেন এবং সমুদ্র যাত্রা করলেন, তখন উম্মে হারাম রা. তাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি যখন সমুদ্র তীরে অবতরণ করলেন, তখন স্বীয় ঘোড়া হতে পড়ে গেলেন। এ কারণেই তার মৃত্যুর হলো। এটি ছিলো কাবরাসের ওপর সমুদ্র যাত্রার প্রথম লড়াই।

কনস্টান্টিনোপলে মুসলিম কর্তৃক প্রথম আক্রমণ

সামুদ্রিক অভিযানের দ্বিতীয় লড়াই ছিলো যাতে সাহাবায়ে কেরাম কুস্তুনতুনিয়া তথা কনস্টান্টিনোপলে আক্রমণ করেছিলেন। কুস্তুনতুনিয়ায় সর্বপ্রথম আক্রমণ হয়েছিলো মুয়াবিয়া রা. এর শাসনামলে। এই আক্রমণটি হয়েছিলো ইয়াজিদের নেতৃত্বে। যাতে হাসান হোসাইন রা. ও শামিল ছিলেন। এ যুদ্ধে হজরত আবু আইউব আনসারি রা. ছিলেন, যার মৃত্যু সেখানেই অবরোধকালে কুস্তুনতুনিয়ার বাইরে হয়েছিলো, সেখানেই তাঁর কবর তৈরি করা হয়েছে। তিনি মৃত্যুর আগে ওসিয়ত করেছিলেন দাফনের জন্য আমাকে কুস্তুনতুনিয়ার দেওয়ালের যতো নিকটবর্তী নিতে পারো ততো নিকটবর্তী নিয়ে দাফন করবে। ফলে তাকে সেখানে দাফন করা হলো।

কনস্টান্টিনোপল বিজয়

কুস্তুনতুনিয়া কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের যুগে বিজিত হয়নি; বরং এ ঘটনার প্রায় ৭০০ বছর পর সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহের মাধ্যমে তা বিজিত হয়। যখন বিজয় হয়েছিলো তখন মুসলমানরা আবু আইউব আনসারি রা.. এর মাজার খোঁজ করতে আরম্ভ করলো। বহু খোঁজের পর এক জহুরি বা ধাতু বিশেষজ্ঞ বললো, এখানে একটি কবর আছে। এ হতে সুঘ্রাণ আসে। সেখানে গিয়ে দেখা গেলো, বাস্তবেই সেখানে কবর আছে। মুসলমানরা সে জায়গাটি পরিষ্কার করে রীতিমতো সেখানে মাজার তৈরি করা হয়েছে। তিনি মৃত্যুর আগে ওসিয়ত করেছিলেন দাফনের জন্য আমাকে কুস্তুনতুনিয়ার দেওয়ালের যতো নিকটবর্তী নিতে পারো ততো নিকটবর্তী নিয়ে দাফন করবে। ফলে তাকে সেখানে দাফন করা হয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُقَاتِلُ رِيَاءً وَلِلدُّنْيَا

অনুচ্ছেদ–১৬ : যে লোক দেখানোর উদ্দেশে ও দুনিয়ার জন্য লড়াই করে প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯৪)

١٦٤٦ – عَنْ أَبِي مُوْسَى قَالَ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شُجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً فَأَيُّ ذٰلِكَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ؟ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.[৫০৭]

১৬৫২। **অর্থ :** আবু মুসা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সে ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো যে বীরত্ব প্রকাশের জন্য কিংবা লোক দেখানোর জন্য জেহাদ করে তার মধ্য হতে কে আল্লাহর রাস্তায়? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার জন্য জেহাদ করে সে আল্লাহর রাস্তায়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত উমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

এ হাদিসটি حسن صحيح।

١٦٥٣ –عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَاِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَإِلٰى رَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلٰى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.[৫০৮]

১৬৫৩। **অর্থ :** উমর ইবনে খাত্তাব রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমল নির্ভর করে নিয়তের ওপর। প্রতিটি ব্যক্তি তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিদান পাবে। ফলে যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং রাসূলের জন্য হিজরত করে তার হিজরতে আল্লাহ এবং রাসূলের জন্য হবে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়া অর্জনের জন্য কিংবা কোনো নারীকে বিয়ে করার জন্য হিজরত করে তার হিজরত, সেটার জন্য যার জন্য সে হিজরত করেছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

মালেক ইবনে আনাস ও সুফিয়ান সাওরি সহ একাধিক ইমাম এ হাদিসটি ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ হতে বর্ণনা করেছেন। এটি আমরা ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারি ব্যতিত অন্য কোনো সূত্রে জানি না। আবদুর রহমান ইবনে মাহদি বলেন, এ হাদিসটিকে প্রতিটি অনুচ্ছেদেই আমাদের রাখা উচিত।

---

[৫০৭] সহিহ মুসলিম- كتاب الامارة : باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا, সুনানে ইবনে মাজাহ- كتاب الجهاد : باب النية القتال-

[৫০৮] সহিহ বোখারি- كتاب الايمان باب ماجاء ان الاعمال بالنية والحسبة, সহিহ মুসলিম- كتاب الامارة : باب قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنية وانه يدخل-

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْغُدُوِّ وَالرَّوَاحِ فِي سَبِيلِ اللهِ

অনুচ্ছেদ–১৭ : আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে সকাল-বিকাল চলা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯৪)

١٦٥٣ –عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ أَوْ مَوْضِعُ يَدِهِ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا لَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ نِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهَا وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.[৫০৯]

১৬৫৩। **অর্থ :** আনাস রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল বা এক সন্ধ্যা চলা দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সব হতে উত্তম। তোমাদের একটি কামান কিংবা একটি হাত বরাবর জান্নাতের স্থান দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম। যদি জান্নাতের রমণীদের মধ্য হতে কোনো একজন রমণী দুনিয়ার দিকে তাকাতো তাহলে আসমান জমিনের মধ্যবর্তী পূর্ণ অংশ আলোকোজ্জ্বল হয়ে যেতো এবং সুঘ্রাণ দ্বারা ভরপুর হয়ে যেতো। তার মাথার ওড়না দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যা কিছু আছে সেসব হতে উত্তম।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমামর রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি صحيح।

١٦٥٤ –عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ غَدْوَةٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَمَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَافِيهَا.[৫১০]

১৬৫৪। **অর্থ :** সাহল ইবনে সা'দ রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল চলা দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সবগুলো অপেক্ষা উত্তম; জান্নাতে একটি ছড়ি রাখার জায়গা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সেসব হতে আফজাল।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু হুরায়রা, ইবনে আব্বাস, আবু আইউব ও আনাস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

١٦٥٥ –عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ غَدْوَةٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.[৫১১]

---

[৫০৯] সহিহ বোখারি- كتاب الجهاد والسير : باب الغدوة فى سبيل الله, সহিহ মুসলিম - كتاب الامارة : باب فضل الغدوة والروحة فى سبيل الله–

[৫১০] সহিহ বোখারি- كتاب الجهاد والسير : باب الغدوة والروحة فى سبيل الله, সহিহ মুসলিম- كتاب الامارة : باب فضل الغدوة والروحة فى سبيل الله–

[৫১১] মুসনাদে আহমদ- ১/২৫৬, আল-মুসনাদুল জামে'- ৯/৪৭৬।

১৬৫৫। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল কিংবা এক বিকাল চলা দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সবগুলো অপেক্ষা উত্তম।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن غريب। যে আবু হাজেম রা. সাহল ইবনে সা'দ রা. হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি হলেন আবু হাজেম জাহিদ। তিনি মাদানি। তাঁর নাম হলো সালামা ইবনে দিনার। যে আবু হাজেম আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি হলেন আবু হাজেম আশজাই কুফি। তাঁর নাম হলো সালমান। তিনি আজ্জা আশজাইয়্যার মুক্তকৃত গোলাম।

١٦٥٦ -عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِشِعْبٍ فِيْ عُيَيْنَةٌ مِّنْ مَاءٍ عَذْبَةٌ فَأَعْجَبَتْهُ لِطِيْبِهَا فَقَالَ لَوْ اِعْتَزَلْتُ النَّاسَ فَأَقَمْتُ فِيْ هٰذَا الشِّعْبِ وَلَنْ أَفْعَلَ حَتّٰى أَسْتَأْذِنَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِيْ بَيْتِهِ سَبْعِيْنَ عَامًا أَلَا تُحِبُّوْنَ أَنْ يَّغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ أُغْزُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ن مَنْ قَاتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

[৫১২]১৬৫৬। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতে এক সাহাবি এমন একটি ঘাঁটি দিয়ে অতিক্রম করলেন যাতে একটি মিষ্টি পানির ঝরনা ছিলো। সে সাহাবির কাছে সে ঘাঁটি উত্তম তার কারণে খুবই পছন্দ হলো। তিনি বললেন, যদি আমি লোকজন হতে ভিন্ন হয়ে যাই এবং ঘাঁটিতে এসে অধিবাসী হয়ে যাই...।

তারপর বললেন, অবশ্য আমি কখনও এ কাজ করবো না, যতোক্ষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আলোচনা করলেন। তিনি তাকে বললেন, এমন করো না। কেনোনা, তোমাদের একজনের জেহাদের জন্য আল্লাহর রাস্তায় দাঁড়িয়ে যাওয়া স্বীয় ঘরে সত্তর বছর নামাজ আদায় করা অপেক্ষা উত্তম। তোমরা কি পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ক্ষমা করুন এবং তোমাদের জান্নাতে নিবেন? আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জেহাদ করো। যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় এতোটুকু সময় পর্যন্ত যুদ্ধ করে যতোটুকু সময় উটনির স্তনে দ্বিতীয়বার দুধ এসে যায় তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। فُوَاقٌ শব্দের অর্থ, একবার উটনির স্তন হতে দুধ বের করার পর হতে নিয়ে পুনরায় দ্বিতীয়বার তার স্তনে দুধ আসা পর্যন্ত যতোটুকু সময় দেরি হয় এতোটুকু সময়। فُوَاقٌ বলা হয় এটাকে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن।

দরসে তিরমিযী
ইসলামে বৈরাগ্য নেই

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদিসে সেসব সাহাবির এই আগ্রহ প্রত্যাখ্যান করেছেন যারা লোকজন হতে পৃথক হয়ে কোনো ঘাঁটিতে বসে আল্লাহ শুরু করে দিতে চেয়েছেন। কেনোনা, শরিয়তের দাবি

---

[৫১২] মুসনাদে আহমদ- ২/৪৪৬, ৫২৪, আল-মুসনাদুল জামে'-১৮৩২।

হলো, মানুষ এ দুনিয়াতেই থাকবে এবং লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করবে, তদের অধিকার আদায় করবে, আবার সঙ্গে সঙ্গে যখন সময় ও প্রয়োজনে আসে তখন আল্লাহর পথে জেহাদ করবে। এসব ফরজ ও দায়িত্ব হতে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করে বসে যাওয়া শরিয়ত মতে কাম্য না। কেনোনা, ইসলামে বৈরাগ্য নেই। বৈরাগ্যের আবেদন ছিলো সমস্ত কাজ এবং সমস্ত লোকজন ছেড়ে একাকি বসে আল্লাহর উপাসনা করা। এছাড়া জান্নাত পাওয়া যাবে না। তবে শরিয়তের দাবি হলো, তোমরা এই দুনিয়াতে থাকো। মানুষের জন্য দুনিয়া ছেড়ে বসে পড়া বাহাদুরি না। বীরত্বের কাজ হলো, এ দুনিয়াতে থাকা এবং এটাকে নষ্ট না করা, তার আকাইদ, আমল, সামাজিকতা এবং নীতি-নৈতিকতা নষ্ট না হওয়া; বরং এই দুনিয়াতে থেকে দীন অনুযায়ী জীবন-যাপন করা। অন্তরে পাপের আবেদন সৃষ্টি হবে তারপর মানুষ সেগুলো হতে বাঁচবে এটাই তার গুণ। দুনিয়া ছেড়ে বসে যাওয়া কোনো গুণ নয়।

بَابُ مَا جَاءَ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ

অনুচ্ছেদ–১৮ প্রসংগ : কোন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ? (মতন পৃ. ২৯৫)

١٦٥٨ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ عَطَّاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ ؟ رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالَّذِيْ يَتْلُوْهُ ؟ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ يُؤَدِّيْ حَقَّ اللهِ فِيْهَا أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ ؟ رَجُلٌ يُسْأَلُ بِاللهِ وَلَا يُعْطِيْ بِهِ.[৫১৩]

১৬৫৮। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত। আমি কি তোমাদেরকে বলবো না, লোকজনের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলো সে, যে আল্লাহর রাস্তায় ঘোড়ার লাগাম ধরে আছে। আমি কি তোমাদেরকে সে ব্যক্তি সম্পর্কে বলবো না, যে এরপর দ্বিতীয় নম্বরে আছে? সে ঐ ব্যক্তি যে লোকদের হতে পৃথক হয়ে নিজের বকরির পালে কাল যাপন করে। আল্লাহ তা'আলার অধিকার আদায় করতে থাকে। অর্থাৎ, জাকাত এবং অন্যান্য হক পরিশোধ করতে থাকে। এর মাধ্যমে বলে দিলেন যে, জেহাদকারির মর্যাদা সর্বোচ্চ। আর যে লোকজন হতে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করে এবং হকও আদায় করে, সে দ্বিতীয় নম্বরে। তারপর বললেন, আমি কি তোমাদের বলবো না লোকজনের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি কে? সে ঐ ব্যক্তি যে অন্যদের নিকট আল্লাহর উসিলা দিয়ে আবেদন করে। তবে আল্লাহ তা'আলার উসিলায় সে দেয় না–অর্থাৎ, নিজের প্রয়োজনের সময় লোকজনের কাছে আল্লাহর উসিলা দিয়ে আবেদন করে যে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে দাও। তবে যখন অন্য ব্যক্তি তার কাছে আল্লাহর উসিলা দিয়ে আবেদন করে, তখন সে তাকে দেয় না। এ ব্যক্তি নিকৃষ্টতম।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ সূত্রে এ হাদিসটি হাসান غريب।

এ হাদিসটি একাধিক সূত্রে ইবনে আব্বাস রা. এর সনদে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করা হয়।

[৫১৩] মুসনাদে আহমদ- ১/২৩৭, কানজুল উম্মাল- ৪/২৮৭।

এভাবেও এই বাক্যটিকে পড়া যায় যে, رجل يسال بالله ولا يعطى به অর্থাৎ, সে ব্যক্তি যে আল্লাহর ওয়াস্তে আবেদন করে কিন্তু তাকে দেওয়া হয় না। এ ব্যক্তি এ কারণে নিকৃষ্ট যে, তার জন্য আবেদন করা ভালো ছিলো না। তারপর সে আল্লাহর ওয়াস্তে মানুষের কাছে চায়, অতএব এটা আরও খারাপ। তারপর যদি সে কিছু পেয়ে যায় তাহলে কমপক্ষে দুনিয়াবী হিসেবে তো কিছু কল্যাণ অর্জিত হয়, কিন্তু এ ব্যক্তি পাপও করছে আবার আল্লাহর উসিলা দিয়ে আবেদনও করছে। তবে কেউ দিচ্ছেও না। দুনিয়া এবং আখিরাত যার বরবাদ সে তার একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত।

بَابُ مَا جَآءَ فِيْمَنْ سَأَلَ الشَّهَادَةَ

অনুচ্ছেদ–১৯ : যে শাহাদত কামনা করে প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯৫)

١٦٦٢ –عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَنْ سَأَلَ اللهَ الْقَتْلَ فِيْ سَبِيْلِهِ صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ أَعْطَاهُ اللهُ أَجْرَ الشَّهَادَةِ.[৫১৪]

১৬৬০। **অর্থ :** মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আন্তরিক খুলুসিয়তের সঙ্গে আল্লাহর রাস্তায় শাহাদত কামনা করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে শহিদের সওয়াব দান করেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

١٦٥٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ كَثِيْرٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ شُرَيْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ أَبِيْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ مِنْ قَلْبِهِ صَادِقًا بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلٰى فِرَاشِهِ.[৫১৫]

১৬৫৯। **অর্থ :** সাহল ইবনে হুনাইফ রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি খাঁটি মনে আল্লাহ তা'আলার কাছে শাহাদত কামনা করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে শহিদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দেন। বিছানায় পড়ে তার মৃত্যু হলেও।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি সাহল ইবনে হুনাইফ সূত্রে হাসান غريب।

এটি আমরা কেবল আবদুর রহমান ইবনে শুরাইহ সূত্রেই জানি, এটি আবদুল্লাহ ইবনে সালেহ বর্ণনা করেছেন, আবদুর রহমান ইবনে শুরাইহ হতে। আবদুর রহমান ইবনে শুরাইহ এর উপনাম হলো আবু শুরাইহ। তিনি ইস্কান্দারনি। এ অনুচ্ছেদে হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

---

[৫১৪] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الجهاد : باب فيمن سال الله تعالى فى الشهادة– সুনানে নাসায়ি- كتاب الجهاد : ثواب من قاتل فى سبيل الله فواق ناقة–

[৫১৫] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الصلاة : باب فى الاستغفار– সুনানে নাসায়ি- كتاب الجهاد : مسألة الشهادة–

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُجَاهِدِ وَالنَّاكِحِ وَالْمُكَاتَبِ وَعَوْنِ اللهِ إِيَّاهُمْ

অনুচ্ছেদ–২০ : মুজাহিদ, মুকাতাব, বিবাহকারি এবং তাদের প্রতি আল্লাহর সহায়তা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯৩)

١٦٦١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمْ الْمُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيْدُ الْأَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيْدُ الْعِفَافَ.[৫১৬]

১৬৬১। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিনি ব্যক্তির সহায়তা করা আল্লাহর দায়িত্ব।

১. মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ।

২. মুকাতাব গোলাম, যে কিতাবতের বিনিময় পরিশোধ করার ইচ্ছা রাখে।

৩. যে ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে বিয়ে করে। (সংকলক কর্তৃক)

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن।

١٦٦٢- عَنْ مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَنْ قَاتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً فَإِنَّهَا تَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ لَوْنُهَا الزَّعْفَرَانُ وَرِيْحُهَا كَالْمِسْكِ.[৫১৭]

১৬৬২। **অর্থ :** মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মুসলমান ব্যক্তি দুইবার দুধ দোহনের মধ্যবর্তী সময় পরিমাণও আল্লাহর প্রতি জেহাদ করে তার জন্য জান্নাত আবশ্যক হয়ে যায়। জেহাদের সময় যার জখম লেগেছে কিংবা আঘাত লেগেছে সে যখন কিয়ামতের দিন বড় আকারে আসবে। এর রং হবে জাফরানের মতো। আর মিশকের মতো সুঘাণ হবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ يُكْلَمُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

অনুচ্ছেদ– ২১ : যে আল্লাহর রাস্তায় আহত হয় তার ফজিলত প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯৫)

١٦٦٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِيْ سَبِيْلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيْحُ رِيْحُ الْمِسْكِ.[৫১৮]

---

[৫১৬] সুনানে নাসায়ি- كتاب الجهاد : فضل الروحة فى سبيل الله عزوجل সুনানে ইবনে মাজাহ- كتاب العتق : باب المكاتب–

[৫১৭] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الجهاد : باب فيمن سال الله تعالى الشهادة– সুনানে নাসায়ি- كتاب الجهاد : ثواب من قاتل فى سبيل الله فواق ناقة–

[৫১৮] সহিহ বোখারি- كتاب الجهاد والسير : باب من يجرح فى سبيل الله تعالى সহিহ মুসলিম- كتاب الامارة : باب فضل الجهاد و الخروج فى سبيل الله–

১৬৬৩। **অর্থ** : আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তার রাস্তায় আহতদের সম্পর্কে জানেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় আহত হয় কিয়ামতের দিন সে জখম নিয়ে এভাবে আসবে যে তার রক্তের রং তো রক্তের মতোই হবে, কিন্তু তার ঘ্রাণ হবে মিশকের মতো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

এ হাদিসটি অপর সূত্রেও আবু হুরায়রা রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ

অনুচ্ছেদ–২২ : কোন্ আমল সর্বোত্তম? প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯৫)

١٦٦٤ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ وَأَيُّ الْأَعْمَالِ خَيْرٌ ؟ قَالَ إِيْمَانٌ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ قِيْلَ ثُمَّ أَيُّ شَيْءٍ ط قَالَ الجِهَادُ سِنَامُ الْعَمَلِ قِيْلَ ثُمَّ أَيُّ شَيْءٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ.

[৫১৯]১৬৬৪। **অর্থ** : আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, উত্তম আমল কোন্‌টি? জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। বলা হলো, এরপর? তিনি বললেন, জেহাদ আমলের কুঁজ। বলা হলো, এরপর কোন্ আমল? জবাবে তিনি বললেন, মকবুল হজ্জ।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

একাধিক সূত্রে এটি আবু হুরায়রা রা. এর সনদে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ بِلَا تَرْجَمَةٍ

শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ (মতন পৃ. ২৯৫)

١٦٦٩ –عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يْكَرِبَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ يَغْفِرُ لَهُ فِيْ أَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيُرٰى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَيُوْضَعُ عَلٰى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوْتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَيُزَوَّجُ اِثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ زَوْجَةً مِنَ الْحُوْرِ [الْعِيْنِ] وَيُشَفَّعُ فِيْ سَبْعِيْنَ مِنْ أَقَارِبِهِ.[৫২০]

---

[৫১৯] সহিহ বোখারি- كتاب الايمان : باب من قال ان الايمان هو العمل- সহিহ মুসলিম- كتاب الايمان : باب بيان كون الايمان بالله تعالى افضل-

[৫২০] সুনানে ইবনে মাজাহ- ابواب الجهاد : باب فضل الشهادة- মুসনাদে আহমদ- ৪/১৩১।

১৬৬৯। অর্থ : মিকদাম ইবনে মা'দি কারাব রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শহিদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে ছয়টি পুরস্কার রয়েছে–

১. রক্তের প্রথম ফোঁটা পড়া মাত্রই তাকে মাফ করে দেওয়া হয়।

২. তাকে তার জান্নাতের ঠিকানা দেখানো হয়।

৩. কবরের আজাব হতে নিরাপদ হয়ে যায় এবং কিয়ামত দিবসের ভয়ানক ভীতি ও সন্ত্রস্ত হতে নিরাপদ করে দেওয়া হবে।

৪. তার মাথায় ইয়াকুতের কারুকার্য খচিত এমন সম্মানিত মুকুট রেখে দেওয়া হবে, যার একটি ইয়াকুত দুনিয়া এবং দুনিয়ার সবকিছু অপেক্ষা উত্তম হবে।

৫. তার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হবে বাহাত্তর জন ডাগর চোখ বিশিষ্ট হুরকে।

৬. তার সত্তরজন নিকটাত্মীয় সম্পর্কে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح غريب।

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَسُرُّهُ أَنْ يَّرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا غَيْرَ الشَّهِيْدِ فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَّرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا يَقُوْلُ حَتّٰى أُقْتَلَ عَشَرَ مَرَّاتٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ مِمَّا يَرٰى مِمَّا أَعْطَاهُ مِنَ الْكَرَامَةِ.[৫২১]

অর্থ : আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শুধুমাত্র শহিদ ব্যতিত জান্নাতিদের মধ্য হতে কেউ এটা পছন্দ করবে না যে, তাকে দুনিয়ায় পুনরায় পাঠানো হোক। শহিদ তাকে পুনরায় দুনিয়াতে প্রেরণ পছন্দ করবে। সে বলবে, আমাকে যদি দশবার আল্লাহর রাস্তায় কতল করা হতো। এর কারণ সে সেসব নেয়ামত দেখবে যেগুলো আল্লাহ তা'আলা তাকে দান করবেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الْمُرَابِطِ

অনুচ্ছেদ–২৬ : পাহারার ফজিলত প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯৫)

١٦٧٠ – عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ رِبَاطُ يَوْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَلَرَوْحَةٌ يَرُوْحُهَا الْعَبْدُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوْ لَغَدْوَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.[৫২২]

১৬৭০। অর্থ : সাহল ইবনে সা'দ রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর রাস্তায় একটি সীমান্তে পাহারাদারি করা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যতোকিছু আছে সবগুলো অপেক্ষা

---

[৫২১] সহিহ মুসলিম- كتاب الامارة : باب فضل الشهادة فى سبيل الله, সহিহ বোখারি- كتاب الجهاد : باب تمنى المجاهد ان يرجع الى الدنيا–

[৫২২] সহিহ বোখারি- كتاب الجهاد : باب فضل رباط يوم فى سبيل الله

উত্তম। জেহাদে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক একটি সকাল কিংবা একটি বিকাল অতিক্রম করা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সেসব অপেক্ষা উত্তম। জান্নাতে তোমাদের একটি ছড়ি বরাবর স্থান ও দুনিয়া এবং তাতে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি صحيح।

١٦٧١ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ : مَرَّ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ بِشُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ وَهُوَ فِي مُرَابِطٍ لَهُ وَقَدْ شَقَّ عَلَيْهِ وَعَلَى أَصْحَابِهِ قَالَ أَلَا أُحَدِّثُكَ يَا ابْنَ السِّمْطِ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ ؟ بَلَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ وَرُبَّمَا قَالَ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَمَنْ مَاتَ فِيهِ وَفِي فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَنُمِّيَ لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.[৫২৩]

১৬৭১। **অর্থ :** মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির রহ. বলেন, একবার সালমান ফারেসি রা. হজরত শুরাহবিল ইবনে সিমত রা. এর কাছে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তার পাহারাস্থানে পাহারা দিচ্ছিলেন। তাঁর এবং তাঁর সঙ্গীদের ওপর পাহারা দেওয়া খুব কঠিন যাচ্ছিলো। সালমান রা. বললেন, হে ইবনে সিমত। আমি কি তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস শুনাবো না? তিনি বললেন, কেনো নয়? হজরত সালমান রা. বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহর রাস্তায় একদিন পাহারাদারি করা এক মাস রোজা রাখা, এর মাস পর্যন্ত রাত্রে দাঁড়িয়ে এবাদত করা অপেক্ষা উত্তম। যদি এর মধ্য তার ইন্তেকাল হয়ে যায় তাহলে সে কবরের ফিতনা হতে নিরাপদ থাকবে এবং তার আমল বাড়তে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত ।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن।

١٦٧٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ لَقِيَ اللهَ بِغَيْرِ أَثَرٍ مِنْ جِهَادٍ لَقِيَ اللهَ وَفِيهِ ثُلْمَةٌ.[৫২৪]

১৬৭২। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে জেহাদের চিহ্ন ব্যতিত সাক্ষাত করবে, আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সে তখন সাক্ষাত করবে যে তার দীনে দোষযুক্ত থাকবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি ওয়ালিদ ইবনে মুসলিম-ইসমাইল ইবনে রাফে' সূত্রে غريب। ইসমাইল ইবনে রাফে'কে অনেক মুহাদ্দিস জয়িফ বলেছেন।

---

[৫২৩] সহিহ বোখারি- كتاب الجهاد : فضل الرباط -সুনানে নাসায়ি- كتاب الامارة : باب فضل الرباط فى سبيل الله عزوجل

[৫২৪] সুনানে ইবনে মাজাহ- ابواب الجهاد : باب التغليظ فى ترك الجهاد- আল-মুসনাদুল জামে'- ১৮২১।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, মুহাম্মদকে আমি বলতে শুনেছি, তিনি নির্ভরযোগ্য ও মুকারিবুল হাদিস।

এই হাদিসটি অন্য সূত্রে আবু হুরায়রা রা. হতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে। সালমানের হাদিসের সনদটি মুত্তাসিল না। মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির সালমান ফারেসি রা.কে পাননি। এ হাদিসটি আইউব ইবনে মুসা-মাকহুল-শুরাহবিল ইবনে সিমত-সালমান সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে।

١٦٧٣ -عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ إِنِّيْ كَتَمْتُكُمْ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَرَاهِيَةَ تَفَرُّقِكُمْ عَنِّيْ ثُمَّ بَدَا لِيْ أَنْ أُحَدِّثَكُمُوْهُ لِيَخْتَارَ امْرُؤٌ لِنَفْسِهِ مَا بَدَا لَهُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ رِبَاطُ يَوْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ.[৫২৫]

১৬৭৩। **অর্থ :** উসমান রা. এর মুক্তকৃত গোলাম আবু সালেহ বলেন, আমি হজরত উসমান রা.কে মিম্বরের ওপর বলতে শুনেছি, আমি তোমাদের হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস গোপন রেখেছিলাম। কেনোনা, আমি পছন্দ করিনি, তোমরা আমার হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও। তারপর আমি চিন্তা করলাম, তোমাদেরকে আমি সে হাদিসটি শুনিয়ে দিবো। যার মনে চায় সে এর ওপর আমল করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি, আল্লাহর রাস্তায় একদিন পাহারাদারি করা সে সহস্র দিন অপেক্ষা আফজাল যেগুলো অন্য মনজিলে অতিক্রম করেছে।

ইমাম রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح غريب।

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বলেছেন, উসমান রা. এর মুক্তকৃত গোলাম আবু সালিহের নাম বুরকান।

١٦٦٨ -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَا يَجِدُ الشَّهِيْدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِّنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ.[৫২৬]

১৬৭৪। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শহিদের শাহাদতের শুধু এতোটুকু কষ্ট হয়, যতোটুকু পিঁপড়া কাটলে কিংবা মশায় দংশন করলে হয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ.বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح غريب।

١٦٧٥ -عَنْ أَبِي أُمَامَةَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ قَطْرَةُ مِنْ دُمُوعٍ فِيْ خَشْيَةِ اللهِ وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهْرَاقُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَأَمَّا الْأَثَرَانِ فَأَثَرٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَأَثَرٌ فِيْ فَرِيْضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ.

---

[৫২৫] সুনানে নাসায়ি- كتاب الجهاد : فضل الرباط-, মুসনাদে আহমদ- ১/৬২।

[৫২৬] সুনানে নাসায়ি- ما يجد الشهيد من الالم- ابواب الجهاد :, সুনানে ইবনে মাজাহ- ابواب الجهاد : باب فضل الشهادة فى سبيل الله-

[৫২৭]১৬৭৫। **অর্থ :** আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার কাছে ' ফোটা এবং দু'টি চিহ্ন অপেক্ষা প্রিয় আর কোনো জিনিস নেই–

(১) অশ্রুর ফোটা, যেটি আল্লাহর ভয়ে নির্গত হয়।

(২) রক্তের সে ফোটা যেটি আল্লাহর রাস্তায় প্রবাহিত করা হয়। চিহ্নদ্বয়ের মধ্যে একটি হলো– সে চিহ্ন যেটি আল্লাহর রাস্তায় আঘাত বা চোট ইত্যাদি লাগার কারণে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সে চিহ্ন যেটি আল্লাহর ফরজগুলোর মধ্য হতে কোনো ফরজ আদায়ের ফলে প্রকাশিত হয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن।

---

[৫২৭] মিশকাতুল মাসাবিহ- الفصل الثاني : كتاب الجهاد, কানযুল উম্মাল- ১৫/৮৬৬।

أَبْوَابُ الْجِهَادِ

عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে জেহাদ অধ্যায়-২১

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ لِأَهْلِ الْعُذْرِ فِي الْقُعُوْدِ

অনুচ্ছেদ-১ : জেহাদে না যাওয়ার ব্যাপারে যারা মাজুর

١٦٧٦ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اِئْتُوْنِيْ بِالْكَتِفِ أَوِ اللَّوْحِ فَكَتَبَ {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ} وَ عَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَقَالَ هَلْ لِيْ مِنْ رُخْصَةٍ ؟ فَنَزَلَتْ {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ}

১৬৭৬। **অর্থ** : বারা ইবনে আজেব রা. হতে বর্ণিত। হাড় কিংবা ফলক আনো। তারপর তিনি নিম্নেযুক্ত আয়াত লেখালেন لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (সূরা নিসা : ৯৫) জেহাদে অংশগ্রহণকারি আর জেহাদে যারা অংশগ্রহণ করেনা, তারা সমান হতে পারে না। তখন হজরত আমর ইবনে উম্মে মাকতুম রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল আমার জন্য কি কোনো অবকাশ আছে? তখন এর ওপর আয়াতের পরবর্তী অংশ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ অবতীর্ণ হয়েছে। ফলে তাঁকে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে।

এ অনুচ্ছেদে হজরত ইবনে আব্বাস, জাবের ও জায়েদ ইবনে সাবেত রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে। এ হাদিসটি حسن صحيح। এটি সুলাইমান তাইমি আবু ইসহাক সূত্রে غريب। শো'বা ও সাওরি এ হাদিসটি আবু ইসহাক হতে বর্ণনা করেছেন।

এ অনুচ্ছেদে হজরত ইবনে আব্বাস, জাবের ও জায়েদ ইবনে সাবেত রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে। এ হাদিসটি حسن صحيح। এটি সুলাইমান তাইমি-আবু ইসহাক সূত্রে غريب। শো'বা ও সাওরি এ হাদিসটি আবু ইসহাক হতে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ خَرَجَ فِي الْغَزْوِ وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ

অনুচ্ছেদ-২ : যে মাতাপিতা রেখে যুদ্ধে বেরিয়ে যায় প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯৬)

١٦٧٧ -عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ أَلَكَ وَالِدَانِ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ.[৫২৮]

১৬৭৭। **অর্থ** : আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে জেহাদে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতাপিতা কি জীবিত আছেন? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাদের ব্যাপারে জেহাদ করো।

---

[৫২৮] সহিহ মুসলিম- كتاب البر والصلة والاداب : باب بر الوالدين وانهما احق به

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। এ হাদিসটি حسن صحيح।

আবুল আব্বাস হলেন, অন্ধ কবি মক্কি। তার নাম হলো সাইব ইবনে ফররুখ।

দরসে তিরমিযী

মাতাপিতার খেদমত জেহাদের চেয়ে উত্তম

অর্থাৎ, যে জায়গায় জেহাদ ফরজে আইন না, সেখানে মাতাপিতার সেবা জেহাদ অপেক্ষা উত্তম। বাস্তবে জেহাদ ফরজে আইন তখন হয়, যখন কোনো শত্রু আমাদের ওপর আক্রমণ করবে, তখন সে শত্রুর মুকাবিলা করে প্রতিহত করা ফরজে আইন হয়ে দাঁড়ায়। তবে সাধারণ অবস্থায় যখন জেহাদ ফরজে হয় না, তখন মাতাপিতার খেদমত জেহাদ অপেক্ষা আফজাল। অথচ লোকজন এ ব্যাপারে উদাসীন। সাধারণত এ ব্যাপারে লোকজন খেয়াল করে না যে, মাতাপিতার খেদমত কত বড় নেয়ামত এবং কত বড় ফজিলতের বিষয়। মুসনাদে আহমদে একটি হাদিস আছে, এক সাহাবি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে আরজ করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি জেহাদের আগ্রহে আপনার কাছে এসেছি এবং স্বীয় মাতাপিতাকে কান্নারত অবস্থায় রেখে এসেছি। কেনোনা, তাঁরা আমার যাওয়ার ব্যাপারে সম্মত ছিলেন না। বরং তাদের মনে কষ্ট ছিলো, তাঁরা কাঁদছিলেন। এ কথা তিনি এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যে, আমি জেহাদের খাতিরে এতো বড় কোরবানি দিয়ে এসেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-اِرْجِعْ فَاضْحِكْهُمَا كَمَا اَبْكَيْتَهُمَا তথা ফিরে যাও, গিয়ে তাদেরকে হাসাও, যেমন তুমি তাদেরকে কাঁদিয়েছো।

এর থেকে বুঝা গেলো, মাতাপিতার খেদমত এবং তাদের অনুমতি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যার প্রতি সর্ব পর্যায়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। আজকাল লোকজন এ বিষয়ের পরোয়া করে না। আমার কাছে কয়েকজন তালেবে ইল্ম তাখাসসুসে ভর্তি হওয়ার জন্য এসেছে। খবর নিলে তারা বললো, মাতাপিতা তো আসার অনুমতি দিচ্ছিলেন না, আমি জোরপূর্বক এসে গেছি। আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা মুফতি হওয়ার জন্য এসেছো, আর মাতাপিতার অবাধ্যতা করে এসেছো? ফিরে যাও। কেনোনা, মুফতি হওয়া ফরজ না, মাতাপিতার আনুগত্য করা এবং তাদের খেদমত করা ফরজে আইন। আসল কথা হলো, নিজের আগ্রহ ও আবেগ পূর্ণ করার নাম দীন না। বরং দীন হলো, যখন যেমন তাগাদা হবে, সে অনুযায়ী চলা।

بَابُ مَا جَآءَ فِى الرَّجُلِ يُبْعَثُ وَحْدَهُ سَرِيَّةً

অনুচ্ছেদ- ৩ : যে লোককে একা যুদ্ধাভিযানে পাঠানো হয় প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯৫)

١٦٧٨ -حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ فِيْ قَوْلِهِ : { أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ السَّهْمِيُّ بَعَثَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى سَرِيَّةٍ أَخْبَرَنِيْهِ يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

১৬৭৮। **অর্থ :** ইবনে জুরাইজ রহ. কোরআনে কারিমের আয়াত أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূল ও তোমাদের শাসকদের আনুগত্য করো।)-সূরা নিসা : ৫৯০

এর ব্যাখ্যায় বলেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে হুজাফা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সারিয়্যায় সৈন্য হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন।

আমাকে ইয়ালা ইবনে মুসলিম-সাইদ ইবনে জুবাইর-ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে এই সংবাদ দিয়েছেন। (সংকলন কর্তৃক)

এর ব্যাখ্যায় বলেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে হুজাফা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সারিয়্যায় সৈন্য হিসেবে পাঠিয়েছেন।

ইয়ালা ইবনে মুসলিম-সাইদ ইবনে জুবাইর-ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে আমাকে এই সংবাদ দিয়েছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদিসটি حسن صحيح غريب। এটি আমরা ইবনে জুরাইজ সূত্র ব্যতিত অন্য কোনো সূত্রে জানি না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُّسَافِرَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ

অনুচ্ছেদ ৪ : একাকি কোনো পুরুষের সফর করা নিষেধ

١٦٧٩ -عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ مِنَ الْوَحْدَةِ مَا سَرٰى رَاكِبٌ بِلَيْلٍ يَعْنِي وَحْدَهُ.[৫২৯]

১৬৭৯। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একাকি কোনো ব্যক্তির সফর সম্পর্কে আমি যা জানি, যদি লোকজন তা জানতো, তাহলে রাতে (একাকি) সফর করতো না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। এটি আমরা এ সূত্র ব্যতিত অন্য কোনো সূত্রে আসেম হতে জানি না। তিনি হলেন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জায়েদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর। মুহাম্মদ রহ. বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য, সত্যবাদী। আসেম ইবনে উমর উমরি হাদিসে দুর্বল। আমি তার হতে কোনো হাদিস বর্ণনা করি না। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমরের হাদিসটি حسن।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْكِذْبِ وَالْخَدِيْعَةِ فِي الْحَرْبِ

অনুচ্ছেদ–৫ : যুদ্ধে ধোঁকা এবং মিথ্যার অবকাশ

١٦٨١ -عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدَ اللهِ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلْحَرْبُ خُدْعَةٌ.

[৫৩০]১৬৮১। **অর্থ :** জাবের রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যুদ্ধের ভিত্তি হয় ধোঁকার ওপর।

---

[৫২৯] সুনানে আবু দাউদ- باب فى الرجل يسافر وحده : كتاب الجهاد، মুসনাদে আহমদ- ২/১৮৬।

[৫৩০] সহিহ বোখারি- باب الحرب خدعة : كتاب الجهاد، মুসনাদে আহমদ- ২/১৮৬।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত আলি, জায়েদ ইবনে সাবেত, আয়েশা, ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা, আসমা বিনতে ইয়াজিদ ইবনে সাকান, কা'ব ইবনে মালেক ও আনাস ইবনে মালেক রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে। এই হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

অর্থাৎ, যুদ্ধে অনেক সময় দুশমনকে ধোঁকা দেওয়ার প্রয়োজন হয় এবং ধোঁকা দেওয়ার দুটি পদ্ধতি হয়, একটি পদ্ধতি হলো, মুসলমান তাওরিয়া (বাহ্যার্থের আড়ালে নিগূঢ় অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া) করবে এবং এমন শব্দ বলবে, যার ফলে দুশমন ধোঁকায় পড়ে যাবে এবং তার অন্তরে যথার্থ অর্থের নিয়ত থাকবে। এটা সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ। তবে যুদ্ধের ক্ষেত্রে শত্রুকে বিভ্রান্ত করার জন্য সুস্পষ্ট মিথ্যা বলা বৈধ কিনা, এ সম্পর্কে ইসলামি আইনবিদগণের মতপার্থক্য আছে। তবে বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, ধোঁকা দেওয়ার জন্য সুস্পষ্ট মিথ্যা বলারও অবকাশ আছে। অবশ্য চুক্তির বিরোধিতার জন্য মিথ্যা বলা অবৈধ। তবে যুদ্ধের কৌশল হিসেবে মিথ্যা বলার অবকাশ আছে। এর সমর্থন এ ঘটনা দ্বারা হয় যে, হজরত হাজ্জাজ ইবনে আল্লাক রা. যখন মক্কা মুকাররমায় যেতে লাগলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুমতি নিলেন যে, আমি সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে এমন কোনো কথা বলবো, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিয়েছেন, তাই তিনি যখন সেখানে পৌছলেন, তাদের সঙ্গে মিছামিছি বলে দিলেন যে, খায়বরে মুসলমানদের পরাজয় হয়েছে। এ খবরটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ছিলো। এর দ্বারা অনেক ইসলামি আইনবিদ দলিল পেশ করেন যে, স্পষ্ট মিথ্যা বলা বৈধ। তবে সর্বাবস্থায় সতর্কতা হলো, স্পষ্ট মিথ্যা না বলে তাওরিয়া করা।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ غَزَوَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَكَمْ غَزَا

অনুচ্ছেদ– ৬ : নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুদ্ধ কয়টি ছিলো?

١٦٨٢ –عَنْ إِسْحٰقَ قَالَ : كُنْتُ إِلٰى جَنْبِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فَقِيْلَ لَهٗ كَمْ غَزَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ غَزْوَةٍ ؟ قَالَ تِسْعَ عَشَرَةَ فَقُلْتُ كَمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهٗ ؟ قَالَ سَبْعَ عَشَرَةَ قُلْتُ أَيَّتُهُنَّ كَانَ أَوَّلُ ؟ قَالَ ذَاتَ الْعُشَيْرِ أَوِ الْعُشَيْرَةِ.[৫৩১]

১৬৮২। **অর্থ :** আবু ইসহাক রহ. বলেন, আমি হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম রা. এর কাছে বসা ছিলাম। তাকে কেউ জিজ্ঞেস করলো, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতগুলো যুদ্ধ করেছেন। তিনি বললেন, উনিশটি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কতগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন? তিনি বললেন, সতেরোটিতে। জিজ্ঞেস করলাম, প্রথম যুদ্ধ কোন্‌টি ছিলো? তিনি বললেন, জাতুল উশাইর বা ওশাইরা।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

---

[৫৩১] সহিহ বোখারি- كتاب المغازى : باب غزوة العشير, সহিহ মুসলিম- كتاب الجهاد والسير : باب جواز الخداع فى الحرب

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّفِّ وَالتَّعْبِيَةِ عِنْدَ الْقِتَالِ

অনুচ্ছেদ-৭ : যুদ্ধের সময় কাতারবন্দি করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯৭)

١٦٨٣ -عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : عَبَّأَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِبَدْرٍ لَيْلًا.[৫৩২]

১৬৮৩। **অর্থ** : আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. বলেন, বদরের লড়াইয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রি বেলায় আমাদের কাতার বানিয়েছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু আইউব রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। এ হাদিসটি গরিব। এ সূত্র ব্যতিত অন্য কোনো সূত্রে এটি আমরা জানি না। মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইলকে এ হাদিস সম্পর্কে আমি জিজ্ঞেস করেছি। তিনি এটি চিনেননি। তিনি আরো বলেছেন, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইকরিমা হতে শুনেছেন। আমি যখন তাকে দেখেছি তখন তিনি মুহাম্মদ ইবনে হুমাইদ রাজি সম্পর্কে ভালো মতপোষণ করতেন। তারপর পরবর্তীতে তাকে দুর্বল সাব্যস্ত করা হয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْقِتَالِ

অনুচ্ছেদ-৮ : যুদ্ধের সময় প্রার্থনা করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯৭)

١٦٨٤ -عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَدْعُوْ عَلَى الْأَحْزَابِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعُ الْحِسَابِ اَهْزِمُ الْأَحْزَابَ اَللّٰهُمَّ اَهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ.[৫৩৩]

১৬৮৪। **অর্থ** : ইবনে আবু আওফা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি (শত্রু) সৈন্যের বিরুদ্ধে এ প্রার্থনা করতে শুনেছি। হে আল্লাহ, (তুমি) কিতাব নাজিলকারক। দ্রুত হিসাব গ্রহণকারি। এই সেনাবাহিনীকে পরাস্ত কর এবং তাদের কদম উপড়ে দাও।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। এই হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَلْوِيَةِ

অনুচ্ছেদ-৯ : পতাকা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯৭)

١٦٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيْدِ الْكِنْدِيُّ الْكُوْفِيُّ وَ أَبُوْ كُرَيْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عَمَّارٍ يَعْنِي الدُّهْنِيَّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضُ.[৫৩৪]

---

[৫৩২] আল-মুসনাদুল জামে'- ১২/৩৪৭, জামিউল মাসানিদ ওয়াস সুনান- ৮/৪০৬।

[৫৩৩] সহিহ বোখারি- كتاب الجهاد والسير : باب لا تمنوا لقاء العدو وغيره, সহিহ মুসলিম- كتاب الجهاد : باب استحباب الدعاء بالنصر-

[৫৩৪] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الجهاد : باب فى الرايات والالوية, সুনানে ইবনে মাজাহ- كتاب الجهاد : باب فى الرايات والالوية-

১৬৮৫। **অর্থ :** জাবের রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঝাণ্ডা ছিলো সাদা। অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের দিন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি غريب।

এটি আমরা কেবল ইয়াহইয়া ইবনে আদম-শরিক সূত্রেই জানি।

মুহাম্মদকে আমি (তিরমিযী) এ হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি এটি ইয়াহইয়া ইবনে আদম-শরিক সূত্র ব্যতিত অন্য কোনো সূত্রে জানেননি।

একাধিক বর্ণনাকারি এটি শরিক-আম্মার-আবু জুবাইর-জাবের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, 'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শরিফে কালো পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় প্রবেশ করেছেন। মুহাম্মদ বলেছেন হাদিস আসলে কেবল এটিই।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, দুহ্‌ন হলো বাজিলার একটি গোত্র। আম্মার দুহ্‌নি হলেন আম্মার ইবনে মুয়াবিয়া দুহ্‌নি। তাঁর উপনাম হলো আবু মুয়াবিয়া। তিনি কুফি। মুহাদ্দিসীনের মতে সেকাহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّايَاتِ

অনুচ্ছেদ- ১০ : ঝাণ্ডা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯৭)

١٦٨٠ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : بَعَثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ إِلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَسْأَلُهُ عَنْ رَايَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ كَانَتْ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِّنْ نَمِرَةٍ.৫৩৩

১৬৮৬। **অর্থ :** সিন্ধু বিজয়ী মুহাম্মদ ইবনে কাসেম জেহাদে রওয়ানা হওয়ার আগে তার গোলামকে বারা ইবনে আজেব রা. এর কাছে পাঠালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঝাণ্ডা কেমন ছিলো? প্রবল ধারণা জিজ্ঞাসা দ্বারা তার উদ্দেশ্য এই হবে যে, আমি স্বীয় ঝাণ্ডাও অনুরূপ বানাবো। তিনি বললেন, সে ঝাণ্ডা কালো চারকোণ বিশিষ্ট ছিলো এবং এটি ছিলো রেখাবিশিষ্ট কাপড়ের।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত আলি, হারেস ইবনে হাসসান ও ইবনে আব্বাস রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن غريب।

এটি আমরা কেবল ইবনে আবু জায়েদা সূত্রেই জানি। আবু ইয়াকুব সাকাফির নাম হলো ইসহাক ইবনে ইবরাহিম। তার হতেও উবায়দুল্লাহ ইবনে মুসা বর্ণনা করেছেন।

١٦٨٧ -عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَتْ رَايَةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَوْدَاءَ وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضَ

১৬৮৭। **অর্থ :** হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঝাণ্ডা ছিলো কালো আর পতাকা ছিলো সাদা।

---

৫৩৩ . সুনানে আবু দাউদ- كتاب الجهاد : باب فى الرايات والالوية–

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি এ সনদে ইবনে আব্বাস রা. হতে হাসান غريب।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الشِّعَارِ

অনুচ্ছেদ– ১১ : সাংকেতিক চিহ্ন প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯৭)

١٦٨٨ - عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِيْ صُفْرَةَ عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ : إِنْ بَيَّتَكُمُ الْعَدُوُّ فَقُوْلُوْا (حٰمٓ) لَا يُنْصَرُوْنَ.[৫৩৬]

১৬৮৮। **অর্থ :** মুহাল্লাব ইবনে সাফরা এমন ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেন, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে, যদি রাতের বেলা শত্রুরা তোমাদের ওপর আক্রমণ চালায়, তাহলে তোমাদের সাংকেতিক চিহ্ন বা প্রতীকি চিহ্ন বালা, حم لا ينصرون

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত সালামা ইবনে আকওয়া রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। অনেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন আবু ইসহাক হতে সাওরির বর্ণনার মত এবং তার হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন মুহাল্লাব ইবনে আবু সুফরা–নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে মুরসাল হিসেবে।

شعار সে শব্দকে বলা হয়, যেটি সৈন্যদের মাঝে গোপনীয়ভাবে কোড ওয়ার্ড (সাংকেতিক চিহ্ন) হিসেবে নির্ধারণ করা হয় এবং ঘোষণা করে দেওয়া হয়, যে ব্যক্তি এ গোপন শব্দ বলবে, সে আমাদের লোক হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলেও এর প্রচলন ছিলো। তাই তিনি حم لا ينصرون নির্ধারণ করেছিলেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِفَةِ سَيْفِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

অনুচ্ছেদ– ১২ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরবারির বর্ণনা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯৭)

١٦٨٩ -عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ : صَنَعْتُ سَيْفِيْ عَلٰى سَيْفِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَزَعَمَ ابْنُ سَمُرَةَ أَنَّهُ صَنَعَ سَيْفَهُ عَلٰى سَيْفِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَكَانَ حَنَفِيًّا.[৫৩৭]

১৬৮৯। **অর্থ :** মুহাম্মদ ইবনে সিরিন রা. বলেন, আমি আমার তলোয়ারটি হজরত সামুরা ইবনে জুন্দুব রা. এর তলোয়ারের মতো বানিয়েছি। হজরত সামুরা রা.-এর ধারণা ছিলো, তার তলোয়ারটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তলোয়ারের মতো। তাঁর তলোয়ারটি ছিলো হানাফি, তথা বনু হানিফার তৈরি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি غريب।

এ সূত্র ব্যতিত অন্য কোনো সূত্রে এটি আমরা জানি না। ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ কাত্তান, উসমান ইবনে সা'দ কাতেব সম্পর্কে কালাম করেছেন। তিনি তাকে স্মরণশক্তির ব্যাপারে জয়িফ বলেছেন।

---

[৫৩৬] সুনানে আবু দাউদ-– كتاب الجهاد : باب الرجل ينادى بالشعار, মুসনাদে আহমদ- ৪/২৫।

[৫৩৭] আল-মুসনাদুল জামে'- ৭/২১০, মুসনাদে আহমদ-৫/২০।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْفِطْرِ عِنْدَ الْقِتَالِ

অনুচ্ছেদ– ১৩ : যুদ্ধের সময় রোজা না রাখা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯৭)

١٦٩٠ – عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ مَرَّ الظَّهْرَانِ فَآذَنَنَا بِلِقَاءِ الْعَدُوِّ فَأَمَرَنَا بِالْفِطْرِ فَأَفْطَرْنَا أَجْمَعُوْنَ.

[৫৩৮]১৬৯০। **অর্থ :** আবু সাইদ খুদরি রা. বলেন, মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মাররুজ জাহরান নামক জায়গায় পৌঁছলেন, তখন তিনি আমাদেরকে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধের সংবাদ দিলেন এবং রোজা ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিলেন। ফলে আমরা সবাই রোজা ভেঙে ফেললাম।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

হজরত উমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُرُوْجِ عِنْدَ الْفَزَعِ

অনুচ্ছেদ ১৪ : আতংক অবস্থায় বাহির হওয়া প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯৭)

١٦٩١ –عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : رَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ مَنْدُوْبٌ فَقَالَ مَا كَانَ مِنْ فَزَعٍ وَإِنْ وَجَدْنَا لَبَحْرًا.[৫৩৯]

১৬৯১। **অর্থ :** আনাস ইবনে মালেক রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আবু তালহা রা.-এর ঘোড়ার ওপর আরোহণ করলেন, সে ঘোড়াটিকে মন্দুব বলা হতো। বললেন, ভয়ের কোনো কারণ নেই এবং আমরা সে ঘোড়াটিকে বাস্তবিকই সমুদ্রের মতো (দ্রুতগতিসম্পন্ন) পেলাম।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে আমর ইবনে আস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

এ হাদিসটি حسن صحيح।

١٦٩٢ –عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَاسْتَعَارَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لَنَا يُقَالُ لَهُ مَنْدُوْبٌ فَقَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا.[৫৪০]

১৬৯২। **অর্থ :** আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, মদিনা মুনাওয়ারায় একবার আতংক সৃষ্টি হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের হতে একটি ঘোড়া ধার নিলেন। যার নাম ছিলো মনদুব। বললেন, আমি ভয়ের কোনো কিছু দেখলাম না। আমি বাস্তবিকই এ ঘোড়াটিকে সমুদ্র পেয়েছি।

---

[৫৩৮] মুসনাদে আহমদ- ৩/২৯, সহিহ ইবনে খুজাইমা- ৩/২৬৪।

[৫৩৯] সহিহ বোখারি- كتاب الجهاد : باب الشجاعة فى الحرب وغيره, সহিহ মুসলিম كتاب الفضائل : باب فى شجاعة النبى صلى الله عليه وسلم–

[৫৪০] সহিহ বোখারি كتاب الجهاد : باب الشجاعة فى الحرب وغيره, সহিহ মুসলিম- كتاب الفضائل : باب فى شجاعة النبى صلى الله عليه وسلم–

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

١٦٩٣ -عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ أَجْرَإِ النَّاسِ وَأَجْوَدِ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ قَالَ وَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ لَيْلَةً سَمِعُوْا صَوْتًا قَالَ فَتَلَقَّاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِيْ طَلْحَةَ عُرِيٍ وَهُوَ مُتَقَلِّدٌ سَيْفَهُ فَقَالَ لَمْ تُرَاعُوْا لَمْ تُرَاعُوْا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَجَدْتُهُ بَحْرًا يَعْنِيْ الْفَرَسَ.[৫৪১]

১৬৯৩। **অর্থ :** আনাস রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অনুগ্রহকারি, সবচেয়ে বড় দানশীল, সবচেয়ে বড় বীর। বর্ণনাকারি বলেন, মদিনাবাসী এক রাতে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। তারা একটি আওয়াজ শুনতে পেলো। বর্ণনাকারি বলেন, তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু তালহার একটি খালি ঘোড়ায় আরোহণ করে তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। তখন তাঁর তলোয়ারটি ছিলো ঝুলন্ত। তিনি বললেন, তোমরা লক্ষ রাখলে না, তোমরা লক্ষ রাখলে না। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি সেটিকে অর্থাৎ, ঘোড়াটিকে পেলাম সমুদ্র (দ্রুতগামী)।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّبَاتِ عِنْدَ الْقِتَالِ

অনুচ্ছেদ–১৫ : যুদ্ধের সময় অটল থাকা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯৮)

١٦٩٤ -عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ لَنَا رَجُلٌ : أَفْرَرْتُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَا أَبَا عُمَارَةَ ؟ قَالَ لَا وَاللهِ مَا وَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَلٰكِنْ وَلَّى سُرْعَانُ النَّاسِ تَلَقَّتْهُمْ هَوَازِنُ بِالنَّبْلِ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى بَغْلَتِهِ وَ أَبُوْ سُفْيَانَ بْنِ الْحٰرِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَخَذَ بِلِجَامِهَا وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ.

১৬৯৪। **অর্থ :** বারা ইবনে আজেব রা. এর কাছে কেউ বললো, আবু উমারা। আপনারা কি রণক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একা ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলেন? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, এমন হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেননি। বরং কিছু সংরক্ষক তাড়াহুড়া প্রিয় লোক পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়েছিলো। হাওয়াজিন গোত্রের লোকজন তীর নিক্ষেপ করতে করতে তাদের সঙ্গে এসে মিললো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর খচ্চরের ওপর আরোহি ছিলেন। আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস ছিলেন সে খচ্চরের লাগামধারী। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলছিলেন, কোনো সংশয় নেই, আমি নবী। এতে কোনো মিথ্যা নেই। আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান।

---

[৫৪১] সহিহ বোখারি- كتاب الجهاد و السير -সহিহ মুসলিম- كتاب المغازى : باب قول الله تعالى ويوم حنين اذا عجبتكم- باب غزوة حنين-

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আলি ও ইবনে উমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে। এ হাদিসটি حسن صحيح।

١٦٩٥ -عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ حُنَيْنٍ وَإِنَّ الْفِئَتَيْنِ لَمُوَلِّيَتَيْنِ وَمَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِائَةُ رَجُلٍ.

[৫৪২]১৬৯৫। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, নিজেদেরকে আমরা হুনায়নের যুদ্ধে দেখেছি, তখন দুটি দল পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাচ্ছিলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে একশ জন লোকও ছিলো না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح غريب।

এটি আমরা কেবল এ সূত্রেই উবায়দুল্লাহ হতে জানি।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ أَجْرَإِ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ قَالَ وَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ لَيْلَةً سَمِعُوْا صَوْتًا قَالَ فَتَلَقَّاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلٰى فَرَسٍ لِأَبِيْ طَلْحَةَ عِرِيٍ وَهُوَ مُتَقَلِّدٌ سَيْفَهُ فَقَالَ لَمْ تُرَاعُوْا لَمْ تُرَاعُوْا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَجَدْتُهُ بَحْرًا يَعْنِي الْفَرَسَ.[৫৪৩]

অর্থ : হজরত আনাস রা. বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সবচেয়ে সুদর্শন, সবচেয়ে দানশীল এবং সবচেয়ে বড় বীর। একবার মদিনাবাসী রাতের বেলায় একটি শব্দ শুনে ভয় পেয়ে গেলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হলো, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু তালহা রা. ঘোড়ার খালি পিঠের ওপর আরোহি ছিলেন। তার তলোয়ার ঝুলন্ত রেখেছিলেন। তিনি বললেন, তোমরা লক্ষ রাখলে না। তোমরা লক্ষ রাখলে না। তারপর তিনি বললেন, আমি ঘোড়াটিকে সমুদ্র (এর মতো) পেয়েছি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّيُوْفِ وَحِلْيَتِهَا

অনুচ্ছেদ–১৬ : তলোয়ার এবং এর সাজ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯৮)

١٦٩٦ -عَنْ هُوْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَدِّهِ مَزْيَدَةَ قَالَ : دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلٰى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ قَالَ طَالِبٌ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِضَّةِ فَقَالَ كَانَتْ قَبِيْعَةُ السَّيْفِ فِضَّةً.[৫৪৪]

---

[৫৪২] ফাতহুল বারি- ৮/২৯, জামিউল উসুল- ৮/৪০১।

[৫৪৩] সহিহ বোখারি- كتاب الجهاد : باب الشجاعة في الحرب وغيره-, সহিহ মুসলিম- كتاب الفضائل : باب في شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم-

[৫৪৪] আল-মুসনাদুল জামে'- ১৫/১২৮, সুনানে আবু দাউদ- كتاب الجهاد : باب في السيف بحلي-, সুনানে নাসায়ি- كتاب الزينة : باب حلية السيف-

১৬৯৬। **অর্থ :** মাজিদা রা. বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করলেন, তখন তার তলোয়ারের ওপর স্বর্ণ রূপা লাগানো ছিলো। তালেব নামক বর্ণনাকারী বললেন, আমি আমার ওস্তাদ হতে রূপা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তলোয়ারের কব্জার গিরা রূপার ছিলো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হাদিসটি حسن غريب।

অনুরূপভাবে এটি বর্ণিত হয়েছে হাম্মাম-কাতাদা-আনাস রা. হতে। অনেকে বর্ণনা করেছেন, কাতাদা-সাইদ ইবনে আবুল হাসান সূত্রে। তিনি বলেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তলোয়ারের টুপি ছিলো রূপার।

١٦٩٧ -عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَتْ قَبِيْعَةُ سَيْفِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ.

১৬৯৭। **অর্থ :** আনাস রা. বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (তলোয়ারের) কব্জার গিরা রূপার ছিলো।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الدِّرْعِ

অনুচ্ছেদ- ১৭ : লৌহবর্ম প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯৮)

١٦٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ : كَانَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ دِرْعَانِ يَوْمَ أُحُدٍ فَنَهَضَ إِلَى الصَّخْرَةِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَأَقْعَدَ طَلْحَةَ تَحْتَهُ فَصَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ حَتَّى اسْتَوٰى عَلَى الصَّخْرَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ أَوْجَبَ طَلْحَةُ.[৫৮৫]

১৬৯৮। **অর্থ :** জুবায়র ইবনে আওয়াম রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ মুবারকে উহুদের যুদ্ধের সময় দুটি লৌহবর্ম ছিলো। যখন তিনি একটি বড় পাথরের ওপর আরোহণ করতে লাগলেন, তখন আরোহণ করতে পারলেন না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিচে তালহা রা.কে বসালেন এবং তার ওপর আরোহণ করে বড় পাথরের ওপর সোজা হয়ে বসে গেলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনলাম, তালহা ওয়াজিব করে নিয়েছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া, সাইব ইবনে ইয়াজিদ রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে। এ হাদিসটি حسن غريب।

এটি আমরা কেবল মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক সূত্রেই জানি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمِغْفَرِ

অনুচ্ছেদ-১৮ : শিরস্ত্রাণ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯৮)

١٦٩٩ -عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلٰى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ فَقِيْلَ لَهُ ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوْهُ.[৫৮৬]

---

[৫৮৫] মুসনাদে আহমদ- ১/১৬৫, আল-মুসনাদুল জামে'- ৫/৪৬৯।

[৫৮৬] সহিহ বোখারি- كتاب اللباس : باب المغفر, সহিহ মুসলিম- كتاب المناسك : باب جواز دخول مكة بغير احرام

১৬৯৯। **অর্থ :** আনাস রা. বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকররামায় প্রবেশ করেন, তখন তার মাথা মুবারকে শিরস্ত্রাণ ছিলো। তাঁর কাছে আরজ করা হলো, ইবনে খতল কা'বা শরিফের পর্দা জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে কতল করো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। মালিক-জুহরি সূত্র ব্যতিত বড় কোনো মনীষী এটি বর্ণনা করেছেন বলে আমরা জানি না।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الْخَيْلِ

অনুচ্ছেদ-১৯ : ঘোড়ার ফজিলত প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯৮)

١٧٠٠ -عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْخَيْرُ مَعْقُوْدٌ فِيْ نَوَاصِي الْخَيْلِ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ.[৫৪৭]

১৭০০। **অর্থ :** ওরওয়া বারেকি রা. বলেন, কিয়ামত দিবস পর্যন্ত ঘোড়ার ললাটে সওয়াব এবং গণিমত বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত ইবনে উমর, আবু সাইদ, জারির, আবু হুরায়রা, আসমা বিনতে ইয়াজিদ, মুগিরা ইবনে শো'বা ও জাবের রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, অনুচ্ছেদে হজরত ইবনে উমর, আবু সাইদ, জারির, আবু হুরায়রা, আসমা বিনতে ইয়াজিদ, মুগিরা ইবনে শো'বা ও জাবের রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। ওরওয়া হলেন ইবনে আবুল জা'দ আবু হুরায়রা, বারেকি। তাকে ওরওয়া ইবনুল জা'দও বলা হয়। আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেছেন, এ হাদিসের ফিকহি বিষয় হলো জেহাদ প্রতিটি শাসকের সঙ্গে কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

بَابُ مَا جَاءَ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْخَيْلِ

অনুচ্ছেদ-২০ : যেসব ঘোড়া পছন্দীয় প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯৮)

١٧٠١ -عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُمْنُ الْخَيْلِ فِي الشُّقْرِ.[৫৪৮]

১৭০১। **অর্থ :** ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লাল সাদা মিশ্রিত ঘোড়াতে বরকত রয়েছে। شقر লাল সাদা মিশ্রিত রঙকে বলে, যেটি সাদা এবং লাল রঙের মধ্যবর্তী হয়।

---

[৫৪৭] সহিহ বোখারি- كتاب الجهاد والسير : باب الخيل معقود بنواصيها الخير الى يوم القيامة, সহিহ মুসলিম كتاب الجهاد : باب فضيلة الخيل وان الخير معقود-

[৫৪৮] মুসনাদে আহমদ- ১/২৭২, আস-সুনানুল কুবরা-বায়হাকি- ৬/৩৩।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن غريب।

এটি আমরা এ ব্যতিত অন্য কোনো সূত্রে শায়বান হতে জানি না।

١٧٠٢ – عَنْ أَبِي قَتَادَةَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الْخَيْلِ الْأَدْهَمُ الْأَقْرَحُ الْأَرْثَمُ ثُمَّ الْأَقْرَحُ الْمُحَجَّلُ طَلْقُ الْيَمِيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدْهَمَ فَكُمَيْتٌ عَلَى هٰذِهِ الشِّيَةِ.[৫৪৯]

১৭০২। **অর্থ :** আবু কাতাদা রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সবচেয়ে ভালো ঘোড়া হলো, কালোটি। তবে, শর্ত হলো তার ললাট শুভ্র, ঠোঁট যেনো সাদা হয়। দ্বিতীয় নম্বরে হলো, সে ঘোড়া যার কপালেও শুভ্রতা আর হাতপাগুলোতেও শুভ্রতা থাকবে, কিন্তু তার ডান পা সাদা হবে না। বরং ডান হাতের রং দেহের অন্য অংশের মতো কালো হবে। আর যদি কালো ঘোড়া না হয়, তাহলে সেটি কুমাইত অর্থাৎ এর রঙ লাল কালোর মধ্যবর্তী হবে।

١٧٠٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوْبَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ : بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ

১৭০৩। **অর্থ :** মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার..ইয়াজিদ ইবনে আবু হাবিব হতেও এ সনদে অনুরূপ অর্থবোধক হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح غريب।

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخَيْلِ

অনুচ্ছেদ–২১ : যে ঘোড়া অপছন্দনীয় প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯৯)

١٧٠٤ –عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ كَرِهَ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ.[৫৫০]

১৭০৪। **অর্থ :** মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার...হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়াতে شكالকে অপছন্দ করতেন। شكال মানে তিন পা কালো, এক পা সাদা হওয়া। অনেকে এর ব্যাখ্যা এই করেছেন যে, ঘোড়ার এক হাত সাদা আর এর বিপরীত দ্বিতীয় দিকে এক পা সাদা, আর এক হাত কালো, এর বিপরীত অপরদিকে এক পা কালো হওয়া। এমন ঘোড়া পছন্দনীয় না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। এটি শো'বা বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াজিদ খা'আমি-আবু জুর'আ-আবু হুরায়রা-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ অর্থবোধক। আবু জুব'আ ইবনে আমর ইবনে জারিরের নাম হলো হারিম।

---

[৫৪৯] আস-সুনানুল কুবরা-বায়হাকি ৬/৩০, কানজুল উম্মাল- ১২/৩২৭।

[৫৫০] সহিহ মুসলিম–كتاب الجهاد : باب ما يكره من صفات الخيل, সুনানে আবু দাউদ- كتاب الامارة : باب ما يكره من الخيل।

হজরত মুহাম্মদ ইবনে হুমাইদ রাজি-জারির-উমারা ইবনে কা'কা' সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাকে ইবরাহিম নাখয়ি বলেছেন, তুমি যখন আমাকে হাদিস বর্ণনা করবে তখন আবু জুর'আ হতে বর্ণনা করো। কেনোনা, তিনি আমাকে একবার একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন, এর বহুবছর পরে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তখন তিনি একটি অক্ষরও কাটলেন না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّهَانِ

অনুচ্ছেদ– ২২ : রিহান প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯৯)

١٧٠٥ –عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم أَجْرَى الْمُضَمَّرَ مِنَ الْخَيْلِ مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلٰى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَبَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَمْيَالٍ وَمَا لَمْ يُضَمَّرْ مِنَ الْخَيْلِ مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى الْمَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وَبَيْنَهُمَا مِيْلٌ وَكُنْتُ فِيْمَنْ أَجْرٰى فَوَثَبَ بِيْ فَرَسِيْ جِدَارًا.[৫৫১]

১৭০৫। **অর্থ :** হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হালকা পাতলা ঘোড়াগুলো হাফইয়া হতে সানিয়াতুল ওয়াদা' পর্যন্ত দৌড় লাগিয়েছেন। যে দুটি স্থানের মাঝে ছয় মাইল দূরত্ব ছিলো। আর যেসব ঘোড়া হালকা পাতলা করা ছিলো না, সেগুলোর দৌড় লাগিয়েছেন–সানিয়াতুল ওয়াদা' হতে মসজিদে বনি জুরাইক পর্যন্ত। এ দুটো স্থানের মাঝে দূরত্ব এক মাইল। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, আমিও সে দৌড়ে অংশীদার ছিলাম। আমার ঘোড়া আমাকে নিয়ে একটি দেওয়াল টপকে পার হলো।

رِهَانٌ এর অর্থ, ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগিতা تَضْمِيْر এর অর্থ, ঘোড়াকে হালকা পাতলা করা। ঘোড়া যখন বেশি মোটা হয়ে যায়, তখন দৌড়াতে কষ্ট হয়। বেশি দ্রুত দৌড়াতে পারে না। সুতরাং যখন একটি বিশেষ পরিমাণ হতে বেশি মোটা হয়ে যায়, তখন তাকে আরো হালকা পাতলা করা হয়। এটাকে বলে تَضْمِيْر তাছাড়া হালকা পাতলা করার বিভিন্ন পদ্ধতি হতো। যেমন–এক পদ্ধতি এই হতো যে, এক দুদিনের জন্য খানা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হতো। আবার অল্প অল্প করে দেওয়া হতো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ঈসা রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত আবু হুরায়রা, জাবের, আনাস ও আয়েশা রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে। এ হাদিসটি সাওরি সূত্রে حسن صحيح غريب ।

١٧٠٦ – حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِيْ نَافِعٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَا سَبَقَ إِلَّا فِيْ نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ.[৫৫২]

১৭০৬। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রতিযোগিতা শুধু তিনটি জিনিসের মধ্যে আছে। হয়ত তীরন্দাজিতে মুকাবিলা হবে কিংবা উট দৌড়ানোর ক্ষেত্রে মুকাবিলা হবে কিংবা ঘোড়া দৌড়ানোর ক্ষেত্রে মুকাবিলা হবে।

---

[৫৫১] সহিহ বোখারি- كتاب الجهاد : باب السبق بين الخيل– সহিহ মুসলিম- كتاب الامارة : باب المسابقة بين الخيل وتضميرها–

[৫৫২] সুনানে নাসায়ি- كتاب الخيل والسبق والرمى، باب السبق- আস-সুনানুল কুবরা- ১০/১৬।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن।

অর্থাৎ, এ তিনটি জিনিসের মধ্যে মুকাবিলা করা বৈধ। অন্যান্য জিনিসে মুকাবিলা করলে তার কোনো ফায়দা নেই। নিরর্থক। এগুলোতে ফায়দা হলো, এই মুকাবিলার মাধ্যমে জেহাদের প্রস্তুতি হয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ أَنْ تُنْزَى الْحُمُرُ عَلَى الْخَيْلِ

অনুচ্ছেদ–২৩ : গাধাকে ঘোড়ার ওপর পাল দেওয়া নিষেধ প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯৯)

١٧٠٧ –عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَبْدًا مَأْمُوْرًا مَا اخْتَصَّنَا دُوْنَ النَّاسِ بِشَيْءٍ إِلَّا بِثَلَاثٍ أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوْءَ وَأَنْ لَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ وَأَنْ لَّا تُنْزِيَ حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ.[৫৫৩]

১৭০৭। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদিষ্ট বান্দা ছিলেন। অন্য লোকদের তুলনায় শুধু তিনটি জিনিসের সঙ্গে বিশেষিত করেছেন,

১. তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেনো আমরা ভালোভাবে ওজু করি।

২. আমরা যেনো সদকা না খাই।

৩. গাধাকে যেনো ঘোড়ার ওপর আরোহণ না করাই।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত আলি রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে। এ হাদিসটি حسن صحيح।

হজরত সুফিয়ান সাওরি এটি আবু জাহজাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস-ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, আমি মুহাম্মদকে বলতে শুনেছি, সাওরির হাদিসটি অসংরক্ষিত। সাওরি তাতে ভুল করেছেন। ইসমাইল ইবনে উলাইয়া, আবদুল ওয়ারিস ইবনে সাইদ-আবু জাহ্জাম-আবদুল্লাহ ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্বাস-ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণিত হাদিসটি বিশুদ্ধ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِسْتِفْتَاحِ بِصَعَالِيْكَ الْمُسْلِمِيْنَ

অনুচ্ছেদ– ২৪ : দুর্বল মুসলমানদের দিয়ে বিজয় প্রার্থনা করা প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯৯)

١٧٠٨ –عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ ابْغُوْنِيْ ضُعَفَاءَكُمْ فَإِنَّمَا تُرْزَقُوْنَ وَتُنْصَرُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ.[৫৫৪]

---

[৫৫৩] সুনানে নাসায়ি- كتاب الخيل و السبق و الرمى : باب التشديد فى حمل الحمير – আস-সুনানুল কুবরা-বায়হাকি- ৩/৪০।

[৫৫৪] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الجهاد : باب الانتصار برزل الخيل و الضعفة, সুনানে নাসায়ি- كتاب الجهاد : باب فى تعليق الاجراس–

১৭০৮। **অর্থ :** আবু দারদা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আমি শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমাকে কমজোর লোকদের মধ্যে তালাশ করো। কেনোনা, তোমাদের দুর্বলদের বরকতে তোমাদেরকে রিজিক দেওয়া হয় এবং তোমাদের সহায়তা করা হয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

ইমাম তিরমিযী রহ. এ হাদিসের ওপর যে অনুচ্ছেদ কায়েম করেছেন, সেটি হলো بَابُ مَا جَاءَ فِى الْإِسْتِفْتَاحِ لِصَعَالِيْكَ الْمُسْلِمِيْنَ

صَعَالِيْكَ শব্দটি صُعْلُوْكٌ এর বহুবচন। এর অর্থ ফকির। উদ্দেশ্য হলো, গরিব ফকির মুসলমানদের উছিলা নিয়ে এবং তাদের বরকতে বিজয়ের দোয়া করা এবং বিজয় কামনা করা।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْأَجْرَاسِ عَلَى الْخَيْلِ

অনুচ্ছেদ–২৫ : ঘোড়ায় ঘণ্টি লাগানো প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯৯)

١٧٠٩ – عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ. ٥٥٥

১৭০৯। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ফেরেশতারা সেসব সঙ্গীদের সঙ্গে থাকে না, যাদের সঙ্গে কুকুর কিংবা ঘণ্টি থাকে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত উমর, আয়েশা, উম্মে হাবিবা ও উম্মে সালামা রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে। এ হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ مَنْ يُسْتَعْمَلُ عَلَى الْحَرْبِ

অনুচ্ছেদ– ২৬ : কাকে যুদ্ধে কাজে লাগানো যায় প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯৯)

١٧١٠ –عَنِ الْبَرَاءِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَعَثَ جَيْشَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَى أَحَدِهِمَا عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ وَعَلَى الْآخَرِ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْقِتَالُ فَعَلِيٌّ قَالَ فَافْتَتَحَ عَلِيٌّ حِصْنًا فَأَخَذَ مِنْهُ جَارِيَةً فَكَتَبَ مَعِيْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَشِيْ بِهِ فَقَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَرَأَ الْكِتَابَ فَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ ثُمَّ قَالَ مَا تَرَى فِيْ رَجُلٍ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ ؟ قَالَ قُلْتُ أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَغَضَبِ رَسُوْلِهِ وَإِنَّمَا أَنَا رَسُوْلٌ فَسَكَتَ. ٥٥٦

---

৫৫৫ সহিহ মুসলিম- كتاب اللباس والزينة : باب كراهة الكلب والجرس فى السفر, সুনানে আবু দাউদ- كتاب الجهاد : باب فى تعليق الا جراس-

৫৫৬ আল-মুসনাদুল জামে'- ৩/১৮০, আল-মুজামুল কাবির-তাবারানি- ১১/৩৬৫।

১৭১০। **অর্থ :** বারা ইবনে আজেব রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করলেন। তার মধ্যে একটির আমির বানিয়েছিলেন হজরত আলি রা.কে। অপর বাহিনীর আমির বানিয়েছিলেন খালেদ ইবনে ওয়ালিদ রা.কে এবং বলেছেন, যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে তখন হজরত আলি রা. পুরো সেনাবাহিনীর আমির হবে। ফলে আলি রহ. একটি দুর্গ বিজয় করলেন। সেখান হতে একটি বাঁদি নিয়ে নিলেন। খালেদ ইবনে ওয়ালিদ রা. আমার মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে একটি চিঠি পাঠালেন, তাতে তার পরনিন্দা করেছেন। আমি যে চিঠি নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলাম। তিনি সে চিঠি পড়লেন। এর পরে তার জ্যোতির্ময় চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গেলো। তারপর বললেন, তোমরা সে ব্যক্তির মধ্যে কি দেখছো-যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মহব্বত করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালোবাসেন? আমি বললাম, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ক্রোধ হতে পানাহ গ্রহণ করছি। আমি তো একজন বার্তাবাহক হয়ে এসেছি। এর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। এটা শুনে তিনি চুপ হয়ে গেলেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে উমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। এ হাদিসটি غريب। এটি আমরা আহওয়াস ইবনে জাওয়াব সূত্র ব্যতিত অন্য কোনো সূত্রে জানি না। يشي به এর অর্থ পরনিন্দা বা চোগলখুরি।

এর থেকে বুঝা গেলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালেদ ইবনে ওয়ালিদ রা.-এর চিঠিকে ভালো মনে করেননি। এর কারণ এই ছিলো যে, তিনি আলি রা. সম্পর্কে নিশ্চিতরূপে জানতেন, তিনি কোনো খেয়ানতমূলক কাজ করবেন না। যদি তিনি বাঁদি নিয়ে নেন, তাহলে অধিকারের মাধ্যমেই নিয়ে থাকবেন। এর কোনো না কোনো বৈধতা থাকবেন। প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই এ শেকায়েত পছন্দ করেননি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِمَامِ

অনুচ্ছেদ–২৭ : শাসক প্রসংগে (মতন পৃ. ২৯৯)

١٧١١ – عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيْرُ الَّذِيْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَهِيَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.[৫৫৭]

১৭১১। **অর্থ :** ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, খবরদার। তোমরা সবাই শাসক, আর প্রত্যেককে তার প্রজা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, অতএব, যে শাসক তার কাছে তার প্রজা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। পুরুষ তার পরিবারের শাসক। তার কাছে পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, রমণী তার স্বামীর ঘরের শাসক। তার কাছে তার ঘর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। গোলাম তার মনিবের

---

[৫৫৭] সহিহ বোখারি- – كتاب الاحكام : باب قول الله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول সহিহ মুসলিম- : كتاب الامارة – باب فضيلة الامير العادل و عقوبة الجائر

সম্পদের শাসক। তার কাছে এ সম্পদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। খবরদার, তোমরা সবাই শাসক এবং প্রত্যেককে তার প্রজা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবু হুরায়রা, আনাস ও আবু মুসা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। আবু মুসা রা. এর হাদিসটি অসংরক্ষিত।

আনাস রা. এর হাদিসটি অসংরক্ষিত। ইবনে উমর রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এটি বর্ণনা করেছেন, ইবরাহিম ইবনে বাশ্‌শার রামাদি-সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা-বুরাইদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু বুরদা-আবু বুরদা-আবু মুসা-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে। এ সংবাদ দিয়েছেন আমাকে ইবনে বাশ্‌শার।

মুহাম্মদ রহ. বলেছেন, এটি বর্ণনা করেছেন একাধিক বর্ণনাকারি মুরসাল হিসেবে সুফিয়ান-বুরাইদা-আবু বুরদা-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে। এটি আসাহ্‌।

মুহাম্মদ রহ. বলেছেন, ইসহাক ইবনে ইবরাহিম বর্ণনা করেছেন, মুয়াজ ইবনে হিশাম-তার পিতা-কাতাদা-আনাস-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে। তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি দায়িত্বশীল রক্ষককে জিজ্ঞেস করবেন যে যা রক্ষণাবেক্ষণ করেছে তার সম্পর্কে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, মুহাম্মদকে আমি বলতে শুনেছি এটি অসংরক্ষিত। صحيح হলো কেবল মুয়াজ ইবনে হিশাম-তার পিতা-কাতাদা-হাসান-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে মুরসাল আকারে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ طَاعَةِ الْإِمَامِ

অনুচ্ছেদ–২৮ : শাসকের আনুগত্য প্রসংগে (মতন পৃ. ৩০০)

١٧١٢ –عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ الْأَحْمَسِيَّةِ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَخْطُبُ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ قَدْ الْتَفَعَ بِهِ مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ قَالَتْ فَأَنَا أَنْظُرُ إِلٰى عَضَلَةِ عَضُدِهِ تَرْتَجُّ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللهَ وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوْا لَهُ وَأَطِيْعُوْا مَا أَقَامَ لَكُمْ كِتَابَ اللهِ.[৫৫৮]

১৭১২। **অর্থ :** উম্মে হুসাইন আহমাসিয়্যা রা. বলেন, বিদায় হজের ভাষণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি তখন ভাষণ দিতে শুনেছি, যখন তার গায়ে একটি চাঁদর ছিলো। যেটিকে তিনি বগলের নিচে হতে গুড়িয়ে ছিলেন। তাঁর বাহুর গোশত দেখছিলাম। সেটি নড়াচড়া করছিলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যদি তোমাদের ওপর এমন একজন হাবশি গোলামকে আমির বানিয়ে দেওয়া হয়, যার হাত পা কর্তিত তবুও তার কথা শুনো, তার আনুগত্য করো। যতোক্ষণ পর্যন্ত সে তোমাদের জন্য আল্লাহর কিতাবকে কায়েম রাখে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত আবু হুরাজরা ও ইরবাজ ইবনে সারিয়া রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে। এ হাদিসটি حسن صحيح। এটি একাধিক সূত্রে হজরত উম্মে হুসাইন রা. হতে বর্ণিত আছে।

---

[৫৫৮] মুসনাদে আহমদ- ৬/৪০২, সুনানে নাসায়ি- كتاب البيع : باب الحض على طاعة الامام–

দরসে তিরমিযী

আমির ও শাসকের আনুগত্য আবশ্যক

এ হাদিস থেকে বুঝা গেলো, আমির এবং শাসক চাই যেমনই হোক না কেনো, যতোক্ষণ পর্যন্ত তিনি সুস্পষ্ট কুফরিতে লিপ্ত না হন, ততোক্ষণ পর্যন্ত বৈধ জিনিসের ক্ষেত্রে তার আনুগত্য আবশ্যক। অবশ্য যদি তার কোনো আদেশ দ্বারা গুনাহে লিপ্ত হওয়া আবশ্যক হয়, তাহলে তার আনুগত্য ওয়াজিব থাকে না। কিংবা, তিনি কোনো পাপের নির্দেশ দিলেও তার আনুগত্য ওয়াজিব না। لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ অতএব, আমিরের হুকুমের পর সে বৈধ কাজ ওয়াজিব হয়ে যায়। এর মূল দলিল কোরআনে কারিমের নিম্নেযুক্ত আয়াত– يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ –সূরা নিসা : ৫৯

আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের সঙ্গে সঙ্গে এ আয়াতে শাসকদেরও আনুগত্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং শাসকদের আনুগত্যকে আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য হতে পৃথক করে উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা গেলো, যদি শাসকরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ ভিন্ন কোনো আদেশ দেন, তবুও এর আনুগত্য ওয়াজিব। ইসলামি আইনবিদগণ তাই বলেছেন, যদি শাসক কোনো বৈধ কাজের নির্দেশ দেন, তাহলে সে বৈধ কাজ ওয়াজিব হয়ে যায়। আর যদি শাসক কোনো বৈধ কাজ হতে বারণ করে তাহলে সে বৈধ কাজ অবৈধ হয়ে যায়। এর থেকে বুঝা গেলো বৈধ বিষয়াবলিতে আইনের পাবন্দি আবশ্যক।

আইনের পাবন্দি শরয়ি মতেও আবশ্যক

যেমন ট্রাফিক আইন হলো বাম দিক দিয়ে গাড়ি চালাও, ডান দিকে দিয়ে নয়। কিংবা আইন হলো, যখন লাল সিগন্যাল জ্বলবে তখন হতে যাও। এবার এই আইনটি শরয়ি দৃষ্টিকোণ হতে আবশ্যক হয়ে গেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি এ আইনের বিরোধিতা করবে, তার এ বিরোধিতা শুধু আইনের বিরোধিতা হবে তাই নয় এবং শরয়ি দৃষ্টিকোণ হতেও পাপ হবে। এ ধরনের আরও আইন কানুন যেগুলো সাধারণ নিয়মের আওতায় তৈরি করা হয়েছে সেগুলোর পাবন্দি ওয়াজিব।

আইন ভঙ্গকে বর্তমানে বাহাদুরি মনে করা হয়

এ বিষয়টি ইংরেজদের শাসনকালে চলছিলো, যখন ইংরেজরা উপমহাদেশে আদেশত চালাচ্ছিলো, তখন মুসলমানরা স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করলো। সে আন্দোলনগুলোতে এ স্লোগানও উঠালো যে, আইন ভঙ্গ কর, ইংরেজদের আইন আন্দোলনগুলোতে এ শ্লোগানও উঠালো যে, আইন ভঙ্গ কর, ইংরেজদের আইন মেনো না, এর বিরোধিতা করো। ফলে আন্দোলনকালে এর ওপর আমল হলো। আমি এ ব্যাপারে আলোচনায় যাচ্ছি না যে, তখন এমন করা বৈধ ছিলো কিনা? কারণ, এটি একটি বিতর্কিত বিষয় ছিলো। অনেক আলেম এটাকে তখনও অবৈধ বলতেন এবং বলতেন আইনের বিরোধতা করা কখনও বৈধ না। তবে যেহেতু ইংরেজদের শাসনকাল ছিলো সেহেতু এ মতপার্থক্য হতে পারতো। তবে এরপর এই মাসিকতা তৈরি হলো যে, আইন ভঙ্গ না শুধু দূষণীয় রইলো; বরং একটি বাহাদুরি ও বীরত্বের নিদর্শন হয়ে গেলো যে, অমুক ব্যক্তি আইন ভঙ্গ করে। সে মানসিকতা আজ পর্যন্ত চলে আসছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এ মানসিকতার প্রসারে আমাদের সরকারগুলোও বড় জবরদস্ত কীর্তি দেখিয়েছে যে, জনসাধারণ অনুভবও করলো না যে, আমাদের ওপর ইংরেজদের সরকার কিংবা তাদের চেয়ে আরও নিকৃষ্ট ধরনের লোকদের কর্তৃত্ব হয়েছে।

সারকথা, শরয়ি দৃষ্টিকোণ হতে উভয় শাসনের মধ্যে পার্থক্য আছে। যদি একজন মুসলমান শাসক হয় তাহলে তিনি যতোই খারাপ হন না কেনো বৈধ জিনিসের গণ্ডিতে তার প্রণীত আইনের আনুগত্য করা ওয়াজিব।

যতোক্ষণ সে আইন কোনো পাপের ব্যাপারে বাধ্য না করে এর তামিল আবশ্যক। এ বিষয়টি এখন আমাদের অন্তর হতে বেরিয়ে গেছে যে, আইনের বিরোধিতা করাও কোনো পাপের কাজ। এখনতো ভালো ভালো বড় বড় ওলামায়ে কেরামও এতে লিপ্ত। এ কর্মপদ্ধতিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস সুস্পষ্ট ভাষায় প্রত্যাখ্যান করছে।

খলিফা হওয়ার জন্য কি কুরাইশি হওয়া আবশ্যক?

এ হাদিস দ্বারা অনেক আলেম দলিল পেশ করেছেন যে, খলিফা কিংবা শাসকের জন্য কুরাইশি হওয়া আবশ্যক না। কেনোনা, এ হাদিসে বলেছেন– عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ স্পষ্ট বিষয় যে, হাবশি গোলাম কুরাইশি হতে পারে না। তবে এ দলিলটি সঠিক না। এর কারণ হলো, একেতো স্বীয় এখতিয়ারে কাউকে খলিফা বানানো হয়, দ্বিতীয়ত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক জোরপূর্বক খলিফা হয়ে যাওয়া এবং খলিফার শর্ত-শরায়েতের প্রতি প্রথম পদ্ধতিতে লক্ষ্য রাখা যায় যে, যখন মুসলমান কাউকে নিজের খলিফা বানাচ্ছে তখন তার উচিত সেসব শর্ত-শরায়েতের প্রতি খেয়াল রাখা। তবে এক ব্যক্তি জোরপূর্বক শক্তির জোরে খলিফা হয়ে গেলো। এবার স্পষ্ট বিষয় যে, তার মধ্যে শর্ত-শরায়েতের প্রতি লক্ষ্য কে রাখবে? কারণ, জোরপূর্বক তার খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যদি এমন ব্যক্তি খলিফা হয়ে যায় যার মধ্যে খেলাফতের শর্ত-শরায়েত পাওয়া যায় না– তা সত্ত্বেও তার খেলাফত সংঘটিত হয়ে যায়।

এ অনুচ্ছেদের হাদিসে এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটিই উদ্দেশ্য। তথা এক ব্যক্তিকে জোরপূর্বক তোমাদের আমির বানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে হাবশি গোলাম। তোমরা তাকে বানাওনি, তারপরও তোমরা সে আমির ও খলিফার আনুগত্য করো। সুতরাং কুরাইশি হওয়া শর্ত তখন, যখন লোকজন স্বীয় এখতিয়ারে কাউকে খলিফা বানায়। আর যদি অকুরাইশি জোরপূর্বক খলিফা হয়ে যায়, তাহলে সর্বাবস্থায় তার খেলাফত সংঘটিত হয়ে যায় এবং তার বিধি আদেশ মান্য করা ওয়াজিব হয়ে যায়। সুতরাং এ হাদিস দ্বারা এ মাসআলার ওপর দলিল পেশ করা ঠিক না।

খলিফা কুরাইশি হওয়া না হওয়া সংক্রান্ত মতপার্থক্য

কিন্তু আরেকটি হাদিস দ্বারা দলিল বড়াই শক্তিশালী। সেটি হলো, যখন ফারুকে আজম রা. এর ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হলো, তখন তাকে বলা হলো, আপনি আপনার পর কাউকে খলিফা বানিয়ে দিন। তিনি জবাবে বললেন, যদি হজরত আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ রা. জীবিত থাকতেন, তাহলে আমি তাকে খলিফা বানাতাম। তবে তিনি তো ওফাত লাভ করেছেন। যদি হুজাইফা রা. এর আজাদকৃত গোলাম সালেম জীবিত থাকতেন তাহলে আমি তাকে খলিফা বানাতাম। এবার হুজাইফা রা. এর মুক্তকৃত গোলাম সালেম কুরাইশি ছিলেন না। তবে তা সত্ত্বেও উমর রা. বলেছেন, যদি সে জীবিত থাকতো তাহলে আমি তাকে খলিফা বানাতাম। এটা এর দলিল যে, হজরত উমর রা. এর মতে খলিফা হওয়ার জন্য কুরাইশি হওয়া আবশ্যক ছিলো না। এ কারণে এ উম্মতের অনেক আইনবিদ এ মত অবলম্বন করেছেন যে, কুরাইশি হওয়া খেলাফতের শর্তের অন্তর্ভুক্ত না।

اَلْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ। দ্বারা দলিল পেশ

ইসলামি আইনবিদের এসব বক্তব্য হলো, এ হাদিসটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, الأئمة من قريش। তথা ইমাম হবে কুরাইশ বংশের।[৫৫৯]

---

[৫৫৯] মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা- ১২/১৭০, কানজুল উম্মাল- ৬/৪৮।

মূলত এটি খবর, ইনশা না। এর উদ্দেশ্য হলো, প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যত সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, আমার পর যেসব খলিফা হবে তারা বেশির ভাগ হবে কুরাইশি। এটা নয় যে কুরাইশি হওয়া আবশ্যক, এছাড়া খেলাফত বৈধ হবে না।

যে সকল ইসলামি আইনবিদ اَلْاَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ এর ওপরযুক্ত ব্যাখ্যা করেন তাদের সংখ্যা খুবই কম। তবে হজরত উমর ফারুক রা. এর এই বক্তব্য যে আমি হুজাইফা রা. এর মুক্তকৃত গোলাম সালেমকে খলিফা বানাতাম–এর দ্বারা দলিল খুবই শক্তিশালী। এমনকি ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দিকে এই উক্তিটি সম্বন্ধযুক্ত যে, তারমতে খলিফার জন্য কুরাইশি হওয়া শর্ত না। আবার অনেক ইসলামি আইনবিদও এ মত অবলম্বন করেছেন। যদিও অধিকাংশ ইসলামি আইনবিদের মাজহাব এটাই যে, শাসক ও খলিফা হওয়ার জন্য কুরাইশি হওয়া আবশ্যক। আর এ আদেশটি আরব দেশগুলোর জন্য খাস না। বরং সমস্ত ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য। মূলনীতি হলো, গোটা ইসলামি বিশ্ব একই খলিফার অধীনে থাকা। মুসলমানরা বিদআত তৈরি করেছে যে, সবাই স্ব স্ব রাষ্ট্র ভিন্ন বানিয়ে নিয়েছে।[৫৬০]

ফাসেক শাসকের আদেশ মান্য করা আবশ্যক

আমি ওপরে যে বললাম, যদি অকুরাইশি ব্যক্তি জোরপূর্বক খলিফা হয়ে যায় তাহলে তার খেলাফত ও হুকুমত সংঘটিত হয়ে যায়। এর অর্থ, তার আহকাম বা বিধি-বিধান বাস্তবায়িত এবং এর ওপর আমল ওয়াজিব হয়ে যায়। কেনোনা, যদি এ আদেশ লাগানো হয় যে, তার বিধি-বিধান বাস্তবায়িতই নয় তাহলে বড় মারাত্মক বিক্ষিপ্ততা ও নেতৃত্বহীনতা সৃষ্টি হবে। তাই শরিয়ত এদিকে লক্ষ্য রেখেছে যে, যদি কোনো শাসক এবং খলিফার মধ্যে খেলাফতের শর্ত-শরায়েত নাও পাওয়া যায় কিন্তু তাকে জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তার বিধি-বিধান বাস্তবায়িত হবে।

মহিলাদের নেতৃত্ব

প্রশ্ন : যদি কোনো মহিলা জোরপূর্বক শাসক হয়ে যায় তাহলে তার আদেশ কি?

জবাব : অনেক ফকিহের এবারত দ্বারা বুঝা যায় যে, তার বিধি-বিধান বাস্তবায়িত হয় না এবং তার নেতৃত্ব ও খেলাফত সংঘটিতই হয় না। তবে তত্ত্বানুসন্ধানের ফলে এ বিষয়টি বিশুদ্ধ বলে মনে হয় না। বিশুদ্ধ কথা হলো, যদি মহিলাও শাসক হয়ে যায় তাহলে তার নেতৃত্ব সংঘটিত হয়ে যায় এবং তার বিধি-বিধান বাস্তবায়িত হবে। অবশ্য যারা এ মহিলাকে শাসক বানালো কিংবা তাকে শাসক বানানোর ক্ষেত্রে কোনো প্রকার সহযোগিতা করলো তারা গুনাহগার হবে।

أُولِى الْاَمْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য কোনো শাসক?

প্রশ্ন : এক ছাত্র প্রশ্ন করেছে যে, কোরআনে কারিমে যে বলা হয়েছে– أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ এতে أُولِى الْاَمْرِ দ্বারা সব শাসক উদ্দেশ্য, না সে শাসক উদ্দেশ্য যার মধ্যে ইজতিহাদের শর্ত-শরায়েত পাওয়া যায়?

জবাব : সে ভালো প্রশ্ন করেছেন। কেনোনা, ইসলামি আইনবিদগণ এ ব্যাপারে আলোচনা করেছেন যে, أُولِى الْاَمْرِ দ্বারা কারা উদ্দেশ্য? মুফাসসিরিনে কেরাম এর বিভিন্ন তাফসির করেছেন। বহু মুফাসসির বলেছেন যে, أُولِى الْاَمْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য ফুকাহায়ে মুজতাহিদীন। যদি এই তাফসির উদ্দেশ্য হয় তাহলে এ মাসআলার ক্ষেত্রে এ আয়াত দ্বারা দলিল হতে পারে না। তবে অপর দিকে অনেক মুফাসসির বলেছেন, أُولِى الْاَمْرِ দ্বারা

---

[৫৬০] দ্র. আল ফিকহুল ইসলামি ওয়াআদিল্লাতুহু- ৬/৬৯৮, আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা মাওয়ারদি- ১/৬-১ আহকামুল কোরআন-ইবনে আরাবি- ৪/১৭২১।

উদ্দেশ্য حكام তথা শাসকগণ। চাই সেসব শাসক মুজতাহিদ হোন কিংবা না হোন, উভয়েই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এ আয়াতের কারণে তাদের আনুগত্য ওয়াজিব হবে। প্রধান তাফসির এটাই।

এ তাফসিরটি প্রধান হওয়ার কারণ দু'টি–

১. এ তাফসির অবলম্বনকারি মুফাসসিরিনের সংখ্যা বেশি।

২. বহু হাদিস দ্বারা এ তাফসিরের সমর্থন হয়। এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা এর সমর্থন হয়। অনেক বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, সাহায়ে কেরাম এ আয়াতকে শাসকদের আনুগত্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। এগুলো দ্বারা এর সমর্থন হয়। সুতরাং অধিক প্রাধান্য তাফসির এটাই।

শাসকের প্রতিটি আদেশ মান্য করা ওয়াজিব

প্রশ্ন : আরেকজন ছাত্র এই প্রশ্ন করেছে أُولِى الْأَمْر অর্থাৎ, শাসকদের আনুগত্য শুধু তখন ওয়াজিব, যখন তিনি বিচারপতি কিংবা আদালতের মাধ্যমে কোনো আদেশ বাস্তবায়িত করেন, নাকি প্রতিটি হুকুমের ওপরে আমর বাস্তবায়িত হবে, চাই সেটি বিচারপতি মাধ্যমে হোক কিংবা মাধ্যম ব্যতিত?

জবাব : উভয় প্রকার বিধানের ওপর আমর করা ওয়াজিব। চাই সেটি বিচারপতির মাধ্যমে হোক কিংবা বিচারপতির মাধ্যম ব্যতিত প্রত্যক্ষভাবেই হোক। কারণ, শাসকদের আদেশ দুই প্রকার হয়ে থাকে–

১. ব্যবস্থাপনামূলক বিধি-বিধান। এসব বিধি-বিধান বিচারপতির মাধ্যমে আসে না; বরং এসব বিধি-বিধান প্রত্যক্ষভাবে শাসক হিসেবেই প্রয়োগ করেন।

২. যেগুলো কোনো মুকাদ্দামার ফয়সালার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। এ ধরনের বিধি-বিধান বিচারপতির মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়। উভয় প্রকার বিধি-বিধানের ওপর আমল করা ওয়াজিব। এগুলোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

এ শর্তটি অবশ্য সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, সে আদেশ বাস্তবায়ন করা ওয়াজিব। তবে শর্ত হলো শাসকের আদেশ যেনো কোনো পাপের কাজে বাধ্য না করে। কেনোনা, আগে আরজ করা হয়েছে لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِى مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ অর্থাৎ, সৃষ্টিকর্তার নাফরমানিতে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য নেই।

এ হাদিস আমাদের এমন একটি মূলনীতি দিয়েছে, যদি মুসলমানরা ঠিক ঠিক ভাবে এ মূলনীতির ওপর আমল করে তাহলে ইনশাআল্লাহ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত শাসক ঠিক হয়ে যাবেন।

সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি তখনকার পদ্ধতিগুলো

এখানে আমাদের একটি বিপদ এই চালু হয়েছে যে, জনসাধারণের সরকারের কাছ হতে নিজেদের অধিকার আদায় করা ও তাদের বৈধ দাবিগুলো পূরণ। করানো জন্য সরকারের ওপর বিভিন্ন পদ্ধতিতে চাপ সৃষ্টি করা হয়। বর্তমানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত আছে। আর একটি আবশ্যকীয় অংশ এই মনে করা হয় যে, জনসাধারণ তাদের দাবিগুলোর স্বীকৃতির জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। এবার এই চাপ সৃষ্টির জন্য কি রাস্তা অবলম্বন করা যাবে, সে রাস্তাও ইংরেজরা আমাদেরকে শিখিয়ে গেছে। সেটি হলো চাপ সৃষ্টির জন্য হরতাল করো, অনশন হরতাল করো, মিছিল বের করো, রাস্তা-ঘাট বন্ধ করো। ফলে তাদের শিক্ষা ও প্রচারের ফলশ্রুতিতে আমরা সেসব কাজ আরম্ভ করে দিয়েছি। আমরা এটা দেখি না যে, চাপ সৃষ্টির এই পদ্ধতি আমাদের শরিয়ত অনুযায়ী বৈধ কিনা?

বর্তমান হরতালগুলোর বিধান

আমাদের দেশগুলোতেও হরতালের পরিণতি অবশ্যই হয়। তাহলো ভাঙচুর করা, গাড়ি জ্বালানো সরকারি মালিকানার জিনিসপত্র ক্ষতিগ্রস্ত করা। শরয়ি মতে এসব কাজের কোনো বৈধতা নেই। সুতরাং এমন হরতালকে শরিয়ত বাস্তবায়নের মাধ্যম বানানো অবৈধ। অন্যথায় এর অর্থ হবে, পাপের মাধ্যমে শরিয়ত বাস্তবায়নের ইচ্ছা করা।

মিছিল বের করার শরয়ি আদেশ

এমনিভাবে এমন মিছিল বের করা যার ফলে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। লোকজনের জন্য চলাফেরা যাতায়াত অসম্ভব হয়ে যায় এবং বিনা কারণে লোকজনের কষ্ট হয়। এটাও আমার মতে শরয়ি দৃষ্টিকোণ হতে অবৈধ।

সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করার যথার্থ নিয়ম

এর বিপরীত সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য যে পদ্ধতি আমাদেরকে শরিয়ত বাতলে দিয়েছে সেটি হলো لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ জনসাধারণ সরকারকে বলবে, আমরা সেসব আইন বাস্তবায়নে অস্বীকৃতি জানাচ্ছি, যেগুলো আমাদেরকে কোনো পাপের জন্য তৈরি করে। যেমন, যদি সমস্ত আদালতের সমস্ত বিচারপতি বলে দেন, আমরা মুকাদ্দমার ফয়সালা ততোক্ষণ পর্যন্ত করবো না যতোক্ষণ পর্যন্ত শরিয়তের আইন না আনা হবে। এমনভাবে উকিলগণ বলবেন, আমরা কোনো মুকাদ্দমার অনুগত করবো না যতোক্ষণ পর্যন্ত শরয়ি আইন বাস্তবায়ন না করা হবে। ব্যবসায়ীগণ বলবেন, আমরা কোনো ব্যাংকে অর্থ রাখবো না যতোক্ষণ পর্যন্ত ব্যাংকগুলোকে সুদ মুক্ত না করা হয় এবং ব্যাংক হতে কোনো অর্থ আমরা নিবো না। যদি সমস্ত মুসলমান মিলে শুধু এই একটি পদক্ষেপ নেয় যে, আমরা ব্যাংকগুলোতে ততোক্ষণ পর্যন্ত অর্থ রাখবো না এবং নিবো না যতোক্ষণ পর্যন্ত সুদি ব্যবস্থা উৎখাত না করা হয়। তাহলে দেখবেন, সরকার ঘণ্টা বাজানোর জন্য বাধ্য হয়ে পড়বে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সুদ ব্যবস্থা শেষ হয়ে যাবে। তবে এর জন্য সামান্য হিম্মত ও ত্যাগ দেওয়া হবে বটে।

আমাদের বর্তমান অবস্থা

ইংরেজরা আমাদেরকে এ পদ্ধতি শিখিয়ে গেছে, যাতে না আমাদের কোনো কিছু পরিবর্তিত হয়েছে, না আমাদের ত্যাগ দিতে হয়। সেটি হচ্ছে এক ব্যক্তি ব্যাংকের চাকুরে, সুদ খাচ্ছে। কিংবা একজন ব্যবসায়ী ব্যাংকের মাধ্যমে সুদি লেনদেন করছে। ব্যাংকে পয়সা রাখে এর সঙ্গে সঙ্গে সুদি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে হরতাল হয়েছে এবং যে মিছিল বের করা হয়েছে তাতেও শামিল হয়ে গেছে এবং সুদি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্লোগানও দিয়েছে, নিজের মত ইসলামি শাসন ব্যবস্থার আন্দোলনেও শামিল হয়ে গেছে, আবার পরের দিন যেয়ে সুদি লেনদেন আরম্ভ করে দিয়েছে। স্পষ্ট বিষয় এ পদ্ধতিতে কোনো ত্যাগ দিতে হবে না। তবে মিছিলে অংশগ্রহণের কারণে লোকজন গলায় যে তোড়া দিয়েছে এবং তাদের প্রশংসা করেছে যে, তারা সরকারের বিরুদ্ধে এমন চাপ সৃষ্টি করেছে এবং এমন মিছিল বের করেছে। চাপ সৃষ্টির এ পদ্ধতি শরয়িত সম্মত না। বরং শরিয়ত অনুযায়ী চাপ সৃষ্টির পদ্ধতি সেটি, যেটি আমি বর্ণনা করলাম। অর্থাৎ, لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতায় কোনো সৃষ্টির আনুগত্য নেই। ইমাম তিরমিযী রহ. পরবর্তী অনুচ্ছেদে এ বিষয়টিও বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

অনুচ্ছেদ–২৯ : স্রষ্টার অবাধ্যতায় কোনো সৃষ্টির আনুগত্য নেই প্রসংগে (মতন পৃ. ৩০০)

١٧١٣ –عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ عَلَيْهِ وَلَا طَاعَةَ.[৫৬১]

---

[৫৬১] সহিহ বোখারি- كتاب الجهاد : باب السمع و الطاعة الامام, সুনানে আবু দাউদ- كتاب الجهاد : باب فى الطاعة

১৭১৩। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলিম ব্যক্তির ওপর কথা শোনা ও আনুগত্য করা ওয়াজিব। চাই সে আদেশকে পছন্দ করুক কিংবা না করুক, যতোক্ষণ পর্যন্ত তাকে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতার আদেশ না দেওয়া হয়। আর যদি অবাধ্যতার আদেশ দেওয়া হয় তাহলে না কথা শোনা ওয়াজিব, না আনুগত্য করা ওয়াজিব। (এ হাদিসে সম্পূর্ণ পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করে দিয়েছেন।)

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আলি, ইমরান ইবনে হুসাইন, হাকাম ইবনে আমর ও গিফারি রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। এ হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ التَّحْرِيْشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ وَالضَّرْبِ وَالْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ

অনুচ্ছেদ– ৩০ : পশুর লড়াই, মারা এবং চেহারায় দাগ লাগানো নিষেধ প্রসংগে (মতন পৃ. ৩০০)

١٧١٤ –عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيْشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ.[৫৬২]

১৭১৪। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্তুগুলোকে পরস্পরে জড়াইয়ে উসকে দিতে নিষেধ করেছেন।

١٧١٥ –عَنْ مُجَاهِدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَهٰى عَنِ التَّحْرِيْشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ وَلَمْ يُذْكَرْ فِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَيُقَالُ : هٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ قُطْبَةَ وَرُوِىَ شَرِيْكٌ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَحْوَهُ وَلَمْ يُذْكَرْ فِيْهِ عَنْ أَبِي يَحْيٰى حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ أَبُوْ كُرَيْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اٰدَمَ عَنْ شَرِيْكٍ وَرُوِىَ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَحْوَهُ.

১৭১৫। **অর্থ :** মুজাহিদ সূত্রে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্তুগুলোকে পরস্পর লড়াইয়ে উসকে দিতে নিষেধ করেছেন। এতে মুজাহিদ 'ইবনে আব্বাস রা. হতে' কথাটি উল্লেখ করেননি।

এ হাদিসটি আবু কুরাইব-ইয়াহইয়া ইবনে আদম-শরিক সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবু মুয়াবিয়া বর্ণনা করেছেন, আ'মাশ-মুজাহিদ-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ইয়াহইয়া হলেন আত্তাব কুফি। বলা হয় তার নাম জাজান।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত তালহা, জাবের, আবু সাইদ ইকরাস ইবনে জুরাইব রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

---

[৫৬২] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الجهاد : باب فى التحريش بين البهائم, আল-মুজামুল কাবির-তাবারানি- ১১/৮৫।

١٧١٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَهَى عَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ وَالضَّرْبِ.

[৫৬৩]১৭১৬। **অর্থ :** জাবের রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্তুর চেহারার ওপর দাগ দিতে এবং এগুলোর মুখের ওপর মারতে বারণ করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ بُلُوْغِ الرَّجُلِ وَمَتٰى يُفْرَضُ لَهُ

অনুচ্ছেদ–৩১ : মানুষ বালেগ হওয়ার সীমানা এবং তার জন্য অংশ নির্ধারণ করা হবে কখন? প্রসংগে (মতন পৃ. ৩০০)

١٧١٧ -عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : عُرِضْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يَقْبَلْنِيْ ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ فِيْ جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَقَبِلَنِيْ قَالَ نَافِعٌ فَحَدَّثْتُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَقَالَ هٰذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ ثُمَّ كَتَبَ أَنْ يُفْرَضَ لِمَنْ بَلَغَ الْخَمْسَةَ عَشْرَةَ.[৫৬৪]

১৭১৭। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বললেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে একটি সেনাবাহিনীতে পেশ করা হলো। তখন আমার বয়স ছিলো চৌদ্দ বছর। তখন তিনি আমাকে গ্রহণ করলেন না। তারপর পরবর্তী বছর একটি সৈন্যবাহিনীতে পেশ করা হয়েছে। তখন আমার বয়স ছিলো পনেরো বছর। তিনি আমাকে গ্রহণ করলেন। নাফে' রহ. বলেন, আমি এ হাদিসটি হজরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.কে শুনিয়েছি... তখন তিনি বললেন, এটা হলো ছোট এবং বড়-এর মধ্যে ব্যবধানকারি সীমা। ফলে তিনি এ আদেশ প্রয়োগ করে দিয়েছেন, যে, যার বয়স পনেরো বছর হয়ে যাবে তাকে (গণিমতের) অংশ দেওয়া হবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইবনে আবু উমর-সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা-উবায়দুল্লাহ অনুরূপ সমার্থবোধক হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাহলে তিনি বলেছন, উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. বলেছেন, এটা হলো সন্তান ও যোদ্ধার মাঝে (পার্থক্যের) সীমা। তাহলে একথা তিনি উল্লেখ করেননি যে, তিনি অংশ নির্ধারণ করার জন্য লিখেছেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইসহাক ইবনে ইউসুফের হাদিসটি حسن صحيح غريب সুফিয়ান সাওরি সূত্রে।

---

[৫৬৩] সহিহ মুসলিম- كتاب اللباس والزينة : باب النهى عن ضرب الحيوان فى وجهه, সুনানে আবু দাউদ- كتاب الامارة : باب بيان سن البلوغ-

[৫৬৪] সহিহ বোখারি- كتاب المغازى : باب غزوة الخندق, সহিহ মুসলিম- كتاب الامارة : باب بيان سن البلوغ-

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُسْتَشْهَدُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

অনুচ্ছেদ–৩২ : যার কাছে ঋণগ্রস্ত অবস্থায় সাক্ষ্য তলব করা হয় প্রসংগে (মতন পৃ. ৩০০)

١٧١٨ -عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْإِيمَانَ بِاللهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ يُكَفِّرُ عَنِّي خَطَايَايَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَعَمْ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَيْفَ قُلْتَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَيُكَفِّرُ عَنِّي خَطَايَايَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلَّا الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لِي ذٰلِكَ.[৫৬]

১৭১৮। **অর্থ :** আবু কাতাদা রা. বলেন, আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়ন করা সর্বোত্তম আমল। লোকটি দাঁড়িয়ে আরজ করলো, হে আল্লাহর রাসূল যদি আমি আল্লাহর রাস্তায় শহিদ হই তাহলে কি আমার সমস্ত পাপের কাফ্ফারা হয়ে যাবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যদি তুমি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হও তখন যে তুমি ধৈর্যধারণ করে (দৃঢ়পদ হতে) সওয়াব অন্বেষণকারি হবে, সামনের দিকে অগ্রসরকারি হবে, পেছনের দিকে হটবে না। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে ব্যক্তিকে বললেন, তুমি কি জিজ্ঞেস করেছো? লোকটি জবাব দিলো, হে আল্লাহর রাসূল। যদি আমাকে আল্লাহর রাস্তায় কতল করে দেওয়া হয় তাহরে আমার সমস্ত পাপের কাফ্ফারা হয়ে যাবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। যদি তুমি তখন নিহত হও যে, তুমি ধৈর্যধারণ কর, সওয়াব ও প্রতিদানের নিয়ত রেখে সামনে অগ্রসর হও, পিছে হটনেওয়ালা না হও। তবে ব্যতিক্রম হলো ঋণ (তা মাপ হবে না)। সুতরাং জিবরাইল রা. আমাকে অনুরূপই বলেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আনাস, মুহাম্মদ ইবনে জাহশ ও আবু হুরায়রা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। এই হাদিসটি حسن صحيح।

অনেকে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন সাইদ মাকবুরি-আবু হুরায়রা-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ।

ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ আনসারি ও একাধিক বর্ণনাকারি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন সাইদ মাকবুরি-আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা-তাঁর পিতা-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে। এটি সাইদ মাকবুরি-আবু হুরায়রা সূত্রে বর্ণিত হাদিস অপেক্ষা আসাহ্।

---

[৫৬] সহিহ বোখারি- كتاب الجهاد : باب من قاتل في سبيل الله ، সহিহ মুসলিম- كتاب الامارة : باب من قتل في سبيل الله كفرت

بَابُ مَا جَاءَ فِي دَفْنِ الشُّهَدَاءِ

অনুচ্ছেদ–৩৩ : শহিদদের দাফন করা প্রসংগে (মতন পৃ. ৩০১)

١٧١٩ –عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : شَكَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْجِرَاحَاتُ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ احْفِرُوْا وَأَوْسِعُوْا وَأَحْسِنُوْا وَادْفِنُوْا الْإِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ وَقَدِّمُوْا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا فَمَاتَ أَبِيْ فَقُدِّمَ بَيْنَ يَدَيْ رَجُلَيْنِ.[৫৬৬]

১৭১৯। **অর্থ :** হিশাম ইবনে আমের রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উহুদের যুদ্ধের দিন নিহতদের জখমের অভিযোগ করা হয়েছে। তিনি বললেন, কবর খনন করো এবং প্রশস্ত করে খনন করো। ভালোভাবে পরিষ্কার করো এবং এক কবরে দু'তিনজনকে দাফন করো। যার কোরআন শরিফ বেশি মুখস্থ আছে তাকে আগে রাখো। বর্ণনাকারি বলেন, আমার পিতাও ইন্তেকাল করেছিলেন। তখন তাকে এক কবরে দু'জনের সঙ্গে রাখা হয়েছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত খাব্বাব, জাবের ও আনাস রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে। এ হাদিসটি حسن صحيح

সুফিয়ান সাওরি প্রমুখ এ হাদিসটি বর্ণনা করছেন আইউব-হুমাইদ ইবনে হিলাল-হিশাম ইবনে আমের সূত্রে। আবুদ দাহমার নাম হলো কিরফা ইবনে বুহাইস কিংবা বাইহাস।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَشْوَرَةِ

অনুচ্ছেদ–৩৪ : পরামর্শ প্রসংগে (মতন পৃ. ৩০১)

١٧٢٠ –عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ وَجِيْءَ بِالْأَسَارٰى قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَا تَقُوْلُوْنَ فِيْ هٰؤُلَاءِ الْأَسَارٰى ؟ فَذَكَرَ قِصَّةً فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ طَوِيْلَةً.[৫৬৭]

১৭২০। **অর্থ :** আবদুল্লাহ রা. বলেন, যখন বদর যুদ্ধের দিন যুদ্ধ বন্দিদেরকে হাজির করা হলো, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন এসব যুদ্ধবন্দিদের সম্পর্কে তোমাদের কি মত? এবং এর সঙ্গে সুদীর্ঘ ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বরেছেন, হজরত উমর, আবু আইউব, আনাস ও আবু হুরায়রা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। এ হাদিসটি حسن।

আবু উবায়দা তাঁর পিতা হতে শুনেনি। আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করা হয়, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা সাহাবায়ে কেরামের কাছে অধিক পরামর্শ গ্রহণকারি কাউকে দেখিনি।

---

[৫৬৬] আস-সুনানুল কুবরা-বায়হাকি-৪/৩৪, জামিউল উসূল- ১১/১৩৪।

[৫৬৭] সহিহ মুসলিম--كتاب الجهاد والسير : باب الامداد بالملائكة فى غزوة بدر, সুনানে আবু দাউদ- كتاب الجهاد : باب فداء الاسير بالمال- সুনানে আবু দাউদ- كتاب الجهاد والسير : باب الامداد بالملائكة فى غزوة بدر-

بَابُ مَا جَاءَ لَا تُفَادَى جِيفَةُ الْأَسِيرِ

অনুচ্ছেদ–৩৫ : বন্দিদের লাশের বিনিময় নেওয়া হবে না প্রসংগে (মতন পৃ. ২৪৩)

١٧٢١ –عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ أَرَادُوْا أَنْ يَّشْتَرُوْا جَسَدَ رَجُلٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَأَبَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْ يَّبِيْعَهُمْ إِيَّاهُ.[৫৬৮]

১৭২১। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত। একবার মুশরিকরা তাদের এক ব্যক্তির লাশ মুসলমানদের কাছ হতে ক্রয় করে নিতে চাইলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বিক্রি করতে অস্বীকার করলেন।

ইসলামি আইনবিদগণের মধ্যে এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে যে, কাফেরদের লাশ তাদেরকে এমনিতেই ফেরত দেওয়া হবে, না বিনিময় নিয়ে ফেরত দেওয়া হবে? অনেক ইসলামি আইনবিদ বলেছেন, যদি মুসলমানদের এতে কোনো ফায়দা বা স্বার্থ থাকে তাহলে লাশ ফেরত দিতে পারে। বিনিময় নিয়েও পারে, আবার বিনিময় ব্যতিতও। বাকি রইলো এ অনুচ্ছেদের হাদিসের ব্যাপারটি। এর জবাব হলো হতে পারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফেরত দেওয়াতে কোনো ফায়দা বা স্বার্থ মনে করেননি তাই তিনি অস্বীকার করেছেন। তবে এমন কোনো হাদিসও নেই যাতে ভবিষ্যতেও দেওয়ার বেলায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। তাই ইসলামি আইনবিদগণ বলেন, যদি মুসলমানদের স্বার্থ ও ফায়দার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে তাদের লাশ ফেরত দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য সে লাশ বিক্রি করা যাবে না; বরং যেমনভাবে জীবিত বন্দিদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া যায় এমনভাবে লাশও পণ বা বিনিময় নিয়ে ফেরত দেওয়া যায়।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن غريب।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

এটি আমরা হাকাম ব্যতিত অন্য কোনো সূত্রে জানি না। হাজ্জাজ ইবনে আরতাতও এটি হাকাম হতে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেছেন, ইবনে আবু লায়লার হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করা যাবে না।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক রহ. বলেছেন, ইবনে আবু লায়লা সত্যবাদী। তাহলে তার صحيح হাদিস দুর্বল হাদিস হতে পৃথক করা যায় না। আমি তার হতে কিছুই বর্ণনা করি না। ইবনে আবু লায়লা সত্যবাদী ফকিহ। তাহলে তিনি ভুল করেন সনদে।

নজর ইবনে আলি-আবদুল্লাহ ইবনে দাউদ-সুফিয়ান সাওরি সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমাদের ফকিহ হলেন ইবনে আবু লায়লা ও আবদুল্লাহ ইবনে শুবরুমা।

---

[৫৬৮] আস-সুনানুল কুবরা-বায়হাকি- ৯/১৩৩।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ

অনুচ্ছেদ—৩৬ : যুদ্ধ হতে পলায়ন প্রসংগে (মতন পৃ. ৩০১)

بَابٌ بِلَا تَرْجَمَةٍ

শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ

١٧٢٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَاخْتَبَأْنَا بِهَا وَقُلْنَا هَلَكْنَا ثُمَّ أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ نَحْنُ الْفَرَّارُوْنَ قَالَ بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُوْنَ وَأَنَا فِئَتُكُمْ.[৫৬৯]

১৭২২। **অর্থ** : আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এক সারিয়্যায় প্রেরণ করেছেন, তখন লোকজন পালানোর রাস্তা অবলম্বন করলো। حاص শব্দের অর্থ ঝুঁকে পড়া। উদ্দেশ্য হচ্ছে, কাফেরদের পক্ষ হতে কঠোর আক্রমণ হলো আমরা মুসলমানরা মদিনা মুনাওয়ারায় ফিরে এলাম। মদিনায় এসে গোপনে বসে রইলাম। মনে করলাম আমরাতো পালিয়ে ফিরে এসেছি। সুতরাং এখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিভাবে মুখ দেখাবো? আমরা বললাম, আমরাতো ধ্বংস হয়ে গেছি। অবশেষে আমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল আমরা তো পলায়নকারি। জবাবে তিনি বললেন, না। বরং তোমরা তো পাল্টা আক্রমণকারি। عَكَّرَ يُعَكِّرُ এর অর্থ পুনরায় পাল্টা আক্রমণ করা। এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সান্ত্বনা দিলেন যে, তোমরা যে ফিরে এসেছো এটা ফেরার অবলম্বন করে নয়; বরং পুনরায় পাল্টা আক্রমণ করার নিয়তে এসেছো। আমি তোমাদের সে দলে যার দিকে তোমরা ফিরে এসেছো। কোরআনে কারিমের এ আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন– أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ অর্থাৎ, যদি কোনো সৈন্য এ নিয়তে ফেরত আসে যে অমুক দলের সহায়তা নিয়ে পুনরায় আক্রমণ করবে, তাহলে তাতে কোনো দোষ নেই।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن غريب। এটি আমরা ইয়াজিদ ইবনে আবু জিয়াদ ব্যতিত অন্য কোনো সূত্রে জানি না। فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً এর অর্থ– তারা যুদ্ধ হতে পালিয়েছে। بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُوْنَ এর অর্থ যে তার নেতার দিকে পালিয়ে যায় তার সহায়তা করার জন্য, যুদ্ধ হতে পলায়নের জন্য না।

---

[৫৬৯] মুসনাদে আহমদ- ২/১১১, আস-সুনানুল কুবরা-বায়হাকি- ৯৭৮।

بَابُ مَا جَآءَ فِيْ دَفْنِ الْقَتِيْلِ فِىْ مَقْتَلِهٖ

অনুচ্ছেদ–৩৭ : শহিদকে তার কতলের স্থানে দাফন করা

١٧٢٣ – عَنْ جَابِرٍ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ جَاءَتْ عَمَّتِيْ بِأَبِيْ لِتَدْفِنَهٗ فِيْ مَقَابِرِنَا فَنَادٰى مُنَادِىْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رُدُّوا الْقَتْلٰى إِلٰى مَضَاجِعِهِمْ.[৫৭০]

১৭২৩। **অর্থ :** জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন, উহুদের যুদ্ধের দিন আমার ফুফু আমার পিতার লাশ আমাদের কবরস্থানে দাফন করার জন্য এলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হতে তখন একজন ঘোষক ঘোষণা দিলেন যে, শহিদদেরকে তাদের শাহাদতের স্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

নুবাইহ নামক বর্ণনাকারি সেকাহ্।

بَابُ مَا جَآءَ فِيْ تَلَقِّي الْغَائِبِ إِذَا قَدِمَ

অনুচ্ছেদ–৩৮ : সফর হতে এলে তার সঙ্গে সাক্ষাত প্রসংগে (মতন পৃ. ৩০১)

١٧٢٤ –عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدٍ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ تَبُوْكَ خَرَجَ النَّاسُ يَتَلَقَّوْنَهٗ إِلٰى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ السَّائِبُ فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ وَأَنَا غُلَامٌ.[৫৭১]

১৭২৪। **অর্থ :** সাইব ইবনে ইয়াজিদ রা. বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক হতে ফিরে এলেন, তখন লোকজন মদিনা মুনাওয়ারার বাইরে ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ পর্যন্ত তাঁকে স্বাগতম জানানোর জন্য আসলেন। সবাই ইবনে ইয়াজিদ রা. বললেন, আমিও তাদের সঙ্গে এসেছিলাম। তখন আমি ছিলাম বালক।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

---

[৫৭০] আস-সুনানুল কুবরা-নাসায়ি- كتاب الجنائز : باب يدفن الشهداء, সুনানে ইবনে মাজাহ- كتاب الجنائز : باب ماداء فى الصلوة على الشهداء ودفنهم–

[৫৭১] সহিহ বোখারি- كتاب الجهاد : باب استقبال الغزاة, সুনানে আবু দাউদ- كتاب الجهاد : باب فى التلقى

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَيْءِ

অনুচ্ছেদ-৩৯ : বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ

١٧٢٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ : كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيْرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مِمَّا لَمْ يُوْجِفِ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَكَانَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَالِصًا وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَعْزِلُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيْلِ اللهِ.[৫৭২]

১৭২৫। **অর্থ :** মালেক ইবনে আউস রহ. বলেন, আমি হজরত উমর ইবনে খাত্তাব রা.কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, বনু নজিরের সম্পদগুলো বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদের পর্যায়ভুক্ত ছিলো। কেনোনা, মুসলমানরা সে এলাকা বিজয় করার জন্য না ঘোড়া দৌড়িয়েছে, না উট। অর্থাৎ, বিনা যুদ্ধে সে মাল লব্ধ হয়েছিলো। সুতরাং সেগুলো ছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য বিশেষিত। ফলে তিনি তা হতে নিজের পরিবারের জন্য এক বছরের ব্যয় বের করে নিতেন এবং যে মাল বেঁচে যেতো সেগুলো জেহাদের প্রস্তুতির জন্য ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্রের খাতে ব্যয় করতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

এ হাদিসটি সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা মা'মার-ইবনে শিহাব সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

---

[৫৭২] সহিহ বোখারি- كتاب الجهاد و السير باب -سহিহ মুসলিম- كتاب الجهاد : باب ماجاء فى الصلوة على السهداء ودفنهم- حكم الفئى-

أَبْوَابُ اللِّبَاسِ
عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে
পোশাক-পরিচ্ছদ অধ্যায়-২২ (মতন পৃ. ৩০২)

بَابُ مَا جَآءَ فِي الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ
অনুচ্ছেদ ১ : পুরুষের জন্য স্বর্ণ ও রেশম

١٧٢٦ - عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيْرِ والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم.[৫৭৩]

১৭২৬। **অর্থ :** আবু মুসা আশয়ারি রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের পুরুষদের ওপর রেশম এবং স্বর্ণ পরিধান হারাম করে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য মহিলাদের জন্য উভয়টি হালাল করা হয়েছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমামর রহ. বলেন, হজরত উমর, আলি, উকবা ইবনে আমের, আনাস, হুজাইফা, উম্মে হাজ, আব্দুল্লাহ ইবনে আমার ইমরান ইবনে হুসাইন, আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র, জাবের, আবু রাইহান, ইবনে উমর ও ওয়াসিলা ইবনে আসকা' রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

আবু মুসা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

١٧٢٧ - عَنْ عُمَرَ : أَنَّهُ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ نَهٰى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنِ الْحَرِيْرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ.[৫৭৪]

১৭২৭। **অর্থ :** উমর রা. জারিয়া নামক জায়গায় ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন রেশম পরিধান করতে। তবে অনুমতি দিয়েছেন দুই কিংবা তিন কিংবা চার আঙুল বরাবর পরিধান করার।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

আবু ইসা রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

---

[৫৭৩] সুনানে আবু দাউদ- كتاب اللباس : باب فى الحرير للنساء سنن نسائى ,كتاب الزينة : باب تحريم الرجل

[৫৭৪] সহিহ বোখারি- كتاب اللباس : باب لبس الحرير للرجال ,كتاب اللباس, সহিহ মুসলিম- كتاب اللباس والزينة : باب تحريم استعمال اناء الذهب–

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِيْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ فِي الْحَرْبِ

অনুচ্ছেদ–২ : যুদ্ধে রেশমি পোশাক পরিধান প্রসংগে (মতন পৃ. ৩০২)

١٧٢٨ -عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَامِ شَكَيَا الْقُمَّلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْ غَزَاةٍ لَهُمَا فَرَخَّصَ لَهُمَا فِيْ قُمُصِ الْحَرِيْرِ ؟ قَالَ وَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا.[৫৭৫]

১৭২৮। **অর্থ :** আনাস রা. হতে বর্ণিত। হজরত আবদুর রহমান ইবনে আবু আউফ এবং হজরত জুবায়র ইবনে আওয়াম রা. এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উকুনের অভিযোগ করলেন। উকুনের একটি চিকিৎসা হলো, রেশমি পোশাক পরিধান করলে তা হতে হেফাজতে থাকা যায়। এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দু'জনকে রেশমি জামা পরিধান করার অনুমতি দিলেন। বর্ননাকারি বলেন, আমি রেশমি জামা তাদের দু'জনের গায়ে দেখেছি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

রেশমি পোশাক পরা সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের মতপার্থক্য

এ হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করে ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, খুজলির কারণে কিংবা উকুনের ফলে কিংবা রোগের কারণে পুরুষের জন্য রেশম ব্যবহার করা সাধারণভাবে বৈধ। এমনভাবে যুদ্ধের সময়ও পুরুষের জন্য রেশম ব্যবহার করা বৈধ। কেনোনা, এটি শত্রুর আক্রমণ হতে বাঁচার একটি মাধ্যম। কেনোনা, যদি খাঁটি রেশম হয় তাহলে তলোয়ার পেছলে যায় এবং মানুষ আহত হওয়া হতে রক্ষা পায়। এ কারণে উভয় পদ্ধতিতে রেশম ব্যবহার করা পুরুষের জন্য সাধারণতভাবে বৈধ।

আবু হানিফা রহ. বলেন, এ দুটি পদ্ধতিতেও খাঁটি রেশম পরিধান করা পুরুষের জন্য অবৈধ। অবশ্য মিশ্রিত রেশম পরিধান করা বৈধ। মিশ্রিত রেশমের ব্যাপারেও বিস্তারিত বিবরণ হলো, যদি সে কাপড়ের বানা রেশম হয় আর তানা অরেশম, তাহলে এমন কাপড় সাধারণ অবস্থাতেই বৈধ। তবে যুদ্ধ অবস্থায় এবং রুগ্ন অবস্থায় এমন মিশ্রিত কাপড় পরিধান করাও হানাফিদের মতে বৈধ, যার বানা রেশম তানা অরেশম। অকারণে এ অনুচ্ছেদের হাদিস এবং এ ধরণের অন্যান্য হাদিস যেগুলোতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশ পরিধান করার অনুমতি দিয়েছেন, সেগুলোকে হানাফিগণ ওই পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলেন, যখন বানা রেশম হয় আর তানা অরেশম। এই পার্থক্যের কারণ হলো, কাপড়ের মধ্যে মূল হয়ে থাকে বানা। আর বানাই থাকে সামনে। আর তানা থাকে ভেতরে। সুতরাং যদি তানা রেশম হয় আর বানা অরেশম তাহলে এই কাপড়ের বাহ্যিক দিকে রেশমের গুণাবলি দৃশ্যত পরিলক্ষিত হবে না। কেনোনা, একমতাবস্থায় রেশম থাকবে গোপন। এ কারণে হানাফিদের মতে এমন কাপড় সাধারণ অবস্থাতেও পরিধান করা বৈধ। আর যদি বানা রেশম হয় তানা অরেশম তখন এ কাপড়ের বাহ্যিক রূপ রেশমের মতো হবে। এ কারণে সাধারণ অবস্থাতে এটা অবৈধ।

পোশাকের ব্যাপারে শরয়ি মূলনীতি

পোশাকের ক্ষেত্রে শরিয়ত বড়ই যোগসূত্র রেখেছে। উম্মতের জন্য এখন পোশাক আবশ্যক করেনি যার বিরুদ্ধাচরণ অবৈধ ও হারাম। এর পরিবর্তে ইসলাম পোশাক সম্পর্কে কিছু মূলনীতি বাতলে দিয়েছে। বলে

---

[৫৭৫] সহিহ বোখারি- كتاب الجهاد : باب الحرير فى الحرب

দিয়েছে যে, এসব পাবন্দি করে মানুষ যে কোনো প্রকার পোশাকই পরিধান করুক না কেনো সেটা শরয়ি মতে বৈধ ও মোবাহ। সে মূলনীতিগুলো হলো– (১) পুরুষের পোশাক রেশম হবে না। (২) সে পোশাক সতর ঢাকার মতো হবে। অর্থাৎ, শরিরের যতোটুকু অংশ সতর এ পোশাকের মাধ্যমে সে অংশ যথার্থ পদ্ধতিতে ঢেকে থাকবে। কোরআনে কারিমে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

"আমি তোমাদের ওপর পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যে পোশাক তোমার লজ্জাস্থান ঢাকবে এবং তোমাদের ভূষণ হবে।" (সুরা আ'রাফ : ২৬)

পোশাকের আসল উদ্দেশ্য এই আয়াতে বলে দিয়েছে যে, সেটি সতর ঢেকে রাখবে। পোশাকের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই বলেছেন যে, এ পোশাক মানুষের জন্য ভূষণের কারণ হবে। সুতরাং পোশাকের মাধ্যমে ভূষণ ও সৌন্দর্য অর্জন করার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা নেই। তাহলে শর্ত হলো সেসব মূলনীতির আওতায় হতে হবে যেগুলো শরিয়ত পোশাক সম্পর্কে বাতলে দিয়েছে। তৃতীয় মূলনীতি হলো–পুরুষের পোশাক মহিলারা পরবে না। মহিলাদের পোশাক পুরুষরা পরবে না। অর্থাৎ, পোশাকের মাধ্যমে পুরুষ মহিলা আর মহিলা পুরুষের সঙ্গে সাদৃশ্য অবলম্বন করবে না। চতুর্থ মূলনীতি হলো–জামা ইত্যাদির নিচের অংশ টাখনুর না হতে হবে এবং তাতে অপচয় না থাকতে হবে। বস্তুত বেশি দামী পোশাক মানুষের দৃষ্টিতে বড় হওয়ার উদ্দেশে পরিধান করা অবৈধ। ষষ্ঠ মূলনীতি হলো এর মাধ্যমে কাফেরদের সঙ্গে সামঞ্জস্যও সাদৃশ্য অবলম্বন করতে পারবে না। কাফেরদের সঙ্গে সাদৃশ্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইচ্ছাকৃতভাবে এমন পোশাক পরিধান করা যাতে নিজেকে তাদের মত দেখা যায়, এটা অবৈধ এবং হারাম।

সাদৃশ্য অবলম্বন এবং মিলের মধ্যে পার্থক্য

অবশ্য تَشَبُّهٌ এবং مُشَابَهَةٌ এর মধ্যে পার্থক্য আছে, তা অনুধাবন করা উচিত। تَشَبُّهٌ বলে রীতিমত ইচ্ছা করে অন্য ধর্মীয়দের অনুরূপ হওয়ার চেষ্টা করা, যাতে অন্যদের মতো দেখা যায়, এটা অবৈধ এবং হারাম। আরেকটি জিনিস হলো مُشَابَهَةٌ সেটি হলো তাদের মতো হওয়ার ইচ্ছা তো ছিলো না, কিন্তু সে পোশাকের মাধ্যমে অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদের সঙ্গে মিল হয়ে গেছে। এ আনুরূপ হারাম তো নয় অবশ্য মাকরুহে তানজিহি। তাই যথাসম্ভব আনুরূপ হতেও বেঁচে থাকার চেষ্টা করা উচিত।

কোট প্যান্ট পরার বিধান

যেহেতু বর্তমানে এর প্রচলন সারা দুনিয়া ব্যাপী এতো বেশি হয়ে গেছে যে, এতে সাদৃশ্যের শান দুর্বল হয়ে গেছে। সুতরাং সাদৃশ্যের কারণে কোট প্যান্টকে হারাম বলা সম্ভব মনে হচ্ছে না। অবশ্য শরিয়ত পোশাকের যে মূলনীতি বর্ণনা করেছে সেগুলো বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। যেমন– সে পোশাক সতর ঢাকতে হবে। যদি সে প্যান্ট এতো চিপা হয় যে, এর ফলে সতরের অঙ্গগুলোর ধরণ প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তাহলে এমন প্যান্ট পরা অবৈধ। আর যদি সে প্যান্ট টাখনুর নিচে হয় তাহলে তা পরিধান করাও জায়েদ নেই। অবশ্য সাদৃশ্যের কারণে হারাম হবে না। তবে যেহেতু এটা পরিধান করার ফলে ইংরেজদের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও মিল হয়ে যায় এ কারণে তা পরিধান করা মাকরুহশূন্য না। সুতরাং যথাসম্ভব তা হতে বেঁচে থাকাই উচিত। অবশ্য কারো চাকরির অপারগতার কারণে যদি তা পরিধান করে, তার অন্তরে সেটাকে ভালো মনে না করে, তাহলে আশা করি ইনশাআল্লাহ মাকরুহও হবে না। তাহলে শর্ত হলো সেটি যেনো টাইট ফিট পরিধান করার শর্তে না হয়। সুতরাং নিজ মর্জি অনুযায়ী ঢিলা করে তৈরি করবে।

টাইয়ের হুকুম

আমাদের মাঝে টাইয়ের ব্যাপারে এ কথাটি প্রসিদ্ধ যে, এ টাই বস্তুত ছিলো ক্রুশ। খ্রিস্টানরা ক্রুশ ঝুলাতো। এবার টাইকে ক্রুশের বদল বানানো হয়েছে। তবে আমি অনেক তালাশের পরও এখন পর্যন্ত এ কথাটির দলিল ও

এর কোনো উৎস পেলাম না। পোশাক সম্পর্কে যেসব গ্রন্থাদি লিপিবদ্ধ হয়েছে যেগুলোতে প্রতিটি পোশাকের ইতিহাস লেখা হয় যে, এ পোশাকের সূচনা কোত্থেকে হয়েছে। তবে টাই সম্পর্কে কোনো বিষয় আজ পর্যন্ত নজরে পড়েনি। সুতরাং যতোক্ষণ পর্যন্ত এর বাস্তবতা জানা না যাবে ততোক্ষণ পর্যন্ত টাইকে খ্রিস্টানদের প্রতীক সাব্যস্ত করে হারাম সাব্যস্ত করা হতে মৌখিক বিরত থাকছি।

অপছন্দনীয় জিনিস নয় এমন জিনিসের ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানানো মন্দকাজ

نہ کوئی، نہ کفر نہ بدعت যে ব্যক্তি পাগড়ি পরে না তার এই না পরাতে কোনো সমস্যা নেই। তবে এটাকে খারাপ মনে করা, খারাপ বলা বা তা প্রত্যাখ্যান করা খারাপ। মূলনীতি হলো খারাপ নয় এমন জিনিসকে প্রত্যাখ্যান করা, অস্বীকার করা এটাও খারাপ। অর্থাৎ, সে জিনিস বিশুদ্ধ মতে খারাপ না সেটাকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হতে প্রত্যাখ্যান করা খারাপ। পাগড়ি পরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত, ওয়াজিব না। বরং অতিরিক্ত সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি পাগড়ি পরে ইনশাআল্লাহ সে সওয়াব পাবে। আর যদি কেউ না পরে তাহলে কোনো পাপ নেই এবং মাকরুহও না। না পরিধান করা বৈধ। এবার যদি কোনো ব্যক্তি এমন একটি কাজ করে যেটি শরয়িভাবে বৈধ, শরিয়ত সে কাজটিকে আবশ্যক করেনি, এ কাজটিকে আবশ্যক মনে করা এবং যে এ কাজটি করেনি তার ব্যাপারে মন্দ জানা এটা খারাপ এবং বিদআত। কেনোনা, আল্লাহ তা'আলা যেহেতু এটিকে আবশ্যক করেননি সেহেতু তুমি কোত্থেকে খোদায়ি ফৌজদার এসে গেলে যে, সেটাকে ওয়াজিব করছো?

পাগড়ি ব্যতিত নামাজ আদায় করা

এক তালেবে ইলম প্রশ্ন করেছে যে, অনেক অঞ্চলে প্রচলন আছে যখন কেউ ঘর হতে বের হয় এবং অভিজাতদের মজলিসে যায় তখন অবশ্যই পাগড়ি পরে। কাজেই যে এলাকাতে এ ধরনের প্রচলন থাকে সেখানকার অনেক আলেম বলেন, এ ব্যক্তির জন্য ঘরেও পাগড়ি ব্যতিত নামাজ আদায় করা মাকরুহ। তার উচিত পাগড়ি পরে নামাজ আদায় করা। কেনোনা, মাসআলা হলো, যে পোশাকে মানুষ অন্যদের সামনে যেতে পারে না, সে পোশাকে নামাজ আদায় করা মাকরুহ। এ দলিল সঠিক না। কেনোনা, ফুকাহায়ে কেরাম যে বলেছেন, মানুষ যে কাপড়ে বাইরে যেতে পারে না সে কাপড়ে নামাজ আদায় করা মাকরুহ, এর অর্থ- সে কাপড়ে মানুষ ঘর হতে বেরই হতে পারে না। যেমন এক ব্যক্তি স্বীয় ঘরে গেঞ্জি ও লুঙ্গি পরে। তখন স্পষ্ট বিষয় সে বাইরে বেরুতে পারে না। এবার যদি এ অবস্থায় নামাজ পড়ে তাহলে নামাজ মাকরুহ হবে। তবে এক ব্যক্তি সালোয়ার জামা ও টুপি পরে আছে এবং এই পোশাকে মেহমানের সঙ্গেও সাক্ষাত করে, কাছে আশে-পাশে কোথাও যেতে হলে এ পোশাকে চলে যায়, আবার এ পোশাকে মসজিদেও যায়, তাহলে এমন পোশাকে চলে যায়, আবার এ পোশাকে মসজিদেও যায়, তাহলে এমন পোশাককে নামাজ আদায় করা মাকরুহ না। যদিও এ ব্যক্তির অভ্যাস হলো যখন সে কোনো অভিজাতদের মজলিসে কিংবা কোনো জলসায় বা কোনো উৎসবে যায় তখন শেরওয়ানি বা ছদরি পরিধান করে যায় এবং এগুলো পরার প্রতি অনেক গুরুত্বারোপ করে। শেরওয়ানি কিংবা ছদরি ব্যতিত যাওয়া দূষণীয় মনে করে, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, যখন সে নামাজ আদায় করার জন্য যায়, তখন আগে শেরওয়ানি কিংবা ছদরি পরবে তারপর নামাজ পড়বে। বরং এগুলো ব্যতিতও নামাজ আদায় করা বিনা মাকরুহ বৈধ। ইসলামি আইনবিদগণ যে লিখেছেন, এমন পোশাকে নামাজ আদায় করা অবৈধ, যেসব পোশাক পরে সে অন্যদের সমানে যেতে পারে না–এর উদ্দেশ্য হলো, এ অবস্থায় সে ঘরের বাইরেই বেরুতে পারে না।[৫৭৬]

---

[৫৭৬] দ্র. আল-মুগনি-ইবনে কুদামা- ১/৫৮৯, আল-বাহরুর রায়িক- ৮/১৯০, আল-ফাতাওয়াল হিন্দিয়া- ৫/৩৩১।

بَابُ بِلَا تَرْجَمَةٍ

শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ-৩ (মতন পৃ. ৩০২)

١٧٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ : قَدِمَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ مَنْ أَنْتَ ؟ فَقُلْتُ أَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ فَبَكَى وَقَالَ إِنَّكَ لَشَبِيْهٌ بِسَعْدٍ وَإِنَّ سَعْدًا كَانَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ وَأَطْوَلِهِمْ وَإِنَّهُ بَعَثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةً مِّنْ دِيْبَاجٍ مَنْسُوْجٌ فِيْهَا الذَّهَبُ فَلَبِسَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَامَ أَوْ قَعَدَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْمِسُوْنَهَا فَقَالُوْا ؟ مَا رَأَيْنَا كَالْيَوْمِ ثَوْبًا قَطُّ فَقَالَ أَتَعْجَبُوْنَ مِنْ هٰذِهِ ؟ لَمَنَادِيْلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّمَّا تَرَوْنَ.[৫৭৭]

১৭২৯। **অর্থ :** ওয়াকিদ ইবনে আমর বলেন, হজরত আনাস রা. একবার তাশরিফ আনলেন, আমি তাঁর খেদমতে হাজির হলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? আমি বললাম, ওয়াকিদ ইবনে আমর। তিনি ছিলেন হজরত সা'দ রা. এর নাতি। হজরত আনাস রা. তখন কাঁদতে আরম্ভ করলেন। বললেন, তুমি হজরত সা'দ রা. এর সঙ্গে খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ। হজরত সা'দ রা. বড় এবং দীর্ঘদেহী ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে রেশমের একটি জুব্বা পাঠিয়েছিলেন, যাতে স্বর্ণের কারুকার্য ছিলো। ديباج রেশমের মতো এক ধরনের কাপড় হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে জুব্বা পরলেন। তারপর মিম্বরে দাঁড়িয়ে গেলেন কিংবা বসে পড়লেন। তখন লোকজন সে জুব্বায় হাত স্পর্শ করে দেখতে লাগলেন এবং বললেন যে, আজ যে কাপড়টি আমরা দেখলাম আমরা এমন উত্তম মূল্যবান কাপড় কখনও দেখিনি। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা এ কাপড়টি দেখে বিস্ময়বোধ করছো? জান্নাতে হয়ত সা'দ ইবনে মুয়াজ রা.-কে যে রুমাল দেওয়া হয়েছে সেটি এই কাপড়টির তুলনায় অনেক উত্তম যেটি তোমরা দেখছো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আসমা বিনতে আবু বকর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। এ হাদিসটি حسن صحيح।

এই হাদিসটি বর্ণনা করা দ্বারা হজরত আনাস রা. এর উদ্দেশ্য ছিলো হজরত সা'দ ইবনে মুয়াজ রা. এর ফজিলত বর্ণনা করা যে তাঁকে জান্নাতে রুমালও এই কাপড়টির চেয়ে উত্তম দেওয়া হয়েছে।

এই যে জুব্বাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিধান করেছিলেন, তাতে স্বর্ণও ছিলো এবং ছিলো ديباجও। যেটিকে রেশমেরই একটি প্রকার বলা হয়। তবে আগে যেমন বলে এসেছিলাম যে, সে রেশম হারাম হয় যেগুলো খাঁটি হয়। হতে পারে এই রেশম খাঁটি রেশম ছিলো না; বরং ছিলো মিশ্রিত। বাকি রইলো স্বর্ণের ব্যাপারটি। প্রকৃত স্বর্ণ পুরুষদের জন্য অবৈধ। তবে যদি প্রকৃত স্বর্ণ না হয় বরং স্বর্ণের পানির প্রলেপ দেওয়া হয় তাহলে এর অবকাশ আছে। সুতরাং হতে পারে এটি খালেস স্বর্ণ ছিলো না, কিংবা এমন স্থানে যেটিকে হাত স্পর্শ করতো না। তখন তা পরিধান করার অবকাশ হয় যায়। সুতরাং বোধ হয় এ ধরনেরই কোনো জুব্বা ছিলো।

---

[৫৭৭] সুনানে নাসায়ি- كتاب الزينة : باب لبس الديباج المنسوج بالذهب, আস-সুনানুল কুবরা-নাসায়ি- ৫/৪৭২।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الثَّوْبِ الْأَحْمَرِ لِلرِّجَالِ

অনুচ্ছেদ-৪ : পুরুষদের লাল কাপড় পরার অনুমতি প্রসংগে (মতন পৃ. ৩০২)

١٧٣٠ - عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ بَعِيْدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَمْ يَكُنْ بِالْقَصِيْرِ وَلَا بِالطَّوِيْلِ.

[৫৭৮]১৭৩০। **অর্থ :** বারা ইবনে আজেব রা. বলেন, কোনো বাবরি চুল বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লাল জোড়া কাপড়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা অধিক সুদর্শন আমি দেখিনি এবং উভয় স্কন্ধের মাঝে অনেক দূরত্ব ছিলো। অর্থাৎ, প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্ষ মুবারক ছিলো চওড়া, সুপ্রশস্ত। তিনি না ছিলেন বেটে ধরনের আর না অনেক দীর্ঘাঙ্গী; বরং তাঁর দৈহিক গঠন ছিলো মধ্যমাকৃতির।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত জাবের ইবনে সামুরা, আবু রিমসা ও আবু জুহাইফা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। এ হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

পুরুষের জন্য লাল পোশাকের আদেশ

এই হাদিসে যে বলা হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাল একজোড়া কাপড় পরিহিত ছিলেন, এর দ্বারা অনেকে দলিল পেশ করেছেন যে, পুরুষের জন লাল পোশাক পরিধান করা বৈধ। অথচ হানাফিদের মতে পুরুষের জন্য লাল পোশাক পরিধান করা মাকরুহে তাহরীমি। তাহলে শর্ত হলো গাঢ় লাল রংয়ের হতে হবে। যদি হালকা লাল রংয়ের হয় কিংবা এর ওপর লাল রেখা বিশিষ্ট হয় তাহলে তা পরিধান করা হানাফিদের মতে বৈধ। বাহ্যত যে পোশাক নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিধান করতেন, সেটি ছিলো লাল রেখা দেওয়া।[৫৭৯]

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْمُعَصْفَرِ لِلرِّجَالِ

অনুচ্ছেদ-৫ : পুরুষদের জন্য কুসুমি রংয়ের কাপড় পরিধান নিষেধ প্রসংগে (মতন পৃ. ৩০২)

١٧٣١ - عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : نَهَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ وَالْمُعَصْفَرِ.[৫৮০]

১৭৩১। **অর্থ :** আলি রা. হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াসাল্লাম আমাকে قسي কাপড় পরতে এবং معصفر কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন।

---

[৫৭৮] সহিহ বোখারি- كتاب الانبياء : باب صفة النبى صلى الله عليه وسلم, সহিহ মুসলিম- كتاب الفضائل : باب فى صفة النبى صلى الله عليه وسلم-

[৫৭৯] দ্র. আল-মুগনি-ইবনে কুদামা- ১/৫৮৬ দুররে মাখতার, রদ্দুল মুহতারসহ- ৬/৩৫৮।

[৫৮০] সুনানে আবু দাউদ- كتاب اللباس : باب من كره لبس الحرير- আস-সুনানুল কুবরা-বায়হাকি- ২/৮৭।

قَسِيّ একটি কাপড় হতো যাতে রেশম মিশ্রিত থাকতো। এটি قَسْ এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। এটি একটি জায়গার নাম। অনেকে বলেছেন, এই শব্দটি আসলে ছিলো قَزِّىْ। এর অর্থ রেশম। যেনো পুরুষের জন্য রেশমি কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। مُعَصْفَر সে কাপড়কে বলে যেটি عُصْفُرْ দ্বারা রঙ্গিন। عُصْفُرْ হলুদ রংয়ের এক প্রকার ঘাস হতো। এর দ্বারা রঙ্গিন কাপড় মহিলারা ব্যবহার করতো। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদেরকে এক সঙ্গে রঙ্গিন কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আনাস ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। আলি রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ لُبْسِ الْفِرَاءِ

অনুচ্ছেদ–৬ : চামড়ার পোশাক পরা প্রসংগে (মতন পৃ. ৩০২)

١٧٢٦ – عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ فَقَالَ اَلْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِيْ كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِيْ كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ.[৫৮১]

১৭৩২। **অর্থ :** সালমান রা. বলেন, ঘি, পানি এবং চামড়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, এগুলো ব্যবহার করা জায়েজ আছে কিনা? জবাবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হালাল সেগুলো যেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে হালাল করেছেন। আর হারাম সেগুলো যেগুলোকে আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে হারাম করে দিয়েছেন। আর যেগুলো সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করেছেন সেগুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে মাফ।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে হজরত মুগিরা রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে । এ হাদিসটি غريب। এটি এ সূত্র ব্যতিত অন্য কোনো সূত্রে মারফু' আকারে আমরা জানি না।

সুফিয়ান প্রমুখ-সুলাইমান তাইমি-আবু উসমান-সালমান সূত্রে তাঁর উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, মাওকুফ হাদিসটি আসাহ্। এ হাদিসটি সম্পর্কে আমি ইমাম বোখারি রহ.কে জিজ্ঞেস করেছিলাম তিনি বলেছেন, আমি এটাকে সংরক্ষিত মনে করি না। সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন মাওকুফ হিসেবে সুলাইমান-আবু উসামান-সালমান সূত্রে।

ইমাম বোখারি রহ. বলেছেন, সাইফ ইবনে হারুন মুকারিবুল হাদিস। সাইফ ইবনে মুহাম্মদ-আসেম জাহিবুল হাদিস। (হাদিস ভুলে যান–হাফেজে হাদিস নন)

এ হাদিস দ্বারা এ মূলনীতি বের হয় যে, দ্রব্যাদির মধ্যে আসল হলো বৈধ হওয়া। সুতরাং যদি কোনো জিনিস সম্পর্কে এর হারাম হওয়ার সুস্পষ্ট বিবরণ না থাকে তাহলে সেটাকে বৈধই মনে করা হবে।

---

[৫৮১] সুনানে ইবনে মাজাহ- كتاب الاطعمة : باب اكل الجبن والسمن- আল-মুসনাদুল জামে'- ৭/৬৪।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ

অনুচ্ছেদ—৭ : মৃত পশুর চামড়া যখন সংস্কার করা হয় প্রসংগে (মতন পৃ. ৩০২)

١٧٣٣ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ : مَاتَتْ شَاةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِأَهْلِهَا أَلاَ نَزَعْتُمْ جِلْدَهَا ثُمَّ دَبَغْتُمُوْهُ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ.[৫৮২]

১৭৩৩। **অর্থ :** আতা ইবনে রাবাহ রা. বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে আমি শুনেছি, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একবার একটি বকরি মরে গেলো। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মালিকদের বললেন, তোমরা এর চামড়াটি খুলে ফেললে না? তাহলে তো এটি সংস্কার করে উপকৃত হতে পারতে?

١٧٣٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ.[৫৮৩]

১৭৩৪। **অর্থ :** ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে চামড়া সংস্কার করা হয়েছে সেটি পবিত্র।

অধিকাংশ আলেমের মতে এর ওপর আমল অব্যাহত। তাঁরা মৃতের চামড়া সম্পর্কে বলেছেন, এগুলো যখন সংস্কার করা হয়, তখন অব্যাহত। তাঁরা মৃতের চামড়া সম্পর্কে বলেছেন, এগুলো যখন সংস্কার করা হয়, তখন পবিত্র হয়ে যায়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেছেন, যে মৃতের চামড়া সংস্কার করা হয় সেটি পবিত্র হয়ে যায়, তাহলে শুধু কুকুর ও শূকরের চামড়া ভিন্ন।

সাহাবা প্রমুখ অনেক আলেম হিংস্র প্রাণির চামড়া মাকরুহ মনে করেছেন। যদিও এগুলো সংস্কার করা হোক না কেনো। এটি আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব এবং তাঁরা এগুলো পরিধান করা ও এগুলোতে নামাজ আদায় করা সম্পর্কে কঠোরতা আরোপ করেছেন।

হজরত ইসহাক ইবনে ইবরাহিম বলেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী أَيُّمَا اِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ এর দ্বারা উদ্দেশ্য করেছেন সেসব প্রাণির চামড়া যেগুলোর গোশত খাওয়া যায়। নজর ইবনে শুমাইল রহ. এমনটি ব্যাখ্যাই করেছেন।

ইসহাক রহ. বলেছেন, নজর ইবনে শুমাইল বলেছেন, اِهَابٌ বলা হয় শুধুমাত্র সেসব প্রাণির চামড়াকে যেগুলোর গোশত খাওয়া যায়।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত সালামা ইবনে মুহাব্বিক, মাইমুনা ও আয়েশা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

---

[৫৮২] সহিহ বোখারি- كتاب الطهارة : باب طهارة جلود الميتة الدباغ- সহিহ মুসলিম- كتاب الذبائح : باب جلود الميتة-

[৫৮৩] দ্র. আল-মুগনি-ইবনে কুদামা- ১/৬৬, আল-ইনসাফ- ১/৮৬ আল-বাহরুর রায়েক- ১/৯৯, ফাতহুল কাদির- ১৮১।

একাধিক সূত্রে এটি ইবনে আব্বাস-নবী করিম সাল্লাল্লাহু সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করা হয়েছে।

ইবনে আব্বাস-মাইমুনা-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও বর্ণনা করা হয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস রা. হতে হজরত সাওদা রা. সূত্রেও বর্ণণা করা হয়েছে। (তিরমিযী রহ. বলেন) আমি মুহাম্মদকে ইবনে আব্বাস-নবী করিম সাল্লাল্লাম আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত হাদিসটিকে صحيح সাব্যস্ত করতে শুনেছি। ইবনে আব্বাস-মাইমুনা রা. এর হাদিসটি সম্পর্কে সম্ভাবনা আছে যে, ইবনে আব্বাস রা. মাইমুনা সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে আব্বাস রা. নিজেই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি 'মাইমুনা রা. হতে' কথাটি উল্লেখ করেননি।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, অধিকাংশ আলেমের মতে এর ওপর আমর অব্যাহত।

সুফিয়ান সাওরি, ইবনে মুবারক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাক রহ. এর মাজহাব।

দরসে তিরমিযী

মৃতের চামড়া সংস্কারে ফলে পবিত্র হয়ে যায়

এ হাদিস দ্বারা অধিকাংশ ইসলামি আইনবিদ দলিল পেশ করেন যে, যদি মৃতের চামড়া ছিলে সেটিকে সংস্কার করা হয় তাহলে চামড়া পবিত্র হয়ে যায়। তা ব্যবহার করা বৈধ হয়ে যায়। চাই সে পশু মৃতই হোক না কেনো। হানাফিদেরও মাজহাব এটাই। অবশ্য ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ রহ. বলেন, মৃতের চামড়া সংস্কারের ফলেও পবিত্র হয় না। এমনকি তাঁর অনেক এবারত দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁর মতে যেসব পশুর গোশত খাওয়া যায় না, সেগুলোর চামড়া পবিত্রই হয় না। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর একটি বর্ণনাও এর অনুকূল। তবে পরবর্তীতে তিনি অধিকাংশ ইসলামি আইনবিদের মাজহারের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন বলে প্রমাণিত আছে।

ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ রহ. আবদুল্লাহ ইবনে উকাইমের একটি বর্ণনা দ্বারা দলিল পেশ করেন। যেটি ইমান তিরমিযী রহ. ও পরবর্তীতে বর্ণনা করেছেন। সেটি হলো–

١٧٣٥ –عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْ لَّا تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَّلَا عَصَبٍ.[৫৮৪]

১৭৩৫। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম রা. বলেন, আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি চিঠি তাঁর ওফাতের দুইমাস আগে এসেছিলো। যাতে লেখা ছিলো মৃতের চামড়া ও এর হাড় দ্বারা উপকৃত হয়ো না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن।

আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম-তাঁদের অনেক শায়খ সূত্রে এ হাদিসটি বর্ণনা করা হয়। অধিকাংশ আলেমের মতে এই ওপর আমল নেই।

আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম হতে এ-হাদিসটি বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠি তাঁর ওফাতের দুই মাস আগে পৌছেছে।

---

[৫৮৪] সুনানে ইবনে মাজাহ- –كتاب اللباس : باب لبس جلود الميتة, মুসনাদে আহমদ-১/২১৯।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, আহমদ ইবনে হাসান রহ. কে আমি বলতে শুনেছি, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এ হাদিস অনুযায়ী মতপোষণ করতেন। কেনোনা, তাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের ২ মাস আগের কথা উল্লেখ রয়েছে। তিনি আরো বলতেন, এটা ছিলো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ওয়াসাল্লামের শেষ আদেশ তারপর ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এ হাদিসটি বর্জন করেছেন, যখন বর্ণনাকারিগণ এর সনদে ইজতেরাম করেছেন। কেনোনা, অনেকে এটি বর্ণনা করে বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উকাইম-তাঁদের জুহাইনা গোত্রের কিছু সংখ্যক উস্তাদ হতে।

এ হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃতের চামড়া যারা উপকৃত হতে নিষেধ করেছেন। যেহেতু এই বর্ণনায় পরবর্তীতে সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে যে, এটি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের শুধু ২ মাস আগে এসেছিলো, সেহেতু এর দ্বারা বুঝা যায় এ হাদিসটি অন্যসব হাদিসের জন্য মানসুখকারি, যেগুলোতে বলা হয়েছে أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ ইত্যাদি।

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ হাদিসটি সম্পর্কে ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ রহ. বলেন, এ হাদিসে إِهَابٌ শব্দ এসেছে। অনেক অভিধানবিদ বলেছেন, إِهَابٌ সে পশুর চামড়াকে বলে, যার গোশত খাওয়া বৈধ। যে পশুর গোশত খাওয়া অবৈধ, সেটির চামড়াকে جلد বলে, إِهَابٌ বলে না। এই ব্যাখ্যাটি ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ রহ. নজর ইবনে শুমাইল রহ. হতে বর্ণনা করেছেন, যিনি মুহাদ্দিসও আবার অভিধানবিদও।

তবে অধিকাংশ ইসলামি আইনবিদ এর এই জবাব দেন যে এ ব্যাখ্যাটি অধিকাংশ অভিধানবিদের মতে সঠিক না। কেনোনা إِهَابٌ সেসব পশুর চামড়াকেই বলা হয় যেটি এখনো সংস্কার করা হয়নি। সংস্কারে পর ব্যবহার করে جلد শব্দ। সুতরাং এটা বলা ঠিক নয় যে, إِهَابٌ দ্বারা উদ্দেশ্য যেসব পশুর গোশত খাওয়া যায় সেগুলোর চামড়া। এর ফলে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম রা. এর হাদিসেরও জবাব হয়ে গেলো। কেনোনা, এ হাদিসে বলেছেন, لَا تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ যার অর্থ, সে চামড়া দ্বারা উপকৃত হয়ো না, যেটির এখনো সংস্কার হয়নি। তবে সংস্কারের পর উপকৃত হওয়া সম্পর্কে এবং এ হাদিসে নিষেধাজ্ঞা নেই। অনুচ্ছেদে যে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে যে হাদিস বর্ণিত হয়েছে সেটি অধিকাংশ ইসলামি আইনবিদের সুস্পষ্ট দলিল।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ.

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে চামড়া সংস্কার করা হয়েছে সেটি পবিত্র হয়ে গেছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ جَرِّ الْإِزَارِ

অনুচ্ছেদ–৮ : লুঙ্গি হেঁচড়ানো নিষেধ প্রসংগে (মতন পৃ. ৩০৩)

١٧٣٦ – عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلٰى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خَيْلَاءَ.[৫৮৮]

---

[৫৮৮] সহিহ বোখারি- كتاب اللباس : باب من جر ثوبه من الخيلاء وغيره- সহিহ মুসলিম- كتاب اللباس والزينة : باب تحريم جر الثوب خيلاء

১৭৩৬। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তির দিকে তাকাবেনও না, যে নিজের কাপড় অহংকারের ফলে হেঁচড়ায়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত হুজাইফা, আবু সাইদ, আবু হুরায়রা, সামুরা, আবু জর, আয়েশা ও উহাইব ইবনে মুগফিল রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

হজরত ইবনে উমর রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

টাখনু ঢেকে রাখা হারাম

টাখনুর নিচে সালোয়ার, পায়জামা, লুঙ্গি ইত্যাদি ঝুলানো অবৈধ। এ সম্পর্কে অনেক হাদিস এসেছে। এসব হাদিসে এ কাজটির ব্যাপারে সতর্কবাণী এসেছে। এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে যে, টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলানো সম্পর্কে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে এটি কি সর্বাবস্থায় নিষেধ ও অবৈধ, না শুধু তখন অবৈধ, যখন কেউ অহংকারবশত ঝুলিয়ে দেয়? ওলামায়ে কেরামের একটি দলের বক্তব্য হলো এ ঝুলানো তখন অবৈধ, যখন কেউ অহংকারের নিয়তে এমন করে। তবে যদি অহংকার ব্যতিত তার পায়জামা কিংবা সালোয়ার টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে দেয় তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। সর্বোচ্চ এটাকে মাকরুহে তানজিহি বলবে।

তাঁর সেসব হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন, যেগুলোতে جَرَّ ثَوْبَهُ এর সঙ্গে خُيَلَاء শর্ত লেগে আছে। অন্যরা সিদ্দিকে আকবর রা. এর দৈহিক গঠন এমন ছিলো যে, তাঁর লুঙ্গি স্বস্থানে থাকতো না; বরং অনিচ্ছাকৃতভাবে নিচে ঝুলে পরতো, টাখনুর নিচে চলে যেতো। একবার তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মাস্‌আলা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি স্বীয় লুঙ্গি ওপরে বাঁধি। তবে এটা ঝুলে নিচে চলে যায়, তাহলে আমার জন্য কি আদেশ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন, لَسْتَ مِمَّنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُلَاء অর্থাৎ, যারা অহংকারবশত কাপড় ঝুলিয়ে দেয় তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও। সুতরাং তোমার জন্য অনুমতি আছে।

এ ঘটনা দ্বারা দলিল পেশ করে এসব আইনবিদ বলেন, যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত সিদ্দিকে আকবর রা.কে বলে দিয়েছিলেন যে, যেহেতু তোমার মধ্যে অহংকার নেই সেহেতু তোমার জন্য বৈধ। এর দ্বারা বুঝা গেলো, যদি অহংকার না হয় তাহলে এ আমল বৈধ। আর হারাম সে পদ্ধতিতে সীমাবদ্ধ যখন কেউ অহংকারবশত টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে দেয়। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. ফাতহুল বারিতে এ মাসআলায় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। উভয় পক্ষের দলিলাদি উল্লেখ করেছেন।

টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে রাখা অহংকারের আলামত

সকল বর্ণনা এবং সংশ্লিষ্ট সকল আলোচনা সামনে রাখার পর আমার নিকট যে বিষয়টি স্পষ্টতর মনে হয় সেটি হলো, প্রকৃত অর্থে নিষেধাজ্ঞা অহংকারের সঙ্গে এ অর্থে শর্তান্বিত নয় যে, যতোক্ষণ পর্যন্ত মানুষের অন্তরে অহংকারের একিন না হবে ততোক্ষণ পর্যন্ত লুঙ্গি হেঁচড়াতে পারে। বরং বিশুদ্ধ পদ্ধতি হলো, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই নিষেধাজ্ঞার কারণ অহংকারই। তবে অহংকারের ফল হেকমত হিসেবে, কারণ হিসেবে না। অর্থাৎ, সাধারণভাবে অহংকারের কারণে কাপড় হেঁচড়ানো হয়। যেনো এ নিষেধের মূল নির্ভরতা ছিলো অহংকারের ওপর ভিত্তি করে। তবে অহংকার একটি গোপন জিনিস। তা জানা সহজ নয় যে, অমুক ব্যক্তির এ আমরটি তাকাব্বুরের কারণে হচ্ছে, আর অমুক ব্যক্তির তাকাব্বুর ব্যতিত হচ্ছে। যেখানে এ বিষয়টি নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না এবং এটি

জানা সহজে সম্ভব না, সেখানে শরিয়তের পদ্ধতি হলো, আদেশকে এমন বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল রাখার পরিবর্তে কোনো নিয়ন্ত্রিত নিদর্শনের ওপর এর নির্ভর রাখা। যখন এ আলামত পাওয়া যাবে তখন মনে করা হবে সে কারণটি পাওয়া গেছে। আর ইল্লত পাওয়া যাওয়ার কারণে আদেশ পাওয়া গেছে। যেমন সফরে কছর করার মূল কারণ কষ্ট। তবে কষ্টের খবর জানা যে, কোথায় কষ্ট হয়েছে আর কোথায় হয়নি–এটা সহজ না। আর না এটাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় যে, কতটুকু কষ্ট কছরের কারণ, আর কতটুকু কষ্ট কছরের কারণ না, কষ্ট হয়েছে কার আর কষ্ট হয়নি কার। তবে যেহেতু কষ্ট নিয়ন্ত্রণে আনার মতো জিনিস না। সুতরাং এর নির্ভরশীলতা ইল্লত বা কারণের ওপর রাখার পরিবর্তে আলামতের ওপর রাখা হয়েছে। নিদর্শন হলো সফর। সুতরাং যখনি সফর পাওয়া যাবে, তখন মনে করা হবে কসর করা ওয়াজিব।

এমনভাবে এখানে নিষেধের আসল নির্ভরতা ছিলো অহংকারের ওপর। তবে অহংকার একটি গোপন বিষয়। এটা জানা যায় না যে, অহংকার পাওয়া গেছে কিনা? তাই এই নিষেধের নির্ভরতা এর আলামতের ওপর রাখা হয়েছে। আর সে আলামত হলো টাখনুর নিচে লুঙ্গি থাকা। যখন এই আলামত পাওয়া যাবে তখন বুঝতে হবে অহংকার আছে। তাহলে যদি কোনো বাহ্যিক দলিল দ্বারা এ তাকাব্বুর নেই বলে বুঝা যায়, যেমন কোনো ব্যক্তির লুঙ্গি অনিচ্ছাকৃতভাবে নিচে পড়ে যায়, যেহেতু লুঙ্গি নিচে পড়ে যাওয়া তার এখতিয়ারে হয়নি; বরং অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়ে গেছে। এ কারণে বলা হবে যে, এটা অহংকারের ফলে হয়নি। কেনোনা, অহংকার ইচ্ছাধীন জিনিস। যেহেতু হজরত সিদ্দিকে আকবর রা. এর ঘটনায় অনিচ্ছাকৃতভাবে লুঙ্গি নিচে নেমে যেতো, আর অহংকার হলো ইচ্ছাধীন বিষয়, সেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَجُرُّهُ خُيَلَاءُ 'তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও যারা অহংকারবশত লুঙ্গি হেঁচড়ায়।' কাজেই এখনও যদি কারো এই আচরণ হয় যে, অনিচ্ছাকৃতভাবে তার লুঙ্গি নিচে নেমে যায় তাহলে এরও অনুমতি থাকবে। তবে যেখানে কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে লুঙ্গি নিচে ঝুলাবে সেখানে সর্বাবস্থায় তা হারাম ও অবৈধ।

অহংকারি হওয়ার কথা কেউ স্বীকার করে না

তারপর এ ব্যাপারে দু'টি কথা স্মরণ রাখা উচিত–

এক তো হলো যে, কোনো ব্যক্তি যতো বড় অহংকারিই হোক না কেনো, সে কখনও নিজ মুখে স্বীকার করবে না আমি অহংকার করি। যদি সে স্বীকার করে তাহলে সে অহংকারি না। অহংকার সেই করে যার অহংকারের স্বীকারোক্তি হয় না। তাহলে তো তাকাব্বুর হলে এটা অবৈধ, আর তা না হলে এটা বৈধ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কর্ম পদ্ধতি

দ্বিতীয় কথা হলো, যদি কারো সম্পর্কে অহংকার না থাকার একিন হয় তাহলে তিনি হলেন মাত্র একজনই। অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অন্য কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে অহংকার না থাকার একিন হতে পারে না। এর অর্থ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য টাখনুর নিচে লুঙ্গি পরা বৈধ হওয়া উচিত ছিলো। তবে লুঙ্গি টাখনুর ওপরে রাখার প্রতি সবচেয়ে বেশি পাবন্দি করেছেন তিনি। সুতরাং যদি এ নিষেধের নির্ভরতা অহংকারের ওপর হতো আর তাকাব্বুর না হলে এটা বৈধ হতো তাহলে প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় গোটা জীবনে কমপক্ষে একবার তো বৈধতার বিবরণের জন্য এমন করতেন। তবে গোটা জীবনে একবারও এমন করা তাঁর হতে প্রমাণিত না। এ বিস্তারিত বিবরণ হতে জানা গেলো, হাদিসে অহংকারের যে উল্লেখ এসেছে সেটি এসেছে হেকমত হিসেবে, কারণ হিসেবে না। বস্তুত আদেশ নির্ভরশীল হয় কারণের ওপর, হিকমতের ওপর না।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ ذُيُوْلِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ-৯ : মহিলাদের আঁচল প্রসংগে (মতন পৃ. ৩০৩)

١٧٣٧ -عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُوْلِهِنَّ ؟ قَالَ يُرْخِيْنَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِيْنَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ.[৫৮৮]

১৭৩৭। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অহংকারবশত যে ব্যক্তি নিজের কাপড় টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে দেয়, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তার দিকে (রহমতের) নজরও করবেন না। উম্মে সালামা রা. প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মহিলারা স্বীয় আঁচলগুলো কি করবে? তিনি বললেন, এক বিঘত ঝুলিয়ে দিবে। তিনি বললেন, তখন তো তাদের পা খোলা থাকবে। তিনি বললেন, তাহলে এক হাত ঝুলিয়ে দিবে এর চেয়ে অধিক না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

এ হাদিসে মহিলাদের জন্য কাপড় নিচে ঝুলিয়ে দেওয়ার অবকাশ রয়েছে। কেনোনা, এটা তাদের জন্য অধিক পর্দার কারণ হয়।

١٧٣٨ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شَبَّرَ لِفَاطِمَةَ شِبْرًا مِّنْ نِطَاقِهَا.

১৭৩৮। **অর্থ :** উম্মে সালামা রা. বর্ণনা করেছেন যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রা. এর জন্য তাঁর নিতাকে (মেয়েদের নিম্নঅর্ধাংশে পরিধেয় কোমরবন্দ বিশেষ) এক বিঘত নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, অনেকে বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ ইবনে সালামা-আলি ইবনে জায়েদ-হাসান তাঁর মাতা-উম্মে সালামা রা. সূত্রে।

এ হাদিসে মহিলাদের জন্য কাপড় ঝুলানোর অনুমতি রয়েছে। কেনোনা, এটা তাদের জন্য অধিক পর্দার কারণ হয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ لُبْسِ الصُّوْفِ

অনুচ্ছেদ-১০ : পশমি পোশাক পরিধান করা প্রসংগে (মতন পৃ. ৩০৩)

١٧٣٩ -عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ قَالَ : أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً مُلَبَّدًا وَإِزَارًا غَلِيْظًا فَقَالَتْ قُبِضَ رُوْحُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْ هٰذَيْنِ.[৫৮৯]

---

[৫৮৮] সহিহ বোখারি- كتاب اللباس : باب من جر ثوبه من الخيلاء- সহিহ মুসলিম- كتاب اللباس والزينة : باب تحريم جر الثوب خيلاء-

[৫৮৯] সহিহ বোখারি- كتاب اللباس : باب الاكسية والخمائص- সহিহ মুসলিম- كتاب اللباس والزينة : باب التواضع فى اللباس

১৭৩৯। **অর্থ :** আবু বুরদাহ রা. বলেন, আমাদেরকে আয়েশা রা. একবার একটি পশমি মোটা চাদর ও একটি মোটা কাপড়ের লুঙ্গি দেখালেন এবং বললেন, এ দু'টি কাপড় পরিহিত অবস্থায়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয়েছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আলি ও ইবনে মাসউদ রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

হজরত আয়েশা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

١٧٤٠ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحٰرِثِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ كَانَ عَلٰى مُوْسٰى يَوْمَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ كِسَاءُ صُوْفٍ وَجُبَّةُ صُوْفٍ وَكُمَّةُ صُوْفٍ وَسَرَاوِيْلُ صُوْفٍ وَكَانَتْ نَعْلَاهُ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ مَيِّتٍ.[৫৮৮]

১৭৪০। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন হজরত মুসা আ. এর সঙ্গে কথোপকথন করেছেন, তখন হজরত মুসা আ. এর গায়ে একটি পশমি চাদর এবং একটি পশমি জুব্বা এবং একটি পশমি টুপি এবং একটি পশমি সালোয়ার ছিলো। তাঁর জুতা ছিলো একটি মৃত গাধার চামড়ার তৈরি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি غريب। এটি আমরা কেবল হুমাইদ আ'রাজ সূত্রেই জানি। হুমাইদ হলেন ইবনে আলি কুফি।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, মুহাম্মদকে আমি বলতে শুনেছি হুমাইদ ইবনে আলি আ'রাজ মুনকারুল হাদিস। হুমাইদ ইবনে কায়েস আ'রাজ মক্কি মুজাহিদের ছাত্র নির্ভরযোগ্য। كُمَّةٌ এর অর্থ ছোট টুপি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَمَامَةِ السَّوْدَاءِ

অনুচ্ছেদ-১১ : কালো পাগড়ি পরা প্রসংগে (মতন পৃ. ৩০৪)

١٧٤١ -عَنْ جَابِرٍ قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.[৫৮৯]

১৭৪১। **অর্থ :** জাবের রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা বিজয়ের দিন মক্কা মুকাররামায় প্রবেশ করেছেন, তখন তিনি কালো পাগড়ি পরিহিত ছিলেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আলি, আমর ইবনে হুরাইস, ইবনে আব্বাস ও রুকানা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, জাবের রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

---

[৫৮৮] আত-তারগিব ওয়াত তারহিব-৩/১০৯।

[৫৮৯] সুনানে আবু দাউদ- كتاب اللباس : باب فى العمائم, সুনানে নাসায়ি- كتاب الزينة : باب لبس العمائم السود

পাগড়ি পরা সুন্নত। এক বর্ণনায় আছে পাগড়ি পরে যে দু'রাকাত নামাজ আদায় করা হয়েছে, সে দু'রাকাত নামাজ পাগড়ি বিহীন দু'রাকাত নফল অপেক্ষা সত্তরগুণ শ্রেষ্ঠ। এ হাদিসের সনদের ব্যাপারে অনেকে কালাম করেছেন এবং বলেছেন, এর সনদ প্রমাণিত না। যদি এ হাদিসটি প্রমাণিত হয় তাহলে এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বভাবগত সুন্নত। আর একটি সুন্নতের আ'দিয়াকে সুন্নত হিসেবে অবলম্বন করা নিঃসন্দেহে সওয়াবের কারণ। একটা অস্বীকার করার কেউ নেই। তবে কথার মহল হলো, এটা কি এমন জিনিস যে ওয়াজিবগুলোর মতো তা আবশ্যকীয়ভাবে করতে হবে এবং যে বর্জন করবে তার ব্যাপারে প্রতিবাদ প্রত্যাখ্যান করতে হবে? এটা ঠিক না।

بَابُ فِيْ سَدْلِ الْعَمَامَةِ بَيْنَ الْكَفَّيْنِ

অনুচ্ছেদ–১২ : স্কন্ধদ্বয়ের মাঝে পাগড়ি ঝুলিয়ে দেওয়া প্রসংগে (মতন পৃ. ৩০৪)

١٧٤٢ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عَمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْدِلُ عَمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ.[৫৯০]

১৪৪২। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পাগড়ি বাঁধতেন তখন এর লেজ ছেড়ে দিতেন স্কন্ধদ্বয়ের মাঝে।

নাফে' রহ. বলেছেন, ইবনে উমর রা. তাঁর পাগড়ি স্কন্ধদ্বয়ের মাঝে ঝুলিয়ে দিতেন। উবায়দুল্লাহ বলেছেন, আমি কাসেম ও সালেমকে অনুরূপ করতে দেখেছি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن غريب। এ অনুচ্ছেদে হজরত আলি রা. হতে হাদিস বর্ণিত আছে। সনদগতভাবে এ অনুচ্ছেদে হজরত আলি রা. এর হাদিসটি বিশুদ্ধ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ خَاتَمِ الذَّهَبِ

অনুচ্ছেদ–১৩ : স্বর্ণের আংটি পরা নিষেধ প্রসংগে (মতন পৃ. ৩০৪)

١٧٤٣ – عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ قَالَ : نَهَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِّيِّ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ.[৫৯১]

১৭৪৩। **অর্থ :** আলি ইবনে আবু তালেব রা. বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বর্ণের আংটি পরতে, রেশমি কাপড় পরতে, রুকু, সেজদায় তিলাওয়াত করতে এবং কুসুমি রংয়ের কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

---

[৫৯০] আস-সুনানুল কুবরা-বায়হাকি- ১/৪৬৯, সুনানে আবু দাউদ- كتاب اللباس : باب فى العمائم

[৫৯১] সহিহ মুসলিম- كتاب اللباس والزينة : باب النهى عن لبس الرجل الثوب, সুনানে আবু দাউদ- كتاب اللباس : باب كره لبس الحرير–

١٧٤٤ - عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ حَدَّثَنَا حَفْصٌ اللَّيْثِيُّ قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَّهُ قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن التختم بالذهب.

১৭৪৪। **অর্থ :** ইবনে হুসাইন রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বর্ণের আংটি পরতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আলি, ইবনে উমর, আবু হুরায়রা ও মুয়াবিয়া রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইমরান রা. এর হাদিসটি حسن।

আবু তাইয়্যাহের নাম হলো ইয়াজিদ ইবনে হুমাইদ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ خَاتَمِ الْفِضَّةِ

অনুচ্ছেদ–১৪ : রূপার আংটি প্রসংগে (মতন পৃ. ৩০৪)

١٧٤٥ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ وَرِقٍ وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا.[৫৯২]

১৭৪৫। **অর্থ :** আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আংটি ছিলো রূপার। এতে হাবশি নাগিনাও ছিলো রূপার।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত ইবনে উমর ও বুরাইদা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ مَا يُسْتَحَبُّ فِيْ فَصِّ الْخَاتَمِ

অনুচ্ছেদ–১৫ : আংটির কোনো নাগিনা মুস্তাহাব? প্রসংগে (মতন পৃ. ৩০৪)

١٧٤٦ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ خَاتَمُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ فَصُّهُ مِنْهُ.[৫৯৩]

১৭৪৬। **অর্থ :** আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আংটি ছিলো রূপার এবং এর নগিনাও (আংটির ওপরের অংশ) ছিলো রূপার।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি এ সূত্রে حسن صحيح غريب।

---

[৫৯২] সহিহ মুসলিম- كتاب اللباس والزينة : باب خاتم الورق فصه حبشى, সুনানে আবু দাউদ- كتاب الخاتم : باب ما ماجاء فى اتكاذ الخاتم–

[৫৯৩] সহিহ বোখারি- كتاب اللباس : بلب فص الخاتم–, সুনানে আবু দাউদ- كتاب الخاتم : باب ماجاء فى اتخاذ الخاتم

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ لُبْسِ الْخَاتَمِ فِي الْيَمِيْنِ

অনুচ্ছেদ-১৬ : ডান হাতে আংটি পরা প্রসংগে (মতন পৃ. ৩০৪)

١٧٤١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَتَخَتَّمَ بِهِ فِيْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنِّيْ كُنْتُ اتَّخَذْتُ هٰذَا الْخَاتَمَ فِيْ يَمِيْنِيْ ثُمَّ نَبَذَهُ وَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ.[৫১৪]

১৭৪৭। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বর্ণের আংটি বানিয়ে ডান হাতে পরেছেন। তারপর মিম্বরে তাশরিফ এনে বলেছেন, আমি এ স্বর্ণের আংটি স্বীয় ডান হাতে পরেছিলাম। তারপর তিনি সে আংটি খুলে নিক্ষেপ করে দিলেন। তাঁকে দেখে সাহাবায়ে কেরামও নিজ নিজ আংটিগুলো খুলে ছুড়ে মারলেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আলি, জাবের, আবদুল্লাহ ইবনে জাফর, ইবনে আব্বাস, আয়েশা ও আনাস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে উমর রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

এ হাদিসটি নাফে' -ইবনে উমর সূত্রে এ সূত্র ব্যতিত অন্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তাতে একথা উল্লেখ করা হয়নি যে, তিনি ডান হাতে আংটি পরেছেন।

١٧٤٢ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ عَنِ الصَّلْتِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَتَخَتَّمُ فِيْ يَمِيْنِهِ وَلَا إِخَالُهُ إِلَّا قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَتَخَتَّمُ فِيْ يَمِيْنِهِ.[৫১৫]

১৭৪৮। **অর্থ :** সালত ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নাওফাল রহ. বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. কে ডান হাতে আংটি পরতে দেখেছি। আমার ধারণা মতে তিনি এটাও বলেছেন, যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডান হাতে আংটি পরিহিত দেখেছি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বলেছেন, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক-সালত ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নাওফাল সূত্রে বর্ণিত হাদিসটি حسن صحيح।

١٧٤٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ يَتَخَتَّمَانِ فِيْ يَسَارِهِمَا.[৫১৬]

১৭৪৯। **অর্থ :** জাফর ইবনে মুহাম্মদ তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, হাসান ও হুসাইন রা. ডান হাতে আংটি পরতেন।

এ হাদিসটি حسن صحيح।

---

[৫১৪] সহিহ বোখারি- كتاب اللباس والزينة, باب تحريم خاتم الذهب وغيره -كتاب اللباس, باب خواتيم الذهب, সহিহ মুসলিম- -الذهب

[৫১৫] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الخاتم, باب ماجاء فى التختم فى اليمين, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা - ৮/২৮৫।

[৫১৬] মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা- ৮/২৮৩।

١٧٥٠ - عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ : رَأَيْتُ اِبْنَ أَبِي رَافِعٍ (هُوَ عُبَيْدُ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَسْلَمُ أَبِي رَافِعٍ أَسْلَمَ) يَتَخَتَّمُ فِي يَمِيْنِهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِيْنِهِ وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِيْنِهِ.[৫৯৭]

১৭৫০। **অর্থ :** হাম্মাদ ইবনে সালামা বলেন, আমি ইবনে আবু রাফে'কে ডান হাতে আংটি পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। এ সম্পর্কে তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি তখন বললেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে জাফরকে ডান হাতে আংটি পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর আরও বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আংটি পরতেন ডান হাতে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আনাস রা. এর হাদিসটি حسن صحيح غريب ।

١٧٥١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَنَعَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ ثُمَّ قَالَ لَا تَنْقُشُوْا عَلَيْهِ.[৫৯৮]

১৭৫১। **অর্থ :** আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি রূপার আংটি তৈরি করেছেন এবং তাতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ শব্দ লিখিয়েছেন এবং বলেছেন, এমন এ শব্দগুলো তার আংটিতে লেখাবে না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح। لَا تَنْقُشُوْا عَلَيْهِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কেউ যেনো তার আংটিতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ না লেখে। তথা এ ব্যাপার নিষেধাজ্ঞা উদ্দেশ্য।

١٧٥٢ - حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ وَ الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ.

১৭৫২। **অর্থ :** আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাথরুমে যেতেন, তখন তাঁর আংটি খুলে ফেলতেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن غريب ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ نَقْشِ الْخَاتَمِ

অনুচ্ছেদ-১৭ : আংটির নকশা প্রসংগে (মতন পৃ. ৩০৫)

١٧٥٣ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ وَرَسُوْلُ سَطْرٌ وَاللهُ سَطْرٌ.[৫৯৯]

---

[৫৯৭] সহিহ মুসলিম- كتاب اللباس : باب في خاتم الورق فصه حبشي, সুনানে ইবনে মাজাহ- كتاب اللباس : باب التختم باليمين-

[৫৯৮] মুসনাদে আহমদ-৩/১৬১, সহিহ বোখারি- كتاب اللباس : باب نقش الخاتم-

[৫৯৯] সহিহ বোখারি-- كتاب اللباس : باب نقش الخاتم - دلائل, দালাইলুন নবুয়্যাত-বায়হাকি- ৭/২৭৬।

১৭৫৩। **অর্থ :** মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ..... হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আংটির ওপর তিনটি লাইন লেখা ছিলো। এক লাইনে মুহাম্মদ, আরেক লাইনে রাসূল, আরেক লাইনে আল্লাহ লেখা ছিলো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আনাস রা. এর হাদিসটি حسن صحيح غريب।

١٧٥٤ – عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ وَرَسُوْلُ سَطْرٌ وَاللهُ سَطْرٌ وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى فِيْ حَدِيْثِهِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ.

১৭৫৪। **অর্থ :** আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আংটির নক্শা ছিলো তিন লাইন। এক লাইন মুহাম্মদ, আরেক লাইন রাসুল, আরেক লাইন আল্লাহ। মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া তাঁর হাদিসে তিন লাইনের কথা উল্লেখ করেননি।

হজরত ইবনে উমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَآءَ فِيْ الصُّوْرَةِ

অনুচ্ছেদ–১৮ : চিত্র প্রসংগে (মতন পৃ. ৩০৫)

١٧٥٥ – عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنِ الصُّوْرَةِ فِي الْبَيْتِ وَنَهٰى أَنْ يَّصْنَعَ ذٰلِكَ.[৬০০]

১৭৫৫। **অর্থ :** আহমদ ইবনে মানি'... হজরত জাবের রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে চিত্র রাখতে এবং তা বানাতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আলি, আবু তালহা, আয়েশা, আবু হুরায়রা ও আবু আইউব রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত জাবের রা. এ হাদিসটি حسن صحيح।

١٧٥٥ – عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى أَبِيْ طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ يَعُوْدُهُ قَالَ : فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ قَالَ فَدَعَا أَبُوْ طَلْحَةَ إِنْسَانًا يَنْزِعُ نَمَطًا تَحْتَهُ فَقَالَ لَهُ سَهْلٌ لَمْ تَنْزِعُهُ ؟ فَقَالَ لِأَنَّ فِيْهِ تَصَاوِيْرُ وَقَدْ قَالَ فِيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَا قَدْ عَلِمْتَ قَالَ سَهْلٌ أَوْ لَمْ يَقُلْ مَا كَانَ رَقْمًا فِيْ ثَوْبٍ ؟ فَقَالَ بَلٰى وَلٰكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِيْ.[৬০১]

১৭৫৬। **অর্থ :** উবায়দুল্লাহ ইবনে উতবা বলেন, তিনি আবু তালহা আনসারি রা. এর কাছে তার শুশ্রূষার জন্য গেলেন। সেখানে সাহল ইবনে হুনাইফ রা. আগে হতেই উপস্থিত হলেন। তখন আবু তালহা রা. এক

---

[৬০০] মুসনাদে আহমদ- ৩/৩৩৫।

[৬০১]. সুনানে নাসায়ি- كتاب الزينة : باب التصاوير, আস-সুনানুল কুবরা-নাসায়ি- ৫/৪৯৮।

ব্যক্তিকে ডাকলেন। যাতে তাঁর নিচে বিছানো (নিমদা) চাদর বের করে দেন। সাহল রা. সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এটা নিচ হতে কেনো বের করছেন? হজরত আবু তালহা রা. বললেন, আমি তাই বের করছি যে, এতে অনেক ছবি রয়েছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছবি সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন, সেগুলো আপনিও জানেন। অর্থাৎ, ছবি বা চিত্র রাখা এবং বানানো অবৈধ। সাহল রা. জবাব দিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ছবিকে অবৈধ সাব্যস্ত করার সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যতিক্রমভুক্তি করেননি? إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِيْ ثَوْبٍ তথা সে ছবি ব্যতিত যেগুলো কাপড়ের ওপর চিত্র থাকে। এই ব্যতিক্রমভুক্তি দ্বারা বুঝা যায়, যদি কাপড়ের ওপর কোনো ছবি তৈরি থাকে, তাহলে সে কাপড় ব্যবহার করা জায়েজ আছে। আবু তালহা রা. বলেন, হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা বলেছিলেন। তাহলে আমার কাছে এটা বেশি পছন্দনীয় যে, আমি এমন ছবিও ব্যবহার করবো না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

ছবি সম্পর্কে ইসলামি আইনবিদদের মতপার্থক্য

এক বর্ণনা অনুযায়ী এ হাদিস দ্বারা ইমাম মালেক রহ. দলিল পেশ করেছেন যে, ছায়াদার ছবি অবৈধ। অর্থাৎ, ভাস্কর্য ও কায়বিশিষ্ট জিনিস। যেমন–প্রতিমা ইত্যাদি। কেনোনা, এগুলোর ছায়া জমিতে পরে। সুতরাং এরূপ ছবি অবৈধ এবং হারাম। তবে যে ছবি কায়বিশিষ্ট নয় এবং এর ছায়া জমিনের ওপর পরে না। যেমন–কাগজে বা কাপড়ে কোনো ছবি তৈরি করা হলে বা দেওয়ালে তৈরি করা হলে এমন ছবি এবং বর্ণনা অনুযায়ী মালেক রহ. এর মতে হারাম ও অবৈধ না। অবশ্য মাকরুহে তানজিহি। অনেক মালেকি আলেম এ বর্ণনাটি অবলম্বন করেছেন। অধিকাংশ ইসলামি আইনবিদ যাদের অন্তর্ভুক্ত ইমামত্রয় তাদের মাজহাব হলো কায়বিশিষ্ট ছবি ও কায়হীন ছবিতে কোনো পার্থক্য নেই। বরং সব ধরনের ছবি অবৈধ। চাই সেটি কাপড়ের ওপর তৈরি হোক বা কাগজের ওপর কিংবা দেওয়ালের ওপর কিংবা কোনো কায়বিশিষ্ট জিনিসের ওপর। সর্বাবস্থায় হারাম ও অবৈধ। ইমাম মালেক রহ. এর আরেকটি বর্ণনা অনুরূপ।

ইমাম মালেক রহ. সে হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন, যাতে এই ব্যতিক্রমভুক্তি রয়েছে إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِيْ ثَوْبٍ অর্থাৎ, তাহলে ব্যতিক্রম সে ছবি যেগুলো কাপড়ে তৈরি করা হয়। এতে সে ছবিকে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে যেটি কোনো কাপড়ে নকশা করা হয়। এর দ্বারা বুঝা গেলো, ছায়াহীন ছবি বৈধ। অধিকাংশ ইসলামি আইনবিদের দলিল প্রথমত সেসব হাদিস যেগুলোতে ছবি ব্যাপক আকারে অবৈধ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে ছায়াদার ও ছায়াহীন হওয়ার কোনো পার্থক্য করা হয়নি। যেমন ওপরে হাদিসে এসেছে– نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ عَنِ الصُّوْرَةِ فِى الْبَيْتِ এতে কায়বিশিষ্ট (পুতুল) ও কায়ছাড়া হওয়ার কোনো পার্থক্য করা হয়নি। এমনভাবে পরবর্তীতে একটি হাদিসে এসেছে– مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً عَذَّبَهُ اللهُ অর্থাৎ, যে কোনো ছবি তৈরি করবে তাকে আল্লাহ তা'আলা আজাব দিবেন। এতে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। এর থেকে বুঝা গেলো, অধিকাংশ হাদিস এমন রয়েছে যেগুলোতে ছবি ব্যাপক আকারে হারাম বলে উল্লিখিত আছে। কায়বিশিষ্ট এবং কায়ছাড়া কোনো পার্থক্য ও তাফসিল নেই। এ অনুচ্ছেদে সংখ্যাগরিষ্ঠের নেহায়েত স্পষ্ট দলিল হজরত আয়েশা রা. এর ঘটনা। তিনি বলেন, আমি নিজ কামরায় একটি পর্দা ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম। যাতে বিভিন্ন ছবির নকশা ছিলো। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কক্ষে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর নজর সে পর্দার ওপর পরলো। তখন

তিনি তা প্রত্যাখ্যান বা অপছন্দ করলেন। অনেক বর্ণনায় আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গেলো। তিনি বললেন, যতোক্ষণ পর্যন্ত এটা তুমি বের করবে না, ততোক্ষণ পর্যন্ত আমি ঘরে প্রবেশ করবো না। কেনোনা, এর ওপর ছবি আছে। দেখুন, এই হাদিসে যে ছবির ব্যাপারে তিনি রদ করলেন সেটি ছিলো কাপড়ের ওপর। (কায়বিশিষ্ট) পুতুল ছিলো না; বরং কাপড়ের ওপর নকশা ছিলো। যদি কাপড়ের নকশা বিশিষ্ট ছবি সর্বাবস্থায় বৈধ হতো তাহলে তিনি প্রত্যাখ্যান করতেন না।

এ হাদিসের আলোকে إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِىْ ثَوْبٍ বিশিষ্ট হাদিস পড়বেন, তখন ইবারতের এই অর্থ বের হবে যে, হাদিসে رقم শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য এমন একটি নক্শা যাতে কোনো প্রাণির ছবি না থাকে। যেমন–গাছ, চারা, ফুল ফল ইত্যাদির ছবি তৈরি আছে। কেনোনা, আরবি ভাষায় رقم এর অর্থ নক্শা। সুতরাং যে কোনো জিনিস নক্শা করা হবে সেগুলো সব رقم এর অন্তর্ভুক্ত হবে। চাই প্রাণি হোক কিংবা নিষ্প্রাণ। এ হাদিসের মাধ্যমে অপ্রাণিকে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে যে, যদি কাপড়ের ওপর প্রাণি ব্যতিত অন্য জিনিসের নক্শা ও নিগার হয় তাহলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। এ অনুচ্ছেদের হাদিসে হজরত সাহল ইবনে হুনাইফ রা. সেসব প্রাণহীন জিনিসের নক্শা ও নিগার তথা চিত্র সম্পর্কে বলেছেন, যে, এটা বৈধ। তবে আবু তালহা রা. বলেন, আমার এই ছবিও বেশি পছন্দনীয় না। যদি এগুলোকে বের করে দেওয়া হয় তাহলে ভালো হবে। সারকথা, إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِىْ ثَوْبٍ এর ওপরযুক্ত ব্যাখ্যা হতে পারে এবং এ পদ্ধতিতে إِسْتِثْنَاءِ مُنْقَطِع হবে। متصل হবে না। কেনোনা, প্রথম বাক্যটিতে প্রাণির ছবি হারাম হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। তারপর নিষ্প্রাণ জিনিসকে إِسْتِثْنَاء তথা ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে। তাই হজরত আয়েশা রা. এর হাদিসের আলোকে মালেকিদের দলিল ব্যাখ্যাকৃত বা তা'বিলকৃত।

একটি আশ্চর্য বিষয় হলো, হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. এর হাদিসের বর্ণনাকারি কাসেম ইবনে মুহাম্মদ। আর কাসেম ইবনে মুহাম্মদ স্বয়ং এর প্রবক্তা যে ছায়াহীন ছবি বৈধ। হানাফিদের মূলনীতির ভিত্তিতে এ মাসআলাটি চিন্তা করে দেখার বিষয় যে, যেখানে কোনো বর্ণনাকারি স্বীয় বর্ণিত হাদিসের খেলাফ ফতওয়া দেন, তখন মনে করা হয় হয়তো এ হাদিসটি ব্যাখ্যাকৃত কিংবা মানসুখ। আর মালেকিরাও এখানে এ হেকমত বের করেন যে স্বয়ং কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ছায়াহীন ছবির বৈধতার প্রবক্তা। তবে ছবি হারাম হওয়ার ব্যাপারে অগণিত হাদিস রয়েছে এবং সবগুলো ব্যাপক। সেগুলোতে ছায়াদার এবং ছায়াহীন হওয়ার কোনো ব্যবধান করা হয়নি। সুতরাং এ সম্পর্কে অধিকাংশ আইনবিদদের উক্ত প্রধান এবং সতর্কতাপূর্ণ।[৬০২]

ক্যামেরার ছবির আদেশ

ক্যামেরার ছবির মাসআলা সৃষ্টি হয়েছে পরবর্তীতে। যে যুগে ছবি সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের মতে, আলোচনা গবেষণা চলছিলো, সে যুগে ক্যামেরার অস্তিত্ব ছিলো না; বরং হাতে ছবি বানানো হতো। ক্যামেরার ছবি সম্পর্কে অধিকাংশ ইসলামি আইনবিদ বলতে থাকেন যে, উপকরণ পরিবর্তিত হওয়ার পরে আদেশ পরিবর্তন হয় না। একটি জিনিস প্রথমে হাতে তৈরি করা হতো। এখন মেশিনে তৈরি হয়। শুধু উপকরণের পরিবর্তনের কারণে কোনো জিনিসের বৈধতা-অবৈধতার পার্থক্য হয় না। যদি ছবি অবৈধ হয় তাহলে চাই হাতে তৈরি করা হতো। যদি ছবি অবৈধ হয় তাহলে চাই হাতে তৈরি করা হোক কিংবা ক্যামেরাতে তৈরি করা হোক উভয়টি অবৈধ।

---

[৬০২] দ্র. আল-মুগনি-ইবনে কুদামা- ৮/৬, আল-ইনসাফ- ১/৪৭৪, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম- ৪/১৫৫, ১৫৬।

মিসরের এক মুফতি আল্লামা শায়েখ মুহাম্মদ বুখাইত রহ. অতিক্রান্ত হয়ে গেছেন, যিনি দীর্ঘকাল পর্যন্ত মিসরের মুফতি ছিলেন। যিনি বড় এবং মুত্তাকি আলেম ছিলেন। শুধু খাহেশ পুরুস্ত তথা প্রবৃত্তি পূজারি ছিলেন না। তিনি اَلْجَوَابُ الشَّافِىْ فِىْ اِبَاحَةِ سُوْرَةِ فُوْتُوْ غِرَافِىْ নামে একটি পুস্তিকা লিখেছেন। তাতে তিনি লিখেছেন যে, ক্যামেরার মাধ্যমে গৃহীত ছবি বৈধ। প্রমাণে বলেছেন, হাদিসে ছবির যে নিষেধের কারণ বয়ান করেছেন, সেটি হলো আল্লাহর সৃজনের সঙ্গে সাদৃশ্য। বস্তুত আল্লাহর সৃজনের সঙ্গে সাদৃশ্য তখনি হতে পারে যখন কোনো ব্যক্তি স্বীয় কল্পনা এবং ব্রেন দ্বারা নিজের হাতে কোনো চিত্র তৈরি করে। পক্ষান্তরে ক্যামেরার ছবিতে নিজের কল্পনার কোনো দখল থাকে না, বরং ক্যামেরার ছবিতে এই হয় যে, আল্লাহর সৃষ্টি একটি মাখলুক প্রথম হতে বিদ্যমান ছিলো। সে সৃষ্টির ছবি (আকছ) নিয়ে সেটাকে সংরক্ষণ করে। সুতরাং আল্লাহর সৃজনের সঙ্গে সাদৃশ্য পাওয়া যায়নি। বরং এটা হলো একটি ছায়াকে আবদ্ধকরণ এটা অবৈধ না। এটা ছিলো তার অবস্থান। মিসর এবং আরব রাষ্ট্রের অনেক আলেম এ সম্পর্কে তার সমর্থনও করেছেন। তবে অধিকাংশ আলেম সে যুগেও এবং পরবর্তীতেও বিশেষত হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের ওলামায়ে কেরাম তাদের দলিল গ্রহণ করেননি। তাঁরা সমর্থনও করেছেন। তবে অধিকাংশ আলেম সে যুগেও এবং পরবর্তীতেও বিশেষত হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের ওলামায়ে কেরাম তাদের দলিল গ্রহণ করেননি। তাঁরা বলেছেন, আল্লাহ সৃজনের সঙ্গে সাদৃশ্য সর্বাবস্থায় বাস্তবায়িত হয়ে যায়। চাই মানুষ এমন জিনিসের ছবি তৈরি করুক, যেটি আগে মওজুদ থাকে এবং সে নিজের কল্পনা দ্বারা ছবি তৈরি করুক। আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ বুখাইত রহ. যেমন বলেছেন, যে জিনিস প্রথমে মওজুদ থাকে তার ছবি বানানো বৈধ। এমন হলে তো প্রতিটি জিনিসের ছবি বৈধ হওয়া উচিত। চাই হাতে বানানো হোক কিংবা ক্যামেরার মাধ্যমে তৈরি করা হোক। হজরত আয়েশা রা. এর হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পর্দার ব্যাপারে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, এর ওপর হজরত সুলাইমান আ. এর ঘোড়ার ছবি তৈরি ছিলো এবং এটাকে আল্লাহ তা'আলা তৈরি করেছিলেন। কাজেই এর ছবি কোনো কল্পিত জিনিসের ছবি ছিলো না। তবে তা সত্ত্বেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতিবাদ করেছেন। এর দ্বারা বুঝা গেলো, কোরআন ও সুন্নায় এমন পার্থক্য করার কোনো দলিল নেই– যে জিনিস আগে মওজুদ থাকে তার ছবি বানানো বৈধ আর যে জিনিস মওজুদ নেই তার ছবি বানানো অবৈধ। বাকি রইলো উপকরণের বিষয়টি। এ সম্পর্কে প্রথমেই বলে দিয়েছি যে, উপকরণের পরিবর্তনের ফলে হুকুমে কোনো পার্থক্য হয় না। সুতরাং অধিক সংখ্যক আলেমের মতে, প্রধান এটাই যে ক্যামেরার ছবিরও সে আদেশই যে আদেশ হাতে তৈরি ছবির। সুতরাং তা হতে পরহেজ করা আবশ্যক।

প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ছবির আদেশ

এই মতপার্থক্য দ্বারা এ বিষয়টি সামনে আসে যে এর বৈধতা ও অবৈধতা দু'টি কারণে ইজতিহাদি বিষয়ে পরিণতি হয়েছে।

(১) এ সম্পর্কে ইমাম মালেক রহ. এর মতপার্থক্য রয়েছে।

(২) ক্যামেরার ছবি সম্পর্কে আল্লামা বুখাইত রহ. এর ফতওয়া মওজুদ রয়েছে। যদিও সে ফতওয়া আমাদের মতে সঠিক না। তবে সর্বাবস্থায় একটি নতুন জিনিস সম্পর্কে একজন পরহেজগার আলেমের উক্তি রয়েছে। ফলে বিষয়টি ইজতিহাদি হয়ে গেলো। সাধারণ প্রয়োজনের সময় ইজতিহাদি বিষয়ের অবকাশ সৃষ্টি হয়ে যায়। সুতরাং যেখানে সাধারণ প্রয়োজন হবে যেমন–পাসপোর্ট ও আইডেনটিটি কার্ডে (পরিচয় পত্রে) কিংবা এমন কোনো স্থানে যেখানে মানুষের নিজের পরিচয় করাতে হয় এবং পরিচয় ব্যতিত কাজ হয় না এবং ছবি ব্যতিত পরিচয় হতে পারে না, সেসব স্থানে তা ব্যবহার করা বৈধ হবে। প্রয়োজনের ক্ষেত্র ব্যতিত তা ব্যবহার করা বৈধ না। তা হতে পরহেজ করা আবশ্যক।

নিষ্প্রাণ জিনিসের ছবি বৈধ

এসব আলোচনা এবং বিস্তারিত বিবরণ হলে প্রাণির ছবি সংক্রান্ত। বাকি রইলো নিষ্প্রাণ জিনিসের ছবির বিষয়টি। তা বানানো বৈধ। মুসনাদে আহমদের একটি হাদিসে এ ব্যবধান করা হয়েছে যে, প্রাণির ছবি অবৈধ, নিষ্প্রাণ জিনিসের ছবি বৈধ। এ পার্থক্যের কারণ হলো নিষ্প্রাণ জিনসকে অস্তিত্ব দানের জন্য মানুষের চেষ্টার কিছু না কিছু বাহ্যিক দখল অবশ্য হয়। যেমন– বৃক্ষের অস্তিত্ব দানের জন্য জন্য মানুষ জমি প্রস্তুত করে, সেটাকে নরম করে তাতে বীজ বপন করে, পানি দেয়, এর হেফাজত করে ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে এর পরপন্থি প্রাণির সৃজন। কেনোনা, এতে মানুষের কর্মের কোনো দখল নেই।

টেলিভিশন রাখা অবৈধ

এবার ক্যামেরা হতে অগ্রসর হয়ে এসেছে টেলিভিশন।

প্রশ্ন হলো এ সম্পর্কে আদেশ কি? প্রথম কথাটি হলো বর্তমান পরিস্থিতিতে যেভাবে টেলিভিশন ব্যবহৃত হচ্ছে, এটি যতো খারাপ জিনিসের সমষ্টি। এ কারণে আমাদের পক্ষ হতে এ ফতওয়া দেওয়া হয় যে, ঘরে নিজের কাছে টেলিভিশন রাখা অবৈধ। সামনে যে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করছি সেটি টেলিভিশন সংক্রান্ত এলমি এবং মতবাদগত বিবরণ। এটাও গভীরভাবে বুঝে নেওয়া উচিত।

টেলিভিশন সংক্রান্ত এলমি এবং মতবাদগত তত্ত্বানুসন্ধান

টেলিভিশনে যে সব প্রোগ্রাম পেশ করা হয় সেগুলো তিন প্রকার।

(১) প্রথম প্রকার হলো– টেলিভিশনে এমন বিষয় দেখানো হবে যেগুলো আগে হতেই ছবি আকারে বিদ্যমান রয়েছে। সেটাকে বড় করে টিভি স্ক্রীনে দেখানো হয়। এর ছবি হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তাই এটা দেখা হারাম। এর আদেশ তাই হবে যা ছবির আদেশ।

(২) দ্বিতীয় প্রকার হলো–যাতে মধ্যখানে ফিল্মের মধ্যস্ততা হয় না; এবং প্রত্যক্ষভাবে সে বস্তুটি টেলিকাস্ট করা হয়। যেমন– একজন টিভি স্টেশনে বসা আছে, বক্তব্য রাখছে কিংবা অন্য কোথাও বক্তব্য রাখছে। টিভি ক্যামেরার মাধ্যমে সরাসরি তার বক্তব্য ও ছবি টিভি স্ক্রীনে দেখানো হয়। মাঝখানে ফিল্ম ও রেকর্ডিং এর কোনো মধ্যস্থতা নেই। প্রত্যক্ষভাবে দৃশ্যমান এই ছবিকে ওলামায়ে কেরামের একটি দল ছবি সাব্যস্ত করে এর ব্যবহার হারাম সাব্যস্ত করেন। তবে এটাকে ছবি সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে আমার সংশয় রয়েছে।

সরাসরি টেলিকাস্ট করার মতো প্রোগ্রাম

এর কারণ হলো ছবি হয় সেটি, যেটিকে কোনো জিনিসের ওপর স্থায়ীভাবে স্থির করা হয়। সুতরাং যদি সে ছবি স্থায়ীভাবে কোনো জিনিসের ওপর স্থির না হয় তাহলে সেটি ছবি নয়; বরং সেটি আকছ-প্রতিচ্ছবি।

অতএব সরাসরি দেখানোর মতো ছবি হলো আকছ, তাসবির না। যেমন কোনো ব্যক্তি এখান হতে দু'মাইল দূরে আছে তার কাছে একটি শীশা বা কাঁচ আছে। এই শীশার মাধ্যমে সে এখানকার দৃশ্য দেখছে। স্পষ্ট বিষয় সেই ব্যক্তি দু'মাইল দূরে আছে তার কাছে একটি শীশা বা কাঁচ আছে। এই শীশার মাধ্যমে যে এখানকার দৃশ্য দেখছে। স্পষ্ট বিষয় সেই ব্যক্তি দু'মাইল দূরে বসে শীশাতে এখানকার আকছ বা প্রতিচ্ছবি দেখছে, একটি তাসবির দেখছে না। কেনোনা, এ আকছ কোনো জায়গায় স্থির ও স্থায়ীভাবে সুদৃঢ় না। সম্পূর্ণ এ রকম যেমন সরাসরি টেলিকাস্ট করার পদ্ধতিতে বৈদ্যুতিক কণাগুলোর মাধ্যমে মানুষের রূপের কণাগুলোকে স্থানান্তরিত করা হয়। তারপর এগুলোকে স্ক্রীনের মাধ্যমে দেখানো হয়। সুতরাং এর ছবির তুলনায় আকছের, অধিক নিকটে।

ভিডিও ক্যাসেটের বিধান

৩য় প্রকার হলো– যেগুলো ভিডিও ক্যাসেটের মাধ্যমে দেখানো হয় অর্থাৎ, একটি বক্তব্য এবং এর ছবির কথাগুলো নিয়ে ভিডিও ক্যাসেটে সংরক্ষণ করে, তারপর এসব কণাকে সে ক্রমবিন্যাস অনুযায়ী ছাড়ে, তখন সে দৃশ্য এবং ছবি পরিদৃষ্ট হয়। আমার মতে এটাকেও ছবি বলা মুশকিল। কেনোনা, যে জিনিস ভিডিও ক্যাসেটে সংরক্ষিত হয় সেগুলো ছবি হয় না; বরং সেগুলো হয় বৈদ্যুতিক কণা। এ কারণে যদি ভিডিও ক্যাসেটের রিয়েলকে অণুবীক্ষণ লাগিয়েও দেখা হয় তাহলে তাতে ছবি দেখা যাবে না। তাই আমার ঝোঁক এদিকে যে, এই দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রকারটি তাসবিরের পর্যায়ভুক্ত হয় না। সুতরাং যদি এমন কোনো যথার্থ প্রোগ্রাম পেশ করা হয় যেটি সত্তাগতভাবে বৈধ এবং এই দু'টি মাধ্যমের মধ্য হতে কোনো একটি মাধ্যমে পেশ করা হয় তাহলে তার দেখা সত্তাগতভাবে বৈধ। وَاللهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ إِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّيْ وَمِنَ الشَّيْطَانِ একথাগুলো ওলামায়ে কেরামের বুঝার এবং তাদের কাছে বলার ছিলো। তবে এসব কথা অধিক পরিমাণে প্রচার করলে টিভি ব্যবহারে অবশ্যই উদ্বুদ্ধ করা হবে। সুতরাং এসব কথা জনসাধারণের কাছে বর্ণনা করার মতো না। জনসাধারণকে তো এটাই বলা উচিত যে, এই টিভি ব্যবহার অবৈধ। কেনোনা, এমন টিভির কল্পনা বর্তমান যুগে অসম্ভব যাতে অবৈধ প্রোগ্রাম থাকবে না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُصَوِّرِيْنَ

অনুচ্ছেদ-১৯ : চিত্র কারক প্রসংগে (মতন পৃ. ৩০৫)

١٧٥٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً عَذَّبَهُ اللهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيْهَا يَعْنِي الرُّوْحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيْهَا وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيْثِ قَوْمٍ وَهُمْ يَفِرُّوْنَ بِهِ مِنْهُ صُبَّ فِيْ أُذُنِهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

[৬০৩]১৭৫৭। **অর্থ** : আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো চিত্র প্রস্তুত করলো আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তিকে ততোক্ষণ পর্যন্ত আজাবে রাখবেন, যতোক্ষণ না সে ব্যক্তি তাতে রূহ দিতে পারবে। আর সে তাতে কখনও রূহ দিতে পারবে না। যে ব্যক্তি এমন কোনো দলের কথা গোপনে শুনবে যে দল সে ব্যক্তি হতে দূরে থাকার চেষ্টা করে, কিয়ামতের দিন তার কানে গালানো শীশা ঢালা হবে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবু হুরায়রা, আবু জুহাইফা, আয়েশা ও ইবনে উমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخِضَابِ

অনুচ্ছেদ–২০ : খেজাব প্রসংগে (মতন পৃ. ৩০৫)

١٧٥٨ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيِّرُوْا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ.[৬০৪]

---

[৬০৩] সহিহ বোখারি- كتاب اللباس : باب من صورة– শরহুস সুন্নাহ বাগবি- ১২/১৩০।

[৬০৪] সুনানে নাসায়ি- كتاب الزينة : باب الاذن فى الخضاب– মুসনাদে আহমদ- ১/১৬৫।

১৭৫৮। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিজের বার্ধক্যকে পরিবর্তন করো এবং ইহুদিদের সঙ্গে সামঞ্জস্য অবলম্বন করো না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত জুবায়র, ইবনে আব্বাস, জাবের, আবু জর, আনাস, আবু রিমসা, জাহ্‌দামা, আবুত তোফাইল, জাবির ইবনে মাসুরা, আবু জুহাইফা ও ইবনে উমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

একাধিক সূত্রে এটি আবু হুরায়রা রা. এর সনদে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে।

উদ্দেশ্য হলো, ইহুদিরা সাদা চুলে কোনো প্রকার খেজাব লাগায় না, তোমরা অনুরূপ করো না।

১৭৫৯- عَنْ أَبِي ذَرٍّ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ الشَّيْبُ الْحِنَاءُ وَالْكَتَمُ.

১৭৫৯। **অর্থ :** আবু জর রা. হতে বর্ণিত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বার্ধক্য তথা সাদা চুল দাড়ি যেসব জিনিস দ্বারা পরিবর্তন করা হয় তন্মধ্যে সর্বোত্তম হলো মেহেদি ও কাতাম ঘাস।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

আবুল আসওয়াদ দীলির নাম হলো জালেম ইবনে আমর ইবনে সুফিয়ান।

অন্যান্য বর্ণনায় চুলের পরিবর্তনের অর্থ এই এসেছে যে, হয়তো মেহেদি লাগিয়ে পরিবর্তন করবে। আর অনেক বর্ণনায় كَتَمْ শব্দ এসেছে। كَتَمْ এক ধরনের ঘাস হতো যা লাগালে চুলের রং ছাই বর্ণ হয়ে যেতো। আর অনেক সময় মেহেদি ও كتم দু'টি মিলিয়ে সাহাবায়ে কেরাম ব্যবহার করতেন। যা লাগানোর ফলে চুলের রং (পাথরের) মত হয়ে যায়। উভয়টিই মাসনুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি উৎসাহিত করেছেন।

দরসে তিরমিযী

খেজাব লাগানোর আদেশ

যে কালো খেজাব লাগালে চুরের রং সম্পূর্ণ কালো হয়ে যায়, সে খেজাব সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ হলো, যদি কোনো ব্যক্তি অন্যদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য কালো খেজাব ব্যবহার করে আর নিজেকে যুবক হিসেবে প্রকাশ করার জন্য এমন করে তাহলে এটা সর্বসম্মতিক্রমে حرام। আর যদি কালো খেজাব নিজেকে মুজাহিদ হিসেবে প্রকাশ করার নিয়তে জেহাদে শত্রুদের ওপর প্রভাব সৃষ্টি করার জন্য এবং তাদের সামনে শক্তি প্রকাশ করার জন্য নিজের চুলে লাগায় তাহলে তা সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ।

৩য় প্রকার হলো, কালো খেজাব যদি কোনো ব্যক্তি সৌন্দর্য লাভের জন্য ব্যবহার করে তাহলে এ সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে। অনেক ইসলামি আইনবিদ এটাকে বৈধ বলেন। আর অনেকে অবৈধ বলেন। যেসব ইসলামি আইনবিদ এটাকে অবৈধ বলেন তাঁরা صحيح মুসলিমের একটি হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন, যাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজাব লাগানোর নির্দেশ দিয়েছেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন وَاجْتَنِبُوا।

السَّوَادَ অর্থাৎ, কালো খেজাব হতে পরহেজ করো। এসব ইসলামি আইনবিদ এ নিষেধকে সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। তথা সৌন্দর্যের উদ্দেশে কালো খেজাব ব্যবহার করা অবৈধ। তবে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ও অন্যান্য ইসলামি আইনবিদ বলেন, সৌন্দর্যের নিয়তেও কালো খেজাব লাগানো বৈধ। তারপর সৌন্দর্যের মধ্যেও দু'টি পদ্ধতি রয়েছে—

(১) কোনো রমণী তার স্বামীর জন্য সৌন্দর্যের নিয়তে কালো খেজাব লাগায়।

(২) পুরুষ তার স্ত্রীর জন্য সৌন্দর্যের নিয়তে খেজাব লাগায়। অনেক ইসলামি আইনবিদ উভয় পদ্ধতিতে অবৈধ বলেন। আর অনেক ফকিহ এই পার্থক্য করেন যে, স্ত্রীর জন্য স্বামীর উদ্দেশে খেজাব লাগানো বৈধ, আর পুরুষের জন্য অবৈধ।

এ বিষয়ে সিদ্ধান্তমূলক উক্তি হলো, যদি সৌন্দর্যের উদ্দেশ্য হয়, স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে খুশি করা কিংবা স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে খুশি করা তাহলে এটা হারাম না। অবশ্য মাকরুহে তানজিহি শূন্য না। বাকি রইলো وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ (তথা কালো খেজাব হতে পরহেজ) এর আদেশ। এতে বিস্তারিত বিবরণ হলো, যদি ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে হয় তাহলে নিষেধের এই আদেশ আবশ্যকীয় তথা ওয়াজিবমূলক। আর যদি পুরুষের সৌন্দর্য মহিলার উদ্দেশে কিংবা স্ত্রীর সৌন্দর্য পুরুষের উদ্দেশে হয় তাহলে এ আদেশ মোস্তাহাব পর্যায়ের। তখন পরহেজ করা উত্তম। তবে যদি কেউ ব্যবহার করে তাহলে এটাকে হারাম বলবে না।[৬০৫]

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجُمَّةِ وَاتِّخَاذِ الشَّعْرِ

অনুচ্ছেদ-২১ : বাবরি এবং চুল রাখা প্রসংগে (মতন পৃ. ৩০৪)

١٧٦٠ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبْعَةً لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ حَسَنَ الْجِسْمِ أَسْمَرَ اللَّوْنِ وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ وَلَا سَبِطٍ إِذَا مَشٰى يَتَوَكَّأُ.[৬০৬]

১৭৬০। **অর্থ :** আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মাধ্যম। না অধিক দীর্ঘ না বেঁটে এবং সুঠৌল দেহের অধিকারি। গোধূলি রঙের ছিলেন। তাঁর চুলগুলো না অধিক কোঁকড়ানো না সম্পূর্ণ খাড়া। তিনি যখন চলতেন তখন মনে হতো যেনো ওপরে হতে নিচের দিকে চলছেন।

তিরমিজী রহ. বলেছেন, হজরত আয়েশা, বারা, আবু হুরায়রা, ইবনে আব্বাস, আবু সাইদ, জাবের, ওয়াইল ইবনে হুজর এবং উম্মে হানি রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ সূত্রে আনাস রা. এর হাদিসটি হুমাইদ হতে حسن غريب।

١٧٦١ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَّةِ وَدُوْنَ الْوَفْرَةِ.[৬০৭]

---

[৬০৫] দ্র. আল-মুগনি- ইবনে কুদামা ১/৯১, আল-মাজমু'-শরহুল মুহাজ্জাব- ১/২৯১, ২৯৪, আল-বাহরুর রায়েক- ৮/১৩৮।

[৬০৬] মুসনাদে আহমদ- ৩/২৪০, জামিউল মাসানিদ ওয়াস সুনান- ২২/১২৭।

[৬০৭] সুনানে ইবনে মাজাহ- كتاب اللباس : باب اتخاذ الجمة و الذوائب, মুসনাদে আহমদ- ৬/৩০, ৩৭।

১৭৬১। **অর্থ :** আয়েশা সিদ্দিকা রা. বলেন, আমি এবং একই পাত্র হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করতাম। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চুল মুবারক স্কন্ধের ওপর কানের লতির নীচ পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিলো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি এ সূত্রে حسن صحيح غريب।

একাধিক সূত্রে হজরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক পাত্র হতে গোসল করতাম। তাঁরা এতে এ বাক্যটি উল্লেখ করেননি যে, তাঁর চুল কানের লতির নিচে তাহলে স্কন্ধের ওপর পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিলো তথা জুম্মার বেশি ওয়াফরার চেয়ে কম।

আবদুর রহমান ইবনে আবু জিনাদ নির্ভরযোগ্য মালেক ইবনে আনাস তাকে নির্ভরযোগ্য বলতেন এবং তার হতে (হাদিস) লেখার জন্য নির্দেশ দিতেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبًّا

অনুচ্ছেদ–২২ : প্রতিদিন কেশ বিন্যাস করা নিষেধ প্রসংগে (মতন পৃ. ৩০৫)

١٧٦٢ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنِ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبًّا.[৬০৮]

১৭৬২। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেশ বিন্যাস করতে নিষেধ করেছেন। তাহলে একদিন পর পর।

মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শা-ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ-হিশাম-হাসান ও সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن صحيح।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আনাস রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। غِبًّا শব্দের অর্থ কোনো কাজ একদিন করা আরেকদিন বিরতি দেওয়া।

দরসে তিরমিযী

কেশ বিন্যাসের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন

একদিকে তো হাদিসে এসেছে যে, যদি কোনো ব্যক্তি চুল রাখে তাহলে সে চুলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। এগুলোকে জংলিদের মতো যেনো ছেড়ে না দেয়; বরং এগুলোর সেবা-যত্ন করে। অপরদিকে এ অনুচ্ছেদের হাদিসে বলেছেন, দৈনন্দিন যেনো চুল না আচড়ায়; বরং একদিন ছেড়ে অপর দিন তা করে। আসল উদ্দেশ্য এসব হাদিস দ্বারা মধ্যপন্থা অবলম্বন করার বিষয়টি বাতলে দেওয়া। না মানুষ সম্পূর্ণ বেঢংগা হবে যার ফলে নিজের দেহের, কাপড়ের ও চুলের কোনো তোয়াক্কাই করবে না, আর না এমন হবে যে সর্বদা সীতা কাটা এবং কেশ বিন্যাসে লেগে থাকে, রমণীদের মতো সর্বদা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল সাজাতে থাকে। বরং মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উচিত। নিজের চুল আঁচড়াবেও, কিন্তু তাতে এতোটা নিমগ্ন হবে না যে সর্বদা তাতেই লিপ্ত থাকবে। নিজের কাপড় এবং দেহকে ঠিক রাখার ক্ষেত্রেও এই মধ্যপন্থার প্রতি লক্ষ রাখা উচিত। চটক-

---

[৬০৮] সুনানে আবু দাউদ- باب الترجل غبا : كتاب الزينة في اول كتاب الترجل- মুসনাদে আহমদ- ৬/৩০, ৩৭।

মটকাও জায়েজ নেই যে, সর্বদা একজন এই চিন্তায় থাকবে যে কাপড়ের ইস্ত্রি নষ্ট হয়ে যায় কিনা। আবার এমনও যেনো না হয় যে, ময়লা কাপড় পরে ঘুরতে থাকবে, এ ব্যাপারে তার কোনো অনুভূতি থাকবে না। এমনও করা ঠিক না। বরং উচিত উভয়ের মাঝে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে কাজ করা।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِكْتِحَالِ

অনুচ্ছেদ-২৩ : সুরমা ব্যবহার প্রসংগে (মতন পৃ. ৩০৫)

١٧٦٣ -عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اكْتَحِلُوْا بِالْإِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَتْ لَهُ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ بِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثَةً فِي هٰذِهِ وَثَلَاثَةً فِي هٰذِهِ.[৬০৯]

১৭৬৩। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা ইসমিদ সুরমা ব্যবহার করো। ইসমিদ বিশেষ এক প্রকার সুরমার নাম। যা পাওয়া যায় মদিনা মুনাওয়ারায়। বর্তমানেও পাওয়া যায়। আসল ইসমিদ সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হলো এর রং লাল হয়। চোখে দিলে কালো হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভবে এবং প্রতি উৎসাহিত করেছেন এবং বলেছেন, এর ফলে চোখের জ্যোতি বাড়ে আর এটা চোখের পলক জন্মায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটি সুরমাদানি ছিলো। তিনি প্রতি রাতে তা হতে সুরমা লাগাতেন। তিন সলা এক চোখে আর তিন সলা অপর চোখে।

হজরত জাবের ও ইবনে উমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিসটি حسن غريب।

এটি আমরা এ শব্দে আব্বাস ইবনে মানসুর সূত্রেই কেবল জানি। আলি ইবনে হুজর, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া-ইয়াজিদ ইবনে হারুন-আব্বাদ ইবনে মানসুর সূত্রে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

একাধিক সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, তোমরা অবশ্যই ইসমিদ (সুরমা) ব্যবহার করো। কেনোনা, এটি চোখ পরিষ্কার করে এবং চোখের পালক জন্ম দেয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالْاِحْتِبَاءِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

অনুচ্ছেদ-২৪ : এক কাপড়ে হাত পা বেঁধে বসা নিষেধ প্রসংগে (মতন পৃ. ৩০৫)

١٧٥٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَهٰى عَنْ لِبْسَتَيْنِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ بِثَوْبِهِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ بِشَيْءٍ.[৬১০]

---

[৬০৯] আল-মুজামুল কাবির-তাবারানি- ১২/৬৬, মুসনাদে আহমদ- ১/৩৫৪।

[৬১০] মুসনাদে আহমদ- ২/৪১৯, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা- ৮/২৯৯।

১৭৬৪। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি ধরণ অবলম্বন হতে নিষেধ করেছেন। لِبْسَتَيْنِ লামের নিচে যের فعلة এর ওজনে। এটি اصماءُ-اِشْتِمَالِ الصَّمَّاء এর অর্থ চাদর এমনভাবে বেঁধে বসা যাতে হাত পা বন্ধ হয়ে যায়। কেউ তাড়াতাড়ি তা হতে বের হতে চাইলে বের হতে পারবে না। এ হতে নিষেধের কারণ হলো যদি হঠাৎ কোনো দুর্ঘটনা কিংবা প্রয়োজন সামনে আসে তখন মানুষের জন্য তাড়াতাড়ি বের হওয়া মুশকিল হয়ে পড়বে। যদি বের হতে চায় তাহলে তাতে ছোট ইত্যাদি লাগার আশংকা আছে। দ্বিতীয় হলো إِحْتِبَاء এর অর্থ কেউ এভাবে এক কাপড়ের বসবে যে লজ্জাস্থানের ওপর ভিন্ন কোনো কাপড় থাকবে না। এতে সতর খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং তা হতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আলি ইবনে উমর, আয়েশা, আবু সাইদ, জাবের ও আবু উমামা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। আবু হুরায়রা রা. এর হাদিসটি এ সূত্রে حسن صحيح غريب। একাধিক সূত্রে এটি আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مُوَاصِلَةِ الشَّعْرِ

অনুচ্ছেদ– ২৫ : চুলে জোড়া লাগানো প্রসংগে (মতন পৃ. ৩০৬)

١٧٦٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُتَوَشِّمَةَ قَالَ نَافِعٌ اَلْوَشْمُ فِي اللِّثَةِ.[৬১১]

১৭৬৫। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা চুলের সঙ্গে চুল লাগানেওয়ালি এবং যারা লাগানোর কাজ করে এবং যারা উল্কি করে এবং করায় এদের সবার প্রতি অভিশাপ করেছেন। নাফে' বলেন, وَشْم বা উল্কি দাঁতের মাড়িতে হয়। যেহেতু আগের যুগে লোকজন বিশেষভাবে মাড়িতে দাগ লাগাত-উল্কি করতো তাই এটাকে ভিন্ন উল্লেখ করেছেন। অন্যথায় মাড়ির সঙ্গে এর কোনো বিশেষত্ব নেই। দেহের অন্যান্য অংশেও উল্কি করার সে আদেশই যা মাড়ির ক্ষেত্রে হয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আয়েশা, ইবনে মাসউদ, আসমা বিনতে আবু বকর, ইবনে আব্বাস, মা'কিল ইবনে ইয়াসার ও মুয়াবিয়া রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ رُكُوْبِ الْمَيَاثِرِ

অনুচ্ছেদ–২৬ : গালিচার ওপর আরোহণ করা প্রসংগে (মতন পৃ. ৩০৬)

١٧٦٦ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ رُكُوْبِ الْمَيَاثِرِ.[৬১২]

---

[৬১১] সহিহ বোখারি- كتاب اللباس, باب وصل الشعر وباب الموصولة, সহিহ মুসলিম- كتاب اللباس, باب تحريم فعل الواصلة-

১৭৬৬। অর্থ : হজরত বারা ইবনে আজেব রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাল গালিচায় আরোহণ করতে নিষেধ করেছেন। مَيَاثِرْ শব্দটি مِيثَرَةٌ এর বহুবচন। مِيثَرَةٌ গালিচার মতো একটি কাপড় হতো যেটি বিত্তশালী ধরনের লোকেরা স্বীয় সওয়ারির ওপর বিছাতো। ঘোড়ার ওপর একটি চাদর হয়ে থাকে, আরেকটি হয়ে থাকে জিন। একটি কাপড় জিনের ওপর বিছাতো যেটি হতো গালিচার মতো। এটাকে مِيثَرَةٌ বলা হয়। এই হাদিসে এর ওপর বসতে নিষেধ করে দিয়েছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত আলি ও মুয়াবিয়া রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। বারা রা. এর হাদিসটি حسن صحيح।

শো'বা আশ'আস ইবনে আবুশ শা'সা হতে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। এ হাদিসে একটি ঘটনা আছে।

এ নিষেধের কারণ বর্ণনার ক্ষেত্রে ইসলামি আইনবিদগণের বিভিন্ন যুক্তি রয়েছে। অনেক ইসলামি আইনবিদ বলেছেন, এ নিষেধের কারণ হলো এ গালিচা সাধারণত লাল রংয়ের হতো। অথচ পুরুষদের জন্য লাল এবং ব্যবহার নিষেধ। আর অনেক ইসলামি আইনবিদ বলেন, এই গালিচা সাধারণত নাজ-নেয়ামতে প্রতিপালিত ধনীর দুলালি মহিলারা ব্যবহার করতো। পুরুষদেরকে তা ব্যবহার করতে এ কারণে নিষেধ করে দিয়েছেন যে, এর ফলে মহিলাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য হয়ে যাবে। অনেকে বলেন, এই নিষেধের কারণ শুধু এটা مِيثَرَةٌ বা গালিচার মতো কাপড় ব্যবহার করা ছিলো নাজ-নেয়ামতে প্রতিপালন ও ভোগ-বিলাসের নিদর্শন। আর খোশহাল লোকেরা এটা ব্যবহার করতো এজন্য নিষেধ করে দিয়েছেন। যাতে তাদের সঙ্গে মানুষ সামঞ্জস্য অবলম্বন না করে। এই সর্বশেষ পদ্ধতি হিসেবে এই নিষেধ তাহরীমি না, তানজিহি।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فِرَاشِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

অনুচ্ছেদ–২৭ : নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিছানা প্রসংগে (মতন পৃ. ৩০৬)

١٧٦٧ – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ أَدَمٌ حَشْوُهُ لِيْفٌ.[৬১৩]

১৭৬৭। অর্থ : আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা ছিলো চামড়ার। তাতে খেজুর গাছের ছাল ভর্তি ছিলো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত হাফসা ও জাবের রা. হতে এ অনুচ্ছেদে এ হাদিস বর্ণিত আছে।

---

[৬১২] সহিহ বোখারি- كتاب اللباس و الزينة, باب تحريم استعمال اناء -মুসলিম- كتاب اللباس, باب الميثرة الحمراء- الذهب-

[৬১৩] সহিহ মুসলিম- كتاب اللباس, باب فى -সুনানে আবু দাউদ- كتاب اللباس و الزينة, باب التواضع فى اللباس و الفراش- لبس الصوف-

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَمِيْصِ

অনুচ্ছেদ–২৮ : জামা প্রসংগে (মতন, পৃ. ৩০৬)

١٧٦٨ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْقَمِيْصَ.[৬১৪]

১৭৬৮। **অর্থ :** উম্মে সালামা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পোশাকের মধ্যে অধিক পছন্দনীয় ছিলো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن غريب।

এটি আমরা কেবল আবদুল মুমিন ইবনে খালেদ সূত্রেই জানি। তিনি একা এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি হলেন মারওয়াজি।

এ হাদিসটি অনেকে বর্ণনা করেছেন আবু তুমাইলা-আবদুর মুমিন ইবনে খালেদ-আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা-তাঁর মাতা-উম্মে সালামা রা. সূত্রে। (তিরমিযী রহ. বলেন,) আমি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল রহ.-কে বলতে শুনেছি, আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা-তাঁর মাতা-উম্মে সালামা রা. সূত্রে বর্ণিত হাদিসটি আসাহ্। তাতে কেবল উল্লেখ করা হয় "আবুল তুমাইলা-তাঁর মাতা থেকে"।

١٧٦٩ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْقَمِيْصَ.

১৭৬৯। **অর্থ :** উম্মে সালামা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সবচেয়ে প্রিয় পোশাক ছিলো জামা।

١٧٧٠ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْقَمِيْصَ.

১৭৭০। **অর্থ :** উম্মে সালামা রা. বলেন, জামা ছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সবচেয়ে প্রিয় পোশাক ছিলো জামা।

١٧٧١ -عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ بْنِ السَّكَنِ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ : كَانَ كُمُّ يَدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِلَى الرُّسْغِ.[৬১৫]

১৭৭১। **অর্থ :** আবদুল্লাহ...হজরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামার হাতা ছিলো কব্জি পর্যন্ত। [সনদ صحيح, ই-হা, ১২/৫৪২২, বৈরুতের কপি অনুযায়ী নম্বর প্রদত্ত হলো।]

١٧٧٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا لَبِسَ قَمِيْصًا بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ.[৬১৬]

---

[৬১৪] সুনানে আবু দাউদ- كتاب اللباس, باب ماجاء فى القميص, সুনানে নাসায়ি- كتاب الزينة, باب لبس القميص

[৬১৫] মাজমাউজ্জ জাওয়াইদ- ৫/১২১, সুনানে আবু দাউদ- كتاب اللباس : باب ماجاء فى القميص

[৬১৬] সুনানে আবু দাউদ- كتاب اللباس : باب فى الانتعال, সুনানে ইবনে মাজাহ- كتاب الطهارة : باب التيمن فى الوضوء

১৭৭২। অর্থ : আবু হুরায়রা রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জামা পরতেন, তখন ডান দিক হতে শুরু করতেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি একাধিক বর্ণনাকারি শো'বা হতে এ সনদে আবু হুরায়রা রা. হতে মাওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আবদুস সামাদ ইবনে আবদুর ওয়ারিস- শো'বা ব্যতিত অন্য কেউ এটিকে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন বলে আমরা জানি না।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن غريب।

بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيْدًا

অনুচ্ছেদ-২৯ : নতুন পোশাক পরার সময় কি দোয়া পড়বে প্রসংগে (মতন, পৃ. ৩০৬)

١٧٧٣ - عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ عِمَامَةً أَوْ قَمِيْصًا أَوْ رِدَاءً ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ أَسْأَلُكَ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ.[৩১৭]

১৭৭৩। অর্থ : আবু সাইদ খুদরি রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো নতুন পোশাক পরতেন তখন এর নাম নিতেন। যেমন পাগড়ি, কিংবা জামা, কিংবা লুঙ্গি। তারপর এই দোয়া পড়তেন-اَللّٰهُمَّ الخ অর্থাৎ, হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার। কেনোনা, তুমিই এ কাপড় আমাকে পরিয়েছো। আমি তোমার কাছে এর কাপড়ের কল্যাণ (যাতে নষ্ট না হয়) আর যে কল্যাণের উদ্দেশে এটিকে তৈরি করা হয়েছে তার আবেদন করছি এবং এর অনিষ্ট, যে অনিষ্টের উদ্দেশ্য এটি তৈরি করা হয়েছে তা হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হজরত উমর ও ইবনে উমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

হিশাম ইবনে ইউসুফ কুফি কাসেম ইবনে মালেক মুজানি-জারিরি সূত্রে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে। এ হাদিসটি حسن।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ لُبْسِ الْجُبَّةِ وَالْخُفَّيْنِ

অনুচ্ছেদ-৩০ : জুব্বা এবং মোজা পরা প্রসংগে (মতন, পৃ. ৩০৬)

١٧٧٤ - عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيْهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَبِسَ جُبَّةً رُوْمِيَّةً ضَيِّقَةَ الْكُمَّيْنِ.[৩১৮]

---

[৩১৭] মুসনাদে আহমদ- ৩/৫০, সুনানে আবু দাউদ- كتاب اللباس : باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا

[৩১৮] সহিহ বোখারি- كتاب اللباس : باب لبس جبة ضيقة الكمين فى السفر

১৭৭৪। **অর্থ :** ওরওয়া ইবনে মুগিরা তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন জুব্বা পরতেন যেটি ছিলো রোমের তৈরি। এর হাতা ছিলো সংকীর্ণ। অনেক বর্ণনায় আছে, এ জুব্বাটি তাঁর কাছে কোথাও হতে হাদিয়া হিসেবে এসেছিলো। অনেক বর্ণনায় আছে, এ জুব্বার মূল্য ছিলো ২০০০ দিনার। অর্থাৎ, প্রায় ২০,০০০ দিরহাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন মূল্যবান জুব্বাও পরেছেন। আবার জোড়াতালি বিশিষ্ট কাপড়ও পড়েছেন। তাঁর সাধারণ অভ্যাস ছিলো মামুলি ধরনের কাপড় পরা। তবে এই মূল্যবান জুব্বা পরিধান করে এটা প্রকাশ করে দিয়েছেন যে, এমন পোশাক পরিধান করাও বৈধ। এটি বৈধতার রাস্তা সৃষ্টি করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহজতা সৃষ্টি করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

দরসে তিরমিযী

জীবন যাপনের মানদণ্ড কি হওয়া উচিত?

এ বিষয়ে সর্বদা একটি কথা স্মর্তব্য। এ মাসআলাটি সর্বদা মানুষের অন্তরে দোদুল্যমানতা সৃষ্টির কারণ হয় যে, কোন্ মানের কাপড় পরা উচিত? কোন্ মানের জীবন অবলম্বন করবে? যা অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। এ প্রসঙ্গে হজরত মাওলানা আশরাফ আলি তানভী রহ. অত্যন্ত বিশদভাবে এর সীমারেখা বর্ণনা করেছেন। সে সীমারেখা যদিও বাড়ি-ঘর সম্পর্কে বলেছিলেন, কিন্তু সে সীমারেখা কাপড়, পোশাক এবং দুনিয়ার অন্যান্য জিনিসের ক্ষেত্রেও বাস্তবায়িত হয়। তিনি বলেছেন একটি পর্যায় হয় জরুরতের। যা দ্বারা মানুষের প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়। যেমন–ঘর যদি কাঁচা হয় যাতে মানুষ তার মাথা গোঁজাতে পারে তাহলে এ স্তর হলো থাকার। অর্থাৎ, এ ঘরটি থাকার উপযোগী। স্পষ্ট বিষয় যে, এটা বৈধ।

দ্বিতীয় পর্যায় হলো সহজতার। অর্থাৎ, মানুষ এমন বাড়ি তৈরি করবে, যেখানে শুধু মাথা গোঁজার ঠাঁই হবে না; বরং সে বাড়িতে নিজের জন্য আরামেরও খেয়াল রাখা হয়। যেমন– পাকা বাড়ি তৈরি করলো, যাতে বৃষ্টির পানি না আসে। এটাও বৈধ।

চতুর্থ পর্যায় হলো লোক দেখানোর জন্য। অর্থাৎ, বাড়িতে এমন আসবাব উপকরণ জমা করা যার মাধ্যমে লোকজনকে কিছু দেখানো উদ্দেশ্য হয়, যাতে লোকজন আমাকে বড় মানুষ এবং বিত্তশালী মনে করে। কারণ, আমি শানদার বাড়িতে থাকি, এমন শানদার কাপড় পরিধান করি, এমন যানবাহন ব্যবহার করি। এটা হলো লোক দেখানো বা লৌকিকতা। এটা হারাম। যেনো তিন পর্যায় বৈধ। চতুর্থ পর্যায় হারাম।

যদি কোনো ব্যক্তি মূল্যবান পোশাক ব্যবহার করে এজন্য যে, এটা আমার কাছে ভালো লাগে, কিংবা তা পরলে আমার লাভ হয়, কিংবা নিজের মন খুশি করার জন্য তা পরিধান করি, নিজের পরিবারের মনে আনন্দ দেওয়ার জন্য তা করি, তাহলে এটা বৈধ। তবে যদি কোনো ব্যক্তি মূল্যবান পোশাক এ কারণে পরে যাতে লোকজন তাকে ফ্যাশনেবল বলে। লোকজন তাকে বিত্তশালী, বড় লোক– এসব বলে। এ পদ্ধতি হারাম। যেমন–হাদিস শরিফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَا اَخْطَاكَ اِثْنَانِ سَرَفٍ وَّمُخَيِّلَةٍ অর্থাৎ, প্রতিটি পোশাক পরা তোমাদের জন্য বৈধ। শুধু সে লেবাস ব্যতিত যাতে অপচয়, আত্মগর্ব ও অহংকার থাকে। সুতরাং এ দু'টি জিনিস হতে বেঁচে মানুষ মূল্যবান পোশাকও পরিধান করতে পারে। এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারা তা প্রমাণিত হয়।

সংকীর্ণ ও কফ বিশিষ্ট হাতার আদেশ

আমি সাধারণত কফ বিহীন জামা পরি। একবার এক সঙ্গী এক জোড়া পোশাক উপহার দিয়েছেন। এর হাতা ছিলো কফ বিশিষ্ট। সে জামা পরে করে আমি এক দীনি সভায় গেলাম। সেখানে বয়ান হলো। বাড়িতে ফিরে আসার দু'তিন দিন পর একটি সুদীর্ঘ চিঠি এক সঙ্গী লিখে পাঠালেন। সে চিঠিতে তিনি লিখেছেন যে, এটা দেখে আমার খুব আফসোস হলো, আপনি কফ বিশিষ্ট জামা পরে রেখেছেন। অথচ এটা খেলাফে সুন্নত।

একথা শুনে আমার খুব খুশি লাগলো যে, লোকজন এতো সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখে! এটা বড় নেয়ামতের ব্যাপার। এটাকে গণিমত মনে করা উচিত যে, লোকজন সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে মানুষকে দেখে। যখন এ দেখা খতম হয়ে যায় তখন মানুষ নফস ও শয়তানের হাতে গোমরাহ হয়ে যায়। তাই আমি আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করলাম যে লোকজন এতো সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকায়।

ফলে আমি তাকে শুকরিয়ার চিঠি লিখলাম। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আপনি যথার্থভাবে সতর্ক করেছেন। কথা হলো, আমাদের সমস্ত বুজুর্গও কফ ব্যতিত জামা পরতেন। এ জন্যে সমীচীন হলো নিজ বুজুর্গদের তরিকার পোশাক পরা। আলহামদুলিল্লাহ, আমার সাধারণ মামুল এটাই। আমি কফ ব্যতিতই (জামা) পরি। তবে আপনি যে লিখেছেন, এ আমলটি খেলাফে সুন্নত–এটা ঠিক না। কেনোনা, একদিকে তো স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সংকীর্ণ হাতার পোশাক পরিধান প্রমাণিত আছে। যেমন– এ অনুচ্ছেদের হাদিসে রয়েছে, যে মূল্যবান জুব্বাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরেছেন সেটি ছিলো সংকীর্ণ হাতা বিশিষ্ট।

কোনো আমল সুন্নত না আর কোনো আমল সুন্নতের খেলাফ হওয়া দু'টি ভিন্ন বিষয়

অনেকেই আরেকটি কথা বুঝেন না– অর্থাৎ একটি বিষয় হলো কোনো আমল সুন্নত না হওয়া, আরেকটি হলো কোনো আমল খেলাফে সুন্নত হওয়া। উভয়টির মাঝে পার্থক্য আছে। যেমন– বৈদ্যুতিক দ্রব্য ব্যবহার করা সুন্নত না। এবার যদি কেউ বলে, বিদ্যুৎ জ্বালানো কিংবা বৈদ্যুতিক ফ্যান ব্যবহার করা খেলাফে সুন্নত– তাহলে এটি ঠিক না। কেনোনা, খেলাফে সুন্নত তখন বলা হবে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো খাস আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন, চাই সে উৎসাহ প্রদান মোস্তাহাব পর্যায়েরই হোক না কেনো, তারপর কোনো ব্যক্তি সে আমর অবলম্বন করলো না; বরং এর বিপরীত অন্য পন্থা অবলম্বন করলো তাহলে সেটা খেলাপে সুন্নত। যে আমল খেলাফে সুন্নত হবে সেটি কমপক্ষে মাকরুহ অবশ্যই হবে। তবে আরেকটি জিনিস হলো যার ওপর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমল করেননি। এবার যদি কেউ এর ওপর আমল করে তাহলে এটাকে খেলাফে সুন্নত বলা হবে না। যেমন–হাদিস শরিফে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কখনও চাপাতি তৈরি করা হয়নি। না কখনও কোনো ছোট তশতরিতে তিন খানা খেয়েছেন। এর অর্থ এই নয় যে, চাপাতি খাওয়া কিংবা তশতরিতে খাওয়া খেলাফে সুন্নত। বরং বলা হবে এ আমলটি সুন্নত না। সুন্নত না হওয়ার ফলে খেলাফে সুন্নত হওয়া আবশ্যক হয় না।

এমনভাবে জামার মধ্যে কফ লাগানো কিংবা পকেট লাগানো। যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত না হয় তাহলে সর্বোচ্চ বলা যাবে এটা সুন্নত না। তবে এটাকে খেলাফে সুন্নত বলে মাকরুহ মনে করা صحيح না। হ্যাঁ, অবশ্য এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের যতোটা নিকটবর্তী থাকবে ততোটাই ব্যক্তির আমলে নূর, বরকত ও সওয়াব হবে। যে পরিমাণ সুন্নত হতে দূরে থাকবে সে পরিমাণ তার মধ্যে বরকতহীনতা থাকবে। সুতরাং প্রতিটি বিষয়কে সস্থানে রাখা উচিত। এটাকে স্বীয় মহল ও স্থানে হতে সামনে বাড়ানো ঠিক না।

জামার কলারের আদেশ

এসব কলার হতে আমাদের বুজুর্গগণ এজন্যে নিষেধ করছেন যে, এ কলার মূলত ইংরেজরা চালু করেছিলো। তাদের সঙ্গে সাদৃশ্যের কারণে নিষেধ করতেন। সুতরাং তা হতে পরহেজ করা উচিত। তবে এর কারণে অন্যদের ব্যাপারে খুব অপছন্দনীয়তা প্রকাশ করা এবং এমন বলা ঠিক নয় যে, লোকটি হারামে কিংবা ফিসকে লিপ্ত। কেনোনা, এখন এই কলার এতো ব্যাপক হয়ে গেছে যে, এখন সে সাদৃশ্যের বিষয়টি প্রায় খতম হয়ে গেছে। সুতরাং অন্যদের ব্যাপারে এর কারণে এমন অপছন্দনীয়তা প্রকাশ না করা উচিত, যেমন হারামের ব্যাপারে করা হয়।

١٧٧٥ – عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : أَهْدٰى دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خُفَّيْنِ فَلَبِسَهُمَا قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى وَقَالَ إِسْرَائِيْلُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ وَجُبَّةً فَلَبِسَهُمَا حَتّٰى تَخَرَّقَا لَا يَدْرِيْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَذَكِيٌّ هُمَا أَمْ لَا.[৬১৯]

১৭৭৫। **অর্থ :** মুগিরা ইবনে শো'বা রা. হতে বর্ণিত। হজরত দিহইয়া কালবি রা. হাদিয়া স্বরূপ এক জোড়া মোজা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করেছিলেন। আমের রা. এর বর্ণনায় আছে যে, একটি জুব্বাও দিয়েছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু'টি জিনিসই ছেঁড়া পর্যন্ত পরিধান করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো সম্পর্কে জানতেন না যে, এটি কোনো জবাইকৃত পশুর চামড়া, না জবাইকৃত পশুর চামড়ার তৈরি। তবে তিনি এ সম্পর্কে যাচাই করা ব্যতিত এগুলো ব্যবহার করেছেন।

এতে বুঝা গেলো, যদি কোনো মুসলমান হাদিয়া পেশ করে তাহলে এর সম্পর্কে যাচাই করার প্রয়োজন নেই। বরং মুসলমানের অবস্থাকে বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে তা ব্যবহার করবে। এরচেয়ে বেশি গভীরে যাওয়া ঠিক না।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, ইসরাইল, জাবের-আমের সূত্রে বলেন, একটি জুব্বাও (দিয়েছিলেন) তারপর তিনি এ দু'টো পরেছিলেন ছিঁড়ে যাওয়া পর্যন্ত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন না এগুলো কি জবাইকৃত পশুর (চামড়া) কিনা?

এ হাদিসটি حسن غريب।

আবু ইসহাক হলেন, আবু ইসহাক শায়বানি তাঁর নাম হলো সুলাইমান। হাসান ইবনে আইয়াশ হলেন আবু বকর ইবনে আইয়াশের ভ্রাতা।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ شَدِّ الْأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ

অনুচ্ছেদ-৩১ : স্বর্ণ দিয়ে দাঁত বাঁধা প্রসংগে (মতন, পৃ. ৩০৬)

١٧٧٦ – عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ قَالَ : أُصِيْبَ أَنْفِيْ يَوْمَ الْكِلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيَّ فَأَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفًا مِّنْ ذَهَبٍ.[৬২০]

---

[৬১৯] শরহে সুনান- ১২/৭২, মাজমাউজ জাওয়াইদ- ৫/১৩৯।

[৬২০] সুনানে আবু দাউদ –كتاب الخاتم : باب ماجاء فى ربط الاسنان بالذهب, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা- ৮/৩১১

১৭৭৬। **অর্থ :** আরফাজাহ্ ইবনে আস'আদ রা. বলেন, জাহেলি যুগে কিলাবের যুদ্ধে আমার নাক কেটে গিয়েছিলো। ফলে আমি রূপার নাক তৈরি করেছিলাম। তবে এতে দুর্গন্ধ আসতে লাগলো। ফলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে স্বর্ণের নাক তৈরির নির্দেশ দিলেন।

আলি ইবনে হুজ্‌র-রবী ইবনে বদর, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজিদ ওয়াসিতি-আবুল আশহাব সূত্রে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن غريب।

এটি আমরা কেবল আবদুর রহমান ইবনে তারাফা সূত্রেই জানি। সাল্‌ম ইবনে জারির-আবদুর রহমান ইবনে তারাফা সূত্রে আবুল আশহাব-আবদুর রহমান ইবনে তারাফা এর হাদিসের মতো বর্ণনা করেছেন। একাধিক আলেম বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাঁর দাঁত স্বর্ণ দিয়ে বাঁধিয়েছেন।

এ হাদিসে তাদের জন্য দলিল রয়েছে। আবদুর রহমান ইবনে মাহদি বলেছেন, সাল্‌ম ইবনে জারির ভুল। আবু সাইদ সান'আনির নাম হলো মুহাম্মদ ইবনে মুইয়াসসার।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ جُلُوْدِ السِّبَاعِ

অনুচ্ছেদ–৩২ : হিংস্র জন্তুর চামড়া ব্যবহার করা নিষেধ প্রসংগে (মতন, পৃ. ৩০৭)

١٧٧٧ –عَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ، عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُوْدِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ.[৬২১]

১৭৭৭। **অর্থ :** আবুল মালিহ রহ. স্বীয় পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিংস্র জন্তুর চামড়া বিছাতে নিষেধ করেছেন।

মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার-ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ-সাইদ-আবুল মালিহ-তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিংস্র প্রাণির চামড়া বিছাতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, সাইদ ইবনে আবু আরুবা ব্যতিত "আবুল মালিহ সূত্রে তাঁর পিতা হতে" এ কথাটি বলেছেন বলে আমরা কাউকে জানি না।

এতেও নিষেধের কারণ সেটাই যে, এটা ছিলো খোশহাল লোকদের পদ্ধতি। তারা গর্ব অহংকার করে হিংস্র প্রাণির চামড়া ব্যবহার করতো। তাই তিনি তা হতে নিষেধ করেছেন। তবে ইসলামি আইনবিদগণ বলেছেন, যদি এসব চামড়া সংস্কার করে পবিত্র করা হয় তারপর কোনো বাস্তব প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে, যেমন–ঠাণ্ডার কারণে ব্যবস্থার করে তাহলে এর অবকাশ রয়েছে।

١٧٧٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدِ الرِّشْكِ عَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ جُلُوْدِ السِّبَاعِ وَهٰذَا أَصَحُّ.

১৭৭৮। **অর্থ :** মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার...আবুল মালিহ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হিংস্র জন্তুর ব্যতিত (ব্যবহার করা) হতে নিষেধ করেছেন। এটি আসাহ্।

---

[৬২১] সুনানে আবু দাউদ- كتاب اللباس : باب في جلود النمور, আস-সুনানে কুবরা বায়হাকি- ১/২১।

بَابُ مَا جَاءَ فِي نَعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

অনুচ্ছেদ-৩৩ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জুতা প্রসংগে (মতন, পৃ. ৩০৭)

١٧٧٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا همام عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : كَيْفَ كَانَ نَعْلُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ؟ قَالَ لَهُمَا قِبَالَانِ.

১৭৭৯। **অর্থ :** কাতাদা বলেন, আনাস রা.কে আমি বললাম, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুতো মুবারক কেমন ছিলো? তিনি বললেন, এগুলোর দু'টি ফিতা ছিলো।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

١٧٨٠ – حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ نَعْلَاهُ لَهُمَا قِبَالَانِ.[৬২২]

১৭৮০। **অর্থ :** আনাস রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুতার ফিতা ছিলো দু'টি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

তিনি আরো বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস ও আবু হুরায়রা রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْمَشْيِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ

অনুচ্ছেদ–৩৪ : এক জুতা পরে হাঁটা মাকরূহ প্রসংগে (মতন, পৃ. ৩০৭)

١٧٨١ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَا يَمْشِيْ أَحَدُكُمْ فِيْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيْعًا أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيْعًا.[৬২৩]

১৭৮১। **অর্থ :** কুতাইবা. হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যেনো এক জুতা পরে না হাঁটে। হয়তো উভয় পায়ে জুতা পরবে কিংবা উভয়টি খুলে ফেলবে। এই নিষেধ মাকরূহে তানজিহি।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

তিনি আরো বলেছেন, হজরত জাবের রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে।

---

[৬২২] শরহুস সুন্নাহ- ১২/৭৪, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা- ৮/২৩১।

[৬২৩] সহিহ বোখারি- كتاب اللباس : باب لا يمشى فى نعل واحد-

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ

অনুচ্ছেদ–৩৫ : দাঁড়িয়ে জুতা পরা মাকরূহ প্রসংগে (মতন, পৃ. ৩০৭)

١٧٨٢ -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ.[৬২৪]

১৭৮২। **অর্থ** : আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে জুতা পরতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن غريب। উবায়দুল্লাহ ইবনে আমর রাক্কি এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মা'মার-কাতাদা-আনাস রা. সূত্রে। মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতে এ দু'টো হাদিসই صحيح না। হারেস ইবনে নাবহান তাঁদের মতে হাফেজ নন। কাতাদা সূত্রে আনাস রা. এর হাদিসটি কোনো ভিত্তি আমরা জানি না।

এ হাদিসটি সূত্রগতভাবে صحيح না। আর যদি কোনো صحيح সনদে প্রমাণিত হয় তাহলে এ হাদিসে যে নিষেধ এসেছে এটি ইরশাদের জন্য। তথা সুপথ প্রদর্শনের জন্য, শরয়ি আদেশ হিসেবে নয় এবং এই নিষেধ সেসব জুতা সম্পর্কে যেগুলো দাঁড়িয়ে পরিধান করলে পড়ে যাওয়ার আশংকা হয় কিংবা পায়ে ঠিকমতো না ঢোকার আশংকা থাকে। তবে যেসব জুতা দাঁড়িয়ে আরামে পরা যায়–তাতের কোনো রকমের আশংকা নেই–এ অনুচ্ছেদের হাদিস এর সঙ্গে সম্পৃক্ত না।

١٧٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُوْ جَعْفَرَ السِّمْنَانِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَهٰى أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ.

১৭৮৩। **অর্থ** : আনাস রা. হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন কোনো ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে জুতা পরতে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি غريب।

মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি صحيح না। না মা'মার-আম্মার ইবনে আবু আম্মার-আবু হুরায়রা সূত্রে বর্ণিত হাদিসটি صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الرُّخْصَةِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ

অনুচ্ছেদ–৩৬ : এক জুতা পরে হাঁটার অনুমতি প্রসংগে (মতন, পৃ. ৩০৭)

١٧٨٤ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : رُبَّمَا مَشَي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ.[৬২৫]

১৭৮৪। **অর্থ** : আয়েশা রা. বলেন, অনেক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক চপ্পল পরে হাঁটতেন।

---

[৬২৪] সুনানে আবু দাউদ- كتاب اللباس : باب ينزع نعله اليسرى– সুনানে ইবনে মাজাহ- كتاب اللباس : باب الانتعال قائما–

[৬২৫] শরহুস সুন্নাহ-বাগভি- ১২/৭৮, মাজমাউজ জাওয়াইদ- ৫/১৩৯।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

এ হাদিসে বৈধতার বিবরণ রয়েছে। পেছনের হাদিসে নিষেধাজ্ঞা ছিলো তানজিহি। কেউ যাতে এক জুতা পরে হাঁটাচলা না করে।

١٧٨٥ – عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا مَشَتْ بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَهٰذَا أَصَحُّ.

১৭৮৫। **অর্থ :** আয়েশা রা. হতে বর্ণিত যে, তিনি এক জুতা পরে হেঁটেছেন। এটি আসাহ্।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, অনুরূপভাবে এটি বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান সাওরি ও একাধিক বর্ণনাকারি আবদুর রহমান ইবনে কাসেম হতে মাওকুফ আকারে। এটি আসাহ্।

بَابُ مَا جَاءَ بِأَيِّ رِجْلٍ يَبْدَأُ إِذَا انْتَعَلَ

অনুচ্ছেদ–৩৭ : জুতা পরার সময় কোন্ পা আগে দিবে প্রসংগে (মতন, পৃ. ৩০৭)

١٧٨٦ – عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِيْنِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ فَلْتَكُنِ الْيُمْنٰى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ.

[৬২৬]১৭৮৬। **অর্থ :** আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ চপ্পল, তখন ডান পা আগে ঢোকাবে। যখন খুলবে তখন বাম পা আগে খুলবে। যাতে প্রথমে ডান পায়ে পরা হয় আর পরে খোলা হয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَرْقِيْعِ الثَّوْبِ

অনুচ্ছেদ–৩৮ : কাপড়ে তালি দেওয়া প্রসংগে (মতন, পৃ. ৩০৭)

١٧٨٧ – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا أَرَدْتِ اللُّحُوْقَ بِيْ فَلْيَكْفِكِ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ وَإِيَّاكِ وَمُجَالَسَةَ الْأَغْنِيَاءِ وَلَا تَسْتَخْلِعِيْ ثَوْبًا حَتّٰى تُرَقِّعِيْهِ.[৬২৭]

১৭৮৭। **অর্থ :** আয়েশা রা. বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি তুমি আমার সঙ্গে মিলতে চাও তাহলে দুনিয়ার এতোটুকু তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায় যতোটুকু একজন মুসাফিরের সামানপত্র হয়।

নিজের সঙ্গে মুসাফির যে সামানপত্র নিয়ে যায় তাতে সংক্ষেপে কার্য সেরে নেয়। এমনভাবে দুনিয়াতে তুমি সংক্ষেপে কাজ সেরে নাও। বিত্তশালীদের সংসর্গ এবং তাদের সোহবত হতে পরহেজ করো এবং কোনো কাপড় ততোক্ষণ পর্যন্ত ছেঁড়ো না যতোক্ষণ পর্যন্ত তাতে তালি না লাগাও।

---

[৬২৬] সহিহ বোখারি- كتاب اللباس : باب ينزع نعله اليسرى, সুনানে আবু দাউদ- كتاب اللباس : باب في الانتعال-

[৬২৭] মুসতাদরাকে হাকেম- ৪/৩১২, আত-তারগিব ওয়াত তারহিব- ৪/১৬৫।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি غريب। এটি আমরা কেবল সালেহ ইবনে হাসসান সূত্রেই জানি।

তিরমিযী রহ. বলেন, আমি মুহাম্মদ রহ.কে বলতে শুনেছি, সালেহ ইবনে হাস্‌সান মুনকারুল হাদিস। যে সালেহ ইবনে আবু হাস্‌সান হতে ইবনে আবু জিব বর্ণনা করেছেন তিনি নির্ভরযোগ্য।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, وَمُجَالَسَةُ الْأَغْنِيَاءِ এর দ্বারা উদ্দেশ্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম হতে বর্ণিত হুরায়রা রা. এর নিম্নোক্ত হাদিসটিতে যা বর্ণনা রা হয়েছে তাই। হাদিসটি হলো, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রিজিক এবং সৃজনে তার চেয়ে কোনো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে দেখে সে যেনো তার চেয়ে নিচু পর্যায়ের লোকের দিকে তাকায়, যার ওপর তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। কেনোনা, এটাই হলো তার জন্য আল্লাহর নেয়ামতকে তাচ্ছিল্য না করার অধিক উপযোগী।

আওন ইবনে আবদুল্লাহ রহ. হতে বর্ণনা করা হয়। তিনি বলেছেন, আমি ধনীদের সংসর্গ অবলম্বন করেছি। তখন কাউকে আমার চেয়ে অধিক পেরেশান দেখিনি। আমি একটি পশু দেখতাম, মনে করতাম সেটি আমার পশু অপেক্ষা উত্তম, আর পোশাক দেখতাম আমার পোশাকের চেয়ে উত্তম। আর নিঃস্ব ফকিরদের সংসর্গ যখন অবলম্বন করলাম, তখন আমি প্রশান্তি এবং আরাম লাভ করলাম।

যদিও এ হাদিসটি সনদগতভাবে صحيح না। যেমন ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন–কিন্তু অর্থগতভাবে বিশুদ্ধ এবং এর প্রতিটি কথা অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত ও সমর্থিত। সেটি হলো মানুষ দুনিয়াতে প্রাচুর্য অবলম্বন করবে না; বরং এতোটুকু অবলম্বন করবে যতোটুকু তার প্রয়োজন। ওপরের হাদিসের ব্যাখ্যায় হজরত থানভি রহ. এর বরাতে আমি যে দুনিয়া অবলম্বনের স্তরগুলো বর্ণনা করেছি অর্থাৎ, থাকা, সহজতা ও আরাম এই তিনটি স্তর অবলম্বন করা বৈধ। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, উত্তম হলো প্রয়োজন মাফিকই অবলম্বন করা। এতোটুকুকেই যথেষ্ট মনে করা। কেনোনা, আসবাব-উপকরণ মানুষকে ক্রমশ দুনিয়ার দিকে আকর্ষণ করছে।

দরসে তিরমিযী

ধনীদের সঙ্গ হতে দূরে থাকো

এ সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী রহ. পরবর্তীতে বলেন, এ উপদেশের অর্থ হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদিসটির মতো,

مَنْ رَأَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْخَلْقِ وَالرِّزْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ مِمَّنْ فُضِّلَ هُوَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا يَزْدَرِيَ نِعْمَةَ اللهِ.

কোনো ব্যক্তি যদি এমন কোনো লোককে দেখে, যাকে আল্লাহ তা'আলা দৈহিক গঠন ও রিজিকে তার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, যেমন– সেই লোকটি অধিক সুদর্শন, তার স্বাস্থ্য ভালো, তার কাছে পয়সা বেশি, দুনিয়ার আসবাব-উপকরণের ছড়াছড়ি, তাহলে এমন ব্যক্তির উচিত নিজের চেয়ে নিচু পর্যায়ে লোকের দিকে তাকানো। যেমন এমন ব্যক্তিকে দেখবে যার স্বাস্থ্য তার চেয়ে ভালো না, কিংবা যার কাছে ধন-সম্পদ কম। এর ফলে এই ফায়দা হবে যে, সে আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের বেকদরি করবে না। আর যে ব্যক্তি ওপরের দিকে তাকাতে থাকবে সে সর্বদা অকৃতজ্ঞতা লিপ্ত থাকবে। যেমন অমুকের তো এ নেয়ামত আছে, আমার নেই।

পরিতৃপ্ত জীবনের জন্য উত্তম নীতিমালা

সুতরাং দীনি ব্যাপারে সর্বদা নিজের চেয়ে উঁচু মর্যাদার লোকের দিকে দেখবে যে, অমুক ব্যক্তি ইবাদতে, জুহদ-তাকওয়ায় ও ইলমে সামনে অগ্রসর। যাতে সেদিকে বাড়ার এবং নিজের সংশোধনের খুব আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

দুনিয়ার ব্যাপারে তাকাবে নিজের চেয়ে নিচের দিকে লোকের দিকে। কেনোনা, এর ফলে আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতগুলোর কদর হবে। অন্তরে স্বল্পতুষ্টির প্রবণতা সৃষ্টি হবে। এটা পুরা জীবন আমল করার জন্য সর্বোত্তম নসিহত। যদি আল্লাহ তা'আলা এর ওপর আমল করার তাওফিক দান করেন তাহলে দুনিয়াতে এর চেয়ে বড় কোনো সম্পদ নেই।

وَيُرْوِيْ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ صَحِبْتُ الْأَغْنِيَاءَ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا أَكْثَرُهُمَا مِنِّيْ أَرٰى دَابَّةً خَيْرًا مِّنْ دَابَّتِيْ وَثَوْبًا خَيْرًا مِّنْ ثَوْبِيْ وَصَحِبْتُ الْفُقَرَاءَ فَاسْتَرَحْتُ.

হজরত আওন ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, আমি প্রথমে ধনীদের সঙ্গে উঠাবসা করতাম, তাদের সংসর্গে থাকতাম, তখন আমি কাউকে নিজের চেয়ে অধিক পেরেশানিতে লিপ্ত দেখিনি। বরং সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন ও পেরেশান আমিই হতাম। কেনোনা, আমি যেখানে যেতাম দেখতাম অমুকের ঘোড়া আমার ঘোড়ার চেয়ে ভালো, তার পোশাক আমার পোশাকের চেয়ে ভালো। তখন আমি সর্বদা এই চিন্তায় থাকতাম যে, সে আমার চেয়ে অগ্রসর। তার কাছে সব জিনিস ভালো। আমি পেছনে পরে আছি। আমি নিম্ন শ্রেণির ইত্যাদি ইত্যাদি। পরবর্তীতে আমি غريب ফকিরদের সংসর্গ অবলম্বন করলাম। এখন আমার আরাম অর্জিত হলো। কেনোনা, এখন সবখানে দেখি আমার সওয়ারি তার সওয়ারি অপেক্ষা উত্তম। আমার পোশাক তার পোশাকের চেয়ে ভালো। এভাবে আল্লাহ তা'আলা আমাকে আরাম দান করেছেন। এর দ্বারা বুঝা গেলো, ধনীদের সংসর্গ মানুষকে বেকদরি, অকৃতজ্ঞতা, ধৈর্যহীনতা এবং লোভ-লালসার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। আর غريب ফকিরদের সংসর্গের ফলে মানুষ আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় করে, এর কদর করে। এর ফলে অন্তরে স্বল্পতুষ্টির প্রবণতা সৃষ্টি হয়। আল্লাহর ওপর ভরসা সৃষ্টি হয়। সুতরাং উচিত যথাসম্ভব নিঃস্ব ফকিরদের সংসর্গ অবলম্বন করা।

বর্তমানে চেষ্টা করা হয় বিত্তশালীদের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়ানোর

আজকাল আমাদের আমলে এই রুচি সৃষ্টি হয়েছে যে, রীতিমতো চেষ্টা গুরুত্বারোপ করে বড় এবং সম্পদশালীর সঙ্গে সম্পর্ক বাড়ানো হয়। এতে লিপ্ত হন কাঁচা পাকা ধরনের মৌলভিরাও। ফারেগ হওয়ার পর মাদ্‌রাসা তৈরি করে নেন। চেষ্টা করে বড় বড় লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি করেন। তাদের হতে মাদ্‌রাসার জন্য আর্থিক সহায়তা নেন। এখন এটি একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হয়ে গেছে। যার নাম হলো গণসংযোগ। আজকাল এর ওপর ডিগ্রী দেওয়া হয়। সম্পর্ক নিঃস্ব ফকিরের সঙ্গে বৃদ্ধি হয় না। বরং বড় বড় আমির ও পদস্থ লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করা হয়। ফলে গোটা জীবন হীনমন্যতায় লিপ্ত থাকে। বেকদরি ও নাশোকরিতে লিপ্ত থাকে। অন্যের হাতের দিকে তাকিয়ে থাকে। এর পরিবর্তে যে সব লোক স্বীয় তরিকা অবলম্বন করে কোণে বসে থাকে আর আল্লাহ তা'আলা যা দান করেছেন তার কৃতজ্ঞতা আদায় করে এবং নিজের পক্ষ হতে সম্পর্ক বাড়ানোর ফিকির করে না, আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে উপকারিতা বাড়িয়ে দেন। এর ফলে বড় বড় রাজা-বাদশারা তাদের সামনে মাথা নত করেন। এভাবে এ জিনিসটি অর্জিত হয়নি যে, তারা নিজেরা রাজা-বাদশার কাছে সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য গেছেন। বরং আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে গুণ এবং উপকারিতা দান করেছেন। ফলে বড় বড় রাজা-বাদশারা নিজের পক্ষ হতেই তাদের শরণাপন্ন হয়েছেন।

এক বুজুর্গের শিক্ষণীয় একটি ঘটনা

আমি এ ঘটনাটি শুনেছি শামের একজন আলেমের কাছ হতে ও তার বিষয়টি পড়েছি যে, শামে একজন বুজুর্গ ছিলেন, তিনি আলেম ছিলেন, বুজুর্গ ছিলেন। বেশিরভাগ সময় মসজিদে কাটাতেন এবং যেকোনো হাদিসের সবক পড়াতেন। দরস শেষে সেখানে মসজিদেই বসে থাকতেন। সেখানে লোকজন নিজ প্রয়োজন এবং মাসায়েল জিজ্ঞেস করার জন্য আসতেন। সম্রাট তার সম্পর্কে সংবাদ শুনে চাইলেন তার সঙ্গে সাক্ষাত করবেন। যখন বাদশাহ তার শান-শওকত এবং খাদেম-খুদ্দাম নিয়ে এলেন এবং মসজিদের ভেতরে প্রবেশ করলেন, তখন সে বুজুর্গ ঘটনাক্রমে পা ছড়িয়ে বসেছিলেন। কেউ বললেন, তিনি সম্রাট। তবে সে আলেম নিজ অবস্থায় বসে রইলেন। বাদশা বললেন, হজরত কিছু নসিহত করুন। এ অবস্থাতেই সে বুজুর্গ সম্রাটকে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্ব ও

পরকালের ফিকিরের নসিহত করলেন। তারপর সম্রাট ফিরে চলে গেলেন। তারপর বাদশাহ স্বর্ণ মুদ্রার একটি থলে হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ করলেন। সে বুজুর্গ সে ব্যক্তিকে বললেন, তুমি যে থলে নিয়ে এসেছো তা ফেরত নিয়ে যাও। লোকটি বললো, আমি তো এভাবে ফেরত নিয়ে যেতে পারি না। আপনি আমাকে কিছু লিখে দিন। এভাবে আমি ফেরত গেলে সম্রাট আমাকে মারবেন। বুজুর্গ বললেন, ঠিক আছে। তুমি তাকে যেয়ে বলে দিবে, যে ব্যক্তি পা ছড়িয়ে থাকেন তিনি কখনও হাত বাড়ান না।

সারকথা, একজন আলেম ও মৌলভির জন্য এর চেয়ে খারাপ জিনিস আর কিছুই নেই যে, তার অন্তরে আগ্রহ সৃষ্টি হবে– আমি বড় বড় বিত্তশালীদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করবো এবং তাদের কাছ হতে আমি দুনিয়া অর্জন করবো। চাই সেটা মাদরাসার চাঁদাই হোক না কেনো; বরং আল্লাহর ওপর ভরসা করবে। যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দীনের কাজের তাওফিক দান করেন, আর তিনি তোমাদের দ্বারা দীনের কাজ করাতে চান তাহলে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াদারদের অন্তরগুলোকে ঝুঁকিয়ে দিবেন তোমাদের দিকে। আর যদি তিনি তোমাদের হতে দীনের কাজ করাতে না চান, তাহলে তোমরা হাজার বারও দুনিয়াদারদের পেছনে ঘুরো, কিছুই হবে না। সারকথা, ধনীদের সঙ্গে থাকা এবং তাদের সঙ্গে উঠাবসা করা উত্তম কাজ না।

بَابٌ بِلَا تَرْجَمَةٍ

শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ ৩৯ : (মতন পৃ. ৩০৮)

১৭৮৮ – عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ : قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَكَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ.[৬২৮]

১৭৮৮। **অর্থ :** উম্মে হানি রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় এসেছেন তখন তার মাথার চুলের চারটি বেণী ছিলো।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এই হাদিসটি حسن غريب।

মুহাম্মদ রহ. বলেছেন, আমি উম্মে হানি রা. হতে মুজাহিদের শ্রবণ সম্পর্কে জানি না।

মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার-আবদুর রহমান ইবনে মাহদি-ইবরাহিম ইবনে নাফি' মক্কি-ইবনে আবু নাজিহ-মুজাহিদ-উম্মে হানি রা. সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় আগমন করেছেন চারটি বেণী নিয়ে আবু নাজিহের নাম হলো ইয়াসার।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি غريب। আবদুল্লাহ ইবনে আবু নাজিহ মক্কি।

بَابٌ بِلَا تَرْجَمَةٍ

শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ ৪০ : (মতন পৃ. ৩০৮)

১৭৮৯ – حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ وَ هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيَّ يَقُوْلُ : كَانَتْ كِمَامُ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بُطْحًا.[৬২৯]

১৭৮৯। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে বুসর বলেন, আমি আবু কাবশা আনসারি রা. হতে শুনেছি যে, সাহাবায়ে কেরামের টুপি চিলেঢালা মাথার সঙ্গে লেগে থাকতো।

---

[৬২৮] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الترجل : باب فى الرجل يضفر والذوائب– সুনানে ইবনে মাজাহ- كتاب اللباس : باب اتخاذ الجمة –

[৬২৯] জামিউল উসূল- ১০/৬৩৩।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি منكر। আবদুল্লাহ ইবনে বুস্‌র বসরি তিনি মুহাদ্দিসিনে কেরামের মতে দুর্বল। ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ প্রমুখ তাকে দুর্বল বলেছেন। بطح অর্থ ঢিলেঢালা

بَابٌ بِلَا تَرْجَمَةٍ

শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ ৪১ : (মতন পৃ. ৩০৮)

١٧٩٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ مُسْلِمُ بْنُ نَذِيْرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : أَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِيَّ أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ هٰذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلُ فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ.[৬৩০]

১৭৯০। **অর্থ :** হুজায়ফা রা. বলেন, আমার পায়ের গোছা কিংবা নিজের পায়ের গোছা ধরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লুঙ্গির আসল জায়গা এখানে। আর যদি তোমার অন্তর না মানে তাহলে এর আরেকটু সামান্য নিচে পরে নাও। আর যদি তাও অন্তরে না মানে তাহলে টাখনুতে লুঙ্গির কোনো অধিকার নেই। অর্থাৎ, লুঙ্গি দ্বারা টাখনু ঢাকা অবৈধ।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

সাওরি, শো'বা এটি আবু ইসহাক রহ. হতে বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ بِلَا تَرْجَمَةٍ

শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ ৪২ : (মতন পৃ. ৩০৮)

١٧٩٢ - عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِّنْ حَدِيْدٍ فَقَالَ مَا لِيَ أَرٰى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ ؟ ثُمَّ جَاءَهُ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِّنْ صُفْرٍ فَقَالَ مَا لِيَ أَجِدُ مِنْكَ رِيْحَ الْأَصْنَامِ ؟ ثُمَّ أَتَاهُ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِّنْ ذَهَبٍ فَقَالَ ارْمِ عَنْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ ؟ قَالَ مِنْ وَرِقٍ وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا.

[৬৩১]১৭৯২। **অর্থ :** আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা নিজ পিতা হতে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে লোহার আংটি পরিহিত অবস্থায় উপস্থিত হয়েছিলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা জাহান্নামীদের অলংকার যখন দ্বিতীয়বার সে লোকটি এর তখন ছিলো পিতলের আংটি পরিহিত অবস্থায়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর হতে তো মূর্তির ঘ্রাণ আসছে। কেনোনা, প্রতিমা সাধারণত পিতল দ্বারা তৈরি করা হতো। যখন তৃতীয়বার এলো তখন ছিলো স্বর্ণের

---

[৬৩০] সুনানে ইবনে মাজাহ- كتاب اللباس : باب موضع الازار اين هو- সুনানে নাসায়ি- كتاب الزينة : باب موضع الازار

[৬৩১] সুনানে আবু দাউদ- كتاب الخاتم : باب ماجاء فى خاتم الحديد- সুনানে নাসায়ি- كتاب الزينة : باب اليس خاتم حديد ملوى عليه فضة-

আংটি পরিহিত অবস্থায় তিনি বলতেন, এটা জান্নাতিদের অলংকার। সুতরাং পুরুষ দুনিয়াতে এটা পরলো কিভাবে? তারপর সে লোকটি জিজ্ঞেস করলো। আমি কিসের আংটি পরবো? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, রূপার তৈরি করো। এর ওজন যেনো এক মিসকাল পর্যন্ত না হয়। অর্থাৎ, এক মিসকাল হতে যেনো কম হয়। সাড়ে চার মাশায় এক মিসকাল হয়।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি غريب। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে এ অনুচ্ছেদে হাদিস বর্ণিত আছে। আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিমের উপনাম আবু তাইয়্যিবা। তিনি مروازى।

بَابٌ بِلَا تَرْجَمَةٍ

শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ ৪৩ : (মতন পৃ. ৩০৮)

١٧٨٦ - عَنِ ابْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ : نَهَانِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنِ الْقَسِّيِّ وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ وَأَنْ أَلْبَسَ خَاتَمِي فِي هٰذِهِ وَفِيْ هٰذِهِ وَأَشَارَ إِلَى السَّبَّابَةِ الْوُسْطٰى.

[৬৩২]১৭৯৩। **অর্থ :** আবু মুসা রা. বলেন, হজরত আলি রা. হতে আমি শুনেছি, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নিষেধ করেছেন রেশমি কাপড় পরতে, লাল জিনের ওপর আরোহণ করতে, শাহাদত আঙুল এবং মধ্যমা আঙুলে আংটি পরতে।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح।

ইবনে আবু মুসা হলেন আবু বুরদা ইবনে আবু মুসা রা.। তাঁর নাম আমের ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস।

بَابٌ بِلَا تَرْجَمَةٍ

শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ ৪৪ : (মতন পৃ. ৩০৮)

١٧٩٤ - عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَلْبَسُهَا الْحِبَرَةَ.

[৬৩৩]১৭৯৪। **অর্থ :** আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় পোশাক ছিলো রেখা বিশিষ্ট ইয়ামানি চাদর।

ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি حسن صحيح غريب।

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

---

[৬৩২] সহিহ মুসলিম -كتاب اللباس والزينة : باب النهى عن التختم فى الوسطى- সুনানে আবু দাউদ- كتاب الخاتم : باب ماجاء فى خاتم الحديد

[৬৩৩] সহিহ বোখারি-كتاب اللباس : باب البرد و الشملة- সহিহ মুসলিম- كتاب اللباس والزينة : باب فضل لباس الحبرة